978-984-35-5251-8
978-984-35-5251-8
ISBN 978-984-35-5251-8

সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা
১৯৮১-১৯৮৬

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে
শেখ হাসিনার বক্তৃতা
১৯৮১-১৯৮৬

পিআইবি

সংবাদপত্রে
শেখ হাসিনার বক্তৃতা
১৯৮১-১৯৮৬

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা (১৯৮১-১৯৮৬)

প্রকাশক	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রচ্ছদ	সোহেল আশরাফ খান
তথ্য সংগ্রহ	মোহাম্মাদ এনায়েত হোসেন (রেজা) এম এম নাজমুল হাসান দিনেশ মাহাতো রবি চন্দ্র উজ্জল কুমার
কম্পিউটার বিন্যাস	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
কম্পিউটার কম্পোজ	মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম মো. ফরিদুল আলম
বানান সমন্বয়	মো. লুৎফর রহমান
প্রথম প্রকাশ	সেপ্টেম্বর ২০২৩
মুদ্রণ	তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
মূল্য	৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র
গ্রন্থস্বত্ব	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SONGBADPATRE SHEIKH HASINAR BAKTRITA (1981-1986)
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : ৳ 500 ■ $ 06 Only
ISBN : 978-984-35-5251-8
Phone : 9361424, 9330081-83, Fax : 880-02-48317458
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা: http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে
শেখ হাসিনার বক্তৃতা
১৯৮১-১৯৮৬

সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

নির্বাহী সম্পাদক

ড. কামরুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সহসম্পাদনা

আকিল-উজ-জামান খান (ইনু)
সহ-সম্পাদক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংকলন ও গ্রন্থনা

পপি দেবী থাপা
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ভূমিকা

দীর্ঘমেয়াদি এক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ছুটে চলেছেন দিগন্ত থেকে দিগন্তে। চার দশকের বেশি সময় অব্যাহত রেখেছেন লড়াই। এ লড়াই তিনি একাই চালিয়ে আসছেন জনমত এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কখনো ধীরপদে, কখনো দ্রুতপায়ে তিনি অগ্রসরমান। কোনো হুমকিধমকি, ভয়ভীতি, প্রলোভন তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। পারবে যে তেমন কোনো লক্ষণ, সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়নি আজও। চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছেন স্বপ্নের মনোরথে বাস্তবের পরিকাঠামো ছাড়িয়ে, সাফল্যের বিজয়গাথাকে সঙ্গে নিয়ে। পিতার মতোই গভীর দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহস, প্রজ্ঞা, ধৈর্য, কর্মকুশলতা, কর্মনিষ্ঠা, মেধা, মনন, দক্ষতা নিয়ে সব প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ সম্মুখপানে–মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে।

অসাধ্যকে সাধন করে মানুষের হিতার্থে, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির চাকাকে বহুদূর এগিয়ে নেওয়ার ব্রত আজও অমলিন। উদার আকাশ আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে দেশবাসীকে আহ্বান করেন যিনি কল্যাণে-মঙ্গলে, মানবতার জয়গানে, মুক্তির সংগ্রামে। তিনি শেখ হাসিনা, যাঁর ৪২ বছরের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনজুড়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধময় ঝড়ো হাওয়ার মোকাবিলা, ঘাতকের একুশ দফা হত্যা প্রচেষ্টা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, জেল-জুলুম সয়ে যেতে হয়েছে। সমাবেশে গুলি, জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, এমনকি তাঁর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত পাকিস্তান পর্ব থেকে চলে আসছে, এর রেশ আরও বহুগুণে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার কাছে তো 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'। মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে শিখেছেন পরিবারের সবাইকে হারিয়ে। প্রিয়জন হারানোর বেদনা মনে পোষণ করে, শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে তিনি চার দশকের বেশি সময়ই সাহস, দৃঢ়তা, একাত্মতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মকুশলতায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরে পিতৃস্থানপূরণে অনির্বার পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ নিয়েছেন, নিচ্ছেন। কিন্তু সবই যে সহজে হয় বা হচ্ছে, তা তো নয়, অনেক প্রতিবন্ধকতাও আসে সামনে। সেসব ভেঙে বেরিয়ে যাওয়াই যে তাঁর ধর্ম ও কর্ম। কোনো বিষয়ে পিছপা হননি, কোনো ভ্রুকুটিতে হাল ছাড়েননি, কোনো সিদ্ধান্তকেই বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেননি। কিন্তু এই চার দশকের বেশি সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্তপোক্ত শুধু নয়, অনিবার্য

হিসাবে প্রতিভাত করতে পেরেছেন। এই যে পথ তিনি দিয়েছেন পাড়ি, তা খুব মসৃণ ছিল না। পদে পদে বাধা, অপপ্রচার, কুৎসা, বিষোদ্‌গার, মিথ্যাচারের শিকারও হতে হয়েছে। সীমাহীন ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা বলেই প্রতিহিংসাপরায়ণতা গ্রাস করেনি। এখানেই মহত্ত্ব উঠে আসে অনায়াসে।

পুরো জীবনই তাঁর নিবেদিত বাঙালি এবং এ বাংলার মানুষের জন্য। আর এজন্য তাঁকে বহুবার হতে হয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি। পিতা-মাতাসহ পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার পর ঘাতকচক্র তাঁকেও বিনাশের কতশত অপচেষ্টা ও চক্রান্তই না চালিয়ে যাচ্ছে আজও। কিন্তু তিনি রয়েছেন এই বাংলার মানুষের অন্তরজুড়ে। বয়সি মানুষের কাছে তিনি তো আজও 'শেখের বেটি'। কত গভীর মমতাবোধে মানুষ তাঁকে আপ্লুত করে, শুভাশিস জানায়। ব্যক্তিগত লোভ-লালসা নিয়ে নয়, রাজনীতি করেন জাতির পিতার আদর্শ নিয়ে। দুখী মানুষের মুখে তিনিও চান হাসি ফোটাতে এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। সেই লক্ষ্যেই নিরলস পরিশ্রম করার দৃঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে আছেন। রাজনীতি যাঁর মজ্জাগত, তাঁকে তো রাজনৈতিক কৌশল নিয়েই এগোতে হয়। বাধাবিঘ্ন উপড়ে ফেলে লক্ষ্যে পৌঁছানোই হচ্ছে রাজনীতির ব্রত। ছাত্ররাজনীতিতে যাঁর উত্থান, জাতীয় রাজনীতিতে তিনি তো তরি বেয়ে তীরে পৌঁছাতে চাইবেনই। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট পিতা-মাতা, ভাই, ভ্রাতৃবধূসহ আত্মীয়স্বজনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর একধরনের অমানিশা নেমে এসেছিল প্রবাসে থাকা দুই বোনের জীবনে। মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। টালমাটাল পরিস্থিতি। বদলে গেছে পৃথিবী যেন। বদলে গেছে দেশ। ঘাতকেরা মসনদে। ফেরার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। পিতা-মাতা স্বজনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় কবর জিয়ারত করার জন্য দেশে ফেরায়ও বাধা। এমনকি ঘটনার সময় যে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে ছিলেন, সেখানেও ঠাঁই হলো না। প্রথম বিরূপ বিশ্বের মুখোমুখি হলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলো তখন থেকেই। সহায়তার হাতও ক্রমশ এগিয়ে এলো। এরপর লন্ডন। সেখান থেকে দিল্লি। ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিলেন। নিরাপত্তাও ছিল কঠোর। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা এ দুই কন্যাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার নানা কূটকৌশল নিয়েছিল। শেখ হাসিনা দিল্লিতে অবস্থানকালে সেখানে ঢাকা থেকে যাওয়া সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকার সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বিরূপভাবে তা পরিবেশন করে। পরপর কয়েক সংখ্যায় শেখ হাসিনার ইমেজ ক্ষুণ্ন করার জন্য বারবার প্রতিবেদনও ছেপেছিল। শেখ হাসিনা বারবার দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিলেও ক্ষমতা দখলকারী সামরিক

জান্তা শাসক জিয়া বাধা প্রদান করতে থাকে। পিতা-মাতার কবর জিয়ারত করার সুযোগটুকু দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। শেখ হাসিনা যাতে দেশে ফিরতে না পারেন, সেজন্য নানা অপপ্রচারও চালানো হয়। কিন্তু জনগণ ততদিনে 'শেখের বেটি' দেশে আসুক, এটিই চাইছিল।

আমাদের স্মরণে আসে, ৪২ বছর আগের এক ঐতিহাসিক দিন ১৭ মে, ১৯৮১ সালের দৃশ্যপট। দখলদার সামরিক জান্তা শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন বাংলার ইতিহাসের ট্র্যাজিক-কন্যা শেখ হাসিনা। যেখানে জন্মেছেন তিনি ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার দেড় মাসের মাথায়– আর জন্মেই দেখেছেন 'ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি'। সেদিন লাখ-লাখ মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে বরণ করে নিতে বিমানবন্দরের সামনে ছিল উন্মুখ। পুরো শহর পরিণত জনসমুদ্রে। তিনি এলেন সেই ভূমিতে, যেখানে নির্মম-নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। হত্যাকারী ও তাদের বশংবদরা দখলে রেখেছে রাষ্ট্রক্ষমতা। তিনি ফিরে এলেন দীর্ঘ নির্বাসন শেষে, যেমন এসেছিলেন পিতা। কিন্তু পিতা এসেছিলেন নয় মাসের কারাজীবন শেষে স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে। কন্যা ফিরে এলেন যেন স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে, পাকিস্তানি ভাবধারায় লালিত 'পূর্ব পাকিস্তানে'। স্বাধীনতার সব অর্জন ক্রমান্বয়ে ভূলুণ্ঠিত। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এই পাকিস্তানি ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে ফিরিয়ে আনার কোনো বিকল্প নেই। যারা একাত্তরে গণহত্যা চালিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে, তারা আবার পুনর্বাসিত হয়েছে রাজনীতিতে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, ক্রমশ ধ্বংস করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো। জংলি শাসনের জাঁতাকলে দেশের মানুষ। এমনকি তাঁদের ভাত ও ভোটের অধিকার নেই। আর এ সবকিছুকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হবে অতল অন্ধকার দূর করে। স্বদেশের মাটিতে পা রেখে, নেতাকর্মী ও জনতার আবেগে সিক্ত হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন স্বজনহারা শেখ হাসিনা, 'আমার কিছু নেই। বাবা-মা-ভাই আত্মীয়স্বজন সবাইকে হারিয়ে আজ আমি নিঃস্ব। আমি আপনাদের কাছে শপথ করছি, আমার দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যাব।' জানা ছিল তাঁর, এ লড়াইয়ের পথ শ্বাপদসংকুল, পথে পথে বাধাবিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা, শাসন-ত্রাসন, জেল-জুলুম শুধু নয়–জীবনও হতে পারে বিপন্ন। তবু সেই শপথের আলোয় আলোকিত হয়ে তিনি ৪২ বছর ধরে এসব মোকাবিলা করে, এখনো

সক্রিয় মানবমুক্তির লড়াই-সংগ্রামে। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য নিরলস প্রয়াস তাঁকে জননেত্রীতে পরিণত করেছে। কিন্তু এই উত্তরণের পথে পথে ছিল কাঁটা বিছানো। কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না কিছুই। সব জঞ্জাল সাফ করতে করতে বিরূপ বিশ্বে চলেছেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পথে-প্রান্তরে।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ব্যাহত করার জন্য সামরিক জান্তা শাসক জিয়ার কোনো চক্রান্তই কার্যকর হতে পারেনি। শেখ হাসিনা তখন শুধু বঙ্গবন্ধুকন্যাই নন, দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রীও। প্রবাসে থাকাবস্থায় ১৯৮১ সালে পিতার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনকারী দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর 'নিউজ উইক' পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন শেখ হাসিনা, 'সরকারের শক্তিকে পরোয়া করি না, মৃত্যুকেও না। জীবন তো একটাই, একজীবনেই ঝুঁকি নিতে হবে। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবনের কোনো মর্যাদা থাকে না। সমগ্র জাতির পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারই হবে আমার অন্যতম অগ্রাধিকার। আমার বাবার প্রতি দেশের জনগণের প্রচণ্ড ভালোবাসা ও মমতা রয়েছে, জাতির জন্য তাঁর যে স্বপ্ন, তা আমি পূরণ করব।' শেখ হাসিনার জানা ছিল, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবিকৃত নেই। বিকৃতির ডালপালা ছড়িয়েছে চারদিকে। সর্বত্র মিথ্যাচার। আর মার্শাল আইনে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গুম, হুলিয়া, কারাবন্দি–সবই চলছে। সেনানিবাসে ক্যু-পালটা ক্যু চলছে। ফাঁসিতে সেনা সদস্যদের হত্যা করা হচ্ছে। সামরিক শাসকরা পদে পদে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয়। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে পিতৃগৃহ ৩২ নম্বরের বাসভবনে প্রবেশ করতে চাইলেও জিয়া তা হতে দেননি। বাড়ির সামনে সড়কে বসে দোয়া ও মিলাদ পাঠ করতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল ১৫ আগস্টের পর। একটুও দমেননি তিনি। ১৭ মে দেশে ফিরে পরদিন টুঙ্গিপাড়া যান পিতার কবর জিয়ারতে। এর আগের দিন বিমান থেকে নেমেই বনানী কবরস্থানে যান এবং শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ছয় বছর পর তাঁর সন্তানরা কবর জিয়ারত করার সুযোগ পেল। এতই নিষ্ঠুর ছিল জান্তা শাসক যে, অসহায় এতিম দুই বোনকে বাবা-মা-স্বজনদের সমাধিস্থলে যেতে দেয়নি– জিয়ারত করতে দেওয়া দূরে থাক। তথাপি শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর অধিকাংশ সংবাদপত্র ছিল উচ্ছ্বসিত। শিরোনাম হয়, 'লাখো জনতা অকৃপণ হাতে প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয় তাদের নেত্রীকে' (সংবাদ ১৮ মে ১৯৮১)। সামরিক জান্তারা কোনোভাবেই এই জনসমুদ্র মেনে নিতে

পারেনি। জান্তা সমর্থক সংবাদপত্রগুলো বিরোধিতায় নামে। তারা এই জনতার ঢলের বিপরীতে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগবিরোধী অবস্থান নেয়। সেই সময়গুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেন। তিনি যখন সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন, তাঁর পূর্বাপর সময়ে বিশ শতকের দুই দশকে গণমাধ্যমের সহায়তা মেলেনি। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। নব্বই সাল পর্যন্ত টানা ১৫ বছর সামরিক জান্তা শাসকরা ক্ষমতা দখলে রেখে দেশ থেকে গণতন্ত্রসহ স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। গণমাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয়। সেন্সরশিপ চালু রাখে। তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল ইতিহাস বদলে দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুর নামগন্ধ সবকিছু থেকে মুছে ফেলা। সেই অবস্থান থেকে সামরিক শাসকদেরও 'টার্গেট' হন শেখ হাসিনা। আর তাই সংবাদপত্রের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলেন শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে তাঁর জীবননাশও হয়ে ওঠে জান্তাদের লক্ষ্য। তাই তাঁকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করা হয়। জান্তা শাসকদের নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থিত সংবাদপত্রগুলো এসবের বিরুদ্ধে প্রবল কোনো ভূমিকা নেয়নি। এমনকি অনুসন্ধান চালিয়ে কারা এর নেপথ্যে, সেসব তথ্যও উদ্‌ঘাটন করেনি। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করার জন্য নানামুখী অপপ্রচার চালানো হয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে অজস্র মিথ্যাচারে পূর্ণ থাকত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলো।

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার কয়েকদিনের মাথায় ৩০ মে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এ অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলকারী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হয়। চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে তাকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা অবশ্য ক্ষমতা দখল করেনি। শেখ হাসিনাই প্রথম ১৯৮২ সালে সামরিক ক্যুদেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। এবং ১৯৮৩ সালেই পনেরো দলীয় জোট গঠন করেন। ফলে শেখ হাসিনাকে বারবার সামরিক স্বৈরশাসকের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কখনো বন্দি, কখনো মুক্ত মানুষ। সেনাবাহিনীর হাতে জিয়া খুন হওয়ার পর ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনি প্রচারণা উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা দেশের সব জেলা ও প্রায় মহকুমায় জনসমাবেশে বক্তব্য দেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি তুলে ধরেন। তাঁর প্রচারাভিযানের ফলে সারা দেশে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি বাংলার অধিকারহারা, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের

কাছাকাছি আসেন। জনগণ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে। নির্বাচনি প্রচারে শেখ হাসিনা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ভোট কারচুপি, সন্ত্রাস ও মিডিয়া ক্যু-এর মাধ্যমে ফলাফল পালটে দেওয়া হয়েছে।

দেশে ফেরার পর শেখ হাসিনা বত্রিশ নম্বর বাড়িতে থাকতে পারেননি। থাকার জন্য আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। ১৯৮২ সালে স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া তাঁর পুরোনো কর্মস্থল আণবিক শক্তি কমিশনে যোগ দেন। প্রায় ছয় বছর বিদেশে থাকার পর তিনি যোগদান করলেও কর্তৃপক্ষ তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণ বা নাকচও করেননি। ছয় মাস পর কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করে। অনেক চেষ্টা করে ওয়াজেদ মিয়া মহাখালীতে কমিশনের দুকক্ষবিশিষ্ট একটি বাসভবনের বরাদ্দ পান।

পেছন ফিরে দেখা যায়, হত্যা ও সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোরবিরোধী হিসাবেই শেখ হাসিনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জিয়া হত্যার পর দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য শেখ হাসিনা সচেষ্ট ছিলেন। এ হত্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, 'এরূপ হত্যা চলতে থাকবে, যদি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হয়'। লন্ডনের 'সানডে টেলিগ্রাম' পত্রিকা ১৯৮১ সালের ৩১ মে লিখেছে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাড়া পড়ে যায়। ১ জুন লন্ডনের গার্ডিয়ান এবং মর্নিং স্টার পত্রিকায় লেখা হয়, শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন জেনারেল জিয়ার জন্য বিরাট ভয়ের সৃষ্টি করে।

জিয়ার এই ভীতি পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরিদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়। শেখ হাসিনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় বিএনপি তথা শাসকরা ভীত হয়ে পড়ে। তারা মিথ্যা তথ্য ও ভারতবিদ্বেষী প্রচার অব্যাহত রাখে।

১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে শেখ হাসিনার ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রার্থী হতে রাজি হননি, যা ছিল সময়োচিত সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল প্রখর, তাই যথাসময়ে যথোচিত সঠিক ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন শুরু থেকেই। শেখ হাসিনা নির্বাচনি প্রচারণায় তুলে ধরেন যে, আওয়ামী লীগ বিদ্যমান স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের স্থলে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। হত্যা ও ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি বিলুপ্ত করা হবে। এবং ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা হবে। আওয়ামী লীগ নেতারা প্রচার করতে থাকেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জেনারেল জিয়া অবহিত শুধু নন, সংযোগও ছিল। সেই নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে বিএনপির পাশাপাশি আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় মাঠে

নামে। সরাসরি প্রচারমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর শাসনামল ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়। এরশাদের সহায়তা ও সমর্থনে সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয় প্রচারণা ও নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার কাজে। বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম। ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের সপ্তাহখানেকের মধ্যে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সংবাদ সম্মেলন ডেকে বলেন, 'সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি অবহেলার কারণে অতীতে বাংলাদেশের দুজন রাষ্ট্রপতিকে আর্মি অফিসাররা হত্যা করেছে। আর যাতে হত্যাকাণ্ড না ঘটে, তা পরিহার করার জন্য সেনাবাহিনীর স্বার্থের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে।' এরশাদ ক্ষমতা দখলের সব প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু করেন। বিএনপি দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় বসার পর দেশজুড়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে শ্রমিক লীগ নেতা হত্যার আসামিকে গ্রেফতারের পর দেশজুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। সরকার পরিচালনায় পদে পদে চরম ব্যর্থতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

সামরিক জান্তা সরকারের উত্তরসূরিদের দেশ শাসনে ব্যর্থতার কথা কারচুপির মাধ্যমে বিজয়ী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার স্বীকার করে বেতার-টিভিতে ভাষণ দেন। এই সুযোগ নিয়ে জিয়ার সেনাপ্রধান এরশাদ অভ্যুত্থান ঘটান। রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তার আগে তিনি সারা দেশে জারি করেন সামরিক আইন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বিএনপির একাংশের সহায়তায় ঘটে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান। একজন বিচারপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং এরশাদকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। প্রচলিত আইনের উপরে স্থান দেওয়া হয় সামরিক আইনকে। এমনকি আদালতেও সামরিক আইনকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রহিত করা হয়। জিয়ার হাত ধরেই এরশাদ একই কায়দায় গণতান্ত্রিক দেশকে সামরিকতন্ত্রের দেশে পরিণত করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে জিয়ার আরাধ্য কাজ অব্যাহত রাখা হয়। পাকিস্তানিদের দালাল এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থানে চলে আসে। জিয়ার পথ ধরে হাজার হাজার সংগ্রামীকে কারান্তরিন করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর জিয়ার স্টাইলে নির্যাতন, গুম ও হত্যা করা হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, পাকিস্তানি ভাবধারায় পরিচালিত সামরিক জান্তা শাসকদের হুমকিধমকিতেও শেখ হাসিনা সাহস হারাননি।

বরং পিতার মতোই সাহস সঞ্চয় করেছেন। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের চতুর্মুখী আক্রমণ, দলীয় অভ্যন্তরে সরকারের প্রভাবধারীদের কোন্দল সৃষ্টির প্রচেষ্টা আওয়ামী লীগকে নাস্তানাবুদ করে ফেলে। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে দলকে পেয়েছেন ব্র্যাকেটবন্দি হিসাবে। জিয়াউর রহমান 'রাজনীতিকে রাজনীতিকদের জন্য কঠিন করে তোলার' যে প্রথা চালু করেছিলেন, এরই ধারায় তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেঙে বহুদল গঠন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ থেকে অনেকে সরে গিয়ে নতুন দল গঠন করেন। যেমন: ওসমানী, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ। আর আওয়ামী লীগকে দ্বিধাবিভক্ত করে ব্র্যাকেটবন্দি করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে অর্থকড়ি ব্যবহার করে দল ভেঙে দল গঠনের প্রক্রিয়ায় মিজানুর রহমান চৌধুরীকে দিয়ে আরেকটি আওয়ামী লীগ গঠন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের সংসদে দুটি আসনও দেওয়া হয়।

মূল আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হিসাবে মিজানকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগবিরোধী প্রচারণা চালানো হয়। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে ব্র্যাকেটবন্দি আওয়ামী লীগকে পেয়েছেন। সংবাদপত্রগুলোয় লেখা হতো আওয়ামী লীগ (হা), আওয়ামী লীগ (মি)। কিন্তু শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে মিজান লীগ ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। অনেকে মূল দলে ফিরে আসেন। মিজান শেষ পর্যন্ত দলছুট হয়ে সামরিক জান্তা সরকারের মন্ত্রিত্ব বরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু সময়ের অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই পঁচাত্তর-পরবর্তী সময় এবং জিয়া-এরশাদ জমানায় দলত্যাগ করে জান্তাদের বশংবদ হিসাবে নিজেদের উন্মোচিত করেছিল। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য দলের অনেক নেতাই সামরিক জান্তাদের প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। এই তারাও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একাট্টা ছিলেন।

শেখ হাসিনা যখন সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশেরও কম। দলের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাই ধরে নিয়েছিলেন নেত্রীকে সামনে রেখে তারা দল চালাবেন। এমনকি 'নেত্রীর বয়স কম', 'রাজনীতিতে অপরিপক্ব' ইত্যাকার প্রচারণা দলের অভ্যন্তরে চালানো হতো। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, শেখ হাসিনাকে বশীভূত করা যায় না, পিতার মতোই সাহসী, অদম্য এবং রাজনৈতিক কৌশলে অনেক অগ্রগামী। এরাই পরে দল থেকে বেরিয়ে পৃথক রাজনৈতিক দলও গঠন করেছিল আওয়ামী লীগকে দুর্বল করার জন্য জান্তা শাসকদের অনুপ্রেরণায়। এরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের উপকারই করেছিল কারণ দলের অভ্যন্তরে এরা

নানারকম চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। আওয়ামী লীগ যেন অনেকটাই রাহুমুক্ত হয়। শেখ হাসিনা দলকে সংগঠিত করার পাশাপাশি সামরিক আইন বাতিল করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনকে বেগবান করতে থাকেন।

স্মরণ করতে পারি, ১৯৮১ সালের জুলাইয়ে ডাকসুতে নির্বাচিত ছাত্রলীগের ১৩ জনকে ৩২ নম্বরের বাসভবনে ডেকেছিলেন। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডাকসুর ১৯টি আসনের মধ্যে ছাত্রলীগ সম্পাদক ও সদস্যসহ ১৩টি পদে বিজয়ী হয়েছিল। এই নিবন্ধকার সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এর আগের বছর ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সদস্যপদে নির্বাচিত হন। দেশব্যাপী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রলীগের তখন জয়জয়কার। সব প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ছাত্রলীগ তখন এগিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ ছাত্রসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সচেষ্ট ছিল। বঙ্গবন্ধুর নামগন্ধ মুছে ফেলার এ সময়টাতে ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছিল। যে দাবি পরবর্তীকালে পূরণ করেছেন শেখ হাসিনা। ডাকসুর নেতাদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ব্রত আমাদের। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে সামরিক জান্তা শাসকরা। ছাত্রসমাজকে অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি বাবা-মা, ভাইসহ সব হারিয়েছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। বাংলার মানুষের সেবা করার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করছি।'

শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় ছাত্রলীগ ছাত্রসমাজের মধ্যে অবস্থানকে আরও দৃঢ় ও সংহত করে।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কারণে শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম জেনারেল এরশাদের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ বিএনপির স্বঘোষিত দুর্নীতিবাজ সরকারকে বিতাড়িত করে এবং সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ক্ষমতা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এর দুদিন পর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে সামরিক আইন উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের যে জনসভা হয়, তাতে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'এই সামরিক সরকার মানি না এবং ভবিষ্যতেও মানব না।' চরম ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। সামরিক সরকারের প্রতি চাপ তৈরি করে দাবি উত্থাপন করেন যে, অবিলম্বে সামরিক আইন বাতিল করে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকলেও শেখ হাসিনাই প্রথম নেতা, যিনি জনগণের জন্য গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। সামরিক

জান্তা সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়। ১৯৮২ সালের ১৫ই মে ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের আওয়ামী লীগ কার্যালয় সিলগালা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। শেখ হাসিনার নির্দেশে ছাত্রলীগ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনবিরোধী পোস্টারে ক্যাম্পাস ছেয়ে যায়। ক্যাম্পাসের কবি-সাহিত্যিকরাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন, সাংস্কৃতিক কর্মীরা গান বাঁধেন। পোস্টার লাগানোর সময় চারজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের 'মার্শাল ল' কোর্টে বিচারের মাধ্যমে তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গ্রেফতার ও বিচারের সাতদিন পর পত্রিকায় সংবাদটি ছাপা হলে সারা দেশে ছাত্রসমাজসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। চতুর এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বনে যান। তবে এরশাদ যে কাজটি করেন, দুর্নীতির দায়ে বিএনপির মন্ত্রী, এমপিদের গ্রেফতার ও বিচার করে সাজা দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মুক্ত করে দলের নেতা, মন্ত্রী শুধু নয়, প্রধানমন্ত্রীর পদেও বসিয়ে দুর্নীতির মহাসাগর তৈরি করেছিলেন।

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে দলের অভ্যন্তরে নানামুখী প্রবণতা, এক সামরিক জান্তা শাসকের ক্ষমতাচ্যুতি এবং আরেক জান্তা শাসকের উত্থানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতা দখলকারীরা দেশকে পাকিস্তানি ও সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যধিক তৎপর, তখন শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে সক্রিয় হন।

এরশাদ ক্ষমতা দখলের এক বছরের মাথায় ১৯৮৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য দেন। বলেছিলেন, 'শহিদ মিনারে আলপনা আঁকা ইসলামি সংস্কৃতি নয় এবং আসন্ন শহিদ দিবসে কুরআন শরিফ পড়া হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধকালে এ ভূমিতে আল্লাহর নামে পাকিস্তানিরা যুদ্ধ চালিয়েছিল। সেসময় এ অঞ্চলে বর্বরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেনি।' ১৫টি রাজনৈতিক দলসহ ক্ষুব্ধ দেশবাসীর হয়ে শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে এই বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেছিলেন, এরশাদের মন্তব্য একুশের অন্তর্নিহিত আদর্শকে ধ্বংস ও অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা। এ ভাষা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে চালিত করবে বলে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে। ১৪ ফেব্রুয়ারি এরশাদের পেটোয়া বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালায়। গুলিতে জাফর, দীপালীসহ অনেকে সেদিন নিহত হন। চার

শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালানো হয়। স্মরণ করতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির দিনগুলো। মাসের গোড়াতেই সামরিক শাসন ও ধর্মের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সারা দেশ ফুঁসে ওঠে। নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিছিল-সমাবেশও হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের ছাত্রসমাজ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার; সামরিক শাসনের অবসান এবং মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশ অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জড়ো হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। তারা রাজপথে নামে। পুলিশ, বিডিআর বাধা দেয়। টিএসসির মোড় থেকে জলকামানে গরম রঙিন পানি ছিটায় মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য। মিছিলকে লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছোড়ে। এরশাদের অনুগত সশস্ত্রবাহিনী কলাভবনের ক্লাসরুম, বাথরুম, শিক্ষক লাউঞ্জ, মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। শাহবাগ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে আটকে রাখে। পরে তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। অনেককে কারাগারে পাঠানো হয়। ঢাকাসহ সারা দেশে ৫ জন ছাত্র নিহত হয়। ছাত্র নিহত হওয়ার খবর পেয়ে শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। নিহত ছাত্রের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, 'এই রক্তপাত আমি বৃথা যেতে দেব না।' শেখ হাসিনার ভাষ্য উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহস ও শক্তি জোগায়। সারা দেশে জাতি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সামরিক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। জোরপূর্বক শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগে বাধ্য করে। পরদিন সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়। শেখ হাসিনা জনগণকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দল ঐক্যবদ্ধভাবে গণ-আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ তখন। ঘরে-বাইরে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষার জন্য তখন মরিয়া। ১৫ ফেব্রুয়ারি অর্ধদিবস সফল হরতালের পর ১৫ দল সাহসী হয়ে ওঠে। বেইলী রোডে ড. কামাল হোসেনের বাসায় ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। (কামাল হোসেনের এই বাড়িটির মূল মালিক পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের পিতা। ঢাকার তেজগাঁওয়ে 'ইত্তেফাক ফাউন্ড্রি' নামে কারখানা ছিল। নওয়াজেরও রি-রোলিং মিল ছিল। ১৯৫৪ সালে নওয়াজ পাঞ্জাবে ফিরে যান। একাত্তরের পর বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। ড.

কামাল ঢাকায় তার থাকার জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দের অনুরোধ জানালে বঙ্গবন্ধু তার বাবার নামে এই বাড়িটি বরাদ্দ করেন।) ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যা ও নির্যাতনের ঘোর প্রতিবাদ করে ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে। বৈঠক চলাকালে সেনাবাহিনী বাসভবন ঘেরাও করে এবং উপস্থিত নেতাদের গ্রেফতার করে। শেখ হাসিনা, আবদুস সামাদ আজাদ, ড. কামাল হোসেন, মতিয়া চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, আমির হোসেন আমুসহ ১৯ জন নেতা গ্রেফতার হন। বন্দি শেখ হাসিনাকে ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা চালানো হয়। আন্দোলনের পথ না ছেড়ে দিলে তাঁর অবস্থাও বিপন্ন হবে। জীবন দেওয়ার মতো পরিস্থিতি হবে। কিন্তু এসবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন। শেখ হাসিনাসহ রাজনীতিকদের প্রতি নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার করা হয়। এ ঘটনায় সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিদেশে বসবাসরত বাঙালিরাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের সামরিক সরকার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ রাজনীতিকদের গ্রেফতার করেছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। প্রস্তাবে সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, সামরিক আইনে রাজনৈতিক ও শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটানো হোক। একই সঙ্গে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক দলের ২৫ জন এমপি যে প্রস্তাব পেশ করেন, তাতে বলা হয়, ছাত্র বিক্ষোভ দমনকালে বহুলোক হতাহত হওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামরিক শাসন শেখ হাসিনাসহ বিরোধী দলের নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনা হাউজ অব কমন্স বিপৎসংকেত বলে গণ্য করে। কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের শারীরিক নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, অবিলম্বে তাঁরা মুক্তিলাভ করবেন বলে কমন্স সভার সদস্যরা আশা করেন। দেশি-বিদেশি চাপে সামরিক শাসক এরশাদ ১৯৮৩ সালের পহেলা মার্চ শেখ হাসিনাসহ ২৭ জন রাজনীতিককে মুক্তির ঘোষণা দেয়। গ্রেফতারের পর শেখ হাসিনা ও মতিয়া চৌধুরীকে ডিবি অফিসে আটকে রাখা হয়েছিল। মুক্তির ঘোষণা দিলেও আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। বরং আরও বৃদ্ধি পায়। চাপের মুখে ২৫ মার্চ এরশাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, একটি বেসামরিক সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি হিসাবে পহেলা এপ্রিল থেকে রাজনৈতিক

কর্মকাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। ততদিন পর্যন্ত ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলেও জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার আশ্বাসও দেওয়া হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দল এসব ঘোষণাকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। শেখ হাসিনা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ক্ষমতা দখল করে থাকলে তাদের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ হবে–এমনটাও বলেন।

বিদেশি পত্রপত্রিকা শেখ হাসিনার বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয়। দেখা যায়, ১৯৮৩ সালের ১১ জুলাই লন্ডনের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা মন্তব্য করে, 'স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারে বলে সামরিক কর্তৃপক্ষ শঙ্কাবোধ করে। কারণ শেখ মুজিবের সম্পর্ক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য গুণাবলি তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বে প্রতিভাত হয়।'

স্বদেশে ফিরে শেখ হাসিনা দেখেছেন এক সামরিক জান্তা থেকে আরেক সামরিক জান্তার দুঃশাসন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাই অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সামনে চলার পথ তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হতে থাকে। শেখ হাসিনার পক্ষে সারা দেশে জোয়ার উঠতে থাকে। জনগণের কাছে তিনি 'শেখের বেটি' থেকে মুক্তিদাতার আসনে সমাসীন হয়ে উঠেন। কিন্তু জান্তারা তা সহজে মেনে নিতে পারেনি। শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তাকে খর্ব করার জন্য দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা সামরিক জান্তার সহযোগিতায় নানামুখী তৎপরতা চালায়। দলের ভেতরও একটি অপশক্তিকে মদত দিতে থাকে। পরবর্তীকালে দল থেকে বেরিয়ে নয়া দল গঠন করে একটি অংশ। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে সংগঠনটি আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাবিরোধী প্রচার-প্রচারণা এবং তৎপরতা চালায়। আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থেকেও তাদের অনুসারীরা বেরিয়ে গিয়ে নয়া সংগঠন গঠন করে। তারা পত্রিকাও বের করে। সেই পত্রিকায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা অব্যাহত রাখা হয়।

এটা স্পষ্ট যে, শেখ হাসিনা যখন রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন, তার পূর্বাপর সময়ে বিশ শতকের শেষ দুদশকে গণমাধ্যমের সহায়তা তেমন মেলেনি। পঁচাত্তর-পরবর্তী শাসকরা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য। তাই তারা গণমাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তাদের

লক্ষ্য। যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার ১৯৭৩ সালে লন্ডনে চালু করা 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার প্রকল্প' অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় ইতিহাস বদলে দেওয়ার নানা কূটকৌশল চলতে থাকে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। নব্বই সাল পর্যন্ত টানা পনেরো বছর সামরিক জান্তা শাসকরা পরপর ক্ষমতা দখল করে দেশ থেকে গণতন্ত্রসহ স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। বঙ্গবন্ধুর নামগন্ধ মুছে ফেলে দেওয়ার জন্য পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক জান্তাদের দেশবিরোধী তৎপরতায় স্বাধীনতার সব অর্জন ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর শেখ হাসিনা হয়ে উঠেন কতিপয় সংবাদপত্রের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে তাঁর জীবননাশও হয়ে ওঠে জান্তাদের লক্ষ্য। তাই তাঁকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করা হয়। সরকারিভাবেও হত্যা প্রচেষ্টা চালানো হয়। জান্তা শাসকদের নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থিত সংবাদপত্রগুলো এসবের বিরুদ্ধে প্রবল কোনো ভূমিকা নেয়নি। এমনকি অনুসন্ধান চালিয়ে কারা এর নেপথ্যে, সেসব তথ্যও উদ্‌ঘাটন করেনি। বরং শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করার জন্য নানামুখী অপপ্রচার চালানো হয়েছে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি যখন শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেতা, তখন থেকে গণমাধ্যম তাঁর প্যারালাল হিসাবে ক্ষমতা দখলকারী ও রাজাকার পুনর্বাসনকারী জান্তা শাসকের বিধবা অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীকে দাঁড় করায়। সামরিক জান্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের শক্তিমত্তায় মাঠে নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে। এমনিতেই স্বাধীনতার সব অর্জন পঁচাত্তরের পর ধূলিসাৎ হতে থাকে। আর গণমাধ্যম হয়ে ওঠে তাদের নোটিশ বোর্ড। ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর থেকেই রাজনৈতিক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে যেতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। একই সঙ্গে ছিল প্রাণনাশের হুমকি এবং বারবার তা প্রয়োগের অপচেষ্টা। বলা যায়, দফায় দফায় প্রাণনাশের চেষ্টার মধ্যে তাঁর বেঁচে থাকাটাই 'মিরাকল'। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে সমাবেশে যোগদানকালে ট্রাকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ এবং ২৪ জনের বেশি নিহত হওয়ার ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনই ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যার যে বীভৎস প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা জঘন্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সরকার এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত এবং রাষ্ট্রীয় 'মেশিনারি'কে ব্যবহার করে।

শেখ হাসিনার প্রথম বন্দিজীবন ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বরে। তখন নিরাপত্তা হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল সামরিক শাসনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন করায়। এই সময়ে দেশীয় সংবাদপত্রগুলো স্বাধীন সত্তার প্রকাশ

ঘটাতে পারেনি। তাই অনেক নিউজ ছাপা হতো না। সেন্সরশিপ ছিল। আবার দেখা গেছে, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি আইন জারির পর শেখ হাসিনাকে বন্দি রেখে এবং দেশের বাইরে পাঠিয়ে আওয়ামী লীগ ভাঙার জন্য নানা চক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার দৃঢ়তার কাছে এবং কর্মীদের মনোবলের কারণে হার মানতে হয়। সেসময় এক পত্রিকার সম্পাদক স্বনামে লিখেছিলেন, 'দুই নেত্রীকে সরে যেতে হেবে'। শেখ হাসিনাকে সরিয়ে ফেলার ফিরিস্তি টেনে অন্য নেত্রীর কথা বলা হয়েছিল। ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক পরবর্তীকালে স্বীকার করে নিজ পত্রিকায় লিখেছেন যে, তার সাংবাদিকতা জীবনে তিনি একটা ভুল করেছেন এই যে, গোয়েন্দাদের পাঠানো শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই ছাপিয়েছিলেন।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনার কারণ শুধু তাঁর ইমেজ ক্ষুণ্ন করার জন্য নয়, দেশবাসী যাতে তাঁর ওপর বিরূপ ধারণা পোষণ করে সেই উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল। দলের নেতাদের গ্রেফতার করে তাঁদের দিয়ে জোরপূর্বক দলপ্রধানের বিরুদ্ধে বানোয়াট কথা বলানো হয় এবং তা ফলাও করে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। শেখ হাসিনাকে বিদেশে আসা-যাওয়ায় বাধা দেওয়ার সময় গণমাধ্যমগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়। যদিও জরুরি অবস্থায় বিধিনিষেধ ছিল কঠোর। একুশ শতকে এসে শেখ হাসিনাকে এসবও মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ফিরে যদি তাকাই আবারও গত শতকের আশির দশকে। বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরিয়ে এরশাদ যেভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তেমনই বিএনপির চেয়ারম্যান পদ থেকে সাত্তারকে সরিয়ে জেনারেল জিয়ার স্ত্রী খালেদা জিয়াকে দলের চেয়ারম্যান করা হয়। পরে এ পদবিকে চেয়ারপারসন হিসাবে অভিহিত করা হয়। খালেদা জিয়া রাজনীতিতে একেবারেই নবাগত। জিয়ার সামরিক-বেসামরিক অনুসারী বামপন্থি, জামায়াতসহ ইসলামপন্থি সম্প্রদায়িক দলগুলো খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। গণমাধ্যমগুলোর অধিকাংশই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। শেখ হাসিনা তখন একদিকে দলকে সংগঠিত করছেন, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গড়ে তুলেছিলেন। শেখ হাসিনা সামরিক শাসনবিরোধী ও সংসদ নির্বাচনের দাবিসহ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট গড়ে তোলা হয়। শেখ হাসিনা একই সঙ্গে ছাত্রদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইতোমধ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদ ১০ দফা ঘোষণা করে। শেখ হাসিনা ১৯৮৩ সালের ২৬শে মার্চ ১০ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে দেশব্যাপী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নয় দফাকে সামনে নিয়ে আসেন। এই নয় দফাই পরবর্তী সময়ে পাঁচ দফায় রূপান্তরিত হয় এবং যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়। হরতাল, সভা-সমাবেশ চলতে থাকে সারা দেশে। এরই মধ্যে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। এর কুড়ি মাস আগে বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল। এরশাদকে ক্ষমতায় আনার সুযোগদানে কয়েকটি সংবাদপত্র জোরালো ভূমিকা রেখেছিল। এরশাদের এই ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে শেখ হাসিনার আহ্বানে ১৫ দল সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। এই আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনার দৃঢ় অবস্থানকে বিশেষত তাঁর নেতৃত্ব, একাগ্রতা, ধৈর্য ও কর্মকুশলতা জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রগুলোকে প্রসারিত করে। গণমাধ্যমের কাছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা সুদৃঢ় হতে থাকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন প্রবল জনগ্রহণযোগ্যতা পায়। মানুষও রাজপথে নেমে আসতে থাকে। সভা-সমাবেশ লোকে লোকারণ্য হতে থাকে। পাকিস্তান পর্বে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনামলে ছাত্রনেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা আন্দোলন করেছেন, রাজপথে নেমেছেন, স্লোগান দিয়েছেন, রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছেন, তাই তাঁর জানা সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন কীভাবে চাঙা করে তুলতে হয়। আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। শেখ হাসিনা সামরিক শাসকের ক্ষমতা স্থায়ী করার প্রয়াসের ও সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিকসহ পেশাজীবীদের নিয়ে রাজপথকে সঙ্গী করেছেন। ১৯৮৪ সালে এরশাদ ঘোষিত উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হয়। শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও একই দাবিতে মিছিল, সমাবেশ অব্যাহত রাখে। বিনা উসকানিতে পুলিশ মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দেয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা সেলিম-দেলোয়ার নিহত হয়। ঘটনায় সারা দেশ গর্জে ওঠে। ১ মার্চ শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। হরতাল, ধর্মঘট, সমাবেশ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। নেতাকর্মীদের বেপরোয়া গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় গণরোষে ভীত এরশাদ ১৯৮৪ সালের ৫ মার্চ শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাফল্য হিসাবে দেশবাসীর কাছে তা বিবেচ্য হয়। এরপর এরশাদ দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন কয়েক দফা। অবশেষে বৈঠকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলের আটজন অংশ নেন। শেখ হাসিনা এরশাদকে লক্ষ্য করে বলেন যে, 'সিএমএলএ সাহেব অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। অবৈধ ক্ষমতাকে তিনি বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। আমি বাংলার মাটিতে তা চলতে দেব না।' শেখ হাসিনা এই ভাষ্যের মাধ্যমে জনমতকে তুলে ধরেছিলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সংসদ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে সরকার ও ১৫ দল ঐকমত্যে পৌঁছে এ বিষয়ে পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু বাগড়া দিলেন বিএনপি নেত্রী। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন তিন দফা আলোচনা এগিয়ে চলছিল, তখন বিএনপি নেত্রী অদ্ভুত আচরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ প্রতিহিংসার আবরণে ঢেকে দেন। ফলে সব স্তব্ধ হয়ে আসে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার শেখ হাসিনা ১৯৮৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আইনজীবীদের এক সমাবেশে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী সব সরকার যে অবৈধ, তিনি তাও তুলে ধরেন। আর বিএনপি নেত্রী সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসে উঠে চলে আসার পর বহুচেষ্টা চালিয়ে এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একবার একা এবং আরেকবার চারজনকে নিয়ে মোট তিন দফা বৈঠক করেও ফলাফল আসেনি। আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ আর না হলেও তাদের মধ্যে একান্তে কী আলোচনা হয়েছে, তা গোপন রয়ে যায়। শেখ হাসিনা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এরশাদ সরকারের সঙ্গে আলোচনা বৃথা। কারণ সরকারটি অবৈধ। শেখ হাসিনার দাবি ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানের পুনরুজ্জীবন এবং রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির বদলে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা চালু করা।

১৯৮৪ সালের ২৭ থেকে ৩১ মে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্যে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতির শোষণের ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দুবেলা আহার সংস্থান করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে।' এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, অসন্তোষ ও সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে বাংলাদেশ আজ নিপতিত হয়েছে। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা উল্লেখ করে এমনও বলেছেন, ১৯৭৫ সালে আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী

জনগণের আরেক বীর সেনানী শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৩০ লাখ বাঙালি ভাইবোনের জীবনের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা হয়। কিন্তু মাত্র তিন বছর পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সেনা দিয়ে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পুনরায় পদানত ও গ্রাস করে। তারপর থেকে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মদতে চলছে সামরিক শাসন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা শুরুতেই সোচ্চার ছিলেন। পিতার মতোই তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ১৯৮৪ সালের জুলাইয়ে লন্ডনে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমরা দেশে রাজনৈতিক স্থিতি চাই। ব্যালটের মাধ্যমেই তা আসতে হবে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আমরা চাই সংসদীয় নির্বাচন আগে হোক। সামরিক বাহিনী সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং সার্বভৌম সংসদ দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণ ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে।'

১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতাল চলাকালে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহম্মদ ময়েজ উদ্দিন খানসহ ৪ জন বিক্ষোভকারী নিহত হন। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শেখ হাসিনা। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজিত বিশাল জনসমুদ্রে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেন, 'জনগণ সামরিক শাসন চায় না। এখনো সময় আছে পাঁচ দফা মেনে নিয়ে নির্দলীয় সকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে।' কিন্তু একই সময়ে পল্টনে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় হঠাৎ বিচারপতি সাত্তারের উপস্থিতি এবং তার ভাষণ শুনে জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় যে, সামরিক সরকার টিকিয়ে রেখে বিএনপি তাদের পুরোনো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে। শেখ হাসিনা যাতে নেতৃত্ব ও ক্ষমতায় আসীন হতে না পারেন, সেজন্য বিএনপি ও জামায়াত অপতৎপরতা চালাতে থাকে। শেখ হাসিনা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। এরশাদ টিকতে না পেরে সভা-সমাবেশ, মিছিলের ওপর আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু সেসব নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনাসহ ১৫ দল। সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয় দমনপীড়নের জন্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শাজাহান সিরাজ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে এরশাদ রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ১৯৮৫ সালের গোড়াতে। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদ

নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দেন। ২৬ জানুয়ারি বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা পেলে নির্বাচনে অংশ নেবেন। কিন্তু বিএনপি ভিন্ন পথ বেছে নেয়। নির্বাচনের পথ বন্ধ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনেতা রাউফুল বসুনিয়াকে হত্যা করা হয়। এর সঙ্গে ছাত্রদল জড়িত ছিল বলে প্রচার পায়। শেখ হাসিনা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছিলেন সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবেন না। ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য এরশাদ নানা ফন্দিফিকির আঁটে। শেখ হাসিনা এসব কূটকচাল উপলব্ধি করতে পেরে আন্দোলনকে আরও বেগবান করেন। কিন্তু বিএনপি নেত্রীর প্রতিবাদের ভাষা ছিল ভিন্নতর। এর ফলে এরশাদ ট্রাম্প কার্ড পেতে থাকে। সংসদীয় নির্বাচনের পরিবর্তে এরশাদ তার সরকারে আস্থা অর্জনের জন্য গণভোটের আয়োজন করে জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আর তা করার জন্য সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ এবং সামরিক আদালত পুনর্বহাল করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় ছাত্র বিক্ষোভের ভয়ে ভীত হয়ে। শেখ হাসিনা এরশাদের ঘোষণাকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি হিসাবে বিধৃত করে বলেছেন, এই ঘোষণা জাতির দাবিকে উপেক্ষা ও দেশবাসীর প্রতি অসম্মান। এরশাদ তেসরা মার্চ শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দি করে। একই সঙ্গে 'ব্যালেন্স' করার জন্য বিএনপি নেত্রীকেও সেনানিবাসের বাসভবনে নজরবন্দি রাখে। সরকারিভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স প্রস্তাব করে যে, যথাশীঘ্র স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাজবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে পুনরায় আলাপ-আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে গণভোটের বিরোধিতা করে বলা হয়, সামরিক আইনের আওতায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। প্রস্তাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলা হয়। কিন্তু এরশাদ তা ভ্রুক্ষেপ না করে হুমকি দেয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণভোটের বিরোধিতা করা হলে সামরিক আইনে বিচার হবে। আর ভোটের ফলাফল তার বিরুদ্ধে গেলে এরশাদ পদত্যাগ করবেন বললেও আশ্বাস দেন যে, ৬০ ভাগ ভোটার ভোটকেন্দ্রে হাজির হবে। কিন্তু বাস্তবে মাত্র দশভাগ ভোটার ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়েছিল। এরশাদ অনুগত সরকারি বাহিনী ও কর্মকর্তাদের সহায়তায় সিল মেরে ভোটের বাক্স ভর্তি করা হয়। সরকার দাবি করে, শতকরা ৭১ ভাগের বেশি ভোট মিলেছে। ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন হ্যাঁ-সূচক ভোট দিয়েছে। কিন্তু গার্ডিয়ান পত্রিকা উল্লেখ

করে, ভোটারদের সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৩০-এর বেশি নয়। দ্য টাইমস লিখেছিল, কী করে মিথ্যাচার সহ্য করে বাঁচতে হয়, সে সম্পর্কে বাংলাদেশ গণভোটে শিক্ষালাভ করেছে। দেশের স্বৈরশাসন গণভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বলে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি প্রতারণামাত্র।

গণভোটের পর এরশাদ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন ঘোষণা দেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যজোট তাদের পাঁচ দফা আদায়ের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার হুমকি দেয়। এজন্য কর্মসূচিও দেওয়া হয়। শেখ হাসিনাসহ রাজনীতিকদের গৃহবন্দি রেখে একতরফা নির্বাচন করে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করা হয় সামরিক জান্তাদের বশংবদদের পক্ষে। রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নেওয়ায় নির্বাচন হয়ে পড়ে জনসমর্থনহীন। আন্দোলনের মুখে ১৯৮৫ সালের ২৫ মে শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেত্রীকে গৃহবন্দি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। অক্টোবরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ আংশিক প্রত্যাহার করা হয়। তবে সভা-সমাবেশ, মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। কিন্তু শেখ হাসিনার ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ক্রমশ বেগবান হতে থাকে।

আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্ব বিকাশের চরম পরীক্ষা দিয়েছেন। গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে তিনি প্রতিভাত হতে থাকেন। আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৮৬ সালের মধ্যেই তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। একদিকে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক সরকার এবং তার পূর্বসূরি সামরিক শাসকের দল বিএনপির নানামুখী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাকে রণকৌশল নির্ধারণ করতে হয়। নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ক্ষমতাসীন জান্তা এরশাদ নয়া রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি ঘোষণা করে। বিভিন্ন দলছুট বিশেষত বিএনপি, মুসলীম লীগ, জাসদের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে গড়া তার এই দল গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু দেশে সফল হরতাল পালন শুরু হয়। এরশাদ তখন অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে সামরিক শাসকদের দপ্তর ও সামরিক আদালত প্রত্যাহার করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন মন্ত্রিসভা বাতিল হবে। কিন্তু সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা না দেওয়ায় বিরোধী দলগুলো আন্দোলন অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে এরশাদ ধর্মঘট ও মিছিল

বেআইনি ঘোষণা করে। নির্বাচনবিরোধী আন্দোলনের কারণে সারা দেশে বিরোধী তথা আওয়ামী লীগ কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়। সহস্রাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। শেষতক ১৯৮৬ সালের ৭ মে নির্বাচনের তারিখ দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য ২৩ মার্চ ১৯ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলো আলাপ-আলোচনা চালায়। এ সময় পর্দার বাইরে ও অন্তরালে অনেক ঘটনাই ঘটে। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগসহ ১৫ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করছে। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, এবার ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে, বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি অনেক বেশি। আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, পাঁচ দফা আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচনকে কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেত্রীকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে যাওয়ার আহ্বান জানায়। ২৪ মার্চ শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত ১৫ দলের সমাবেশে বলা হয়, সামরিক শাসনের আওতা থেকে দেশকে মুক্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৫ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরদিন বিএনপি নেত্রী বলেন, নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের অভিমত পেলে আমরা নির্বাচনে যাব। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিএনপি নেত্রী ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। ভোট হলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারে–এমন আশঙ্কা তাকে পরাভূত করে। অপরদিকে সামরিক শাসন বাতিল হয়ে যাক, তিনি চাইছিলেন না। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে না থাকার ঘোষণা দেন বিএনপি নেত্রী। বরং তিনি সামরিক বাহিনীকে উদ্দেশ করে উসকানিমূলক বক্তব্য দিতে শুরু করেন। পহেলা এপ্রিল বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় বিএনপি নেত্রী সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ করে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জিয়াউর রহমান আপনাদের গঠন করেছেন, তিনি আপনাদের আদর করতেন। আপনারা বসে থাকবেন না। এই সরকারকে উৎখাত করুন। সিপাহি জনতা এক হোন।' পঁচাত্তরের ৭ই নভেম্বরের স্টাইলে তিনি প্রকাশ্য সামরিক অভ্যুত্থানের এই ডাক দেন। যেমন পঁচাত্তর সালে তার স্বামী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতায় ছিলেন, তেমনই তার স্ত্রী সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে ক্ষমতা দখল করতে চান। তিনি সামরিক শাসন বহাল রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন এবং বুঝতেন যে, ১৫ দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করলে এরশাদ কারচুপি করার সুযোগ পাবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে যাবে। সুতরাং আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, সেজন্য তিনি কূটকচালি শুরু করেন, আওয়ামী লীগ বাহাত্তর সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করলে বিএনপির আর রাজনীতির সুযোগ থাকে না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরোধিতা যেহেতু বিএনপির উত্থান ও রাজনীতির চর্চা, সুতরাং এই পথ পরিহার করে সামরিক শাসন বহাল রাখার জন্য তিনি নানা কৌশল বের করেন। খালেদা জিয়া জামালপুর জনসভা শেষে ঢাকায় ফেরার পথে আত্মগোপন করেন। আর প্রচার করা হয়–সরকার খালেদাকে গ্রেফতার করেছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য বিএনপি নেত্রী আত্মগোপনের নাটক মঞ্চায়ন করে গ্রেফতারের প্রচারণা অব্যাহত রাখে।

নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে না–এমনটা অনেকে বিশ্বাস করতেন। শেখ হাসিনা তদুপরি চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিষয়টিকে নিয়ে মাঠে নামেন। জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার ফেরত আনার জন্য তিনি আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনকে বেছে নিয়েছিলেন বলে ঘোষণাও দেন। জেনারেল এরশাদের কূটকৌশল, জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ বিপুলসংখ্যক ভোট পায়। অবস্থা বেগতিক দেখে এরশাদ ভোটের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখে। নির্বাচন কমিশন বলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় ১০৯টি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এছাড়া ৭টি আসনের ভোট পুনরায় গণনা করা হবে। চার দিন পর ফলাফল ঘোষণা করে। ফলাফল পরিবর্তন ও জালিয়াতির চরম উদাহরণ হয়ে উদ্ভাসিত হলো এই ফলাফল। জালিয়াতি সত্ত্বেও জাতীয় পার্টি ১৫৩ এবং আওয়ামী জোট ১০৩টি আসন লাভ করে। অথচ জালিয়াতি না হলে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে ক্ষমতায় যেত। স্বাধীনতাবিরোধীসহ দেশি-বিদেশি নানা অপশক্তি নির্বাচনকালে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে সুবিধা করতে পারেনি। বিদেশি পত্রপত্রিকায় ভোট জালিয়াতির ঘটনা ফলাও করে প্রচার করা হয়। শেখ হাসিনা সানডে টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমরা ২৫০টি আসন পেতাম। অঘোষিত ১০৯টি আসনে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলের প্রার্থীরা অধিক ভোট পেয়েছিল। নির্বাচনে অংশ নিয়ে আমরা এরশাদের মুখোশ খুলে দিয়েছি। বিএনপি নেত্রী আওয়ামী লীগের নির্বাচনি সাফল্যে ভীত হয়ে উলট-পালট ভাষ্য দিতে থাকেন। লন্ডনের টাইমস সাময়িকীর মাইকেল হ্যামিলন এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত বলে মনে হলেও আওয়ামী লীগ

নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথমত, দলীয়ভিত্তিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে সামরিক একনায়ককে বাধ্য করে আওয়ামী লীগ একটি বড়ো রকমের বিজয় লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগকে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত করা হলেও তারা অনেক আসন দখল করেছে। তাদের নেতৃবৃন্দ এখন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অধিকারী। নির্বাচনি প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগের বাণী দেশের নিভৃত কোণে পৌঁছায় এবং এখন থেকে তাদের বক্তব্য সংসদে শোনা যাবে।' বিএনপি নেত্রীর গাত্রদাহ এমনই হয় যে, তিনি সংসদকে ভুয়া প্রতিষ্ঠান বলে বক্তৃতা দিতে থাকেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়। 'মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা বহাল রাখার বিষয়টি বিদেশি পত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়। সংসদে জাসদের শাজাহান সিরাজসহ তিনজন ন্যাপ সদস্য, আহমদুল কবির, স্বতন্ত্র সদস্য লায়লা সিদ্দিকীসহ ৭ জন সদস্য এরশাদের সপ্তম সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান না করলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে এরশাদ তার ক্ষমতা বৈধ করার সুযোগ পেত না। তাহলেই শেখ হাসিনা সামরিক শাসন বৈধ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হতো।

নির্বাচনের পর দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। আওয়ামী লীগ সামরিক আইন প্রত্যাহার না হলে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেবে না বলে ঘোষণা দেয়। ১৯ জুলাই অধিবেশনের উদ্‌বোধনী দিনে বিরোধী দলের ১১৯ জন সদস্য সংসদ বর্জন করেন। সংসদের বাইরে শেখ হাসিনার আহ্বানে হাজার হাজার জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছায়া সংসদ বসে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক স্পিকার আবদুল মালেক উকিল। দুই ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনকালে সামরিক শাসন বহাল রাখা হলে সংসদে যোগ দেবেন না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দেন।

এদিকে এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করে তিনিই প্রার্থী হন। এর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্দোলনে ৮ জন নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনবিরোধী সমাবেশ করায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার। নির্বাচনকালে শেখ হাসিনাকে নজরবন্দি রাখা হয়। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে না গেলেও সিল মেরে ভোটের বাক্স ভর্তি করা হয়। এরশাদকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত দেখানো হয়। সংসদে এরশাদের সামরিক শাসনের বেআইনি

কার্যকলাপকে বৈধতা প্রদানের জন্য সপ্তম সংশোধনী বিল আনা হয়। শেখ হাসিনার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বিল পাশ করা হয় বিরোধী কয়েকজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে। শেখ হাসিনা যাকে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা লজ্জাজনক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল ১৯৮৬ সাল। সংসদের ভেতর ও বাইরে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান। জনগণ তাঁর ভূমিকাকে প্রশংসা করলেও বিএনপিসহ অন্যরা সমালোচনা ও নিন্দা অব্যাহত রাখেন। সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একই সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শেখ হাসিনা ১৯৮৬ সালে শুভযাত্রা শুরু করেন। এই সময়ের সফলতা এবং বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গীকার তাঁকে জননেত্রীতে উন্নীত করে। দেশে ফেরায় এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ছয় বছরের মাথায় তিনি জনগণের নেত্রী এবং দেশ ও জাতির মুক্তির মানসকন্যা হিসাবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন, যা পরবর্তীকালের তৎপরতায় গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে জনমনে ঠাঁই পায়। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল–এই সময়কাল ছিল শেখ হাসিনার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী হিসাবে নিজেকে জনসমাদৃত করার পর্ব। এ পর্বে তিনি সামরিক জান্তা শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। কারা ও গৃহবন্দিকাল তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। জেল, জুলুম, নির্যাতন, শাসকের রক্তচক্ষু–সবকিছুকে উপেক্ষা করে তিনি বিভক্ত দলকে সংগঠিত করার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছয় বছরে তিনি নিজেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর পর অপরিহার্য হিসাবে নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করেছেন। এভাবেই চার দশকের বেশি সময় বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির নিয়ামকে পরিণত হয়েছেন। এগিয়ে চলার পথকে তিনি ক্রমশ কণ্টকমুক্ত করতে পেরেছেন। জাতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার অভিপ্রায় নিরলস পরিশ্রম করে আসছেন। একাশি থেকে ছিয়াশি সময়কাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নানামুখী ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, বিরোধিতাকে তিনি ক্রমশ রাজনৈতিক কৌশলের আলোকে পর্যুদস্ত করে এগিয়েছেন। শত বাধাবিপত্তিকে গুঁড়িয়ে ফেলতে হয়েছেন সক্ষম। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের বাণী আর বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তিনি বাঙালি জনমানসে ভগিনী, জননীরূপে সমাসীন হয়ে আছেন। বাংলার প্রতি ঘরে তিনি আজ আলো হয়ে জ্যোতি ছড়াচ্ছেন। আর এই পথ থামার নয়, ক্রমাগত এগিয়ে চলার।

নির্বাসন থেকে তিনি দেশে ফিরেছিলেন বাঙালির আশার বাতিঘর হয়ে। তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি জাতিকে পথ দেখিয়েছে। তিনি বাঙালিকে তার আপন ঠিকানার কথা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ-একাত্তরের কথা বলেছেন। বলেছেন পিতার অপূর্ণ স্বপ্ন গণমানুষের মুক্তির কথা।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সংবাদপত্রে প্রকাশিত শেখ হাসিনার বক্তৃতাগুলো সাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব 'সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা: ১৯৮১-১৯৮৬' প্রকাশ করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত। গ্রন্থটির আধেয় সংগ্রহ করা হয়েছে দুটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে– 'সংবাদ' ও 'দ্য বাংলাদেশ অবজারভার'। দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পুরোনো সংবাদপত্র বিধায়, একেবারেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এমন কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ত্রিবিন্দুচিহ্ন (...) ব্যবহার করা হয়েছে। সাল অনুযায়ী এই গ্রন্থের পরের পর্বগুলো প্রকাশনার কাজ চলছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।
জয় বাংলা

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

সংবাদ	৩৩-৩৪২
দ্য বাংলাদেশ অবজারভার	৩৪৩-৪২১

সংবাদ

(১৯৮১-১৯৮৬)

সংবাদ

১২ মার্চ ১৯৮১

সম্পত্তির তোয়াক্কা করি না ঃ হাসিনা

নয়াদিল্লী, ১১ই মার্চ (বাসস)।– শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এ মাসে বাংলাদেশে আসছেন না। তিনি এপ্রিলের কোন এক সময়ে আসতে পারেন।

আজ নয়াদিল্লীস্থ বাসস প্রতিনিধির সংগে আলাপের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর প্রসংগে শেখ হাসিনা বলেন, এই মাসে আমার দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই।

আওয়ামী লীগ প্রধান ২৬শে মার্চ ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দেবেন বলে একশ্রেণীর ভারতীয় পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তিনি তাও অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন, মার্চে আমার দেশে ফেরার কল্পনাপ্রসূত খবরের সত্যতা কখনো স্বীকার করিনি। বিশেষ করে দলীয় প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর দেশে ফেরার বিলম্বের ব্যাপারে শেখ হাসিনা অল্প সময়ে সব কিছু গোছগাছ করার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমাকে প্রায় আকস্মিকভাবেই নির্বাচিত করা হয়। তাই প্রস্তুতির জন্য আমার কিছুটা সময় দরকার। দেশে ফেরার বিলম্বের কারণ হিসেবে তিনি ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, স্বামীর স্কলারশীপ এবং ঢাকায় বসবাসের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যেকোন সময়ে দেশে ফিরতে পারেন এবং দেশের আইন অনুযায়ী তার পিতার সম্পত্তির দখল নিতে পারেন বলে বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্টভাবে যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে তিনি সন্দিহান বলে প্রতীয়মান হয়।

তিনি বলেন, সরকারীভাবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি।

তিনি বলেন, সবকিছু হারানোর পর আমি সম্পত্তির তোয়াক্কা করি না।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন যে, অন্যান্য বৈধ উত্তরাধিকারী বাংলাদেশে থাকা সত্ত্বেও তাদের ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ার বাড়ী এখনো ছেড়ে দেয়া হয়নি। এখানে থেকে কেমন করে দলীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন জিজ্ঞেস করা হলে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি দলের প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সাম্প্রতিক সফরের সময় দলের প্রেসিডিয়ামের এক বৈঠক এখানে বসার কথা তিনি অস্বীকার করেন।

তিনি বলেন এটা ছিল একটা ঘরোয়া আলোচনা। প্রেসিডিয়ামের সকল সদস্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'এ প্রকাশিত শেখ হাসিনার ওপর পুংখানুপুংখ ও বিশ্লেষণমূলক এক প্রতিবেদনে এই মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দলের অভ্যন্তরে বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার ওপরেই তার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে।

পত্রিকাটিতে শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকাটি বলেছে আওয়ামী লীগ ভারতপন্থী বলে বাংলাদেশে যে প্রচার চলছে শেখ হাসিনা তার তোয়াক্কা করেন বলে মনে হয় না।

তিনি বলেছেন, বর্তমান সরকার কি করছে। এই সরকার কি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে না। বাকশালের ব্যাপারে নীতি কি জিজ্ঞেস করা হলে হাসিনা বলেন, প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে আলোচনা না করে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত প্রকাশ করবেন না।

সংবাদ

১৮ মে ১৯৮১

ঢাকায় শেখ হাসিনা ॥ বিমান বন্দরে লাখো জনতার প্রাণখোলা সংবর্ধনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দীর্ঘ ছ' বছর বিদেশে অবস্থানের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল সতেরই মে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন।

লাখো জনতা অকৃপণ প্রাণঢালা অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেন তাদের নেত্রীকে। মধ্যাহ্ন থেকে লক্ষাধিক মানুষ কুর্মিটোলা বিমান বন্দর এলাকায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কখন শেখ হাসিনাকে বহনকারী ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানটি অবতরণ করবে। বিকেল সাড়ে তিনটা থেকেই বিমানবন্দরে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। হাজার হাজার মানুষ ভিআইপি লাউঞ্জের গেট পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে প্রথমে দেয়ালের ওপর ওঠে। একই সময়ে বিমানবন্দর ভবনের দোতলায় কন্ট্রোল টাওয়ার ভবনের যেখানে স্থান করা সম্ভব সেখানেই জনতা উঠে যায়। উদ্দেশ্য হাসিনাকে এক নজর দেখা। পুলিশ বহুবার চেষ্টা করেও তাদের সরাতে পারেনি। বিমান আসার সময় যতই এগিয়ে আসছিল বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার স্রোত ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল।

বিমান বন্দরের বাইরে অসংখ্য মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অগণিত ট্রাকে, বাসে করে লাখো জনতা শহর থেকে এগার মাইল দূরে অবস্থিত কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। পুলিশ প্রথম থেকেই বিমান বন্দরের ভিতরে ও বাইরে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পুলিশ জনতাকে অতি অল্প সময়ের জন্য বিমানবন্দরের কাছাকাছি আসা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। বিকেল তিনটার সময় জনতা বিমান বন্দরের সামনের পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফেলে। তিনটা বিশ মিনিটে তারা দেয়াল টপকে ভিআইপি লাউঞ্জের সামনে, বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা শত চেষ্টা করেও তাদেরকে সরাতে পারেননি। বিকেল সাড়ে তিনটার সময় বাংলাদেশ বিমানের একটি বোয়িং আকাশে দেখা যায়। এই সময় হঠাৎ করে হাজার হাজার মানুষ বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে একেবারে বিমান বন্দরের রানওয়ে পর্যন্ত চলে যায়। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আহমদ ও মোহাম্মদ হানিফ জীপে করে মাইক দিয়ে তাদেরকে রানওয়ে ও টারমার্ক থেকে সরে যাবার জন্য অসংখ্যবার অনুরোধ করার পর জনতা রানওয়ে থেকে সরে যান। কিন্তু বিকেল সাড়ে চারটায় সত্যি সত্যিই যখন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ৭৩৭ বোয়িং আকাশে দেখা গেল তখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আর অনুরোধ আবেদন অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকে যায়। অনেকটা ঝুকি নিয়েই বিমানটি ল্যাণ্ড করে। এয়ারক্র্যাফট স্থান নেয়ার সাথে সাথে ছুটে গিয়ে এয়ার ক্র্যাফটটিকে ঘিরে ধরে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমসাময়িক ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিমান বন্দরের নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশের নীরবে এর দৃশ্য অবলোকন করা ছাড়া করার কিছু ছিল না। জনতা একেবারে প্লেনের কাছে চলে যায়। এয়ারক্র্যাফটের চারদিক ঘিরে এত লোক ছিল যে শেখ হাসিনাকে বয়ে আনার জন্য যে ট্রাকটি নেয়া হয়েছিল তা এয়ার ক্র্যাফটের কাছাকাছি নেয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বহু চেষ্টার পর জনতার স্রোতকে কিছুটা সরিয়ে ট্রাকটি এয়ার ক্র্যাফটের ককপিটের দরজার একেবারে সামনে নেয়া হয়। বিমানের দরজা খোলার সাথে সাথে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক মালা হাতে ট্রাক থেকে লাফিয়ে এয়ার ক্র্যাফটের ভিতরে গিয়ে দলীয় সভানেত্রীকে মাল্যভূষিত করেন। এই সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভিতর থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়েন। এরপর ট্রাক থেকে বিমানের দরজার সাথে একটি ছোট কাঠের সিঁড়ি লাগানো হয়। রানওয়েতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে,

বিমানের সিঁড়ি পর্যন্ত লাগানো সম্ভব হয়নি। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে এয়ার ক্রাফটের ভিতর থেকে দলীয় প্রেসিডিয়ামের সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও পরে জনাব কোরবান আলী ট্রাকে নেমে আসেন। প্রেসিডিয়ামের এই দুজন সদস্য নয়াদিল্লী থেকে দলীয় সভানেত্রীর সাথে ছিলেন।

চারটা বত্রিশ মিনিটে শেখ হাসিনা সিঁড়ি দিয়ে বিমান থেকে ট্রাকে নেমে আসেন। এই সময়ে লাখো জনতার কণ্ঠে ছিল গগনবিদারী শ্লোগান 'হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, মুজিব হত্যার পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম, শেখ হাসিনা স্বাগতম শুভেচ্ছা।' অনেকের চোখেই ছিল অশ্রুর ধারা। অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। বিমানে শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী জনাব কোরবান আলী জানান, এয়ারক্র্যাফট থেকে নামার আগে রাজ্জাক যখন হাসিনার গলায় মালা দেন, হাসিনা তখন কাঁদছিলেন। কোলকাতা বিমাবন্দরে এবং ঢাকা আসার পথে পাঁচ ছয়বার হাসিনা অঝোরে কেঁদেছেন।

রানওয়ে থেকে ভিআইপি লাউঞ্জ পর্যন্ত আসতে হাসিনাকে নিয়ে ট্রাকটির পনর মিনিট সময় লাগে। সামনে পেছনে লাখো জনতা। হাসিনার পরনে ছিল সাদা রংয়ের উপর কালো প্রিন্টের মোটা শাড়ী।

মাথায় ঘোমটা টানা হাসিনা হাত নেড়ে রাস্তার দু'পাশের জনতাকে অভিবাদন জানান। বিমান থেকে নামার সময় থেকেই তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। ট্রাকে তার ডানদিকে ছিলেন তার বয়োজ্যেষ্ঠ ফুফাতভাই শেখ সেলিম, সাজেদা চৌধুরী, বামপাশে আইভি রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। হাসিনার ট্রাকের পিছনে ছিল ট্রাক-বাসের মিছিল।

বিকেল সাড়ে চারটার দিকেই আকাশে কালোমেঘ ছিল। পৌনে পাঁচটার সময়ই বৃষ্টি শুরু হয়। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে একটানা রাত আটটা পর্যন্ত। একদিকে প্রবল বর্ষণ, সেই সাথে তীব্র ঝড় প্রকৃতির ভায়াল রূদ্র মূর্তি। এরই মাঝে ট্রাকে, রাস্তার দু'পাশের জনতার কণ্ঠে গগনবিদারী শ্লোগান, "মাগো তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব"। বর্ষণ সিক্ত হাসিনা ঝড়ের মাঝেও দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে নেড়ে যাচ্ছিলেন বনানীর পথে শহীদ জাতীয় নেতাদের মাজারে। বনানীতে গিয়ে হাসিনা কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

সংবাদ

১৮ মে ১৯৮১

ঢাকা মিছিলের নগরে পরিণত হয়েছিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজধানী ঢাকা গতকাল মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিছিল। শুধু মিছিল আর মিছিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিও মিছিলের গতি রোধ করতে পারেনি। শ্লোগানেরও পড়েনি ভাটা। লাখ কণ্ঠের শ্লোগান নগরীকে প্রকম্পিত করেছে। গতকালের ঢাকা ৯ বছর আগের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারী যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে এসেছিলেন। সেদিন স্বজন হারাবার ব্যথা ভুলে গিয়েও লাখ লাখ জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। গতকালও হয়েছে তাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকায় মানুষের ঢল নেমেছিল। কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলা নগর পরিনত হয়েছিল জনসমুদ্রে। ফার্মগেট থেকে কুর্মিটোলা বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬ ঘন্টা ট্রাফিক ছিল বন্ধ সকাল থেকে ট্রাকে, বাসে করে মিছিল আসতে থাকে। সবার লক্ষ্য কুর্মিটোলা বিমান বন্দর। বিকেল পৌনে চারটায় হাসিনার আসার কথা। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমানটি প্রায় পৌনে একঘন্টা বিলম্বে পৌঁছে। বিকেল সাড়ে চারটা। আকাশে তখন মেঘ-জমেছে। পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে বইছে দমকা হাওয়া। বিমান বন্দর এলাকা অনেক আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছেন কখন আসবে বিমানটি। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল ঐ আসছে, দৌড় সে কি দৌড়। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাখ খানেক লোক রানওয়েতে। বিমানটি এলো। হাসিনা নামলেন। সৃষ্টি হলো এক আনন্দ ঘন ও হৃদয় বিদারক দৃশ্যের। হাসিনা আবেগাপ্লুত অবস্থায় ট্রাকে দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে জানালেন সম্ভাষণ। তাঁকে বহনকারী ট্রাকটি এগিয়ে চলেছে। ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে বিমান বন্দর গেট পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগলো ১৫ মিনিট। গাড়ী এগুতে পারছে না। রাস্তায় তিল ধারণের স্থান নেই। এই সময়েই নেমে এলো বৃষ্টি। সাথে প্রচণ্ড বেগে ঝড়। তবুও ট্রাকের মিছিল এগিয়ে চলেছে। যেতে হবে শেরে বাংলা নগর। সেখানেও অপেক্ষা করছেন কয়েক লাখ লোক। অনেকেই এসেছেন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য। কুর্মিটোলা থেকে শেরে বাংলা নগর পর্যন্ত আট মাইল রাস্তা। সময় লাগার কথা বেশী হলে ৩০ মিনিট। প্রায়

৩ ঘন্টায় হাসিনা শেরে বাংলা নগরে পৌঁছলেন। ঝড় ও বৃষ্টিতে নগর জীবন তখন প্রায় বিপন্ন, রাস্তাঘাটে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেছে। কিন্তু ঝড় ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেরে বাংলা নগরে অপেক্ষায় থাকেন লাখ কয়েক লোক। হাসিনাকে তারা দেখবেনই। সাড়ে সাতটায় হাসিনা সভামঞ্চে এলেন। বক্তৃতা তার পক্ষে দেয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও বলতে হলো। কান্নাভেজা কণ্ঠে হাসিনা বললেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবো। তখন শ্লোগান উঠল : হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে।

সংবাদ

১৮ মে ১৯৮১

'সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেরে বাংলা নগরে আয়োজিত গণ-সম্বর্ধনায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছু পাবার নেই। সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের ভালবাসা নিয়ে। পাশে থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য।

তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ পরবর্তীকালের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। বিচার বাই বাংলার জনগণের কাছে, আপনাদের কাছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার বিচার করবে না। ওদের কাছে বিচার চাইবো না। আপনারা আমার সাথে ওয়াদা করুন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু যে সিষ্টেম চালু করতে চেয়েছিলেন তা যদি বাস্তবায়িত হতো তবে বাংলার মানুষের দুঃখ আর থাকতো না। সত্যিকার অর্থেই বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হতো।

শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত লাখো জনতার গণ-সম্বর্ধনাটি ছিল আনন্দঘন ও হৃদয়বিদারক। দলীয় নেত্রীর আগমনে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে

ছিল আনন্দ উল্লাস আর উচ্ছাস। অন্যদিকে আপনজনহারা নেত্রীর দুঃখ আর বেদনার কথা আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সন্ধ্যে সাড়ে ৭টায় দলীয় নেত্রীর ভাষণ চলাকালে রাস্তার লাইটগুলো জ্বলেনি। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তার আগে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টাব্যাপী ঝড় মুষলধারে বৃষ্টি দিনের পরিবেশকে দুর্যোগপূর্ণ করে তোলে। হাজার হাজার লোক দলীয় নেত্রীকে এক নজর দেখার ও তার ভাষণ শোনার জন্য বিকেল ৩টা থেকে শেরে বাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে জড়ো হতে থাকে। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টপাত উপেক্ষা করেও তারা সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মানিক মিয়া এভিনিউতে অপেক্ষা করে।

মানিক মিয়া এভিনিউতে জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতাদানকালে শেখ হাসিনা বারকয়েক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্না জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, আজকের জনসভায় লাখো চেনা মুখ আমি দেখছি। শুধু নেই প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু, মা আর ভাইবোন, আরো অনেক প্রিয়জন। ভাই রাসেল, আর কোনদিন ফিরে আসবে না। আপা বলে ডাকবে না। সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন। স্বামী সংসার ছেলে রেখে আমি আপনাদের কাছে এসেছি।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেতা হবার জন্য আসেনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।

আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন ক্ষমতাসীনরা বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবার-পরিজন হত্যা করে বলেছিল, জিনিসপত্রের দাম কমানো ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে দেশের অবস্থা কি? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্য আকাশচুম্বী। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। দিনে-দুপুরে রাস্তায় মানুষ খুন করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ খেতে পারছে না, আর একশ্রেণীর লোক প্রচুর সম্পদের মালিক হচ্ছে।

তিনি বলেন, ক্ষমতার গদি পাকাপোক্ত করার জন্য ওরা আগামী দিনে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করবে। আবার বাংলার মানুষ শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ হচ্ছে। আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি। শোষণের মুক্তি। বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন। আজ যদি বাংলার মানুষের মুক্তি না আসে তবে আমার কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি আপনাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করে মরতে চাই।

তিনি বলেন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙ্গালী জাতি রক্ত দিয়েছে। কিন্তু আজ স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে চলেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করি।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বলেন, আপনাদের ভালবাসার আশা নিয়ে আমি আগামী দিনের যাত্রা শুরু করতে চাই। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত চার রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

গণ-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক বক্তৃতা করেন।

সংবাদ
১৯ মে ১৯৮১
ঢাকায় হাসিনার কর্মব্যস্ত দিন
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর গতকাল দ্বিতীয় দিনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতা ও কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বুদ্ধিজীবী শহীদ মিনার ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং পরলোকগত জাতীয় নেতৃবৃন্দের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে কর্মব্যস্ত দিন কাটান। সন্ধ্যায় তিনি টুঙ্গীপাড়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সর্বত্রই বিপুল সংখ্যক জনগণ ও দলীয় কর্মীদের উক্ত সম্বর্ধনায় দলীয় নেত্রীর হৃদয়স্পর্শী জিজ্ঞাসায় এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি করে। শোককে শক্তিতে পরিণত করার প্রত্যয় দৃঢ় শপথে কর্মীরা জানায় : হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব।

সকাল সাড়ে ন'টায় দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অন্যান্য নেতাসহ বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। আসার পথে রাস্তায় বিপুল সংখ্যক জনগণ শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানায়। এ ছাড়া সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক জনগণ ও কর্মী আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে দলীয় নেত্রীকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শেখ হাসিনার আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে যেতেই শ্লোগানে শ্লোগানে পুরো এলাকাটি মুখরিত হয়ে উঠে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি

বলেন ঃ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের আজ আমাদের ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। আসুন, আমরা সকলে এক মায়ের সন্তান হিসেবে কাজ শুরু করি।

শেখ হাসিনা বলেন, আপনাদের আমার কিছু বলার নেই। আপনারা আমার সব। আমি নেতা নই। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন কর্মী হিসেবে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চাই।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন: সুশৃংখল সংগঠনের মাধ্যমেই কেবল শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আমাদের সকলের নেতা বঙ্গবন্ধু, যিনি এদেশের দুঃখী মেহনতি মানুষের এক শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। সে কারণেই তিনি সপরিবারে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নিহত হন। আসুন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলি।

সংক্ষিপ্ত ভাষণের আগে বিভিন্ন জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নেতৃবৃন্দের সাথে জনাব আবদুর রাজ্জাক সভানেত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেন।

দলীয় কার্যালয় থেকে মোটর শোভাযাত্রাসহ শেখ হাসিনা সকাল ১০-৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসেন। উপস্থিত হাজার হাজার লোক মুহুর্মুহু শ্লোগানে তাকে অভিনন্দন জানায়। আন্দোলন আর শপথের কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণকালে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বেগম সাজেদা চৌধুরী ও জোহরা তাজউদ্দিন তাকে দু'হাতে তুলে গাড়ীতে এনে বসান। এখান থেকে তিনি সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মাজার প্রাঙ্গণেও বিপুলসংখ্যক জনগণ উপস্থিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে অভিনন্দন জানায়।

বেলা সাড়ে ১১টায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এসময় বিশাল শহীদ মিনার চত্বর ছিল লোকে লোকারণ্য। গাবতলী থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার লোক শ্লোগানে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে অভিনন্দন জানায়।

বেলা পৌনে ১২টায় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। স্মৃতিসৌধে যাবার পথে আরিচা রোডে ঢাকামুখী প্রতিটি বাস ও যানবাহন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যায়। বাসযাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসে, লাঙ্গল ফেলে কৃষকও দু'পাশে ছুটে এসে শ্লোগানে শ্লোগানে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে অভিনন্দন জানায়। সাভার বাজারে উপস্থিত হাজার হাজার জনগণ গাড়ী থামিয়ে দলীয় নেত্রীকে অভিনন্দন জানায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গাড়ী থামিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে রক্তিম কৃষ্ণচূড়া উপহার দিয়ে মুজিব হত্যার বদলা নেবার শপথ গ্রহণ করে।

স্মৃতিসৌধ থেকে ঢাকা ফেরার পথে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে জনগণ শেখ হাসিনাকে একইভাবে পুনরায় অভিনন্দন জানায়।

সংবাদ

২০ মে ১৯৮১

পিতার কবরের পাশে সংজ্ঞাহীনা হাসিনা

॥আশরাফ খান॥

টুঙ্গীপাড়া, ১৯শে মে।– আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আজ এখানে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শেখ হাসিনা তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে জিয়ারত করতে গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সমবেত নারী-পুরুষের অনেকেই এ সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

১৯৭৫ সালের পর টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর যে বাড়ীটি দীর্ঘদিন পুলিশ সীল করে রেখেছিল গতকাল তা প্রথমবারের মত খুলে দেয়া হয়। শেখ হাসিনা বাড়ীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমবেত হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন, বাংলাদেশে আমার আর কেউ নেই। সব হারিয়ে আজ আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা আমার সব। দলীয় সভানেত্রী বলেন, "বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে আমি জীবন দেব।"

টুঙ্গীপাড়ার হাজার হাজার মানুষ লঞ্চঘাটে রাস্তার দুধারে সমবেত হয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান। বরিশাল-পটুয়াখালী ও বাগেরহাট থেকে হাজার হাজার নারী-পুরুষ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য টুঙ্গীপাড়ায় এসেছেন।

সংবাদ

২২ মে ১৯৮১

গোপালগঞ্জের স্মরণীয় গণ-সম্বর্ধনায় হাসিনা

এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত

(বিশেষ প্রতিনিধি)

গোপালগঞ্জ, ২১শে মে।– শেখ হাসিনা বলেছেন: আমার পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলার দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য জীবন দিয়ে গেছেন। একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীকে ডাক দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আজ এখানে আয়োজিত স্মরণকালের বৃহত্তম এক গণ-সম্বর্ধনায় বক্তৃতাকালে একথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত।

গোপালগঞ্জের ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত এই সভায় লক্ষ লক্ষ জনতা তাদের প্রিয় নেত্রীকে একনজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে নৌকায়, লঞ্চে ও পায়ে হেঁটে আসেন। সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত গোপালগঞ্জের পাঁচটি থানা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বাগেরহাট, খুলনা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে সমবেত হয়।

দলীয় নেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে বাঙালীরা হত্যা করেনি, বাংলার মানুষ তাঁকে হত্যা করতে পারে না; সাম্রাজ্যবাদ তার এদেশীয় এজেন্টদের দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করিয়েছে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তারা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি বিশেষকেই হত্যা করেনি; একটি জাতির আদর্শ ও আশা-আকাঙ্খাকে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধু শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যখনই দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর ডাক দিয়েছিলেন, তখনই সাম্রাজ্যবাদ তাদের এদেশীয় এজেন্টদের সাহায্যে তাকে হত্যা করিয়েছে।

শেখ হাসিনা তাঁর ১৫ মিনিট কালের বক্তৃতায় আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং পরবর্তীতে আরও হত্যার মধ্য দিয়ে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারাও দাবী করেন যে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি রোধ ও মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল।

দলীয় নেত্রী বলেন, গত ৬ বছরে দেশের মানুষের কোন রকম উন্নতি তো আমি দেখিনি। মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। তিনি উত্তাল জনসমুদ্রের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, তবে কেন বঙ্গবন্ধু, শেখ মণি ও চার নেতাকে হত্যা করা হল? তিনি বলেন, আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই, আপনারা এর বিচার করবেন–একথা বলতে বলতে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তিনি পরে তার বক্তৃতা আর শেষ করতে পারেননি।

দলীয় নেত্রী সংজ্ঞা হারানোর পূর্বে তার ১৫ মিনিট কালের বক্তৃতায় '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতার লড়াই পর্যন্ত যারা জীবনদান করে গেছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, যারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তাদের প্রতিও সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

শেখ হাসিনা, বলেন, এই জন্মভূমিতেই আমি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাদের জন্য সংগ্রাম করে যাবো। আমি স্বামী, সংসার সবকিছু ছেড়ে আপনাদের ডাকে ছুটে এসেছি।

তিনি বলেন, জনগণ ও তাদের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে যে স্নেহ, ভালবাসা ও সম্মান দিয়েছে আমি যেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন। আমি একজন সাধারণ মেয়ে। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবেই আমি এই সম্মান পেয়েছি, আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমি যেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারি।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এ দেশের দুঃখী মানুষের ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে পরনের কাপড় ও একটুকু বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। আর তাই তিনি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন।

দলীয় নেত্রী বলেনঃ বঙ্গবন্ধু জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়, অথচ আমি ঢাকার বিমানবন্দর থেকে, বনানী, শেরে বাংলা নগর, টুঙ্গীপাড়া ও সেখান থেকে গোপালগঞ্জ আসার পথে লাখো লাখো জনতার যে সম্মান, যে ভালবাসা পেয়েছি তা বঙ্গবন্ধুর জন্যেই।

সংবাদ

৩০ মে ১৯৮১

সিলেটের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ হাসিনা

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ঃ আন্দোলন ছাড়া আর পথ নেই

সিলেট, ২৯শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, সরকারের অনুসৃত দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যে কারণে আজ দেশের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র চলছে চরম সংকট। এই অবস্থায় এখনই সরকারের উচিত ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো।

আজ বিকেলে স্থানীয় মাদ্রাসা মাঠে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দানকালে তিনি একথা বলেন। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুর রহীম এডভোকেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর

অন্যতম সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সৈয়দ আবু নসর ও সংসদ সদস্য জনাব এনামুল হক চৌধুরী।

আজ সকাল পৌনে দশটায় ট্রেনযোগে আওয়ামী লীগ নেত্রী সিলেট এসে পৌঁছান। অগণিত মানুষ রেল ষ্টেশনে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে সংবর্ধনা জানায়। রেল ষ্টেশন থেকে লাখো জনতার একটি মিছিল আওয়ামী লীগ নেত্রীকে নিয়ে শহর মিছিল বের করে। এ সময় রাস্তার দু'ধারে নারী-পুরুষ শিশুসহ হাজার হাজার লোক শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। গতকাল থেকেই বাস-ট্রাকযোগে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনস্রোত শহরে আগমন করে।

মিছিল শেষে সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছলে হাজার হাজার লোক এখানে সমবেত হয়। এরই মাঝে আওয়ামী লীগ নেত্রী হযরত শাহ জালাল (রাঃ) ও হযরত শাহ পরান (রাঃ) এর মাজার জিয়ারত করেন। সর্বত্রই নেত্রীকে সম্বর্ধনার জন্য বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটে। বিকেলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও আওয়ামী লীগ নেত্রীর ভাষণ শোনার জন্য হাজার হাজার লোক অপেক্ষা করছিলেন।

সিলেট যাবার পথে ভৈরব, শায়েস্তাগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়ায় বিপুল সংখ্যক লোক শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা জানায়।

জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, ছয় বছর পর দেশে এসে যা দেখতে পাচ্ছি তা উদ্বেগজনক। অর্থনীতি দেউলিয়া, আইন-শৃংখলা বলতে কিছু নেই। দেশে সরকার আছে কিনা তা বলা মুশকিল। সার্বিক নৈরাজ্যজনক অবস্থায় জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আন্দোলন ছাড়া আর পথ নেই। একমাত্র বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের ইতিহাস আন্দোলনের ইতিহাস। দেশের সঙ্কটাবস্থায় অতীতে কখনও আওয়ামী লীগ বসে থাকেনি। এখনও আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না। অচিরেই জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে বাকশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নই আন্দোলনের লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, পরিবার-পরিজন সকলকে হারিয়ে আপনাদের নিকট থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, বঙ্গবন্ধুর ন্যায় আমিও জীবন দিয়ে সে ভালবাসার ঋণ শোধ করতে চাই। তিনি বলেন, সব হারিয়ে বাংলার দুঃখী জনগণের কাছে ফিরে এসেছি। একটিমাত্র নিশ্চয়তা নিয়ে বাংলার জনগণ

বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতার হত্যার প্রতিশোধ নিবে, আর হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গড়ে তুলবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি পিতার অসমাপ্ত কাজ দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে দেশে এসেছি। এজন্য আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাই। আর যদি জনগণের মুক্তি আনতে না পারি, আমি যদি ব্যর্থ হই তবে পিতার কাছেই চলে যাব।

তিনি বলেন, আমার পাবার বা হারানোর কিছু নেই। যা পেয়েছি আর যা হারিয়েছি তা বাংলার কোন নারীর ভাগ্যে জোটেনি। আগামী দিনে আপনাদের সমর্থন ও ভালবাসাই আমার একমাত্র কাম্য।

ঢাকা থেকে শেখ হাসিনার সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব তোফায়েল আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব মোঃ হানিফ, জনাব আমির হোসেন আমু ও শেখ সেলিম এম,পি।

সংবাদ

৮ জুন ১৯৮১

৭ই জুনের আলোচনা সভায় হাসিনা

একমাত্র সার্বভৌম পার্লামেন্টই দেশে স্থিতিশীলতা আনতে পারে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন: একমাত্র সার্বভৌম পার্লামেন্টই দেশে স্থিতিশীলতা আনতে পারে।

গতকাল বিকেলে ঐতিহাসিক সাতই জুন পালন উপলক্ষে হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা এ বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার ইতিহাস রক্তের ইতিহাস। ১৯৫২ সন থেকে রক্ত দেয়া শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত চলছে রক্ত দান। রক্তের সাগরে আমরা ভাসছি। এ রক্তপাত আর চলতে দেয়া যায় না। এ রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। আমরা আর রক্তপাত চাই না।

সেনাবাহিনীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন: আপনারা দেশের সম্পদ। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই আপনাদের মহান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই আপনারা আত্মঘাতী সংঘর্ষ বন্ধ করুন। আমরা শান্তি চাই। আপনারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

হত্যার রাজনীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন: এ রাজনীতি জনগণের কল্যাণে আসে না। দেশের মানুষ হত্যার রাজনীতি চায় না। হত্যার রাজনীতি কেবল হত্যাকেই ডেকে আনে। তিনি বলেন, আজ রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর ফিল্ড কোর্ট মার্শাল ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন, ১৫ই আগস্ট ও জেলখানার হত্যাকাণ্ডের পর কেন তা করা হয়নি? যতদিন পর্যন্ত হত্যাকারীদের বিচার না হবে ততদিন পর্যন্ত হত্যার সম্ভাবনা থাকবে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ সকল হত্যার বিচার করার জন্য তিনি জোর দাবী জানান।

সংবাদ

৯ জুন ১৯৮১

'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ কেবল তার আদর্শ ও দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব।

গতকাল সোমবার বিকেলে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সকল কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে পরিচত হওয়ার জন্যে আয়োজিত সভায় শেখ হাসিনা এই বক্তব্য রাখেন। তিনি সকল স্তরের আওয়ামী লীগ কর্মীকে ভেদাভেদ ভুলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করারও আহ্বান জানান। নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব হাশিমুদ্দিন হায়দার সমবেত সকলকে দলীয় সভানেত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

সংবাদ

২১ জুন ১৯৮১

আদর্শ বাস্তবায়ন করেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে ॥ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেনঃ আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নেব। কিন্তু হত্যার বদলে হত্যা করে বা রক্তের বিনিময়ে রক্ত নিয়ে নয়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই প্রতিশোধ নিতে হবে।

গতকাল শনিবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত রেল শ্রমিক লীগের কয়েকশ' কর্মীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা

ওয়াজেদ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের কৃষক, শ্রমিকের মুক্তি চেয়েছিলেন। শত শত বছরের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে বাংলার মানুষকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে শোষিতের গণতন্ত্রের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তাই তাকে হত্যা করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনাব এম, কোরবান আলী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব আমির হোসেন আমু, সরদার আমজাদ হোসেন, জনাব সৈয়দ আহমদ, জনাব এস, এম ইউসুফ, জনাব আবদুল জলিল প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

২৪ জুন ১৯৮১

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শেখ হাসিনা

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সমুন্নত রাখুন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল মঙ্গলবার দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি 'মুক্তিযুদ্ধের' সঠিক ইতিহাস সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' আয়োজিত শেখ হাসিনাকে দেয়া এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাদের লেখনী, চিন্তা ও শিক্ষার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ গঠনে সাহায্য করারও আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি শোষণহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদকে তার দলের পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী তার স্বাগত ভাষণে সকলকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সার্বিক মূল্যায়নের এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

পরিষদের মহাসচিব খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস পরিষদের জাতীয় কমিটির সদস্যদের সাথে শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব আবদুস সামাদ, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবুদল মান্নান, জনাব আবদুর রাজ্জাক, শেখ সেলিম এবং শফিকুল আজিজ মুকুল।

সংবাদ
২৯ জুন ১৯৮১
খুলনার বিশাল জনসমুদ্রে হাসিনা
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হলে জিয়াকে
হয়তো প্রাণ দিতে হতো না

খুলনা, ২৮শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হলে জিয়াকে হয়তো প্রাণ দিতে হতো না।

আজ রোববার বিকেলে খুলনা জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় সার্কিট হাউজ ময়দানে আয়োজিত স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম জনসভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, ডক্টর কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আমির হোসেন আমু ও জনাব আবদুল আজিজ বক্তৃতা করেন। জনাব আবদুল মান্নান, জনাব এম, কোরবান আলী, জনাব তোফায়েল আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব শেখ সেলিম, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার প্রমুখ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হল। তার কোন বিচার করা হল না এবং আইন করে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়া হল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি কোনদিন ক্ষমতার লোভ করেননি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ বাংলার মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার হত্যকারীদের বিচার না করে তাদের বিদেশী দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে এবং তাদের পদোন্নতি ঘটিয়েছে। যদি তখন হত্যাকারীদের বিচার করা হত তাহলে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা করার দুঃসাহস কেউ দেখাত না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজও প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয় দখল করে আছেন। আইন করে তার হত্যাকাণ্ডের বিচার এড়ানো যাবে না। এদেশের মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের বিচার একদিন গণআদালতে করবেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আজ সে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান আজও সরকারী পরিচালনাধীনে আছে, তা বিএনপির অবাধ লুটপাটের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। এসব গণবিরোধী পদক্ষেপের দরুন গরীব আরো গরীব এবং ধনী আরো ধনী হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সভা শুরু করার আগে শেখ হাসিনাকে মাল্যভূষিত করেন শ্রমিক নেত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। এরপর তাকে বাংলাদেশের মানচিত্র এবং দু'খানা সোনা ও ছয়খানা রূপার নৌকা উপহার দেয়া হয়।

আজ সকাল ১০টায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও দলীয় নেতৃবৃন্দ রকেট ষ্টীমারযোগে ঢাকা থেকে খুলনা গিয়ে পৌঁছেছেন। ষ্টীমারখানা যখন বটিয়াঘাটা থানার কাছে পৌঁছে, তখন পঞ্চাশ খানা বড় নৌকায় করে দলের কর্মীরা তাকে বাইচ দিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। দলীয় নেত্রীকে একনজর দেখার জন্য আজ খুলনা স্টীমার ঘাট থেকে পাওয়ার হাউজের মোড় পর্যন্ত অগণিত নারী-পুরুষ সমবেত হয়েছিলেন। আজ এসব এলাকায় তিল ধারণের স্থান ছিল না।

সংবাদ
১ জুলাই ১৯৮১
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি
এদেশীয় দোসরদের সাহায্যে
বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে
–হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়া ও যশোরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন। সবকটি সভায় বিপুল জনসমাগম হয়।

কুষ্টিয়া থেকে এনা জানায়, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতাকারীদের নির্মূল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বিকেলে স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা বলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছে।

তিনি তার পিতা ও তার চারজন সকর্মীকে হত্যার জন্য জনগণের কাছে বিচার চান।

তিনি একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, জাতির সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে একমাত্র পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মাধ্যমে তার সমাধান করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর থেকে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে এবং এখনো তা চলছে। এই হত্যার রাজনীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। এর আগে তিনি খুলনা থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

আমাদের কুষ্টিয়া সংবাদদাতা তারবার্তায় জানাচ্ছেন, শেখ হাসিনা কুষ্টিয়ার জনসভায় বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তিনি জীবন বিসর্জন দেবেন।

বর্তমান সরকার জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

যশোর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, গতকাল বেলা সোয়া ১১টায় যশোর টাউন হল মাঠে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের সামনে এসেছি। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যদিয়েই বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিপুল লোকের সমাবেশ ঘটে। সকাল থেকেই যশোরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ মিছিলসহ টাউন হলে সমবেত হতে শুরু করে।

ঝিনাইদহ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ স্থানীয় ওয়াজির আলী হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন, সরকার তার পিতা ও তার সহকর্মীদের হত্যার বিচার না করে হত্যাকারীদের বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ভুল নীতির জন্য দেশের কোন অগ্রগতি হয়নি।

তিনি বলেন, সশস্ত্রবাহিনী আমাদের সম্পদ। সৈন্যদের রাজনীতিতে জড়ানো উচিত নয়।

শৈলকূপা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন : গতকাল অপরাহ্নে শৈলকূপা থানার দারাগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাক বাহিনীর সহায়তাকারী ও সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নীলনকশা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সহচর জাতীয় চার নেতা, আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মণিকে হত্যা করেছে। জনসভাগুলোতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, কোরবান আলী, আবদুল মান্নান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আমিরুল হক ও আমির হোসেন আমু।

সংবাদ

২ জুলাই ১৯৮১

হাসিনা বলেছেন ঃ

খুনীদের নিয়ে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না

(উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

রাজশাহী, ১লা জুলাই।–আজ বুধবার বিকেলে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন যে, বাংলার মাটিতে খুনীদের নিয়ে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। যারা খুনীদের নিয়ে রাজনীতি করবে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এডভোকেট আব্দুল হাদী এবং অন্যান্যের মধ্যে জনাব এম কোরবান আলী, জনাব আবদুল মোমিন তালুকদার, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সর্দার আমজাদ হোসেন, জনাব আব্দুল জলিল ও জনাব নাসিম আলী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ডঃ কামাল হোসেন, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী ও জনাব তোফায়েল আহমদ প্রমুখ নেতা সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজশাহী ছাড়াও রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক জনসভায় যোগদান করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট যে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তা আজও বন্ধ হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা আজ কারাগারের অন্তরালে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আর রাজাকার, আলবদররা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারাই খুনীদের আশ্রয়দাতা। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, বিভিন্ন দূতাবাসে তাদের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কিন্তু হত্যার রাজনীতির মধ্য দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসে, সেই হত্যার মধ্য দিয়েই তাদের চলে যেতে হয়। আওয়ামী লীগ হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না–আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে জনগণই ক্ষমতার উৎস।

অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন, আমি পিতা, মাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন সকলকে হারিয়েছি। আমার ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদের কাছে এসেছি তাদের হত্যার বিচারের জন্য। আপনারা তাদের হত্যাকাণ্ডের বিচার চান কিনা বলুন। এই সময় সমবেত লাখ লাখ মানুষ "বিচার চাই, বিচার চাই" বলে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারী ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশ আজ দেউলিয়া। দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করতে হবে। দুঃখী মানুষের রাজ কায়েম করার লক্ষ্যে কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের লোকদের আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

নাটোরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, অবিলম্বে এ ধরনের হামলা বন্ধ করুন। নতুবা হামলার জবাব কিভাবে দিতে হয় তা আমাদের জানা আছে। হামলা প্রতিরোধ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলার মেহনতি মানুষের পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও দীন দুঃখী; নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায় এবং বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমি সংগ্রাম করে যাব ও প্রয়োজনবোধে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনও দিয়ে দেব। আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু এদেশের মানুষের কল্যাণে আমি উৎসর্গ করলাম।

রাজশাহী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আজ দুপুর ১২টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর জোহার কবর জিয়ারত করতে গেলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। হযরত শাহ মখদুমের দরগায় গেলেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায় তাদের প্রিয় নেত্রীকে একনজর দেখার জন্য।

ঈশ্বরদী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাচ্ছেন, দুঃখী মানুষের জন্য একটি শোষণমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এখানে সড়ক পার্শ্বে সমবেত হাজার হাজার জনতার উদ্দেশে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করতে হলে আওয়ামী লীগকে আরো শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল হতে হবে। বিকেল ৪টায় ঈশ্বরদী হাইস্কুল ময়দানে তাঁর বক্তৃতা করার কথা ছিল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ মাঠে জমায়েত হতে থাকে। কিন্তু খুলনা থেকে ঈশ্বরদী পৌঁছতে তাঁর ১৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এর মধ্যে তিনি ৩০টিরও বেশী সভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

৮ আগস্ট ১৯৮১

ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন চান কিনা, এটাই বড় প্রশ্ন ঃ শেখ হাসিনা

॥ আশরাফ খান ॥

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে সরকারী মনোভাবে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, ক্ষমতাসীনদের সাম্প্রতিক কাজকারবারে এটা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, নির্বাচন তারা আদৌ চান কিনা।

লন্ডন ও সুইডেন সফর শেষে শেখ হাসিনা লন্ডন থেকে গত রাতে সরাসরি ঢাকা ফিরে আসেন। গতরাতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন: আমরা অবশ্যই নির্বাচনে যেতে চাই। নির্বাচনে যাব না একথা আমরা কখনও বলিনি। সরকার নির্বাচন চান কিনা সেটিই বড় কথা। নির্বাচন যদি অবাধ নিরপেক্ষ হয় তাহলে আমি শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা স্বাধীনতা সংগ্রামী শক্তির প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বাংলার দুঃখী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আমরা সবাই মিলিত হয়ে এককভাবে কাজ করে যেতে চাই।

লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে বিশ্বজিৎ নন্দীসহ আটক ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা রাজবন্দীর তালিকা দেন। লন্ডনে বর্ণদাঙ্গায় 'ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও' তিনি দেখতে যান। তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাবৃন্দ, হাউস অব কমন্স-এর সদস্য মি: টমাস উইলিয়াম, রেসিয়াল ইকুয়ালিটির চেয়ারম্যান মি: ডেভিড লেনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি তাদের কাছে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালীদের একটি তালিকাও দেন।

গতরাতে শেখ হাসিনার সাথে আলাপকালে তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম–নির্বাচনের তারিখ নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পিছিয়ে নেয়া না হলে কি আপনার দল নির্বাচনে যাবে?

শেখ হাসিনা বললেন, নির্বাচনে আমরা যেতে চাই বলেই অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য চার দফা দাবী দিয়েছি।

সরকার ১৫ই অক্টোবর তারিখ পুনঃনির্ধারণ করেছেন। আর কটা দিন পিছাতে অসুবিধা কি ছিল? এটা নির্বাচনের উপযুক্ত সময় নয়। না যাবে তখন হেঁটে চলা না চলবে নৌকা। সরকার যদি নির্বাচন করতে চায় এবং আমরা নির্বাচনে অংশ নিই, এটা যদি চায় তাহলে তারিখ নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পিছিয়ে নেয়াসহ আমাদের চার দফা দাবী সরকারকে মানতেই হবে। অন্যথায় আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা জনগণের দাবী আদায়ে সরকারকে বাধ্য করব। তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবেই সরকারের সিদ্ধান্তের উপর।

নির্বাচনে যদি যানই তাহলে কি আপনারা এককভাবে প্রার্থী দেবেন? স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রগতিশীল শক্তির পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে একজন প্রার্থী দেয়ার ব্যাপারে আপনি কি আশাবাদী এবং এ ব্যাপারে কি কোন সক্রিয় ভূমিকা নেবেন?

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, শুধু নির্বাচনের প্রশ্নেই নয়, বৃহৎ জাতীয় স্বার্থে বাংলার গণমানুষের মুক্তির পক্ষে আমরা সকল স্বাধীনতাসংগ্রামী প্রগতিশীল শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করতে এবং এ ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই আশাবাদী প্রার্থীর বিষয়ে আমরা এখনও ভাবিনি। আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সরকারের ভূমিকায় নির্বাচনে যাব কি যাব না, সেটিই বড় কথা। যথাসময়ে আপনাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তিনি বলেন একমাত্র অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের দিয়ে দেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অন্যকোনভাবে নয়। তিনি জানান, আজ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

শেখ হাসিনা লন্ডন ও সুইডেনে বিশ দিন সফর শেষে রাতে বৃটিশ এয়ারওয়েজযোগে ঢাকা ফিরেছেন। বিমান বন্দরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান।

সংবাদ

১৭ আগস্ট ১৯৮১

২৭শে আগষ্ট হরতাল ঃ হাসিনার ঘোষণা

চারদফা দাবী মেনে নিলে নির্বাচনে অংশ নেব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আগামী ২৭শে আগষ্ট দুপুর সাড়ে বারটা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেছে। গতকাল রোববার বিকেলে বায়তুল

মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বৃহত্তম জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় চার দফা পূর্বশর্ত আন্দোলন আদায়ের লক্ষ্যে এ কর্মসুচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেল হত্যার প্রতিবাদে জিয়া হত্যার প্রকাশ্য বিচার, দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা এবং আওয়ামী লীগ প্রদত্ত নির্বাচনী চার দফা শর্ত মানার দাবীতে ২৭শে আগষ্ট দুপুর সাড়ে বারটা পর্যন্ত সারা বাংলা বন্ধ থাকবে। যানবাহন, আফিস, আদালত, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

সতেরই মে দেশে ফেরার পর এটাই ছিল শেখ হাসিনার ঢাকায় জনসভা। বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেল হত্যার প্রতিবাদে ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে দলের চারদফা দাবী বাস্তবায়নে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে এই জনসভা আহ্বান করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এ অবস্থায় নির্বাচন কিছুতেই অবাধ, নিরপেক্ষ হতে পারে না। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সংগ্রাম শুরু করেছি, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার অবসান হবে না; প্রায়োজনে আমার পিতার মত আমিও রক্ত দিয়ে জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ছাড়ব।

দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে তিনি আত্মকলহ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই দেশ শাসন করার অধিকার রাখে, কোন সামরিক জান্তা নয়। আমার দেশের উপর কেউ খবরদারি করুক এটা কোন দিন চাই না।

জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রেসিডিয়ামের সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া ও ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হানিফ বক্তৃতা করেন। সময়াভাবে নির্ধারিত বক্তা প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আবদুল মান্নান বক্তব্য রাখতে পারেননি।

শেখ হাসিনার এ জনসভা ছিল এখানে অনুষ্ঠিত স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম। ষ্টেজ ছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণের মাঝখানে। গোটা বায়তুল মোকাররম চত্বর, মসজিদের সিঁড়ি, দক্ষিণে নওয়াবপুর রেল ক্রসিং, রাস্তার আইল্যান্ড, সামনে সচিবালয় পর্যন্ত লোকারণ্য ছিল। ষ্টেডিয়াম, বায়তুল মোকারমের ছাদ ও সামনের ভবনগুলোর ছাদেও মানুষে ভরা ছিল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আমরা নির্বাচনে যেতে চাই। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। অবাধ ও নিরেপক্ষ নির্বাচন হোক এবং তার মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা

হোক এটা আমরা চাই। এখনও যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তাঁরা কি সত্যিই নির্বাচন দিতে চান? অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রদত্ত চার দফা দাবী পূরণ করা না হলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না এবং সে নির্বাচনে আমরা যেতে পারি না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনারা জাতির সম্পদ।

কিছু লোক তাদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য আপনাদের ব্যবহার করছে। আপনারা ব্যবহৃত হবেন না। আপনারা আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করুন। সেনাবাহিনীর মধ্যে আত্মঘাতী সংঘাত সৃষ্টি করে এদেশকে আজ এতিম আর বিধবার দেশে পরিণত করা হচ্ছে।

দলের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন। আমরা গরীব দেশ। আমরা বৃহৎ শক্তির সাথে সংঘাতে যেতে পারি না। প্রতিটি দেশের সাথে আমরা বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে চাই, কিন্তু স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে নয়। কারো খবরদারিও কোনদিন মেনে নেব না।

১৫ই আগষ্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে, চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে বৈধ সরকারকে হটিয়ে কেবল রাষ্ট্রীয় চার নীতি, মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসুচী বানচাল করে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু হয় হত্যা আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিষ্ঠিত করাই হয়নি, স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে পাকিস্তান বনাচাল চক্রান্ত চলছে। বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তান করতে দেব না। দালালদের প্রতিহত করতে হবে। বাংলার মাটিতে তাদের স্থান হতে পারে না।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনীরা স্বীকার করার পরও বিচার না করে তাদেরকে দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এর খেসারত জিয়াকেও দিতে হয়েছে। ষড়যন্ত্র আর হত্যার মাধ্যমে জিয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন, সে পথেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। জিয়া হত্যার বিচার করা হচ্ছে অথচ বৈধ রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতার হত্যার বিচার হচ্ছে না।

১৫ই আগষ্ট থেকে আজ পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার তদন্ত ও বিচার করতে হবে। বিচার বাংলার মাটিতেই করা হবে। তিনি জিয়া হত্যার অভিযুক্তদের বিচার প্রকাশ্য আদালতে করার দাবী জানিয়ে বলেন, অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে জড়িয়ে গোপনে বিচার করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবনতি অবরোধ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যর্থতা জাতীয়করণ বিরোধী সরকারী নীতির ও সরকারী নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি

পাকিস্তানে সম্পদ পাচার বন্ধ করা, কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, পাটের সর্বনিম্ন দর মণপ্রতি দু'শ টাকা করার, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবী জানান।

জনসভা পরিচালনা করেন জনাব তোফায়েল। জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব আবদুস সামাদ, জনাব কোরবান আলী, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব মমিন তালুকদার, জনাব আসাদুজ্জামান খান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব সৈয়দ আহমদ সরকার আমজাদ, জনাব মোহাম্মদ নাসিম সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সংবাদ

২৭ আগস্ট ১৯৮১

বায়তুল মোকাররমের সমাবেশে হাসিনা

২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবী না মানলে
ঐদিনই প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের চার দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দাবীসমূহ মেনে নেয়া না হলে সারাদেশে প্রতিবাদ পালন করা হবে এবং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

হরতাল শেষে গতকাল বুধবার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কর্মী ও জনসভায় ভাষণদানকালে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা উপরোক্ত ঘোষণা দিয়ে বলেন, সরকারকে দুই তারিখের মধ্যে দাবী মেনে নিতে হবে। সরকার জনগণের দাবীর কাছে নতি স্বীকার না করলে জনগণই এই সরকারকে উৎখাত করবে।

শেখ হাসিনা জানান যে, শত উস্কানিমূলক প্ররোচনা ও সরকারী ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী নির্যাতনের মুখেও কর্মীরা এবং জনগণ যে ধৈর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে হরতাল পালন করেছেন তার জন্য তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক বক্তৃতা করেন। জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব, আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব কোরবান আলী, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব তোফায়েল আহমেদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, শেখ আবদুল আজিজ, জনাব সৈয়দ আহমদ, বেগম আইডি রহমান প্রমুখ নেতা মঞ্চে শেখ হাসিনার পাশে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, বাংলার পরিপূর্ণভাবে সফল হরতাল পালিত হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা, নির্যাতন হয়েছে। সরকারী ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা ঢাকা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও খুলনায় হরতাল বানচাল করার জন্য হামলা চালায়।

গত মঙ্গলবার জোনাকী সিনেমা হলের সামনে রিক্সা মিছিলের উপর হামলা চালানো হয়। সরকারী নির্যাতনের ষ্টিমরোলারের শিকার হয়েছে দিলু এবং বাবলু।

তিনি বলেন, সারা বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের মাধ্যমে একটি কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলার মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমরা যে চার দফা দিয়েছিলাম তার প্রতি জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন। হরতাল প্রমাণ হয়েছে, জাতি চায় বঙ্গবন্ধু হত্যা, কর্ণেল জামিল হত্যা, ছয় নেতার হত্যার বিচার হোক। সরকার আমাদের নির্বাচনী চার দফা মেনে নিক, জিয়া হত্যার গোপন বিচার প্রকাশ্যে করা হোক এবং দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা হোক–জনগণ আওয়ামী লীগের এই দাবীর প্রতি রায় দিয়েছেন। এগুলো এখন জনতার দাবী। দাবী উপেক্ষা করার ক্ষমতা সরকারের নেই। জনগণের দাবী উপেক্ষা করে কোন সরকার চলতে পারে না।

শেখ হাসিনা জরুরী অবস্থা তুলে নেয়ার দাবী জানিয়ে বলেন, শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। জনগণের উপর জুলুম চালিয়ে কোন দিনই কোন সরকার টিকে থাকতে পারেনি। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বর্তমান স্বৈরশাসনকেও চলতে দেয়া যায় না। সরকার জনগণের দাবীর কাছে নতি স্বীকার না করলে জনগণই এই সরকারকে উৎখাত করবে। ২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের দাবী সরকারকে মানতে হবে। তবেই আমরা নির্বাচনে যেতে পারি। অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক আমরা চাই। দুই তারিখের মধ্যে দাবী মেনে নেয়া না হলে সেদিন সারা বাংলায় 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হবে এবং পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। তিনি সে পর্যন্ত কর্মীদের ও দেশবাসীকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ চিরদিন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম করে আসছে। বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোষিতের গণতন্ত্র তথা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তি না আনা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

হরতাল সফল করে দেশবাসী আওয়ামী লীগ ও তার প্রতি যে সমর্থন সহযোগিতা দিয়েছেন সেজন্য তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান

এবং ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে অনুরূপ সহযোগিতা কামনা করেন। শেখ হাসিনা জানান, নিহত দিলু ও বাবলুর লাশ আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ বাদ আছর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সংবাদ

৩০ আগস্ট ১৯৮১

ছাত্রলীগ সম্মেলনে হাসিনা

সরকার নির্বাচন দিতে প্রস্তুত কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ নির্বাচন প্রশ্নে সরকারের 'একলা চলা' নীতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনে যাওয়ার জন্যই আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে চার দফা দাবী দিয়েছি। কিন্তু আমাদের এ দাবী সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার। সরকার যেভাবে তড়িঘড়ি করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং এখন যে আচরণ করছেন তাতে সরকার নির্বাচন দিতে আদৌ প্রস্তুত কিনা সন্দেহ রয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন '৮১-তে প্রধান অতিথির ভাষণদান কালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের। অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান, সম্মেলনে প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও জনাব রবিউল আলম চৌধুরী। রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব বাহালুল মজনুন চুন্নু।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচনী চার দফা আদায়ের সংগ্রামে আগামী ২রা সেপ্টেম্বর আহূত দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসকে সফল করার জন্য ছাত্র

সমাজসহ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রলীগ কর্মীদের সমস্ত রেষারেষি, বিভেদ ভুলে গিয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এবং বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলার গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যেকোন ত্যাগ স্বীকারে শরিক হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যতদিন না বাংলার দীন-দুঃখী মানুষের অধিকার আদায় করতে পারব, ততদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে যাব। তিনি বলেন, বাকশালের কর্মসূচী দেয়ার পরই বঙ্গবন্ধুকে, বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্খাকে হত্যা করা হয়। সেই পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বাকশালের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যই আজ আমাদের সংগ্রাম। দেশ ও জাতির স্বার্থে আজ আমাদের ঐক্যের প্রয়োজন।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হতে পারে না, তারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল।

তিনি বলেন, আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষের মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য–কোনব্যক্তি বিশেষকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। শেখ হাসিনা বলেন, ফুলের মালা আর শ্লোগানে নেতা নির্বাচিত হতে পারে না। দেশ ও জাতির জন্য অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমেই নেতা তৈরী হয়।

তিনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, নেত্রী হবার মত যোগ্যতা আমি এখনও অর্জন করিনি। বাংলার গণমানুষের জন্য এমন কিছু করতে পারিনি। নেত্রী হবার জন্য আমি আসিনি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নিয়েই আমি এসেছি।

ব্যক্তিগত স্বার্থের রেষারেষি ভুলে ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদেরকেও যেকোন ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নিতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা গ্রামের কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষ এবং শহরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কোন সংকীর্ণতার প্রাচীর না রেখে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের মেধা আর কৃষক শ্রমিকের শ্রম এই দুইয়ের সমন্বয় করে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে শ্রমিক-কৃষককে ছোট করে দেখার এবং আত্মচিন্তা আর গর্বের অবকাশ নেই। এই দুই শক্তিকে এক করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেই আমরা গণ-মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে কিছু করতে পারব।

শেখ হাসিনা বিদ্রোহী কবির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গ্রেফতারকৃত আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীদের মুক্তিদান ও জারিকৃত হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সংবাদ

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

ছাত্রলীগ কার্যালয় উদ্বোধন

দাবী না মানলে ১৬ তারিখের পর থেকে আন্দোলন : হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল বিকেলে নূর ম্যানশনে ছাত্রলীগের (জালাল-জাহাঙ্গীর) নতুন কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জনগণের পক্ষে চারদফার অবশিষ্ট দাবীগুলো পূরণ করা না হলে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনে অংশ নেয়া সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন চায়। কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আওয়ামী লীগ চায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই হোক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যম। কিন্তু কোন প্রকার প্রহসনে আওয়ামী লীগ অংশ নেবে না।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, সরকার নির্বাচন চায় কিনা জনগণ আজও এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারছে না। গত কয়েক দিনের কার্যকলাপ দেশে প্রমাণ করে অরাজকতা সৃষ্টি করাই সরকারের উদ্দেশ্য। আর এই অরাজকতার মাধ্যমে নতুন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নই তাদের উদ্দেশ্য। হঠাৎ করে ব্যাংক ও সেক্টর কর্পোরেশনসহ অন্যদের উস্কে দিয়ে সরকার মাঠে নামিয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের বিদায়ী সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুল মান্নান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব আমীর হোসেন আমু, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, জনাব কামরুজ্জামান, বেগম আইভি রহমান, শেখ সেলিম ও জনাব মোস্তফা মহসিন মন্টু।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, দেশ ও জাতি আজ এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে চায়, কিন্তু সরকার নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করছেন না। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে আসছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আমাদের ডেকে নিয়ে আশ্বাস দিলেন, আওয়ামী লীগের চার দফা মেনে নেয়া হবে। কিন্তু সরকার একটি দাবী ছাড়া আর কোন দাবী মানলেন না। বরং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একজন রাষ্ট্রপতির পক্ষে এই আচরণ দুর্ভাগ্যজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমরা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিতে চাই না। শুধু বলবো, চার দফার অবশিষ্ট দাবীগুলো মেনে নিন। অন্যথায় ১৬ তারিখের পর থেকে আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলনে যাবে।

আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, চট্টগ্রামের ঘটনায় ১২ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখা হয়েছে। আমরা বলেছি, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাদের ফাঁসির আদেশ মওকুফ করে প্রকাশ্য বিচার করুন। আর একটা দেশে একজন রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের ফাঁসি দেয়া হচ্ছে, আর অপর একজন রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের চাকরি দিয়ে সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠা করা হবে, তা হতে পারে না। বিচার যদি করতে হয় তবে বঙ্গবন্ধুর হত্যারও বিচার করতে হবে।'৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর থেকে যাদের হত্যা করা হয়েছে আমরা তারও বিচার দাবী করি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রলীগ কর্মী আওয়ামী লীগ নেত্রীকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। দুটি কবুতর ও একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ কার্যালয় উদ্বোধনের সূচনা করেন। উদ্বোধনের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সংবাদ
১ অক্টোবর ১৯৮১

বায়তুল মোকাররমে আ'লীগের বিশাল জনসভা

এক ব্যক্তির হাতে না রেখে ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেব ঃ কামাল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, বর্তমান সরকার হচ্ছে হত্যা, ষড়যন্ত্র ও অবাধ দুর্নীতির সরকার। গত ছ'বছর ধরে বিদেশী

ঋণে দেশকে জর্জরিত করে সমগ্র অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, ছাত্র-যুবক তথা আপামর জনসাধারণের প্রতি বৈরী নীতি অনুসরণ করে এই সরকার দেশ শাসনের অধিকার হারিয়েছে। জনগণের ভোট চাওয়ার অধিকারও সরকারের নেই।

গতকাল বুধবার বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী জনসভার সভানেত্রী হিসেবে ভাষণদানকালে তিনি একথা বলেন। জনসভায় আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন বলেছেন, নির্বাচিত হলে আমরা সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্র ও সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করবো। এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা না রেখে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব।

সমবেত জনতার তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনি এবং 'জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যে শেখ হাসিনা আরো বলেন, আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তাহলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডক্টর কামাল হোসেনই জিতবেন। তিনি সরকারকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমেই জনগণ সঠিকভাবে রায় দিতে সক্ষম হবে এবং তারা কাকে চায় তাও প্রমাণিত হবে। তিনি সাথে সাথে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আর যদি দেখি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হচ্ছে না তাহলে সরকার পক্ষ যেন মনে রাখেন ভোট তারাও পাবেন না।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগের সাথে রয়েছে। আপনারা আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন করুন। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে গণতন্ত্র আর বাংলার জনগণের হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনি।

গোপন বিচারের রায় অনুসারে বারোজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের ফাঁসি কার্যকর করা এবং দমননীতি ও নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং দলীয় প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের জন্যে এই জনসভা আহ্বান করা হয়। সড়ক পরিবহণ কর্মচারী ধর্মঘট চলা সত্ত্বেও সভায় বিশাল জনসমাগম হয়। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা মিছিল করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সভায় যোগ দেন। তারা নির্বাচনী প্রতীক বেশ কয়েকটি নৌকাও বহন করেন। সভার শুরুতে ফাঁসিতে প্রাণদানকারী বারোজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সভামঞ্চে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলীয় সংসদ সদস্য ও অংগ সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন বারোজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের ফাঁসি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগষ্টে যে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে, এটি তারই আরেকটি অধ্যায়। যারা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মাধ্যমে তারাই আজ ক্ষমতায় আসীন।

তিনি হত্যার রাজনীতি বন্ধ করার দাবী জানিয়ে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে যেদিন পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে, সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। তিনি ঈদুল আজহার আগে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যেও আহ্বান জানান।

জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আব্দুল মালেক উকিল, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহম্মদ ও ঢাকা নগর শাখার সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ।

সংবাদ

১৬ অক্টোবর ১৯৮১

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতি হাসিনা

নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করা হলে জনগণ তা নীরবে মেনে নেবে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৫ই অক্টোবর।–রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন আজ এখানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন যে, ক্ষমতাসীন দল বিগত ৬ বছর যাবৎ বাংলার নয় কোটি মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে চলেছে। তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে ৬ বছরের কুকীর্তির জন্য। তাদের অবশ্যই জনতার আদালতে জবাবদিহি করতে হবে।

আজ চট্টগ্রাম আউটার ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদও বক্তৃতা করেন।

জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মসূচী সম্পাদন করে তার আদর্শ বাস্তবায়িত করাই তার লক্ষ্য। তিনি বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট যে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে, আজো তা চলছে।

তিনি জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে চাইবে। তা প্রতিহত করতে হবে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন যে, নিরপেক্ষভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করে পক্ষপাতিত্ব করার চেষ্টা করা হলে জনগণ কখনো তা নীরবে মেনে নেবে না।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

তিনি খুনী, রাজাকার, আলবদরদের উৎখাত করে শোষণের অবসানকল্পে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জনসভা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক জনাব এম, এ, মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য আবদুল মালেক উকিল, কোরবান আলী, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, আমির হোসেন আমু, বেগম সাজেদা চৌধুরী ছাড়াও চট্টগ্রামের জনাব আব্দুল্লাহ আল হারুন, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম. এ ওহাব, মোশাররফ হোসেন, আবু সালেহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সকাল ১১টা থেকেই মাঠে জনতার ঢল নামে। সভা শুরু হয় বিকেল সাড়ে চারটায়। সভার আশেপাশে কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্য শোনার জন্য সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ সভায় আসতে শুরু করে। আশপাশের বাড়ীগুলোর ছাদও লোকে ভর্তি ছিল। ইতিপূর্বে কক্সবাজার থেকে আসার পথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সাতকানিয়া, পটিয়া ও বোয়ালখালিতে বেশ কয়েকটি জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

৬ নভেম্বর ১৯৮১

ক্ষমতাসীনদের প্রতি মানুষের সমর্থন নেই ঃ হাসিনা

কিশোরগঞ্জ, ৫ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন):– আজ সকাল ১১টায় স্থানীয় স্টেডিয়ামে এক বৃহৎ জনসভায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ক্ষমতাসীন সরকারকে খুনী সরকার বলে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, খুনী মোশতাক, জিয়া সরকারের উত্তরসূরি এ সরকারের জনসাধারণের কাছে ভোট চাওয়ার অধিকার নেই।

তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে পাওয়া এদেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধকে হত্যার জন্যই বঙ্গবন্ধুকে

হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যেই বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন। তিনি কৃষক শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে বাকশাল ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। যারা বাকশালের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা আসলে সাধারণ মানুষের বিরোধিতা করছে।

তিনি বলেন, বাকশাল ব্যবস্থা চালু হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মহকুমাই জেলায় রূপান্তরিত হতো। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভার মাধ্যমে যে গণজোয়ার লক্ষ্য করেছেন তাতে তিনি নিশ্চিত যে, ক্ষমতাসীনদের প্রতি দেশের মানুষের কোন সমর্থন নেই। ভাসানী দলের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের জনসভা ও মিছিলের উপর আক্রমণের কথা তিনি উল্লেখ করেন। এগুলো ক্ষমতাসীনদের চরম দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি বলেন, খুনীরা বঙ্গবন্ধুকে ছিনিয়ে নিয়েছে সত্যি; কিন্তু তাঁর আদর্শকে নিতে পারেনি।

তিনি সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার পরিপন্থী কিছু করবেন না। সরকার তা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের পেছনে কোন জনসমর্থন নেই–তাই তাদের কারচুপির পথ বেছে নিতে হবে। তিনি আওয়ামী লীগের সকল অংগ সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যেন কারচুপি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলে।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনকে তারা সংগ্রামের অংশ হিসেবে নিয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্য ও জেল-হত্যার বিচার জনসাধারণের কাছে দাবী করেন।

কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে জনাব আবদুল মান্নান ও জিল্লুর রহমান বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

৭ নভেম্বর ১৯৮১

জনগণের সরকার কায়েমের সময় এসেছে ঃ হাসিনা

ময়মনসিংহ, ৬ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আজ দুপুর বারোটায় ত্রিশাল থানার ত্রিশাল নজরুল মহাবিদ্যালয়ের মাঠে এক বিশাল জনসভায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, দেশে আইনের শাসন নেই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দিন এসেছে আজ। তিনি বলেন, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খুনী মোশতাক ও জিয়া গত

ছ'বছর কুৎসা রটনা করে বাংলার মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু আজ এই লাখো জনতার সমাবেশ প্রমাণ করছে, ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করলেও আদর্শ মুজিবের মৃত্যু নেই।

তিনি আরো বলেন, গত ছ'বছরের স্বৈরশাসনে মেহনতি মানুষের মধ্যে আজ হাহাকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার গরীবদেরকে আরো গরীব করে তুলছে। আজ সময় এসেছে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে জনগণের সরকার কায়েম করার। মনে রাখবেন, আওয়ামী লীগের এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম।

সংবাদ

১২ নভেম্বর ১৯৮১

দেশ শাসন করার অধিকার এই সরকারের নেই : হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন যে, বাংলার মাটির সাথে এই সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। এই সরকারের আমলে গরীব আরো গরীব এবং ধনী আরো ধনী হয়েছে। দেশ শাসন করার কোন অধিকার এই সরকারের নেই। এই রাজাকার, আলবদর সরকারকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করে এখানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কায়েম করতে হবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে শেরে বাংলা নগরে মানিক মিঞা এভিনিউতে বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গত সাড়ে ছ'বছর ধরে আওয়ামী লীগ কর্মী তথা বাংলাদেশের জনসাধারণের ওপর অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু অত্যাচার চালিয়ে বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায় না। বঙ্গবন্ধু আজীবন এদেশের মানুষের নিজস্ব আবাসভূমি ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হবে ততদিন পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেন, আপনারা জাতির মূল্যবান সম্পদ। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম রক্ষার জন্য আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার জন্য তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকার জন্য আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছি। আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের রায় পেয়ে গেছি। অবস্থা বিএনপির অনুকূলে নয়–এ কথা বুঝতে পেরেই ক্ষমতাসীন সরকার উস্কানিমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কর্মীরা জানে কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। যাতে কোন কেন্দ্রে কারচুপি হতে না পারে সে জন্য কারচুপি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলার জন্য তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, দেশব্যাপী যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাকে রুখবার ক্ষমতা কারো নেই। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনের জয় সুনিশ্চিত। তিনি ঘোষণা করেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। যদি তাকে হত্যা করা হয় তাহলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন।

এই নির্বাচনে জনসাধারণ ডঃ কামালকে ভোট দেবেন কিনা জানতে চাইলে সমবেত জনতা দু'হাত তুলে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিয়ে তাদের সম্মতি প্রকাশ করেন।

সভায় মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বেগম আইভি রহমান সোনার তৈরী শাপলা ফুলের একটি প্রতীক শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে উপহার দেন। এছাড়া, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে একটি নৌকার প্রতীক ও মাঝিমাল্লা সমিতির পক্ষ থেকে খাজা বাবার মাজারের একটি গিলাফ তাঁকে উপহার দেয়া হয়।

সংবাদ

২২ নভেম্বর ১৯৮১

'গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই চলবে'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল শনিবার বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক বিশাল জনসমুদ্রে ঘোষণা করেছেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে বাঙালী জাতি অচিরেই ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হবে। তিনি বলেন, সরকার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে একের পর এক জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। এই নীতি অব্যাহত থাকলে জনজীবনে অপরিসীম ও অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে আসবে।

তিনি একাত্তরের চেতনায় যুক্ত হয়ে বর্তমান ষড়যন্ত্রকারী সরকারকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও নজীরবিহীন কারচুপির প্রতিবাদে গতকাল বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত বিশাল প্রতিবাদ সভায় শেখ হাসিনা সভানেত্রীর ভাষণদানকালে একথা বলেন। কারচুপির বিরুদ্ধে ঘোষিত আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর অধীনে গতকালের জনসভা ছিল দ্বিতীয়। এর আগে নগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে নভেম্বর সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যখন সুস্পষ্ট কর্মসূচী দিয়েছিলেন, তখনই বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে এই সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই সরকারকে জনগণ চায় না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা। জনগণের কল্যাণ করার মত কোন কর্মসূচী এই সরকারের নেই। বিএনপি'র সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী দেশবাসীর ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করেছে। এই "শোষক ও অত্যাচারী" সরকারের কবল থেকে মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

জনসভায় গত ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডক্টর কামাল হোসেন ও দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ।

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান, দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব এম কোরবান আলী, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুল মোমিন তালুকদার, যুগ্ম সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী প্রমুখ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা মিছিল করে "কারচুপির নির্বাচন মানি না" সহ বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে জনসভায় হাজির হন।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন ও নিরপেক্ষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা তারা রক্ষা করেননি। নির্বাচনের আগে থেকে বিএনপির গুণ্ডাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচনের দিন সে সন্ত্রাস এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যার নজির সভ্য জগতে পাওয়া যাবে না। ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ বাঙ্গালী রক্ত দিয়ে যে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছিল গত ১৫ই নভেম্বর সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে

জনসাধারণকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। নির্বাচনে নিজেদের পক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে ফলাফল ঘোষণা করার পরও সে নির্যাতন বন্ধ করা হয়নি।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট হবার অপরাধে বিএনপি'র গুণ্ডারা একজন মহিলাকে বলাৎকার করে হত্যা করেছে, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার অপরাধে সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তিনি এই অত্যাচার ও সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের উপর অত্যাচার করে অতীতে আওয়ামী লীগকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি–আপনারাও পারবেন না।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের নামে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়েছে। কিন্তু গত ১৫ই নভেম্বর এরা প্রমাণ করেছে যে, দেশে বিন্দুমাত্র গণতন্ত্র নেই এবং গণতন্ত্রের প্রতি এই সরকারের ন্যূনতম আস্থাও নেই। তাদের আস্থা শুধু অস্ত্রের উপর। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির অভিযোগ করে তিনি বলেন, একজন সাংবাদিক, একজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সহ অনেকের ভোটই আগে দেয়া হয়ে গিয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কি পরিমাণ কারচুপি হয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেন এই কারচুপির ফলাফল দেশবাসী মেনে নেয়নি এবং মেনে নিতে পারেও না। এই 'স্বৈরাচারী' সরকারকে উৎখাত করে জনগণের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে।

তিনি বলেন বলেন, সরকার একদিকে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার কথা বলছে, অন্যদিকে সকল জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে চলেছে। যে হারে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ছে সে হারে মানুষের আয় বাড়ছে না। এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে বাঙালী জাতি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হবে।

শেখ হাসিনা বলেন আমরা নির্বাচনকে আন্দোলনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। যতোদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা না হবে, ততোদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সকলের দোয়া কামনা করে বলেন, মা, বাবা, ভাই হারিয়ে আমি আজ সর্বহারা। আমার চাওয়ার এবং পাওয়ার কিছুই নেই। আমি শুধু দেশবাসীর দোয়া চাই। যদি দেশবাসী সাথে থাকেন, তাহলে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবোই।

ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিজেদের নির্বাচিত ঘোষণা করার পরও আপনারা এ রকম অত্যাচার উৎপীড়ন আওয়ামী লীগ এবং দেশবাসীর ওপর চালাচ্ছেন কেন? এতে কি প্রমাণিত হয়

না যে, আপনারা দেশবাসীর রায় পাননি? তিনি আগামী ২৩শে নভেম্বর গ্রামেগঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র 'নজিরবিহীন কারচুপি' ও 'ভোটের ডাকাতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ' গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮১

স্বাধীনতার শত্রুদের উৎখাত করতে হবে ॥ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী কর্মসূচীর শেষদিনে গত বুধবার সন্ধ্যায় রমনার বটমূলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষণ দানকালে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এই আহ্বান জানান।

তিনি বলেন : স্বাধীনতার শত্রুদের রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করে বাংলার মানুষের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন : এ দিবস বাংলার বাঙ্গালীর বিজয় দিবস, পৃথিবীর বুকে বাঙ্গালীর বেঁচে থাকার দিন। এদিনই পরাজিত পাক হানাদার বাহিনীর সেনাপতি নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছিল। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রশ্ন করেন, আজি কোথায় গেল সেই ইতিহাস? কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা? তারা ফেরারী জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, জেলখানায় পচে মরছে আর রাজাকার, আলবদররা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন: স্বাধীনতার সুফল থেকে দেশবাসী বঞ্চিত। এই স্বাধীনতা তাহলে কাদের জন্য? স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে ও মুষ্টিমেয় ধনীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি স্বাধীনতা এসেছিল? তিনি বলেন, অর্থনৈতিক মুক্ত আমরা পাইনি। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার, জনগণ নির্বিচার শোষণে জর্জরিত। তাদের কোন চিন্তা নেই। শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় টিকে থাকাই বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, বাংলার মানুষের জন্য তাদের কোন চিন্তা নেই। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন কৃষক-শ্রমিকের শাসন বাকশাল কায়েম হলে আজ বাংলার মানুষের এই সব হতো না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও চুয়াত্তরের সংকট কাটিয়ে বঙ্গবন্ধু আপামর জনসাধারণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে 'বাকশাল' গঠন করেছিলেন, তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রতিশোধ রক্তের মধ্য দিয়ে নয়, যেদিন তাঁর স্বপ্ন মেহনতি মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিনই হবে সত্যিকার প্রতিশোধ। আর সেদিনই বিজয় দিবসকে সত্যিকার জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা সম্ভব হবে।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ শহীদদের আত্মত্যাগের উপযুক্ত মর্যাদা দান করার ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব শফিকুল আজিজ মুকুলও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। গত বুধবার বিকেলে বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগের অসংখ্য মিছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য ও সুশৃংখল মিছিল দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রমনার বটমূলে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

মিছিলে অন্যদের মধ্যে ডঃ কামাল হোসেন, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, জনাব আবদুল মান্নান উকিল, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, জনাব তোফায়েল আহমদ, মিসেস সাজেদা চৌধুরী, মিসেস মতিয়া চৌধুরী, মিসেস আইভি রহমান এবং মহানগরী আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হানিফসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

৫ মার্চ ১৯৮২

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আজ এক সুগভীর চক্রান্ত চলছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে মিথ্যাচার এ ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ। আগামী সাতই মার্চের জনসভায় আওয়ামী লীগ জনতাকে সাথে নিয়ে এ চক্রান্তের জবাব দেবে।

গতকাল দলীয় কার্যালয়ে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। এতে আরও বক্তৃতা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হানিফ।

সংবাদ

৮ মার্চ ১৯৮২

জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ স্বাধীনতা-বিরোধীদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার জন্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। সভায় অন্যদের মধ্যে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু ও মহানগর শাখার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হানিফ বক্তৃতা করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ সভা পরিচালনা করেন।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, বাংলায় অর্থনীতি আজ পঙ্গু। ঘরে ঘরে হাহাকার। সাধারণ মানুষ অধিকারহারা। স্বাধীনতাবিরোধীরা নির্বাচনের নামে প্রহসন করে ক্ষমতার মসনদে বসে রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ আজ জানতে চায় ক্ষমতা কার হাতে? ক্ষমতা যদি জনগণের হাতেই থাকে তাহলে নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রয়োজন হল কেন? রাষ্ট্রপতি নিজেই স্বীকার করলেন যে, দুর্নীতির কারণে মন্ত্রীদের সরিয়ে দেয়া হল, কিন্তু আবার তাদেরকেই মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন করার মধ্য দিয়ে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, রাষ্ট্রপতি নিজেই দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

তিনি বলেন, আজকের এই ঐতিহাসিক দিনেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আজ বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতার দিন। শোষিত, বঞ্চিত, ভাগ্যহারা মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দেশকে যখন স্বাবলম্বী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি তাকে হত্যা করলো। খুনীদের বিচারের পরিবর্তে বিদেশে দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়েছে। আজ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নির্যাতন চলছে, তাদের সংহতিতে আঘাত হানা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে, জাতীয়করণকৃত কলকারখানা, ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় ফেরত দেয়া হচ্ছে, শ্রমিকদের স্বার্থের হানি করে পাকিস্তানীদের ডেকে এনে সম্পত্তি ফেরত দেয়া হচ্ছে।

তিনি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে গণসংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরাচারীদের উৎখাত করার জন্য প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮২

হত্যা ও চক্রান্তের রাজনীতি
জনগণের মঙ্গল আনতে
পারে না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন যে, হত্যা ও চক্রান্তের রাজনীতি কখনও জনগণের মঙ্গল করতে পারে না। এতে স্থিতিশীলতা আসে না এবং স্থিতিশীলতা না আসলে দেশের কোন উন্নতিও হয় না। গত ৭ বছরের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

গত ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে রমনা বটমূলে জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার বিচার এবং হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করে বঙ্গবন্ধু যে আদর্শ দিয়ে গেছেন তা বাস্তবায়িত করে তাঁর আকাঙ্খিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার শপথ নেয়ার জন্য অনুষ্ঠানে সমবেতদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাস ও মূল্যবোধকে মুছে ফেলা হচ্ছে। ১৫ই আগস্টের কাল রাতে জাতির জনককে হত্যা করা হয়। আজ সরকারী পর্যায়ে বিজয় দিবস পালন হলেও সে মহানায়কের নাম কোথায়ও নেই। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু বহু বছর কারা অন্তরালে কাটিয়েছেন, অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন। বাংলার জনগণ ও বিশ্বের দরবারে তাঁকে জাতির জনকের মর্যাদা দেয়া হলেও '৭৫-এর পর থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবস। এই দিন পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন, বাঙ্গালী জাতির শৃঙ্খল মুক্তির দিন, বাংলার মানুষের মনে আনন্দ ও বেদনামিশ্রিত দিন। তিনি বলেন, '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমি মুক্ত ছিলাম না। বিজয়ের দিনে ধানমণ্ডির ১৮ নম্বরের একটি বাড়ীতে আমার মা, ছোটবোন রেহানা ও ছোট ভাই রাসেলসহ আমরা বন্দী ছিলাম। হানাদার বাহিনীর কবলে থেকেও আমরা বিজয়ের উল্লাসে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়েছিলাম। সেদিন মরে গেলেও দুঃখ ছিল না। কেননা স্বাধীনতা দেখেছিলাম। পরে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আমাদের মুক্ত করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে '৭১-এর কিছু স্মৃতি মনে জেগে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা অনেক হারিয়েছি, স্বাধীনতার পরও হারিয়েছি। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছ থেকে যে সাড়া পেয়েছি তা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের আগে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান বলেন, যেভাবে জাতীয় বিজয় দিবস পালন করতে চেয়েছিলাম তা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা কথা বলেছেন, সুর দিয়েছেন ও গান গেয়েছেন তারা আজ অনেক জায়গায় ছিটকে পড়েছেন, অনেকে সরকারী চাকরিতে আছেন, তাই তাদের পক্ষে আজ আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ড. কামাল হোসেন, জনাব আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব কোরবান আলী, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব আবদুল মোমিন তালুকদার, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব মোঃ নাসিম, জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, জনাব সরদার আমজাদ হোসেন, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, বেগম আইভি রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন কবি মহাদেব সাহা, ত্রিদিব দস্তিদার ও কামাল চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করেন শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, নমিতা ঘোষ, আব্দুল জব্বার, পান্না বিশ্বাস, হাসান মেহদী ও লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে 'প্রতীক্ষা' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

সংবাদ

৮ মার্চ ১৯৮৩

'আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক পথে
গণদাবী আদায়ে বিশ্বাসী'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

জনগণের উপর আস্থা রেখে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের অধিকার অর্জনই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কোন অবস্থাতেই আপোষ করবে না।

আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব কোরবান আলী এবং যুগ্ম সম্পাদিকা বেগম সজেদা চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ। সভায় সভানেতৃত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। সভায় দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ডঃ কামাল হোসেন, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, সরদার আমজাদ হোসেন, জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শুরুর আগে দলীয় নেতৃবৃন্দ দলের বিভিন্ন শাখা ও অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। আপনারা সেদিন বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন। '৭১ সালের মত আজও তিনি দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

'৭১ সালে নিরস্ত্র জনগণের উপর হামলা করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের বিরুদ্ধে কোন শক্তিই টিকতে পারে না–এটাই ৭ই মার্চের শিক্ষা।

সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দান ও দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকসহ সকলের উপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ চায়। দেশবাসী যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সংবাদ

১৮ মার্চ ১৯৮৩

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল ১৭ই মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গতকাল টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত, মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকায় প্রধান অনুষ্ঠান ছিল ধানমন্ডীর ৩২নং সড়কে প্রয়াত নেতার বাসভবনে। গতকাল সকাল থেকেই রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আসতে থাকেন এবং তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর বিরাট প্রতিকৃতিটি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যরা সকাল থেকেই বাসভবনের প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গান গাইছিল।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক। এ সময় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুলসংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ও শাখা কমিটি ছাড়াও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, আওয়ামী লীগ (ফরিদ-গাজী) বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

১৭ই মার্চ উপলক্ষে গতকাল সকালে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় শিশু সমাবেশ, শিশুদের কবিতা পাঠের আসর ও আলোচনা সভা। সমবেত শিশুদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মিলাদ মাহফিল, স্মৃতিচারণ ও কবিতা পাঠের আসর আয়োজিত হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, ১৭ই মার্চ একটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। এই দিনে জন্ম নিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার জন্ম না হলে আমরা বাঙালী জাতি হিসাবে বিশ্বে পরিচয় দিতে পারতাম না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।

তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসাবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দানের দাবী জানিয়ে বলেন, ইতিহাসের বাস্তবতা মেনে নিতে হবে, ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি জেলে চারজন জাতীয় নেতার হত্যার বিচারও দাবী করেন।

তিনি বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু নেই, কিন্তু তার আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে
শিশু সমাবেশ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে শিশুদেরকে সোনার ছেলে হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর ৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সকালে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আয়োজিত শিশু সমাবেশে শিশুদের প্রতি তিনি এই আহ্বান জানান। নগর আওয়ামী লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর ক্ষুদে শিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর স্মরণে কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি এবং আলোচনা করে। শিশুদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন ঃ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার ছেলে চেয়েছিলেন। আজ বঙ্গবন্ধু নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তোমরা নিজেদেরকে সোনার ছেলে হিসেবে গড়ে তুলবে–আজকের দিনে এটাই আমার কামনা। এ সময়ে কান্নায় তাঁর গলা ধরে আসছিল। শিশুদের ধন্যবাদ জানিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে দু'হাতে চোখ ঢেকে তিনি অনবরত কাঁদছিলেন।

শিশু সমাবেশে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন আসমা আক্তার কেকা। ছড়া, কবিতা, আবৃত্তি ও আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ছিল কিছু বক্তব্য। অনুষ্ঠানের প্রথমে শিশু শ্রেণীর ছাত্রী আঁখি চৌধুরী গোলাম কিবরিয়া পিলুর লেখা 'খুন' কবিতা আবৃত্তি করে। এরপর একে একে ছেলেমেয়েরা বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা বিভিন্ন কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করে। কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনাও করেছে।

এর আগে শান্তির প্রতীক সাদা কপোত উড়িয়ে শেখ হাসিনা শিশু সমাবেশ উদ্বোধন করেন। মঞ্চে বসেছিলেন দলীয় নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা বসেছিলেন তাঁর ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে। দু'বোনের স্বামীরাও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পুরস্কার
বিতরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল পেন-পলস ক্লাব গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের ১৭ জন বিশিষ্ট শিশু শিল্পীকে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পুরস্কার '৮৩" প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। এতে সভাপতিত্ব করেন ইন্টারন্যাশনাল পেন-পলস ক্লাবের সভাপতি জনাব মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতি শিশু পুরস্কার" প্রাপ্ত তিনজন শিশুশিল্পী সাজিয়া আফরিন, রাহাত আমিন এবং তুহিন আহমদ সেতু বক্তৃতা করে।

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ

অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন ঃ বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি বিশ্বের বুকে পরিচিত হতো না। আমাদের গর্বের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর ২৫ বছরের সংগ্রামের ফসল।

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে।

তিনি বলেন, দেশে অভাব বেড়েছে। শিক্ষা এবং সুযোগের অভাবে শিশুদের প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে না। জাতির বিরাট অংশ অবহেলিত। মুষ্টিমেয় লোক রাতারাতি ধনী হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে নিয়েছেন।

শেখ হাসিনা আরো বলেন ঃ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিশুদের এগিয়ে আসতে হবে।

শেখ হাসিনা পেন-পলস ক্লাবের প্রশংসা করে বলেন, বঙ্গবন্ধু দলীয় নেতা নন। অরাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাঁর মূল্যায়ন করছে–এটা প্রশংসনীয়। অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠনও বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংবাদ
৯ এপ্রিল ১৯৮৩
চলচ্চিত্রে বাঙালী জাতির
আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলুন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ চলচ্চিত্রে বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরার জন্যে চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে 'বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র পুরস্কার' বিতরণী উৎসবে ভাষণ দেবার সময় তিনি এই আহ্বান জানান।

'আমরা সূর্যমুখী' কর্তৃক প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পূর্বাণীর সম্পাদক খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

সৈয়দ হাসান ইমাম, গোলাম মুস্তাফা, রোজী সামাদ ও শহীদ আলতাফ মাহমুদকে এবারের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে এমনকি ইতিহাসের পাতা থেকেও বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে, এ সময় বঙ্গবন্ধুর নামে এ পুরস্কার প্রবর্তন সাহসী পদক্ষেপ। তিনি চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

সংবাদ

১৮ এপ্রিল ১৯৮৩

এই দিন বাঙালী জাতি স্বাধীন সরকার গঠন করেছিল ঃ শেখ হাসিনা

যশোর, ১৭ই এপ্রিল।–নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান যে, আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ মেহেরপুর থানার মুজিবনগরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত হয়েছে।

আজ থেকে ১২ বছর আগে মুজিবনগরের যে মঞ্চে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেন সেখানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচী শুরু করেন।

একই সাথে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব নূরুল হক।

শেখ হাসিনা ১৭ই এপ্রিলকে জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই দিনে বাঙালী জাতির দু'শ' বছরের সংগ্রাম পরিণতি লাভ করে।

বাঙালী জাতি গঠন করে প্রথম স্বাধীন সরকার। তিনি বলেন, ১৭ই এপ্রিলের তাৎপর্য হচ্ছে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের সংগ্রাম।

হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, দেশ স্বাধীনের পর যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শুরু হচ্ছিল তখনই বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন যুবলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির, অনুষ্ঠানে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ও চার নেতাসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সংবাদ

২ মে ১৯৮৩

আওয়ামী লীগ জনগণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ঘরোয়া রাজনীতিতে নয় –শেখ হাসিনা

রাজশাহী, ২১শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়েই এদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, বর্তমানে তার বিপরীত হাওয়া বইছে।

আজ সকালে তিনি রাজশাহীর লোকনাথ হাই স্কুলে আওয়ামী লীগের কর্মিসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহীর আহ্বায়ক এডভোকেট আবদুল হাদী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুব সম্পাদক জনাব মোঃ নাসিম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল, প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব সালাউদ্দীন ইউসুফ, প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডা. আলাউদ্দীন, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ঘরোয়া রাজনীতিতে নয়।

শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, এমন এক শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি অবিলম্বে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিলের আহ্বান জানান।

তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৬ মে ১৯৮৩

সংগ্রামী চেতনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্যালয়ে মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী বেগম বদরুন্নেসা আহমেদের নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বেগম আইভি রহমান এতে সভানেত্রীত্ব করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, যুব সম্পাদক মোঃ নাসিম, আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও বেগম নুরজাহান মুর্শেদ।

শেখ হাসিনা মরহুমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি এমন এক সময়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন যখন রাজনীতির অঙ্গনে নারীদের পদচারণা চিন্তা করা যেত না। তিনি বলেন, আজ যারা নেই, তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাবার উপায় হল তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন।

সংবাদ
২ জুন ১৯৮৩
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঃ হাসিনা

লালমনিরহাট, ১লা জুন (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–জনগণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং দেশের শান্তি-শৃংখলা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয় এম পি হোসেন ইনস্টিটিউটে লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিরাট কর্মী সমাবেশে ভাষণদানকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য জনাব আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আবদুল জলিল।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে একটি বৈধ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই দেশে চরম অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। তিনি বঙ্গবন্ধুসহ জেল হত্যা বিচার, ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার তদন্ত ও বিচার এবং '৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক দেশে নির্বাচন দাবী করেন। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবুল হোসেন দলের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত একটি নৌকার প্রতীক উপহার দেন।

শেখ হাসিনা লালমনিরহাট থেকে কুড়িগ্রাম যাবার পথে বড়বাড়ী শহীদ আবুল কাশেম হাইস্কুলে এক বিরাট কর্মী সমাবেশে ভাষণ দেন।

সংবাদ
৩ জুন ১৯৮৩
দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনবো ঃ হাসিনা

রংপুর, ২রা জুন (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, ১৯৭৫ সালের আগষ্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে এদেশে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র চলে আসছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কায়েম করে তাঁর হত্যার যোগ্য জবাব দেব এবং দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনবো।

শেখ হাসিনা আজ বৃহস্পতিবার রংপুর টাউন হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলীয় নেতা শাহ আবদুর রাজ্জাক।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী '৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সংবিধান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রায়ে অনুমোদিত। সংবিধান পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।

জাতীয় সংলাপ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ ১৫ দলের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সংলাপে যেতে পারে। তবে তার আগে পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব কোরবান আলী, জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব মোহাম্মদ হানিফ, বেগম আইভী রহমান ও জনাব সিদ্দিক হোসেন।

সংবাদ
১৯ জুন ১৯৮৩
১৫ দল সার্বভৌম সংসদ গঠনের দাবী জানিয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার শপথের মধ্য দিয়ে পনের দল গতকাল দাবী দিবস পালন করেছে।

দাবী দিবস উপলক্ষে গতকাল হোটেল ইডেনে আয়োজিত পনের দলের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। সমাবেশের শুরুতেই পনের দলের প্রস্তাব পাঠ করেন

জাসদ নেতা জনাব শাহজাহান সিরাজ। প্রস্তাব সমর্থন করে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণ আজাদী লীগ প্রধান মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ,শ,ম, আবদুর রব, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (হারুন) সাধারণ সম্পাদক শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন, জাতীয় একতা পার্টির সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সাম্যবাদী দলের সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা, সাম্যবাদী দল প্রেসিডিয়ামের সদস্য শ্রী দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক জনাব খালেকুজ্জামান ভূঞা, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের সম্পাদক শ্রী নির্মল সেন, মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল বাশার, আওয়ামী লীগ (ফরিদ) সভাপতি দেওয়ান ফরিদ গাজী ও আওয়ামী লীগ (মিজান) এর কেন্দ্রীয় নেতা শ্রী সুধির কুমার হাজরা।

সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই আজ বিশৃঙ্খলা, এই বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়েছে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে। সেসময় থেকেই দেশকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই ৪ মূলনীতি থেকে দূরে সারিয়ে নেয়া হয়েছে।

সংবিধান প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, '৭২ এর সংবিধান প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ নেই। কারণ এই সংবিধান রচিত হয়েছিল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনও জনগণের সম্মতি ছাড়া হতে পারে না।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে জনগণ দিশেহারা, ভূমিহীন কৃষক আর বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে, বৈদেশিক ঋণের যে বোঝা জনগণের কাঁধে চেপেছে, তা বংশপরম্পরায় টানতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন, বাকশাল গঠন করেছিলেন।

বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ১৫ দলের প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শুধু প্রস্তাব পাস করলেই কাজ হবে না, প্রস্তাব কি করে বাস্তবায়িত করা যায় সে পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

১৫ দলের ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়ে মওলানা তর্কবাগীশ বলেন, ঐক্যে যেন ফাটল না ধরে। ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য ১৫ দলকে অবিচল থাকতে হবে। প্রতিটি দলের নিজ নিজ কর্মসূচী থাকবে, কিন্তু ১৫ দলের কর্মসূচী বাস্তবায়নের আন্দোলনও সেই সাথে চালিয়ে যেতে হবে।

সংবাদ

২৫ জুন ১৯৮৩

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আলী আহমদ চুনকার নয়ামাটিস্থ বাসভবনে এক ইফতার পার্টিতে উপস্থিত দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মীদের এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর থেকে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুরু হয়েছে। দেশে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে শ্রমিকদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে, কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, জনগণের মৌলিক অধিকার নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে। সাধারণ মানুষের জন্য ভাত, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক ছিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্বাধীনতার সুফল এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং সাম্রাজ্যবাদ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব লতিফ সিদ্দিকী, কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং গত ১৪ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর তদন্ত দাবী করেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব কোরবান আলী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেক এম, পি জনাব এ কে, এম, শামসুজ্জোহা। সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আলী আহমদ চুনকা। সভা পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এম, পি জনাব মোবারক হোসেন।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব মোহাম্মদ নাসিম, বেগম আইভী রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী, বেগম সাহারা খাতুন, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার এবং ছাত্রলীগের (জা-জা) সভাপতি জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব খ, ম, জাহাঙ্গীর সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১১ আগস্ট ১৯৮৩

সহজ শর্তে কৃষিঋণ, দুর্গতদের জন্য সাহায্য চাই

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারই দেশের মঙ্গল করতে পারে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কুমিল্লা, ১০ই আগষ্ট।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বন্যাদুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

বন্যাদুর্গত এলাকা সফরের প্রথমদিনে আজ বুধবার তিনি প্রথম ফেনীতে আয়োজিত বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতাকালে এই দাবী জানান। বিভিন্ন সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা আসছে শীত মৌসুমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের দাবী জানান।

তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ছাড়া জনগণের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারই জনগণের মঙ্গল করতে পারে।

সমাবেশগুলোতে তিনি দলীয় কর্মীদের ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অতীতে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভ্রান্তি ও

বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত হয়েছে। আপনারা বঙ্গবন্ধুর কর্মী হিসেবে সবসময়ই এই চক্রান্তকে প্রতিহত করে দলের ঐক্য বজায় রেখেছেন। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও আপনারা এই দায়িত্ব পালন করবেন।

শেখ হাসিনার সাথে এই সফরে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য জনাব কোরবান আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক আমীর হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ, সমাজসেবা সম্পাদক মফিজুল ইসলাম কামাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাংশু শেখর হালদার, দলীয় নেত্রী মতিয়া চৌধুরী, সাবেক ছাত্র লীগ সভাপতি ওবায়দুল কাদের এবং ছাত্রলীগের (জা-জা) সহ-সভাপতি কাজী ইকবালও রয়েছেন।

এই সফরকালে আজ দুপুরে শেখ হাসিনা ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল হাজারীর বাসভবনে আয়োজিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল মালেক। এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কোরবান আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, আমীর হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সুধাংশু শেখর হালদার, মতিয়া চৌধুরী, জয়নাল হাজারী প্রমুখ।

সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, বন্যাদুর্গত এলাকায় মানুষকে যেভাবে সাহায্য করার কথা ছিল তা সরকার করেনি।

আমি সরকারকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা কারার দাবী জানাচ্ছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, এভাবে প্রতিবছর মানুষ মরবে তা চলতে পারে না।

আন্দোলনের পূর্বশর্ত
ঐক্যবদ্ধ আঃ লীগ

জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এই দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আমরা ১৫টি দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করেছি। এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে এবং এর পূর্বশর্ত হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আওয়ামী লীগ গঠন করা।

আওয়ামী লীগের বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের সংগঠন। বাংলার মানুষের অধিকার আদায় করেছে, স্বাধীনতা এনেছে, বঙ্গবন্ধু তিল তিল করে এই সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য বারবার আঘাত এসেছে; কিন্তু আওয়ামী লীগের অগণিত কর্মী বঙ্গবন্ধুর সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। চক্রান্তকারীরা পরাস্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আপনারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা আমাকে এনেছেন, আপনারা যতদিন চাইবেন আপনাদের পাশে থাকবো। আপনারা যখন চাইবেন না তখন চলে যাবো।

আমি চাই আপনাদের সহযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে নয়, তার আদর্শের একজন অনুসারী হিসেবে আমি ঘোষণা করতে চাই যে, আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

১৫ই আগস্ট সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, যে আদর্শের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রাণ দিয়েছেন সে আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যার বদলা নেব।

এই সমাবেশে বিপুলসংখ্যক কর্মী ও জনতা সমবেত হয়।

শেখ হাসিনা ফেনী শহরে প্রবেশ করার পর থেকেই শত শত কর্মী শ্লোগান সহকারে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়।

শেখ হাসিনা সকাল ৯টায় ঢাকা থেকে রওনা হন। ৯-২০ মিনিটে যাত্রাবাড়ীর মোড়ে পৌঁছার পর অপেক্ষমাণ কর্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং মাল্যভূষিত করে। এরপর সারুলিয়া বাজারেও কর্মীরা তার গাড়ী ঘিরে শ্লোগানে ফেটে পড়ে।

১১-৪৫ মিনিটে চান্দিনায়, ১২-২০ মিনিটে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ কার্যালয় প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা ভাষণ দেন।

ফেনীতে সমাবেশ অনুষ্ঠানের পর শেখ হাসিনা ফেনী মহকুমার ফুলগাজী থানা সদর এবং ছাগলনাইয়া থানার বাংলাবাজারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ভাষণ দেন।

এছাড়া পাঠাননগর বাজার, নতুন মুন্সীর হাট, আনন্দপুর, কালিয়া বাজার, মুন্সীর হাট প্রভৃতি স্থানে কর্মীরা তাকে অভিনন্দন জানায় এবং তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

ফেনী সফরের পর শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার তিনি শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের বন্যাদুর্গত এলাকা সফর করবেন।

সংবাদ
১২ আগস্ট ১৯৮৩
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ
জাতির জনককে
হত্যা করেছে
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মৌলভীবাজার, ১১ই আগষ্ট।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হারানোর সাথে সাথে আমরা মৌলিক অধিকার হারিয়েছি, আজও ফিরে পাইনি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মৌলভীবাজার জনমিলন কেন্দ্রে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে তিনি একথা বলেন। শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনের পর মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোঃ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব কোরবান আলী ও জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব মফিজুল ইসলাম কামাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাংশু শেখর হালদার, দলীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

শেখ হাসিনা বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রিরোধীতা করেছিল। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তানীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল। বাংলার মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিল তাদের জন্য বিরাট পরাজয়। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের এ দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে জাতির জনককে হত্যা করে তাদের পরাজয়ের বদলা নিয়েছে। এই হত্যা কোন ব্যক্তি বিশেষের হত্যা নয়। এই হত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাংখাকে হত্যা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

দলীয় ঐক্য প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মহল বিশেষ সব সময়ে চেয়েছে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। অতীতে আপনারা এ ধরনের চক্রান্ত প্রতিহত করেছেন ভবিষ্যতেও প্রতিহত করবেন

বলে বিশ্বাস করি। আওয়ামী লীগ জনগণের সংগঠন। দলের মধ্যে কোন বিশৃংখলাকে আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। সব চক্রান্ত প্রতিহত করে দলের ঐক্য বজায় রাখবেন। এর মাধ্যমেই আমরা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবো।

বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বন্যার্তরা পর্যাপ্ত সাহায্য পাচ্ছে না। তিনি বকেয়া কৃষিঋণ মওকুফ করে নতুন ঋণ দেয়ার দাবী জানান। তিনি হবিগঞ্জ এলাকাকে বন্যাদুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মানুষের সুখে-দুঃখে আওয়ামী লীগ সব সময়ে তাদের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

সংবাদ

১৬ আগষ্ট ১৯৮৩

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করার সঙ্কল্প

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, কবর জেয়ারত, মিলাদ মাহফিল, কাঙ্গালী ভোজ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে দিনটি পালন করে।

গতকাল রাজধানীতে জাতীয় শোক দিবসের মূল অনুষ্ঠান ছিল ধানমণ্ডী ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। ভোর থেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ দলে দলে সেখানে যান এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাসভবন প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাদদেশ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। বাড়ীর দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে, যেখানে বঙ্গবন্ধু ঘাতকের গুলীতে নিহত হয়েছিলেন সেখানেও সবাই যান এবং ফুল দিয়ে নীরবতা পালন করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের শীর্ষে কালোপাতাকা উঠানো হয়। গতকাল ভোরে দলের বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কালোপতাকা উত্তোলন দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করেন যথাক্রমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন শেখ হাসিনা। এ সময় তার সাথে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, জনাব কোরবান আলী, আবদুস সামাদ আজাদ এবং

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহম্মদসহ দলের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকেও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। পরে শেখ হাসিনাসহ দলের নেতা কর্মীরা বনানী গোরস্থানে গিয়ে ১৫ই আগষ্টে নিহতদের কবর জেয়ারত করেন ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বনানী গোরস্থানে কারাগারে নিহত তিন জাতীয় নেতার কবরেও তারা পুষ্পমাল্য দেন। বনানী থেকে শেখ হাসিনা বেগম জামিল ও অন্যদের সাথে নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট গোরস্থানে যান ও কর্ণেল জামিলের কবর জেয়ারত করেন। শেখ হাসিনার সাথে তার বোন শেখ রেহানাও ছিলেন।

স্মরণ সভা

"খুনের বদলে খুন নয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আর আদর্শকে বাস্তবায়িত করেই তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। আর এই প্রতিশোধ নেবে বাংলার মানুষ।"

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল বিকেলে ধানমণ্ডী ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত স্মরণ সভায় সভানেত্রীর ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ একথা বলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, গণ-আজাদী লীগ প্রধান মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হা) সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশীদ, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনাব মঞ্জুরুল আহসান খান, জাতীয় একতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরদার আবদুল হালিম, ন্যাপ (মোঃ)-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব কামাল হায়দার, আওয়ামী লীগ (ফরিদ) সাধারণ সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন, শ্রী সন্তোষ গুপ্ত, সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা পাঠ করেন কবি সানাউল হক, সৈয়দ শামসুল হক ও জাফর ওয়াজেদ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, এদিনে আমার পক্ষে কোন বক্তব্য রাখা কষ্টকর। রাজনীতিতে এভাবে তাতো জানতাম না। বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনারা আমাকে সভানেত্রী করেছেন। ঘরে বসে শোক না করে তাই আজ আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিদেশ থেকে যখন দেশে ফিরে আসি তখন লাখ লাখ মানুষ আমাকে দেখতে বিমান বন্দরে গিয়েছিল। এখনো যেখানে যাই সবাই আমাকে দেখতে আসে। হাসিনাকে নয়, সবাই দেখতে আসে বঙ্গবন্ধুর মেয়েকে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফল পরিণতি হয়েছিল '৭১-এর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে। সেই যুদ্ধে পাক বাহিনীকে সক্রিয় সহায়তা দিয়ে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সৌদী আরব। যুদ্ধে পরাজয় সাম্রাজ্যবাদী চক্র মেনে নেয়নি। স্বাধীনতার সুফল নস্যাৎ করার জন্য তারা চক্রান্ত চালাতে থাকে। নাশকতামূলক কাজ চালায়। দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এরপর বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যখন বাকশালের কর্মসূচী নিলেন তখনই ওরা চরম আঘাত হানলো, হত্যা করলো জাতির জনককে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ই আগষ্ট বহু স্মৃতিবিজড়িত। এদিনে কি হয়েছিল তা দেখিনি। শুধু ফিরে এসে দেখেছি আমার প্রিয়জনরা নেই। আমি তাদের হারিয়েছি। যখন বিদেশে যাই, ছোট ভাই রাসেল কত আবদার করেছিল! কিন্তু ফিরে এসে রাসেলকে তো আর পেলাম না। ১৫ই আগষ্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার আমি সরকারের কাছে চাই না, বিচার চাই বাংলার মানুষের কাছে।

সংবাদ

২৮ আগস্ট ১৯৮৩

জনপ্রতিনিধিরাই দেশের সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ২৭শে আগষ্ট।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে তিনি আড়িখোলা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ভৈরব, আখাউড়া, কুমিল্লা, লাকসাম, ফেনী ও পাহাড়তলী স্টেশনে সমবেত হাজার হাজার কর্মী ও জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি বলেন, কেবলমাত্র জনপ্রতিনিধিরাই দেশের সমস্যাবলী মোকাবেলা ও জনগণের মঙ্গল করতে পারে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য দেশ স্বাধীন করেছিলেন। কিন্তু বিগত ৮ বছরে ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব আরও গরীব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়ে গেছেন

সে আদর্শ বাস্তবায়িত করে তার হত্যার বদলা নেয়া হবে বলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ঘোষণা করেন। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হবে বলে তিনি জানান।

সমবেত দলীয় কর্মীদেরকে তিনি গ্রামেগঞ্জে সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি সব হারিয়েছি, এখন গরীবের জন্য সংগ্রাম ছাড়া আমার কিছু করণীয় নেই। তিনি উপস্থিত জনতার কাছে দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

চট্টগ্রাম উপস্থিতি ও সম্বর্ধনা

আজ রাত ৮টার দিকে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম পৌঁছলে হাজার হাজার জনতা তাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান। তাকে বহনকারী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম ষ্টেশনে প্রবেশ করলে সেখানে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। গণবিরোধী শ্লোগানে শ্লোগানে সারা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা শহর শাখার নেতৃবৃন্দ তাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করেন। পরে কর্মীদের সাথে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তিনি হোটেল শাজাহানে যান।

সর্ব জনাব আখতারুজ্জামান বাবু, আবদুল ওয়াহাব, মোশারফ হোসেন, আবদুল মান্নান, মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং রহমতউল্লাহ চৌধুরীসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতা শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সর্ব জনাব কোরবান আলী, আবদুল মান্নান, ডঃ কামাল হোসেন, আবদুস সামাদ আজাদ জিল্লুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ এবং মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা শাহারা খাতুনসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার সাথে রয়েছেন। আজ রাতে তিনি চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা এবং শহর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হবেন। আগামীকাল বিকেলে স্থানীয় মুসলিম ইনষ্টিটিউটে তিনি এক কর্মিসভায় ভাষণ দেবেন।

এছাড়াও সকালে তিনি হযরত আমানত শাহ'র মাজার জেয়ারত ও মাইজভাণ্ডার শরীফ যাবেন।

আখাউড়া ষ্টেশনে শেখ হাসিনা বক্তব্য শেষ করে ট্রেনে উঠার পর একদল যুবক "আওয়ামী লীগ ভাঙল কেন, শেখ হাসিনা জবাব দাও" ইত্যাদি শ্লোগান প্রদান করে।

কুমিল্লা ষ্টেশনে ফজল-মুকুল সমর্থক ছাত্রলীগ কর্মীদের একাংশও শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা জানায়।

সংবাদ

২৯ আগস্ট ১৯৮৩

মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলুন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ২৮শে আগষ্ট।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলার দুঃখী মানুষের সকল বিভ্রান্তি ও মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ রোববার বিকেলে স্থানীয় মুসলিম ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক বিশাল কর্মী সমাবেশে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দলীয় ঐক্য ও শৃংখলা রক্ষা করা, সাথে সাথে স্বাধীনতার পক্ষের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠনের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা।

শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা আমাকে দলের সভানেত্রী করেছেন, আমি আপনাদের কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি, তা কোনদিন ভোলার নয়। আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি বাংলার দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রাম করবো। তিনি বলেন এ জন্য আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত। আমার জীবনকে আমি বাংলার মানুষের সেবায় বিলিয়ে দিতে চাই। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। আমি নেতা হতে আসিনি। আমি আমার বাবা, মা, ভাই সবাইকে হারিয়েছি। বাংলার মানুষের কাছে আমি হত্যার বিচার চাই।

চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা এবং মহানগরী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই যৌথকর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা এডভোকেট সাহারা খাতুন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, এ ওহাব, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোশারফ হোসেন, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আতাউল হক প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ মান্নান।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার জন্য চক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার জনগণ বারবার সেই চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আজকের চট্টগ্রামের এই গণজোয়ারও তারই প্রমাণ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্য তথা বাকশাল গঠন করেন সেই মুহূর্তেই তাকে হত্যা করা হয়। '৭৫-এর পর থেকে দেশে চলছে অস্থিতিশীলতা এবং তারই পরিণামে সারাদেশে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দুর্নীতি, লুটতরাজ, নারী হত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি বেড়েছে। সারাদেশের কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা আজ চরমে পৌঁছেছে। সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, একমাত্র জনপ্রতিনিধিরাই দেশের মঙ্গল করতে পারে। গণবিচ্ছিন্ন শাসন ব্যবস্থা কোন দিন দেশের মানুষের মঙ্গল করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কোন বক্তব্য নেই। আওয়ামী লীগসহ দেশের সব দলই চাচ্ছে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সামরিক শাসনের অবসান।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গণতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু দেশে আজ গণতন্ত্র নেই। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে গৃহীত বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল কর্মসূচী পরিত্যাগ করে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করার জন্য গণতন্ত্রের সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে দলীয় শৃংখলা বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে গত ৩১শে জুলাই ও পয়লা আগষ্ট আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ যে দৃষ্টান্তমূলক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

সংবাদ

২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

আওয়ামী লীগের ১২ দফা কর্মসূচী

চার মূলনীতির ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চার মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশালের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয়ে ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচী ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

কর্মসূচী ঘোষণার আগে শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন, এবং আওয়ামী লীগে নিজ সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দলের ১১ দফার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। যে কর্মসূচী আজ আমরা ঘোষণা করছি তা দলীয় কর্মসূচী।

তিনি বলেন, ৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর মানুষ মৌলিক অধিকার হারিয়েছে। সে অধিকার আর ফিরে আসেনি, গণতন্ত্রও আসেনি। গণতন্ত্রের লেবাস পরে মাঝে-মধ্যে কিছু লোক ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছে। বাংলার মানুষ আর ধোঁকা চায় না।

শেখ হাসিনা দলের ১২ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি দলীয় ঐক্যকে শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বস্তুনিষ্ঠ ঐক্য তথা বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

শেখ হাসিনা দলের কর্মসূচী প্রদান সম্পর্কে আরও বলেন, জাতি আজ এমন এক সংকট-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখান থেকে মোড় নিয়ে ফিরতে না পারলে একটি স্বাধীন সার্বভৌম, আত্মনির্ভরশীল মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে।

এই প্রেক্ষাপটে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লব তথা বাকশালের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যে ১২ দফা ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও ৪ জাতীয় নেতার হত্যার বিচার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ সংরক্ষণ, কৃষি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার, বিচার পদ্ধতি, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষাসহ দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সমাধানরে কর্মসূচী রয়েছে।

সদস্য সংগ্রহ
অভিযান শুরু

গতকাল দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহ অভিযানের সূচনা হয়। দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী সভানেত্রীর স্বাক্ষর নিয়ে তার সদস্যপদ নবায়ন করেন। এ সময়ে বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেন, দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের প্রস্তুতি হিসেবে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হলো।

সদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, বেগম জোহরা তাজুদ্দিন, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু, যুব সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমান এবং সালাউদ্দিন ইউসুফ, শেখ আবদুল আজিজ, জনাব শামসুজ্জোহা, বেগম মতিয়া চৌধুরী, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রহমত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দলের বিভিন্ন সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল-সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দলীয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহু লোক সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সভানেত্রীর ভাষণ শোনেন।

১২ দফা
কর্মসূচী

গতকাল বিকেলে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সভানেত্রী দলীয় ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

কর্মসূচীতে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের আগেই আগামী শীত মৌসুমের মধ্যে সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিবারপিছু জমির সিলিং পর্যায়ক্রমে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে ৩৬ ও ২৪ বিঘায় নামিয়ে আনা, রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ ও ভারী শিল্প ব্যক্তি মালিকানায় প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত বাতিল, ব্যাংক-বীমা শিল্পের জাতীয়করণ নীতি অব্যাহত রাখা, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা ও বিচার ব্যবস্থার যৌক্তিকি বিকেন্দ্রীকরণ, নারী-পুরুষের জন্য সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয় কর্মসূচীতে রয়েছে।

বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কর্মসূচীতে বলা হয়, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়' এই নীতির ভিত্তিতে জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে হবে। ফারাক্কা, তালপট্টি, তিনবিঘা প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা কর্মসূচীতে রয়েছে।

কর্মসূচীতে বঙ্গবন্ধু ও ৪ জাতীয় নেতার হত্যার বিচার ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

সংবাদ

২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

দলে ফিরে আসুন

–হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দল থেকে যাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেছেন তাঁদের সবাইকে দলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে শেখ হাসিনা বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে যারা দল ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা যদি দলের আদর্শ ও গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী হন তাহলে আমি তাদের দলে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্প্রতি দলের নেতৃস্থানীয় যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ না করে শেখ হাসিনা বলেন, আপনাদের প্রতি আবেদন, আর ভুল করবেন না, আপনাদের জন্য সুযোগ রয়েছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।

সংবাদ

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য

দিয়ে সমাজতন্ত্রের ধারা

বাদ দেয়া হয়েছে

–শেখ হাসিনা

খুলনা, ২২শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোনে)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, স্বাধীনতা

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংগালী জাতি যে সমাজতন্ত্রের ধারা সূচিত করেছিল, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সে ধারাকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমান শাসক গোষ্ঠী দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু করছেন। ধনিকদের স্বার্থে আজ রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে এবং হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হচ্ছে।

আজ বিকেল ৫টায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের ছাদে অনুষ্ঠিত এক বিরাট কর্মীসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা নগর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এম, পি জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, কাজী আবদুস সালাম, জনাব খ, ম বাবর আলী, শেখ মোহাম্মদ আলী, চৌধুরী আনোয়ারুল হক, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, বিধান চন্দ্র বৈরাগী ও এস, এম সোহরাব হোসেন প্রমুখ।

শেখ হাসিনা অবিলম্বে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। তিনি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের পূর্বে আগামী শীত মৌসুমে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী করেন। তিনি ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের ৫ দফা দাবীর আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা দেশের বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান। তিনি বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতিও আহ্বান জানান। তিনি দুর্গত এলাকার কৃষকদের সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফেরও দাবী জানিয়েছেন।

সংবাদ

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

ছাত্রলীগ সম্মেলনে শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য

আওয়ামী লীগের দরজা খোলা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পক্ষের দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জা-জা)-এর জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। ১৫ দল আহূত ৩০শে সেপ্টেম্বরের দাবী দিবস সফল করার জন্য ছাত্রসহ দেশের সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "অধিকার কেউ দিয়ে দেবে না, অধিকার আদায় করে নিতে হবে।"

ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব খ, ম জাহাঙ্গীর, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব হারুনুর রশিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব মহিবুর রহিম বাবুল ও জনাব সুলতান আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদসহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে ছাত্রলীগের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতীতের বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে ছাত্রলীগ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। আগামী দিনের সংগ্রামেও ছাত্রলীগ তার ঐতিহ্য বজায় রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ছাত্রলীগকে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল অগ্রবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়েছিলেন, গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাকশাল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এ কর্মসূচীতে অংশ নিতে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা সপ্তম নৌবহর পঠিয়েছিল, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় অনুচরেরা অর্থনৈতিক মুক্তির এ কর্মসূচী বানচালের জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। তখন থেকেই শুরু হয় দেশে হত্যার রাজনীতি।

শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে স্বাধীনতার সুফলগুলোকে একে একে নস্যাৎ করা হচ্ছে। চার জাতীয় মূলনীতিকে বাদ দেয়া হয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বদলে চালু করা হয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তানীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়াই

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু করার উদ্দেশ্য। শেখ হাসিনা বলেন, বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তই অতীতে সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

আগামী শীতের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

সরকারের নয়া শিক্ষানীতি বাতিলের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে ধনীর সন্তানরাই শুধু লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তানের জন্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার হার হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, অতীতের আইয়ুবী-মোনেমী কায়দায় আজ আবার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগঠনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে। ছাত্র কর্মীদের মধ্যেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব চক্রান্ত রুখতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, "বিভ্রান্ত হয়ে যারা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন থেকে দূরে সরে গেছেন, তাদের জন্য সংগঠনের দুয়ার খোলা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে অতীতের ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে আপনারা মূল দলে ফিরে আসুন।

তিনি বলেন, দলের ঐক্য বিনষ্ট করে আদর্শের শ্লোগান অর্থহীন। যারা ভুল পথে গেছে তাদের বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে হবে।

ছাত্রলীগ কর্মীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনদিন নিজের জন্য কিছু চাননি। তিনি জাতির জন্য শুধু দিয়েই গেছেন। আজ আমাদেরও চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ
২১ অক্টোবর ১৯৮৩
থানা উন্নয়নের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নয়
–হাসিনা

সিলেট, ২০শে অক্টোবর (এনা)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী পুনরুল্লেখ করেন।

সারদা হলে আয়োজিত এক দলীয় সমাবেশে তিনি বলেন, গণতন্ত্র জনগণের মৌলিক অধিকার এবং তা অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করতে হবে। সামরিক আইন দেশের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা জানান, ১লা নভেম্বরের বিস্তারিত কর্মসূচী শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। কর্মসূচী সফল করার জন্য তিনি দলের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

পার্টির সাম্প্রতিক বিভক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তারা কখনোই শক্তিশালী আওয়ামী লীগ চায় না। তারা সব সময় পার্টির ভিতরে বিভ্রান্তির সৃষ্টির চেষ্টা করবে। ঐক্যবদ্ধ থেকে পার্টির ভিতরের যে কোন বিভক্তি প্রতিরোধের জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি অবশ্য পার্টির রাজ্জাকপন্থী উপদলের নাম উল্লেখ করেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ সবসময় ঐক্যবদ্ধ থাকবে বলে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু ছাড়া আওয়ামী লীগের কোন নেতা নেই"।

থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরী করার জন্যই এটি করা হয়েছে। এর লক্ষ জনগণের কল্যাণ সাধন নয়। সমাবেশে ভাষণ দানকালে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, দেশ এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। কেবল মাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টই দেশকে এই সংকট থেকে বাঁচাতে পারে।

তার দল ঢাকায় আসন্ন ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায় বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা খণ্ডন করে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, এটি ভ্রান্ত ধারণা। বঙ্গবন্ধুর সরকারই প্রথম ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিল।

সিলেট জেলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সর্ব জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, বেগম আইভি রহমান, সৈয়দ আবু নাসার এডভোকেট।

এর আগে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য নেতা হযরত শাহজালাল ও হযরত শাহপরাণের মাজার জেয়ারত করেন। আখাউড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, আওয়ামী লীগের সভাপতি নেত্রী শেখ হাসিনা গত বুধবার সিলেট যাওয়ার পথে রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় স্থানীয় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আয়োজিত এক

সম্বর্ধনার জবাবে বলেন, একমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারই জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমাদের দলীয় মৌলিক ১২ দফা এবং ১৫ দলের আশু দাবী ৫ দফার ভিত্তি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"। এ প্রসঙ্গে তিনি আগামী ১লা নভেম্বরের বিক্ষোভ দিবসকে সফল করে তোলার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ডঃ কামাল হোসেন, আঃ সামাদ আজাদ, আমির হোসেন আমু এবং সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদেরও বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

২৫ অক্টোবর ১৯৮৩

বাকশালের নামে ভাওতাবাজি শুরু হয়েছে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাকশালের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। কিন্তু অনেকেই বাকশালের নাম নিয়ে বাকশালের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাঁওতাবাজি শুরু করেছে। বাকশালের কথা বলে যারা ভাঁওতাবাজি করছে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য তিনি দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল সোমবার বিকেলে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় এস হক মিলনায়তন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব রফিক উদ্দিন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তৃতা করেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব কোরবান আলী ও জনাব আবদুল মান্নান, যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের। সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক।

শেখ হাসিনা বলেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশালের কর্মসূচী দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ বাকশালের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দলের ১২ দফা কর্মসূচীও

বাকশালের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাকশালের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, যে মুহূর্তে দলীয় ঐক্য ছিল জাতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং যে মুহূর্তে আমরা হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি, ঠিক সে মুহূর্তেই দলীয় ঐক্য বিনষ্ট করা হলো। বাকশালের লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। অথচ আজ বাকশালের নামে দলীয় ঐক্য নষ্ট করে ফায়দা লুটার চেষ্টা চলছে। তাই বাকশালের নামে যারা ভাঁওতাবাজি করছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা সতর্ক থাকবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, রাজনৈতিকভাবে আমার কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার ছিল না। আওয়ামী লীগের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক। সুদিনে-দুর্দিনে আওয়ামী লীগের সাথে আমার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। '৭৫-এ আমি সব হারিয়েছি। আওয়ামী লীগ যখন ডেকেছে, তখন আমি বাংলার মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী হিসেবে আমি আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। এই কাজের মধ্যদিয়ে আমি যেন হারানোর বেদনা ভুলতে পারি তার জন্য আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি বলেন, যে আদর্শের জন্য জাতির জনককে প্রাণ দিতে হয়েছে, সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হলে আমিও আমার জীবন দেব।

পনের দলের ৫ দফা দাবীর উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দাবী আদায়ের জন্য ১লা নভেম্বর আমরা বিক্ষোভ দিবস ঘোষণা করেছি। ৫ দফা হচ্ছে আমাদের আশু দাবী। তিনি বলেন, সামরিক শাসন জনগণের মঙ্গল করতে পারে না। সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। তিনি বলেন, রক্তচক্ষু দেখিয়ে বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। বাংলার মানুষ রক্ত দিতে শিখেছে। তিনি বলেন, ৫ দফা দাবী জনগণের দাবী। এ দাবীকে আদায় করতে হলে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, প্রগতিশীল শক্তিসহ বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, ভয়ভীতি দেখিয়ে কিছু দিনের জন্য জনগণকে দাবিয়ে রাখা যায়; কিন্তু মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার না দিয়ে বেশী দিন দাবিয়ে রাখা যায় না।

জেনারেল এরশাদের 'প্রকৃত গণতন্ত্রের' সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের নামে বর্তমানে যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে তার লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার ভিত্তি সৃষ্টি করা। নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হচ্ছে এই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য। এর সাথে জনগণের কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, সম্প্রতি বন্যায় দেশ ভেসে গিয়েছিল, এখনও বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছায়নি। অথচ লাখ লাখ টাকা খরচ করে

জেনারেল এরশাদ আমেরিকা বেড়াতে গিয়েছেন। রাণী আসবেন, তার জন্যও লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচী ছাঁটাই করে এভাবে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হীনমন্যতার পরিচয়।

শেখ হাসিনা সকল রাজবন্দীর মুক্তি, কাদের সিদ্দিকীসহ যারা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তাদের ফিরিয়ে আনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা গতকাল সকালে ঢাকা থেকে 'ঝটিকা' যোগে ময়মনসিংহ রওনা দেন। যাওয়ার পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে হাজার হাজার দলীয় কর্মী ও জনগণ তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানান। শেখ হাসিনা জয়দেবপুর, শ্রীপুর, সাতখামার, কাওরাইদ, ধলা, আউলিয়ানগর, ফাতেমানগর এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনে সমবেত কর্মী-জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার দাবীতে আগামী ১লা নভেম্বর বিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

বেলা ১২টায় 'ঝটিকা' ময়মনসিংহ ষ্টেশনে পৌঁছালে হাজার হাজার কর্মী জনতা তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানায়। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে মাল্যভূষিত করার পর ময়মনসিংহের রাজপথে তার মোটরযানকে ঘিরে শুরু হয় জনতার মিছিল। বিকেলে কর্মী সমাবেশ প্রাঙ্গণেও বেশ জনসমাগম হয়েছিল। মিলনায়তন এবং আশপাশের ভবনের ছাদেও জনতার ভিড় ছিল।

শেখ হাসিনা ও অন্যান্য নেতা মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাসভবনে গিয়ে বেগম সৈয়দ নজরুলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শরিফুল (১২) নামক একটি ছেলেকে দেখতে যান। সকালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনে ঝটিকা ছেড়ে দেয়ার পর প্লাটফর্মে অবস্থানরত শরিফুল ট্রেনের নীচে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় তার একটি পা কাটা গেছে।

সংবাদ

১২ নভেম্বর ১৯৮৩

ফরিদগাজী গ্রুপ আওয়ামী লীগে ফিরে এল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অতীতের সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দেওয়ান ফরিদ গাজীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। অধিবেশনে মূল সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে একত্রিত হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন দেশের স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির আদর্শের প্রতীক, তাকে হত্যা করে তাঁর আদর্শ তথা স্বাধীনতার মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। সে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কলহ ভুলে গিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অধিবেশনে প্রথমে সভাপতিত্ব করেন জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত পাশ হওয়ার পর শেখ হাসিনা সভানেতৃত্ব করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ দুঃখী মানুষের সংগঠন তাই এ দলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চলেছিল এবং এখনও চলছে। তিনি কর্মীদেরকে সকল চক্রান্ত প্রতিহত করে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

দেশের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে। যার ফলে স্বাধীনতার একযুগ পরেও আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছি। গত পয়লা নভেম্বরের হরতালের প্রসংগ টেনে তিনি বলেন, আমরা গণরায় পেয়ে গেছি, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। একই সাথে তিনি বলেন, প্রকাশ্য সমাবেশ করব কোন শক্তি আমাদেরকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

জনাব আবদুর রাজ্জাকসহ অন্যান্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়েয়ের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, ক্ষমতাসীনরা নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনকে বানচাল করার পথ বিছে নিয়েছে। কর্মীদেরকে সকল প্রকার নির্যাতন উপেক্ষা করে ১৫ দলের সকল কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

পয়লা নভেম্বরের হরতালের সময় সামরিক বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সংগ্রাম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের ভাই, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়।

সংবাদ
১৯ নভেম্বর ১৯৮৩
গণপ্রতিরোধ দিবস সফল করুন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ২৮ নভেম্বরের 'গণপ্রতিরোধ দিবস' সফল করার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ বাস্তুহারা সমিতির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে তিনি বলেন, জনগণ আজ ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে লড়াই করছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ আন্দোলন দমন করার শক্তি কারো নেই। জনতাই অজেয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির ঢাকা মহানগরীর শাখার সভাপতি জনাব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহম্মদ, যুব সম্পাদক জনাব মোঃ নাসিম, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব ওমর আলী ও যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শেখ হাসিনাকে মাল্যদান করেন বাস্তুহারা সমিতির সভাপতি মোঃ হোসেন সওদাগর এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। এরপর বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চার নেতাসহ অন্যান্য শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভাশেষে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী গণসঙ্গীত পরিবেশন করে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু চিরদিন নির্যাতিত মানুষের জন্য লড়াই করে গেছেন। বাস্তুহারা লোকদের জন্য তিনি ডেমরা, মীরপুর, টঙ্গীসহ বিভিন্ন এলাকায় জায়গার ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য সমাজের সকল পেশার লোকের সমন্বয় গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল এবং শুরু হলো হত্যার রাজনীতি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন কোন পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হবে।

শেখ হাসিনা বিশ্বজিৎ নন্দী, লতিফ সিদ্দিকী প্রমুখ নেতার মুক্তি এবং বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক প্রমুখের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে প্রধান উপদেষ্টা, জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীকে সভাপতি ও মোঃ শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ বাস্তুহারা সমিতির ৬১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সংবাদ

২০ নভেম্বর ১৯৮৩

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি শেখ হাসিনা

ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হোন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ দলমত নির্বিশেষে দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকালে হোটেল ইডেনে আয়োজিত জাতীয় শ্রমিক লীগের মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। সংগঠনের সভাপতি জনাব রহমত উল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, জাতীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, জাতীয় শ্রমিক দলের সম্পাদক জনাব মিসির আহমেদ ভুঁইয়া, শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল আলম ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। সম্মেলনের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসার পর বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের কর্মসূচী নিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। তিনি চেয়েছিলেন কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এবং শ্রমিক যাতে তার মেহনতের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা যারা স্বাধীনতাকে মেনে

নিতে পারেনি তারা রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু নেই। কিন্তু তার আদর্শ আছে। তাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক লীগকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন যে, জনগণের আন্দোলনের সাথে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ না করলে আন্দোলন জয়যুক্ত হয় না। তাই অতীতের মতই শ্রমিক শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, গত ৪ মাসে বন্যাদুর্গত এলাকায় বহু লোক মারা গেছে, এখনও মানুষ মরছে। কিন্তু সরকারের সেদিকে খেয়াল নেই। জেনারেল এরশাদের ত্রাণ তহবিলের টাকা বন্যাদুর্গত এলাকায় পৌঁছেছে কিনা জানি না। তিনি বলেন, সারা দেশে চলছে অরাজকতা হত্যা, খুন, নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধু বিকেন্দ্রীকরণ করতে চেয়েছিলেন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়ার জন্য। যার লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমানে অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই বিকেন্দ্রীকরণের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য পাওয়ার বেস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, ১লা নভেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের মাধ্যমে জনগণ ৫ দফা দাবীর পক্ষে রায় দিয়েছে। জনগণ চায় সংসদ নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে সংসদ নির্বাচন দেয়ার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেয়া হচ্ছে ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হয়ে বসার জন্য।

সংবাদ

২৬ নভেম্বর ১৯৮৩

উস্কানি দেয়া হলে জনগণ উচিত জবাব দেবে -শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অতীতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিয়ে কোন মঙ্গল হয়নি, শুধু অর্থের অপচয় হয়েছে। তাই আমরা সংসদ নির্বাচন চাই। তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচন জনগণের প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন দেশ কিভাবে চলবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে লালবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লালবাগ কেল্লার মোড়ে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে

তিনি এ কথা বলেন, লালবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব কলিমুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব কোরবান আলী ও জনাব আবদুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্মসম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু, যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম, জাতীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ ও শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, দলীয় নেতা জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন যে, ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৮শে নভেম্বর নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রেস নোটের মাধ্যমে এটাকে 'ঘেরাও' বলে উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী; কিন্তু তাই বলে এটাকে দুর্বলতা মনে করে সরকার যদি উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করে তা হলে জনগণই তার উচিত জবাব দেবে।

সংবাদ

২৭ নভেম্বর ১৯৮৩

শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট সফল করুন ঃ ১৫ দল

দিশেহারা সরকার উস্কানি দিয়ে আন্দোলন বানচাল করতে চাচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৫ দলীয় নেতৃবৃন্দ ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে আগামীকাল সচিবালয়ের সামনে আহূত অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নেয়ার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শনিবার বিকেলে আদমজী জুট মিল খেলার মাঠে ১৫ দল আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনসভায় বলেন, সামরিক শাসনের যাঁতাকলে জনজীবন অতিষ্ঠ। বর্তমান ব্যবস্থায় বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনগণের মৌলিক অধিকার এবং শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যে জনগণ দিশেহারা।

তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নে যখন অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক

দিয়েছিলেন ঠিক তখনই তাকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যা এবং নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারকে হটিয়ে দেয়ার পর থেকে দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং পরে দল গঠন করে ক্ষমতায় থাকার রাজনীতি এখন দেশে চলছে। এই রাজনীতির কবল থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করা এবং মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যই ১৫ দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কাউকে ক্ষমতায় বসানো নয়, মানুষের অধিকার আদায় করাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

আগামীকালের অবস্থান ধর্মঘট সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমাদের আন্দোলন সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে দিশেহারা সরকার এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। ধৈর্য ও শৃংখলার সাথে সরকারের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, সোমবার সকাল ৮টার মধ্যে আপনারা ঢাকায় এসে অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নেবেন। আমরা সব সময়ই আপনাদের পাশে আছি এবং থাকবো।

শেখ হাসিনা বলেন, কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, আমরা নাকি আসন্ন ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ভন্ডুল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। এরশাদ সাহেবের মনে রাখা উচিত বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশকে ইসলামী দেশগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, যতদিন বঙ্গবন্ধু, জেল হত্যার বিচার এবং শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে না উঠবে ততদিন আন্দোলন চলবে।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩

আলোচনার পরিবেশ সরকারকেই সৃষ্টি করতে হবে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। তাই নির্যাতন করে বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, ৫ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গত ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও দলের অংগ সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তরের পাশে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতিসৌধে তার নামফলক লাগানো হয়নি। যতদিন পর্যন্ত তার নামফলক লাগানো না হবে ততদিন আওয়ামী লীগ স্মৃতিসৌধের পরিবর্তে ভিত্তিপ্রস্তরেই পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে। এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব কোরবান আলী, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব আমির হোসেন আমু, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, বেগম আইভি রহমান, বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ নেতা।

সমাবেশে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়ার পর শেখ হাসিনা শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শপথ বাক্যে বলা হয়, একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তুলব।

সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন যে, যেভাবে মহান বিজয় দিবস পালন করা উচিত ছিল, সেভাবে পালন করার সুযোগ নেই। সামরিক আইনের অধীনে সীমিত সুযোগের মধ্যে বিজয় দিবস পালন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৫ বছর সংগ্রাম করে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এইদিনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পরাজয় শিকার করেছিল, জয় হয়েছিল বাঙ্গালী জাতির। তিনি বলেন ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা মন খুলে প্রাণভরে বিজয়োৎসব পালন করতে পারছি না।

শেখ হাসিনা বলেন যে, এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে নতুন সমাজ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, এ লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। কিন্তু সে মুহূর্তেই তাঁকে হত্যা করা হলো। তিনি বলেন, এ আঘাত জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতি আঘাত, গরীব-দুঃখী মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি আঘাত। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর খন্দকার মোশতাক সামরিক আইন চালু করে। তার পর থেকেই প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে সামরিক আইন চলছে। ফলে গত ৮ বছর ধরে দেশে গণতন্ত্র নেই। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই। পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়েছে এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, ১লা নভেম্বরের সফল হরতালের মাধ্যমে যে অধিকার আদায় হয়েছিল, ২৮শে নভেম্বর তা কেড়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রের দাবীতে ৫ দফা দিয়েছি। ৫ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন চলতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত দাবী আদায় না হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আলোচনার বিরোধী নই। কিন্তু এ জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সরকারকেই সৃষ্টি করতে হবে। তিনি ২৮শে নভেম্বরের ঘটনায় হতাহতদের তালিকা প্রকাশ, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আগে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নয়, সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। এর আগে দু'টো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছে। তাতে জনগণের কোন উপকার হয়নি। তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন দেশ কিভাবে চলবে।

সংবাদ

১১ জানুয়ারি ১৯৮৪

প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার ছাড়া সংলাপে যাব না –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কোন প্রকার সংলাপে আওয়ামী লীগ যাবে না। প্রকাশ্য রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গতকাল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের শক্তি জনগণ আর সরকারের শক্তি ক্ষমতা। সরকার যেমন ক্ষমতা ছেড়ে সংলাপ করছে না, তেমনি আমরাও আমাদের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সংলাপে যেতে পারি না। তিনি পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার, প্রেস সেন্সরশীপ বাতিল এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে সংলাপের পূর্বশর্ত পূরণের আহ্বান জানান।

দেশের রাজনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সংকটের জন্য সরকার দায়ী। আমরা ২৮শে নভেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের অর্জিত প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অজুহাত তৈরীর জন্য সেদিনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়।

সরকারী প্রশাসনকে দলীয় রাজনীতি ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে ব্যবহারের অভিযোগ করে শেখ হাসিনা বলেন, রাজনীতি করতে চান তবে মাঠে নামুন। ক্ষমতায় এসে রাজনীতি করার চেষ্টা করবেন না।

দেশের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা আজও অব্যাহত রয়েছে। জেনারেল এরশাদ শোষণমুক্তির কথা বলে দ্বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে শোষণের দরজা খুলে দিয়েছেন। তিনি জনগণের সার্বিক মুক্তির জন্য বাকশালের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা বলেন এবং কর্মীদেরকে গ্রামে-গঞ্জে যেয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব এম, কোরবান আলী, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ।

আলোচনা সভা শুরুর আগে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সকালে ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

সংবাদ

১৮ জানুয়ারি ১৯৮৪

আন্দোলনের স্বার্থেই সংগঠনকে
মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা মরহুম গাজী গোলাম মোস্তফার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মরহুম গাজী গোলাম মোস্তফার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান। নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান ও জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম, দলীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাবেক দপ্তর সম্পাদক জনাব আনোয়ার চৌধুরী, নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা এডভোকেট সাহারা খাতুন, নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোফাজ্জল হোসেন মায়া প্রমুখ। আলোচনা সভার আগে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন যে, '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর থেকে দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলে আসছে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত এসেছে এবং চার মূলনীতিকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই। দুর্নীতি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, ঠিক এমনি এক মুহূর্তে আমরা আন্দোলনে নেমেছি, সংগ্রামে নেমেছি। আন্দোলনের সময় মরহুম গাজী গোলাম মোস্তফার অভাব অনুভব করছি। আজকে তাঁর অনেক প্রয়োজন ছিল। তিনি থাকলে এই আন্দোলনকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা যে সংগ্রামে নেমেছি সেই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে হবে। তার জন্য ঢাকা নগর আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন যে, গাজী গোলাম মোস্তফা সাংগঠনিক ক্ষমতার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য দলকে সুসংগঠিত করতে হবে।

সংবাদ

২৮ জানুয়ারি ১৯৮৪

ইউপি চেয়ারম্যানদের প্রতি শেখ হাসিনা

কৃষক সমাজকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শরিক করুন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য নবনির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বিপুলসংখ্যক চেয়ারম্যান ৩২নং ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

তিনি সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

৩১ জানুয়ারি ১৯৮৪

৫ দফা জাতীয় দাবী, এ দাবী মানতে হবে –শেখ হাসিনা

গোপালগঞ্জ, ৩০শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–শেখ হাসিনা আজ স্থানীয় পাবলিক হলে গোপালগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক কর্মিসভায় বলেন, ৫ দফা একটি জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ দাবী মানতে হবে। তিনি সরকারকে এ দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি জনগণকে আহ্বান করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কখনও জনগণের সাথে বেঈমানি করে দাবী আদায়ের প্রশ্নে আপস করেননি। আমরা তার আদর্শে বিশ্বাসীরা কখনও জনগণের দাবী আদায়ের প্রশ্নে আপস করতে পারি না। তিনি এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, একটি বদ্ধ পরিবেশে আমাদের বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের মতো একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে এই ধরনের ঘরোয়া সভা করা খুবই কষ্টকর। তিনি বলেন, যারা ক্ষমতায় আছে তাদের উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক নেতাদের ঘরে আবদ্ধ রেখে নিজেরা মাঠে নেমে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা। এই অবস্থায় আমরা অবশেষে কিভাবে এলাম সেটা উপলব্ধি করতে হবে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিকে সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনারা বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু যখন আত্মনিয়োগ

করেছিলেন সেই মুহূর্তেই পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্র, যারা স্বাধীনতা মেনে নেয়নি তাদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।

সংবাদ

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

জনগণ উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করবেই ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারী।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করার ও বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর গদিকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে ঘোষিত তথাকথিত উপজেলা নির্বাচন জনগণ কোন অবস্থাতেই নেমে নেবে না। তারা এই নির্বাচনকে প্রতিহত করবে। জনগণ চায় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করুক, অন্য কেউ নয়।

শেখ হাসিনা আজ চট্টগ্রামের রানীরহাট, নোয়াপাড়া, রাউজান, বিশ্ববিদ্যালয় এক নম্বর সড়ক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, বেতবুনিয়া, খাগড়াছড়ি ও কাপ্তাইয়ের বরইতলিতে আয়োজিত পথসভা ও কর্মী সমাবেশে ভাষণ দানকালে একথা বলেন। সভায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। এসব সমাবেশে অন্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসেন এবং মহানগরী আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারী। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, জনগণ উপজেলা নির্বাচন মেনে নেবে না, তারা এই নির্বাচন প্রতিহত করবেই।

শেখ হাসিনা আজ সন্ধ্যায় হাটহাজারীতে আয়োজিত এক সভায় ভাষণদানকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি ১৫ দল ঘোষিত শহীদ দিবসের ও ১লা মার্চ আহূত হরতালকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ ইদরিস।

সংবাদ

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

জনগণ উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৮ই ফেব্রুয়ারী।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনসাধারণ উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমরা উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করবো।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর থেকে দেশ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ৫ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। কুতুবদিয়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন।

সভায় কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহুরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন এবং কতুবদিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন। এর আগে শেখ হাসিনা কক্সবাজার থেকে কুতুবদিয়া এসে পৌঁছলে তাকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়।

সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

পনের দলের সমাবেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মহান শহীদ দিবসে পনের দল স্বৈরাচার প্রতিরোধ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত পনের দলের সমাবেশে এই শপথ নেয়া হয়। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। উপস্থিত পনের দলের নেতৃবৃন্দ ও শ্রোতামণ্ডলী মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে শপথ বাক্য পাঠ করেন। শপথ বাক্যে বলা হয়, মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি

গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে–একুশের চেতনায় উদ্দীপ্ত সমাবেশ দীপ্ত শপথ ঘোষণা করছে যে, ৫-দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করা ও জনজীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিজ্ঞায় আমরা দেশব্যাপী ১লা মার্চের হরতালকে সফল করব। স্বৈরাচার প্রতিরোধ করব। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব।

শপথ গ্রহণের আগে শেখ হাসিনা সমাবেশে পনের দলের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ও একটি লিখিত ঘোষণা পাঠ করেন। ঘোষণায় সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অবিলম্বে জাতীয় দাবী ৫ দফা মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। উপজেলা নির্বাচন বন্ধ এবং অবিলম্বে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে ঘোষণায় বলা হয়, অন্যথায় আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করবে। ঘোষণায় বলা হয় যে, উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা হিসেবেই চিহ্নিত করা হবে না, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীরা সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

সমাবেশে দেশব্যাপী শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র-যুবক, নারী সমাজ, সাংবাদিক, আইনজীবী ও লেখকরা তাদের নিজস্ব দাবীতে যে সংগ্রাম করছেন সেসবের সাথে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে তাদের সংগ্রামকে মঞ্চে আরও দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

এদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের মহান শহীদরা প্রেরণা যুগিয়েছেন বলে উল্লেখ করে ঘোষণায় বলা হয় যে, আজও দেশে গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম চলছে তাতে এই শহীদরা সাহস দিচ্ছেন নির্ভীক চিত্ত থাকতে এবং সংগ্রামে আরও দৃঢ় হতে।

ঘোষণায় বলা হয়, সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসী গত তের মাস ধরে আন্দোলন করছে। দমননীতি ও বিভক্তিকরণের কূটচক্রান্তে এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা হলেও শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত ৫-দফা আজ পরিণত হয়েছে জাতির দাবীতে। গণতন্ত্রের এই দাবীর সাথে যুক্ত হয়েছে কৃষক, ক্ষেতমজুর শ্রমিক; কর্মচারী, ছাত্রযুবক, শিক্ষক, নারীসমাজ, সাংবাদিক আইনজীবী সর্বস্তরের মানুষের দাবী। একই সাথে দেশকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তে জড়িয়ে ফেলার বিপজ্জনক চক্রান্তের বিরুদ্ধেও দেশব্যাপী আজ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে।

সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাফল্যসমূহ বিনষ্ট করার জন্য ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আক্রমণ চলছে তাকে দেশবাসী দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করবে।

ঘোষণায় বলা হয় ঃ বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনা জড়িয়ে ফেলার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপন এবং স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি থেকে পশ্চাদপসরণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পেট্রো ডলারের কাছে নতজানু পররাষ্ট্র নীতি এদেশের জনগণ কখনও মেনে নেবেন না।

দলীয়ভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করার পর পনের দলের এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মো) সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান, জাতীয় একতা পার্টির সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (হাঃ) সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ওয়ার্কার্স পাটির অন্যতম সম্পাদক জনাব রাশেদ খান মেনন, সাম্যবাদী দলের (তোয়াহা) চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা শ্রী নির্মল সেন, বাসদের (খালেক) আহ্বায়ক জনাব ভূঁইয়া, বাসদের খালেকুজ্জামান (মাহবুব) আহ্বায়ক জনাব আ, ফ, ম, মাহবুবুল হক, সাম্যবাদী দলের (নগেন) প্রেসিডিয়াম সদস্য শ্রী দিলীপ বড়ুয়া, গণ-আজাদী লীগের নেতা জনাব এস, এম, নূরুল আলম প্রমুখ পনের দলীয় নেতা।

সমাবেশশেষে পনের দলের উদ্যোগে একটি মিছিল বের করা হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শপথ গ্রহণের পর শেখ হাসিনা যখন মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেন তখন সমবেত ছাত্র-জনতা শ্লোগানে শ্লোগানে শহীদ মিনার এলাকা মুখরিত করে তোলে। সামরিক আইন প্রত্যাহার কর, উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত কর, 'আগামী ১লা মার্চ-হরতাল' প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলকারীরা বেলা এগারটার দিকে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসে। মিছিলটি বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

সংবাদ

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

আলী আহমদের মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হয়েছে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সংগ্রামের মাধ্যমে আলী আহমদের (চুনকা) আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

গতকাল রোববার বিকেলে স্থানীয় বঙ্গবন্ধু সড়কে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আলী আহমদের (চুনকা) স্মরণে আয়োজিত এক বিশাল শোকসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান : শেখ হাসিনা বলেন, চুনকার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগের, তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি ছিলেন আপসহীন এবং সরকারের শত প্রলোভন ও চাপের মুখে মাথা নত করেননি।

শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক অধিকার তথা পাঁচ দফা দাবী আদায় করে আগামী ১লা মার্চের হরতাল সফল করার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর অস্বাভাবিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা চলছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ ও শহর শাখা আয়োজিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রবীণ নেতা জনাব তোসাদ্দেক হোসেন ওরফে টি, হোসেন এবং এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, এ, কে, এম শামসুজ্জোহা, গোলাম মোর্শেদ ফারুকী, আনসার আলী, আফতাব উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, বেগম সাফিকুন্নাহার পরী, ওবায়দুল কাদের, শমির কুমার ভদ্র, আনোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, সামিম ওসমান, কামালউদ্দিন মৃধা প্রমুখ নেতা। সভায় দেওভোগের একটি সড়কের নাম, নির্মাণাধীন আধুনিক মহকুমা হাসপাতাল ও পৌর মিলনায়তনের নাম আলী আহমদের (চুনকা) নামে রাখার এবং পৌরসভার পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে মেধাবী ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকল্পে 'আলী আহমদ কল্যাণ ট্রাষ্ট' নামে একটি ট্রাষ্ট গঠিত হয়।

সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

১লা মার্চ হরতাল সফল করুন : শেখ হাসিনা

বাংলার মানুষ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পিছপা হবে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, বাংলার মানুষ কোনদিন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পিছপা হয়নি। আগামী ১লা মার্চ হরতালকে সফল করে বাংলার মানুষ আবার প্রমাণ করবে যে, তারা অধিকার আদায় করতে জানে।

গতকাল সোমবার বিকেলে তেজগাঁ শিল্প এলাকায় তেজগাঁ পূর্ব ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মোতালেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু, নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রমুখ। শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে কর্মী সমাবেশ শ্রমিক জনসভায় পরিণত হয়ে যায়। বিভিন্ন মিল-কারখানার শ্রমিকরা মিছিল করে শেখ হাসিনার বক্তৃতা শোনার জন্য সভাস্থলে আসে। সভার কাজ শুরু হওয়ার আগে শেখ হাসিনাকে পবিত্র কোরআন শরীফ, জায়নামাজ, নৌকা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি উপহার দেয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটি মানপত্র উপহার দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে আমরা নেমেছি। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। তিনি বলেন, অধিকার আদায়ের জন্য আমরা ১লা মার্চ হরতাল আহ্বান করেছি। উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, অগণতান্ত্রিক পন্থায় যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবে দেশ কিভাবে চলবে। তিনি বলেন যে, উপজেলা নির্বাচনের সাথে সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন

সরকারের অধিকার নেই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের। উপজেলা নির্বাচনের আগে অবশ্যই নির্বাচিত সংসদ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপজেলা সংক্রান্ত রীতিনীতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই অরাজকতা ও হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জনগণ ও সেনাবাহিনী একে অপরের পরিপূরক শক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে এবং এভাবে দেশকে সংঘাত ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তিনি নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

১লা মার্চের হরতালকে সামনে রেখে সরকারের ছত্রছায়ায় জনদলের 'গুণ্ডারা' সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করে শেখ হাসিনা জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে। গুণ্ডামি করে কেউ টিকতে পারেনি।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে দেশে যে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে, তার ফলে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। পরিণামে অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সামরিক শাসন দেশের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বরং সমস্যা বাড়াতে পারে।

রাজনীতিবিদদের প্রতি বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ যে মন্তব্য করেছেন, তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন যে, যারা অস্ত্রের জোরে ক্ষমতায় এসে রাজনীতিতে অবতরণ করেন তাদের মুখে রাজনীতিবিদদের সমালোচনা সাজে না। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা না থাকলে দেশ স্বাধীন হতো না।

আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের সকল সুযোগ সুবিধা দেয়ার দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, অবিলম্বে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকদের শতকরা ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে।

উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করার দাবী জানিয়ে জনাব আবদুল মান্নান বলেন, সোনার পিতলা কলসী যেমন হয় না তেমনি অরাজনৈতিক নির্বাচনও হয় না। দেশে রাজনীতি নেই, অথচ নির্বাচন হবে তা চলতে পারে না।

তিনি বলেন যে, জনগণ রায় দিয়ে দিয়েছে যে তারা উপজেলা নির্বাচন চায় না। তাই আবার সময় দেয়া হবে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার জন্য। যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যদি নির্বাচন

করেন তাহলে বাংলার জনগণ কোনদিন আপনাদের ক্ষমা করবে না। এখনও সময় আছে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিন।

বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেন, দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত চলছে। চট্টগ্রাম বন্দরে সপ্তম নৌবহরকে আনার পাঁয়তারা চলছে। এই চক্রান্তের সাথে জড়িত মার্কিন জেনারেল চলে যাওয়ার পর এসেছে ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল। তিনি বলেন, বাঙ্গালী যদি বেঁচে থাকে বাংলার মাটিতে কোন দিন সপ্তম নৌবহর ভিড়তে পারবে না।

জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, গণ-আন্দোলনের জোয়ারে সরকারের ভিত কেঁপে উঠেছে। তাই তারা ১লা মার্চের হরতালকে বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা আইয়ুব-মোনেম-ইয়াহিয়াকে মোকাবেলা করেছি। আগামী ১লা মার্চ হরতাল পালন করে বর্তমান সরকারকেও মোকাবেলা করব। জনাব তোফায়েল রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন নীলনকশা অনুযায়ীই বর্তমান সরকার উপজেলা নির্বাচন দিয়েছে।

আগামী ১লা মার্চের মধ্যে উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদেরকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়ে জনাব তোফায়েল বলেন, ৭১ সালেও পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী উপ-নির্বাচন দিয়েছিল। কিন্তু যারা নির্বাচিত হয়েছিল স্বাধীনতার পর তাদের সদস্যপদই যায়নি, তাদের জায়গা হয়েছিল কারাগারে। তাই ইতিহাস থেকে দয়া করে একটু শিক্ষা গ্রহণ করুন।

সংবাদ

১ মার্চ ১৯৮৪

হরতাল সফল করে গণতন্ত্রের
সংগ্রামকে জোরদার করুন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজকের হরতালকে সফল করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে 'স্বৈরাচারী সরকারের' হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার বিকেলে ধানমণ্ডি হকার্স মার্কেটের ছাদে আয়োজিত পনের দলের এক সমাবেশে তিনি এ আহ্বান জানান। গত মঙ্গলবার ফুলবাড়িয়ার কাছে ছাত্র মিছিলে পুলিশের ট্রাকচাপা পড়ে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে

শেখ হাসিনার সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর হকার্স মার্কেটের সামনে মীরপুর রোডে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। গায়েবানা জানাজা পরিচালনা করেন, ন্যাপ (হা:) নেতা মওলানা আহমেদুর রহমান আজমী। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব সৈয়দ আহমদ, জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব শাহজাহান সিরাজ, জনাব হাসানুল হক ইনু, ডা: এম, এ ওয়াদুদ, জনাব কামাল হায়দার, জনাব আজিজুল ইসলাম খান, জনাব খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, জনাব আ, ফ, ম মাহবুবুল হক...।

শেখ হাসিনা বলেন যে, এ ধরনের বর্বর ঘটনা ইতিহাসে নেই। সেলিম, দেলোয়ারসহ নাম না জানা অনেক ভাইদের আমরা হারালাম। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্য স্বাধীন দেশে আমাদের বুকের রক্ত দিতে হচ্ছে। এটা খুবই লজ্জাকর ঘটনা।

তিনি বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট জাতির জনককে হত্যা করার পর থেকে দেশে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ধারা চলে আসছে। এর পরিণামে গণতন্ত্রের সাথে সাথে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারছে না।

সামরিক বাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কিছু উচ্চাভিলাষী লোক আপনাদের ব্যবহার করছে।

জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, আর আমার ভাইদের ওপর গুলী চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা তা মেনে নেব না। ছাত্রদের লাশ ফেরত দেয়ার জন্য তিনি দাবী জানান।

সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যে, সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন দেশ কিভাবে চলবে। এর আগে অন্য কোন নির্বাচন হতে পারবে না। তিনি বলেন, আগামী ২৪শে মার্চ উপজেলা নির্বাচন হবে না। আমরা উপজেলা নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করেছি। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

পনের দলের উদ্যোগে আয়োজিত নিহত ছাত্রদের গায়েবানা জানাজায় সর্বস্তরের জনগণ শরিক হন। গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের পর পনের দলের উদ্যোগে একটি মৌন মিছিল বের করা হয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই মৌন মিছিল বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এবং আজকের

হরতালের সপক্ষে বিভিন্ন স্লোগানসহ মিছিলকারীরা নিউমার্কেট ও বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমবেত হন।

পনের দলীয় নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনার চত্বরে সমবেত ছাত্র জনতাকে হরতালের কর্মসূচী সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৫ মার্চ ১৯৮৪

সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে
–শেখ হাসিনা

ডেমরা, ১৪ই মার্চ (সংবাদদাতা)।–জনমতের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সরকার দেশে সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আজ সন্ধ্যায় ডেমরায় লতিফ বাওয়ানী জুট মিল শ্রমিক কলোনীর সামনে ভাষণদানকালে একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কার্যতঃ ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের পথ গ্রহণ করছে।

তিনি ১৮ই মার্চ নির্যাতন বিরোধী দিবস ও বন্দীমুক্তি দিবস পালনের আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, দেশের মানুষ উপজেলা নির্বাচন করলেও সরকার উপজেলা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে মূলতঃ দেশে সংঘাত সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি ১৫ দল ও ৭ দল আহূত ২৪শে মার্চের হরতালকে সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি সরকারকে একগুঁয়েমির পথ পরিহার করে জনতার দাবী ৫ দফা মেনে নিয়ে তথাকথিত উপজেলা নির্বাচনের প্রহসন বন্ধ করে অবিলম্বে সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জোর দাবী জানান।

৬ই মার্চ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দোকানপাট পরিদর্শনের জন্য তিনি ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা এখানে আসেন।

শেখ হাসিনা মিল কর্তৃপক্ষকে ভস্মীভূত দোকানপাট পুনঃনির্মাণ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং যেকোনভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সভানেত্রীর সাথে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও বেগম মতিয়া চৌধুরী।

সংবাদ

১৬ মার্চ ১৯৮৪

৫ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে
–শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ৫ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। ছাত্র-শ্রমিকের রক্তে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছে, সফল পরিণতির মাধ্যমে তাদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করা হবে।

তিনি বলেন, বাংলার সংগ্রামী জনগণ সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বৈরতন্ত্র ও ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে কোনো আপস নেই।

তিনি গতকাল সন্ধ্যায় শ্রমিক লীগ আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আওয়ামী লীগ নেত্রী আগামী ২৪শে মার্চ ১৫ দল আহূত কালো দিবসের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান। ঐদিন সকল যানবাহন, কল-কারখানা পূর্ণ দিবস বন্ধ রাখার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান বলেন, জনগণের আন্দোলনের ফলেই আমরা মুক্ত হয়েছি। জনগণের সাথে ৫ দফার আন্দোলন চালিয়ে যাবো। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সেকান্দার আলী। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

১৭ মার্চ ১৯৮৪

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৫ দফার সংগ্রাম আরো তীব্র করুন
–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে ৫ দফার সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক দিনের প্রাক্কালে সরকারের নিকট আমাদের দাবী–অবিলম্বে উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করুন। জাতীয় দাবী ৫ দফা মেনে নিন।

আগামী ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগসহ পনের দল আহূত 'বন্দী মুক্তি ও নির্যাতন বিরোধী দিবস' এবং ২৪শে মার্চের 'কালো দিবস' এর কর্মসূচীকে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে সফল করে তোলার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কালো দিবসে সারাদিনব্যাপী হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাংলার দুঃখী মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়ে তথাকথিত উপজেলা নির্বাচনের প্রহসনকে প্রতিহত করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালী তথা সারা বিশ্বের নির্যাতিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। তিনি ছিলেন শোষিতের গণতন্ত্রের প্রতীক, তাই তিনি বাঙালীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ঘোষণা করেছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লব তথা শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী।

শেখ হাসিনা বলেন যে, বাঙালী জাতিকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় এজেন্টরা '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করে, এরপর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয় চার জাতীয় নেতাকে। তিনি বলেন, সেই থেকে আজ পর্যন্ত দেশে চলছে স্বৈরাচার ও দুঃশাসন।

সংবাদ

১৮ মার্চ ১৯৮৪

অধিকারের সংগ্রাম জনগণ চালিয়ে যাবে

–শেখ হাসিনা

গোপালগঞ্জ, ১৭ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, উপজেলা নির্বাচন স্থগিত না করলে উদ্ভূত সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্যে সরকারই দায়ী থাকবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার প্রাঙ্গণে এক কর্মিসভায় তিনি বলেন, ২৪শে মার্চ হরতালের দিন দমননীতি চালানো হলেও আন্দোলন বন্ধ থাকবে না। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম জনগণ চালিয়ে যাবে।

গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক মজলেল হকের সভাপতিত্বে এ সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় নেতা জিল্লুর রহমানও বক্তৃতা করেন। দুপুরে একই স্থানে বাকশালের কর্মিসভা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ বাকশাল সভাপতি কামরুল ইসলাম রইস।

সংবাদ

১৯ মার্চ ১৯৮৪

জনগণের বিজয়

–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ উপজেলা নির্বাচন স্থগিতকরণ সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণাকে জনগণের বিজয় বলে বর্ণনা করেন।

সরকারী ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ নেত্রী গতকাল রাতে ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ায় বলেন, এই ঘোষণায় সরকারের 'শুভবুদ্ধি'রও প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বার্থে একই মনোভাব প্রদর্শন করবেন। শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকল রাজবন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং প্রকাশ্য রাজনীতির উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার দাবী জানান। খবর এনার।

সংবাদ

২১ মার্চ ১৯৮৪

আদমজীতে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা প্রতিহত করুন

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল মঙ্গলবার ১৫ ও ৭ দলের যৌথ উদ্যোগে আদমজী জুট মিলে পুলিশের গুলীবর্ষণ এবং শ্রমিক সংঘর্ষে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গায়েবানা জানাজাশেষে আদমজী নগর এম, ডবলু স্কুল মাঠে শ্রমিক জনতার এক বিরাট সমাবেশে দলের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৭ দলের অন্যতম নেতা কাজী জাফর আহমদ ও টি, ইউ, সি নেতা জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক বক্তব্য রাখেন।

গতকাল আদমজী জুট মিল খেলার মাঠে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ছিল। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং বি, এন, পি'র ও ৭ দলের নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক ও জনতা উপস্থিত ছিলেন। জানাজায় ইমামতি করেন মওলানা নিজামউদ্দিন আহমদ।

শেখ হাসিনার
আহ্বান

জানাজাশেষে ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার এক বিরাট মিছিলসহ নেতৃবৃন্দ আদমজী নগর এম ডবলু স্কুল মাঠে যান। উপস্থিত ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতাকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ১৫ দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে সরকার যখন উপজেলা নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য আদমজীতে যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে এর পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট যখন জয়ী হয়েছিল, সেই সময়ও আদমজীতে দাঙ্গা বাধিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা হলেছিল। এরপরই ৯২(ক) ধারা জারি করা হয়। ১৯৫৪ সালের ন্যায় আজ ১৯৮৪তে এসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চলছে। আদমজীতে আজ আঞ্চলিকতার বীজ বপন করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, যারা আঞ্চলিকতার বীজ বপন করেছে তারা দেশ ও জাতির শত্রু। তারা শ্রমিকদের মঙ্গল চায় না। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন, যাঁরা আঞ্চলিকতার বীজ বপন করছে তাদের চিহ্নিত করুন। ঐক্যে ফাটল ধরাতে দেবেন না।

শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন, আপনারা শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখুন। শত উস্কানির মুখে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। আজ জনগণের আন্দোলন বিজয়ের পথে, এ সময় বিভেদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে কোন মহলকে সুযোগ নিতে দেবেন না।

সরকারী সমর্থনপুষ্ট শ্রমিক নেতা সাদুকে আদমজীর মর্মান্তিক ঘটনাবলীর জন্য দায়ী করে তিনি বলেন, সাদু তাজুল হত্যার আসামী এখনও সে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার খুনী ও গুণ্ডাপাণ্ডাদের দিয়ে সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আমরা অধিকার হারা মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমেছি। আসুন, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সরকার কায়েম করি।

শেখ হাসিনা মিল কর্তৃপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন: এখন থেকেই মিল খুলে দিন। শ্রমিকদের ওপর আর নির্যাতন চালানো হলে এর সব দায়দায়িত্বই কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে আদমজীর ঘটনায় যারা নিহত এবং আহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ যাঁরা গিয়েছিলেন

শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়াসহ ১৫ ও ৭ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গতকাল আদমজী নগরে যান। নেতৃবৃন্দ নিহতদের গায়েবানা জানাজায় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ দলের অন্যান্য নেতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুল সামাদ, বেগম জোহরা তাজুদ্দিন, বেগম সাজেদা চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, জনাব আবদুর রাজ্জাক, কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব তোফায়েল আহমদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য, জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জনাব শাজাহান সিরাজ, জনাব হায়দার আকবর খান রনো, জনাব শামসুদ্দোহা, জনাব আবুল বাশার, জনাব খালেকুজ্জামান ভূইয়া, জনাব আবদুল্লাহ সরকার, জনাব সিদ্দিকুর রহমান, জনাব আজিজুল ইসলাম খান, জনাব আবদুস সামাদ, জনাব মোনায়েম সরকার, ডা: আবুল খায়ের, ডা: আবদুল মালেক, জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না, জনাব মাইনুদ্দিন আহমদ বাদল, জনাব লুৎফর রহমান প্রমুখ।

৭ দলের মির্জা গোলাম হাফিজ, মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরী, কাজী জাফর আহমদ, জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার, ডঃ আর, এ গনি, জনাব সিরাজুল হোসেন হক মন্টু, জনাব সিরাজুল হোসেন খানসহ অন্যান্য নেতা জানাজায় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
২২ মার্চ ১৯৮৪
মীরেরটেকে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা মীরেরটেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে সাহায্য প্রদানের জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার তিনি মীরেরটেকে ভস্মীভূত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি নিজের ও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা সামরিক আইন প্রত্যাহারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে সভানেত্রীর সাথে দলীয় অন্যান্য নেতাও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

২৫ মার্চ ১৯৮৪

সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে তবেই সংলাপ –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পনের দলীয় নেতৃবৃন্দ ৫ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করে বলেছেন, সংলাপের জন্য সরকারকে আগে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁরা আরো বলেছেন, যে কোন আলোচনার ভিত্তি হিসেবে জাতীয় দাবী ৫ দফাকেই মেনে নিতে হবে।

'কালো দিবস' উপলক্ষে গতকাল বিকেলে সিপিবি'র পুরানা পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণদানকালে ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ন্যাপ সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশীদ।

শেখ হাসিনা সমাবেশে বলেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা কোন সংলাপে যেতে পারি না। সরকার প্রকাশ্য রাজনীতি দেবেন বলেছেন। এই প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার কতটুক দেয়া হচ্ছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সংলাপের জন্য সরকারকে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য '৭৫-এর পর থেকে এ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয়েছে তাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক সবার উপর থেকে হুলিয়া গ্রেফতারী পরোয়ানা তুলে নিতে হবে। তা না হলে কোন সংলাপ হতে পারে না।

সরকারের প্রস্তাবিত সংলাপ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, সরকার আগেও একবার সংলাপ করেছেন। সেটা শেষ পর্যন্ত প্রলাপে পরিণত হয়েছিল। এখন সরকার আবার সংলাপের কথা তুলেছেন। সংলাপের বিরোধী আমরা নই, তবে সংলাপের নামে কোন ধোঁকাবাজি চলবে না। আলোচনা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আন্দোলন ছাড়া অধিকার আদায় হবে না। জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে পাকবাহিনীও নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল। ভবিষ্যতেও যে কোন শক্তি নতি স্বীকারে বাধ্য হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারকে কোনক্রমেই আর নিরপেক্ষ সরকার বলা যায় না। এটি এখন একটি দলের সরকার। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা একটি দলের স্বার্থ রক্ষা করবে, না জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে।

সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের সময়সূচীর কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন চেয়েছি। একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন আমরা কিছুতেই মেনে নেবো না। জনগণের দাবীর সাথে আমরা কখনো বেঈমানী করিনি, ভবিষ্যতেও করবো না।

শেখ হাসিনা সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বৈরশাসনকে বাংলার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাত করতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। উপজেলা নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় আমাদের বিজয় হয়েছে; কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনই আমাদের মূল আন্দোলন। এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া জনাব আলী আহমদ চুনকার মৃত্যুতে যারা শোক প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বেগম আইভি রহমান, সাধারণ সম্পাদিকা এডভোকেট শাহারা খাতুন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদের সভাপতি ডাঃ মোসলেমউদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তোফায়েল আহমদ, বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্বারী মোঃ আলী আকবর ও আবদুল গনি, ছাত্রলীগ কাটরা ইউনিয়ন শাখার (মা-না) এস, এম নজরুল ইসলাম মহসীন ও শহীদুল্লাহ কায়সার সাঈদ। নতুন বাংলা যুব সংহতি নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির আহ্বায়ক নাসিম ওসমান এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে সংসদের আহ্বায়ক ডাঃ মাহবুবর রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আলী আহমদ চুনকার আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি জনাব চুনকার মৃত্যুতে তাঁর শোকাভিভূত পরিবার-পরিজন এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের আন্তরিক সহানুভূতি জানান।

সংবাদ

২ এপ্রিল ১৯৮৪

আন্দোলনকে বিপথগামী ও জাতীয় ঐক্য নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে ঃ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকারের সঙ্গে প্রস্তাবিত আলোচনা পাঁচ দফার ভিত্তিতে হতে হবে। গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধুর

বাসভবনে দলের ৩ দিনব্যাপী বর্ধিত সভার সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা বলেন, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই কেবল তারা আলোচনায় অংশ নেবেন।

'৭৫ সালের আগষ্টের পর থেকে বন্দী সবাইকে মুক্তিদান এবং জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাই। কাজেই সরকারকে অবশ্যই খোলামন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

শেখ হাসিনা সভায় সভানেত্রীত্ব করেন।

তিনি জেলা নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত এবং জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

আওয়ামী লীগনেত্রী ঐক্য, সংগঠন, আন্দোলন–এ তিনটি মৌলিক বিষয়ে জেলা নেতৃবৃন্দকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে বলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করা এবং বর্তমান গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীসহ মেহনতি মানুষের ব্যাপকতর সংগ্রামের আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরেই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এ সংকটের অবসান, ঘটাতে হবে। আমাদের আন্দোলন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে।

তিনি প্রশ্ন করেন–'৭৫ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কত ছিল, আর আজ কত? কোথায় সেই গণতন্ত্র? আজ মানুষের নিরাপত্তা নেই। আমাদের ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। কিশোর হত্যা, নারী নির্যাতন চলছে। এ অবস্থা চলতে পারে না এবং চলতে দেয়া যায় না।

শেখ হাসিনা বর্তমান ফ্যাসিবাদী সামরিক সরকারের হাতে সম্প্রতি নিহত সেলিম, দেলোয়ার, তাজুল ইসলাম, আখতার, জয়নাল জাফর, মোজাম্মেল, কাঞ্চন ও আইউবসহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি হত্যা ও নির্যাতনের পথ পরিহার করে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ নেত্রী উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য তার দলের নেতা, কর্মী এবং ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের

মানুষ যারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছেন তাদের প্রতি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এ বিজয় কোন ব্যক্তি বা দলের নয়, এ বিজয় বাংলার জনগণের।

বর্ধিত সভায় ৬৫টি জেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কয়েকজন জাতীয় পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

৪ এপ্রিল ১৯৮৪

আমরা সামরিক শাসনের বিরোধী, সামরিক বাহিনীর নয় ঃ শেখ হাসিনা

সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনই সংকট নিরসনের একমাত্র উপায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দলের ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ ঘোষণ করেছেন, ৫ দফা দাবীর প্রশ্নে কোন আপোস নেই। এ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তারা আরও বলেছেন, একমাত্র সার্বভৌম সংসদই বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে। সংলাপ প্রসঙ্গে তারা বন্দীমুক্তির দাবীসহ অন্যান্য পূর্বশর্তের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেছেন, অনুকূল পরিবেশ ছাড়া সংলাপে যাওয়া যায় না।

গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউর স্টেডিয়াম গেটে ১৫ দল আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ বক্তব্য রাখেন। সভার সভানেতৃত্ব করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হয়ে সভার কাজ চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। দুপরের পর থেকেই ১৫ দলের বিভিন্ন শরিক দল ও অঙ্গ-সংগঠন ব্যানার এবং পতাকা নিয়ে সভাস্থলে আসতে থাকে। মিছিলকারীরা সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ৫ দফা দাবীসহ বিভিন্ন স্লোগান দেয়। বিপুল সংখ্যক মহিলাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্টেডিয়ামের গেটে তৈরী মঞ্চ থেকে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। বিপুল সংখ্যক জনতা দক্ষিণে গুলিস্তান ও পশ্চিমে জিপিও'র মোড় পর্যন্ত রাস্তার উপর বসে ভাষণ শোনেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ছাড়াও জনসভায় ভাষণ দেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, জনাব শাজাহান সিরাজ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, জনাব রাশেদ খান মেনন, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, দিলীপ বড়ুয়া, শ্রী নির্মল সেন, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জনাব খালেকুজ্জামান, জনার

মাহবুবুল হক, জনাব শাহ আলম। সভা পরিচালনা করেন জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না। সভার শুরুতেই তিনি জনসভায় ১৫ দলের ঘোষণা পাঠ করেন।

শেখ হাসিনা

সভানেত্রীর ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা ৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, সংলাপে যাই আর না যাই, আমাদের উপর আপনারা ভরসা রাখবেন। বঙ্গবন্ধু যেমন শাসকগোষ্ঠীর সাথে সংলাপ করেছেন, কিন্তু আন্দোলনের প্রশ্নে আপস করেননি, বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করেননি, তেমনি আমরাও দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আপস বা বেঈমানী করবো না।

সংলাপ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সংলাপের বিরোধী নই। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি, সংঘাতে নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান আমাদের কাম্য। এর জন্য আমরা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলেছিলাম। কিন্তু এর পরিবর্তে সরকার মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দিলেন, নির্যাতন অব্যাহত রাখলেন, বিতর্কিত ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় নিলেন। ছাত্র-শ্রমিকসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া হলো না। সংলাপ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এর জন্য সরকারই দায়ী হবেন।

৫ দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন দিতে হবে। সব সংকটের সমাধান করতে পারে সার্বভৌম সংসদ। এর জন্য সবার আগে আমরা সংসদ নির্বাচন চাই।

তিনি বলেন, জনগণ ও সামরিক বাহিনী একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াক এ পরিস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। আমাদের সংগ্রাম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের আগে সামরিক বাহিনীতে বিশৃংখলা ছিল না, রক্তপাত ছিল না। উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর নিজ স্বার্থে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে আজ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বলা হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সামরিক বাহিনী থাকবে না। অথচ আওয়ামী লীগের আমলেই এই সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই এই উপমহাদেশে কোন পরাশক্তির ঘাঁটি হবে না। সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি নয়,

আমরা চাই জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। স্বাধীনতা আমরা রাখবো কিন্তু এই দেশের ওপর কোন খবরদারি আমরা বরদাশত করে নেব না।

সংবাদ

৬ এপ্রিল ১৯৮৪

শুধু সংসদের জন্য হলে ২৭শে মে'র নির্বাচনে অংশ নেব ঃ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, শুধুমাত্র সার্বভৌম সংসদের জন্য হলে আমরা ২৭শে মে নির্বাচনে অংশ নেব।

বাসস জানায়, আওয়ামী লীগ নেত্রী গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেন, আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে জনগণের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যার মাধ্যমে হিংসা ও রক্তক্ষরের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব কোরবান আলী, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব আবদুল জলিল ও জনাব সালাউদ্দীন ইউসুফ এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন যাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে তারা চান, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে রেফারীর ভূমিকা পালন করবেন। তিনি বলেন, আমরা জনগণের হাতে ক্ষমতা চাই।

সরকারের প্রস্তাবিত সংলাপে তাদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাঁরা এর বিরোধী নন। তবে তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের মাধ্যমে এ ধরনের আলোচনার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, সংলাপে তাদের যোগদানের জন্য বাকি যে শর্তটি এখনো পূরণ করা হয়নি তা হচ্ছে রাজবন্দীদের মুক্তিদান। তিনি বলেন, তারা রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে আটক ১৪২ জন বন্দীর একটি তালিকা পেশ করেছেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা তার দল ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে বলে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নীতিগতভাবে আমরা অস্ত্রের

সাহায্যে যেকোন পরিবর্তনের বিরোধী। আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে হিংসার রাজনীতি এবং এর মাধ্যমে পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি বলেন, জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী সময়ে অন্য নেতাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা হলে জাতি আজকের সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছত না।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের পর থেকে দেশে অন্ততঃ ১৮টি অভ্যুত্থান হয়েছে এবং এর ফলে মৃত্যু হয়েছে সেনাবাহিনীর দুই হাজার অথবা আড়াই হাজার লোকের।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সেনাবাহিনীর কিছু লোকের সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সরকার পরিবর্তন সাধনের একটি প্রক্রিয়া সূচিত হয়। প্রথমে তারা ক্ষমতা দখল করে এবং এরপর ক্ষমতা দখলকে বৈধ করার জন্য ক্ষমতায় থেকে তারা রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, তারা একটি সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের পক্ষে যে সংসদের সকল প্রশ্ন সাংবিধানিক, এবং অন্যান্য বিষয় মীমাংসার অধিকার থাকবে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত সংলাপ এ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর কলাকৌশল নির্ধারণ করতে পারে।

কাঁটাতারের বেড়া ও গঙ্গার পানির হিস্যা সংক্রান্ত ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বলেন, সরকার জনগণকে আস্থায় আনেনি। তাই জনগণ ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ গঙ্গার পানির যে হিস্যা পেত তা পরবর্তী সময়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে তা অনেক বেশী ছিল। তিনি বলেন, জনগণের সমর্থনহীন একটি 'দুর্বল' সরকার দেশের বৈধ স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে না।

সংবাদ

১২ এপ্রিল ১৯৮৪

সংলাপে বসে ছাত্রনেতাদের দণ্ডাদেশ বাতিল আদায়

১৫ দলের সাথে রাষ্ট্রপতির আলোচনা শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৫-দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের সাথে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল এরশাদের বহুল আলোচিত সংলাপ, গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। সকাল সোয়া ১০টায় বঙ্গভবনে দু'পক্ষের বৈঠক শুরু হয় এবং বেলা সোয়া ১টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আগামী শনিবার ১৪ই এপ্রিল সকাল ১০টায় বৈঠক পুনরায় শুরু হবে।

গতবারের বৈঠকশেষে বেলা আড়াইটার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের কাছে আলোচনার বিবরণ প্রদান করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ১৫-দল ৫-দফা দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি বক্তব্য সরকারের নিকট পেশ করেন, যার মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্র নেতার দণ্ডাদেশ বাতিল করাসহ সংলাপের পূর্বশর্ত হিসেবে ৫টি দাবী উত্থাপিত হয়। সরকারপক্ষ আলোচনা টেবিলে ছাত্র নেতাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রদানের জন্য '৮২ সালে জারিকৃত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ বাতিল করা হবে বলে সরকার পক্ষ প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য বন্দীমুক্তি এবং বিশ্বজিৎ নন্দী গোলাম মোস্তফার ফাঁসির আদেশ মওকুফ করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে বলে শেখ হাসিনা জানান।

বৈঠকের ফলাফলে আশাবাদী কিনা প্রশ্ন করা হলে শেখ হাসিনা বলেন, আশাবাদী না হলেও নিরাশ হইনি।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা বদলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা বন্ধ করে জনগণের ক্ষমতা তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করি। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সংলাপের প্রশ্ন আসে। আমরা যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী; তাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা বাতিল করে দেইনি।

তিনি বলেন, সংলাপ শুরু, তিনি আরও জানান, সংলাপের প্রথম বৈঠকে গতকাল দলীয় জোট আনুষ্ঠানিকভাবে মূল দাবী হিসেবে ৫ দফা দাবী উত্থাপন করেন এবং আলোচনাকল্পে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আরো ৫টি দাবী তোলেন।

তিনি বলেন, প্রদত্ত ৫টি দাবী অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্রের দণ্ডাদেশ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেবেন। সামরিক আইনে ফাঁসি ও সাজাপ্রাপ্তদের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীলের বিষয় বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অপর দুটো দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, আদমজীতে হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় দোষী ব্যক্তিদের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল সরকার ও ১৫ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংলাপে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। সংলাপে ১৫ দল মূল দাবী হিসেবে ৫ দফা দাবী পেশ করেছে। গতকালের

সংলাপ মূল ৫ দফা দাবীর প্রথম দফা সামরিক আইন প্রত্যাহার ও তৃতীয় দফা সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সংলাপে কিভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচন করা যাবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অন্য দাবীগুলোর ব্যাপারে অলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য আরো সময় লাগবে।

গতকালের সংলাপের পরিবেশ সম্পর্কে ব্যারিষ্টার এ, সার ইউসুফ বলেন, গতকাল আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু'পক্ষেরই সংলাপে ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। সরকার সংলাপের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী বলেন, শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের ৩৮ জন নেতা গতকাল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সংলাপে অংশ নেন। সকাল ১০টায় নেতৃবৃন্দ সংলাপে অংশ নেয়ার জন্য বঙ্গভবনে আসেন। নেতৃবৃন্দকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল আবদুল মান্নান সিদ্দিকী এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী ব্যারিষ্টার এ, আর ইউসুফ। এরপর নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ লাউঞ্জে স্বাগত জানিয়ে সম্মেলন কক্ষে নিয়ে যান। সকাল সোয়া ১০টায় দু'পক্ষের মধ্যে সংলাপ শুরু হয় এবং তা বেলা সোয়া ১টা পর্যন্ত চলে। সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল এরশাদ স্বাগত ভাষণ দেন। এর পরপরই শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখেন। শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে গণতন্ত্রে উত্তরণে রাষ্ট্রপতি যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। ১৫-দলীয় জোটের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা সংলাপে চার পৃষ্ঠার একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

সংলাপের শুরুতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাকে সাহায্যকারীদের অপর পক্ষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৫-দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দদের পরিচয় করিয়ে দেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

ব্যারিষ্টার এ, আর ইউসুফ জানান গতকালের সংলাপে ১৫ দলীয় জোটের ৩৮ জন নেতা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা, মিসেস সাজেদা চৌধুরী, সর্ব জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও তোফায়েল আহমদ, বাকশালের আবদুল মোমেন তালুকদার, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ মোশাররফ ও লুৎফর রহমান, জাসদের মির্জা রাজা শাজাহান সিরাজ, বাসদের (খালেক) খালেকুজ্জামান ভূইয়া ও আব্দুল্লাহ সরকার, বাসদের (মাহবুব) এ, এফ, এম মাহবুবুল হক ও মাহমুদুর রহমান, সাম্যবাদী দলের (তোয়াহা) মোহাম্মদ তোয়াহা ও আসাদ্দর আলী, সাম্যবাদী দলের (নগেন) খন্দকার আলী আব্বাস ও দিলীপ বড়ুয়া, ন্যাপের (মোঃ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমান, ন্যাপের (হারুন) চৌধুরী হারুনর রশীদ ও পংকজ

ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) মোহাম্মদ ফরহাদ ও মঞ্জুরুল আহসান খান, জাতীয় একতা পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সরদার আবদুল হালিম ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মজদুর পার্টির আবুল বাশার ও শাহ আলম গণ-আজাদী লীগের মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও এডভোকেট আবদুস সামাদ, ওয়ার্কার্স পার্টির নজরুল ইসলাম খানও রাশেদ খান মেনন এবং শ্রমিক দলের মুখলেসুর রহমান ও নির্মল সেন। সংলাপে সরকার পক্ষে রাষ্ট্রপতির সাথে ছিলেন দু'উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনশক্তি ও শ্রমমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী।

রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী জানান যে, সৈয়দ আবদুস সুলতান ও জনাব নূরে আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে ১৫ দলের শরিক হিসেবে গণ্য করে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু গতকালের সংলাপে তাদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তাদের সাথে পরে সংলাপে বসা হবে।

সংবাদ
১৭ এপ্রিল ১৯৮৪
৫-দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত
আন্দোলন চলবে
–হাসিনা

মাগুরা, ১৬ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, ৫-দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

আজ বিকেলে মাগুরার নোমানী ময়দানে এক বিরাট জনসভায় তিনি বলেন, "জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আমরা কারো সাথে আপস করবো না।"

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখলকারী কোন সরকারের দেশ শাসনের অধিকার নেই। একমাত্র নির্বাচিত সরকারই দেশ পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন।

তিনি বলেন, দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে কোন সরকারই টিকে থাকতে পারেনি। জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সামরিক সরকারকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে।

এডভোকেট আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, মোস্তাফা মোহসিন মন্টু ও মোজাফফর হোসেন পল্টু।

আরিচা ঘাটে

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ আজ সোমবার সকালে আরিচা ঘাটে এক পথসভায় বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বুলেটের মাধ্যমে আর ক্ষমতা বদল করতে দেয়া হবে না।

তিনি বলেন স্বাধীনতা লাভের ১৩ বছর পরেও আজ আমরা অধিকারহারা অবস্থায় রয়েছি। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। শেখ হাসিনা বলেন, যখন বঙ্গবন্ধু ভাত কাপড় আর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, জাতি এখন এক ক্রান্তিলগ্নে। দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর থেকে অস্বাভাবিকভাবে বন্দুকের নলের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল হচ্ছে এবং ক্ষমতায় বসে রাজনীতি করার প্রয়াস চলছে। ফলে কিছু সুবিধাবাদী লোকের ভীড় বাড়ছে। তিনি এ প্রসঙ্গে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ই ১৮ বার ক্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আর মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে আর এই সংগ্রাম করার কারণেই রাজপথে আমাদের রক্ত দিতে হচ্ছে। মিল কারখানায় শ্রমিক নির্যাতন ও ছাঁটাই চলছে।

সভানেত্রী সংলাপ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু দাবী আদায় হয়েছে, কিছু এখনও হয়নি। আগে সংসদ নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য সংলাপের পাশাপাশি জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ শিবালয় উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ জিন্নাত আলী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম আইভী রহমান, মোসলেমউদ্দিন খান (হাবু মিয়া), মফিজুল ইসলাম খান কামাল, আমির হোসেন আমু, এডভোকেট হাবিবুর রহমান, মোজাফফর হোসেন পল্টু, গোলাম মহিউদ্দিন এবং খ, ম জাহাঙ্গীর।

সংবাদ

১৮ এপ্রিল ১৯৮৪

মুজিবনগরে শেখ হাসিনা

সংলাপের পাশাপাশি আন্দোলন চলবে

মুজিবনগর, ১৭ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–আজ সকালে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের আম্রকাননে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী

লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সেনাবাহিনী দেশের সম্পদ। সেই সেনাবাহিনীকে বারবার ক্ষমতা বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। সামরিক শাসন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। মুজিবনগর দিবসকে ঐতিহাসিক দিন বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কাজে সফলকাম হতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁকে হত্যা করা হয়। তাই আজ আমি এই মুজিবনগরে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, যে পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হবে ও ৫ দফা দাবী আদায় না হবে, ততদিন সংলাপের পাশাপাশি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাব।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বেগম আইভী রহমান, আমির হোসেন আমু, মেজর ওসমান ও অন্যান্য স্থানীয় নেতা। সভানেত্রী মুজিবনগরে যাওয়ার পথে সরোজগঞ্জ, বরোদা ও চুয়াডাঙ্গা এবং মুজিবনগর থেকে যশোর ফেরার পথে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজার, দর্শনা, জীবননগর, কোট চাঁদপুর ও কালীগঞ্জের পথসভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২০ এপ্রিল ১৯৮৪

কৃষক লীগের জনসভায় হাসিনা

রাজনীতিকদের প্রতি রাষ্ট্রপতির মন্তব্য প্রত্যাহার দাবী

শ্রীপুর, ১৯শে এপ্রিল (এনা)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। জনসাধারণের মৌলিক সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও নিরক্ষরতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কিছু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দল এখন ক্ষমতার রাজনীতিতে ব্যস্ত রয়েছে বলে সম্প্রতি এক জনসভায় জেনারেল এরশাদ যে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা তার নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, প্রকাশ্য জনসভায় এ ধরনের উক্তি শুনে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে জনগণের মনে সংশয় দেখা দিচ্ছে। তিনি এই বক্তব্য নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহারের দাবী জানান।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এ বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, গণতন্ত্রে উত্তরণ নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে এবং দেশকে রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার ও আসন্ন বিপদ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তাঁর দল ও ১৫ দল প্রশাসনের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করছে।

তিনি বলেন, সংলাপ ও দাবী আদায়ের আন্দোলন পাশাপাশি চলবে।

দেশের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ কৃষকের সমস্যা সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, সরকার সকল কৃষি উপকরণের ওপর কর আরোপ করেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ আমলে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হতো।

বর্তমানে সরকার কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণব্যবস্থা বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের আদেশ দিয়েছে। তিনি অবিলম্বে এ আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, এর ফলে কৃষি উপকরণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হবে ও দাম বৃদ্ধি করা হবে। ফলে গরীব ও মাঝারি কৃষকরা গভীর সংকটের মাঝে পড়বেন।

তিনি বলেন, দেশের কৃষকরা আজ তাদের অর্থকরী ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না।

আওয়ামী লীগ আমলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ৯ বছরে ভূমিহীনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে ৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কৃষক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মহসিন বুলবুলের সভাপতিত্বে সভায় লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রহমত আলী, বেগম জোহরা তাজুদ্দিন, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, শেখ আবদুল আজীজ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, বেগম আইভি রহমান, আমির হোসেন আমু প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২৮ এপ্রিল ১৯৮৪

রাজনৈতিক সংকট যারা সৃষ্টি করেছেন সমাধানের দায়িত্বও তাদেরই ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১লা মে'র মধ্যে সামরিক আইন, সামরিক বিধান এবং সামরিক আদালত প্রত্যাহার করে জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অবিলম্বে শুধুমাত্র সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা একই সাথে সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে দেব না। তিনি বলেন, সাংবিধানিক প্রশ্নে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তার সমাধান দিতে পারে একমাত্র সার্বভৌম সংসদ।

আলাপ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন যে, আওয়ামী লীগ সব সময় বাংলার মানুষের সাথে থেকে সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামের অংশ হিসেবেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগ সংলাপে অংশ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ৫-দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলনে আছি এবং আন্দোলনে থাকবো। তিনি বলেন, সংলাপকে ফলপ্রসূ করার দায়িত্ব ক্ষমতাসীনদের। বর্তমান রাজনৈতিক সংকট যারা সৃষ্টি করেছেন সমাধানের দায়িত্ব তাদেরই। যদি ক্ষমতাসীনরা দাবী মেনে নেয়, তাহলে তাদের জন্য মঙ্গল, দেশের জন্যেও মঙ্গল।

শেখ হাসিনা বলেন যে, সামরিক শাসন কোন দেশের মঙ্গল আনতে পারে না। সামরিক শাসন শুধু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এরা যেহেতু জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়, তাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এদের নজর থাকে না। তিনি বলেন যে, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক লোক হত্যা করার পর থেকে দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলে আসছে। কিছুসংখ্যক লোক সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে দেশ শাসন করছে। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার সময় বলা হয়েছিল জিনিসপত্রের দাম কমবে। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা হয়। সরকারী অর্থে দল গঠন করে নির্বাচন দেয়া হয়। রেডিও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে নিজেদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। এ খেলা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা আমরা আর চলতে দেব না।

জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, যদি ক্ষমতায় থাকার এবং রাজনীতি করার খায়েশ হয়, তাহলে ক্ষমতা ছেড়ে আসুন, সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করুন, জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় যান। অস্ত্র বলে ক্ষমতা দখল করে জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার আর দেয়া হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সীমান্তের গোলযোগের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন যে, সরকার এই গোলযোগের সুযোগে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, এই সামান্য গণ্ডগোল তারা মেটাতে পারছেন না, এটা তাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার। তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেন। আমরা দেখব কিভাবে এই গোলযোগ বন্ধ করা যায়।

শেখ হাসিনা ছাঁটাইকৃত ও ব্যাংক কর্মচারী এবং পুলিশদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবী জানান।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ইসানউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন।

সংবাদ

৩ মে ১৯৮৪

সংলাপে ফল হয়নি, আন্দোলন করে দাবী আদায় করতে হবে

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

খুলনা, ১লা মে।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সামরিক জান্তা সহজভাবে কিছু মেনে নেবে না; দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাদেরকে দাবী মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে।

মহান মে দিবস উপলক্ষে গত মঙ্গলবার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে আয়োজিত এক বিরাট শ্রমিক-জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে, তাই আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চেয়েছিলাম।

বর্তমান সাংবাদিক সঙ্কট সৃষ্টির জন্যে ক্ষমতাসীনদের দায়ী করে শেখ হাসিনা বলেন, এ সঙ্কট নিরসনের জন্যে আমরা তাদের পরামর্শ দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সেটা তাদের মাথায় ঢুকলো না। তাই তাদের পরিণতি কি হবে জনগণ ভালো করেই জানে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা ৫ দফা দাবী পেশ করেছি, এ দাবী আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করে যাবো। খুব শিগগিরই আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। গত সোমবার অনুষ্ঠিত সংলাপের কথা উল্লেখ করে তিনি

বলেন, এরশাদ সাহেব বলেছিলেন, তিনি নীতিগতভাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারে রাজী আছেন। কিন্তু সোমবারের আলোচনায় আমরা বুঝেছি যে, অতীতে যেভাবে অনেকে বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন এবং তারপর নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রহসন করে নিজেদের বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন, এরশাদ সাহেবও একই পথ অনুসরণ করতে চান।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আমরা বঙ্গভবনে এরশাদ সাহেবকে স্পষ্টভাবে বলে এসেছি, আমরা চেয়েছিলাম সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে। আজ দেখলাম তাঁরা তা চান না। সামরিক শাসনের আওতায় দল গঠন করে পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করতে চান। অতীতে এই খেলার পরিণতি কি হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম ক্ষমতা দখলের জন্যে নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে '৭৫ সালে জনগণ যে অধিকার হারিয়েছে, জনগণের নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সেই মৌলিক অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেয়া। শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমরা যে সংগ্রামে নেমেছি সে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। স্বৈরাচারী সরকারকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।

মহান মে দিবসকে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের ও বিজয়ের দিন বলে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ৩০ হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করেছিলেন। জিয়া সরকার শতকরা ২৫ ভাগ খাজনা বাড়িয়েছেন, এরশাদ সাহেব এসে আরও ২৫ ভাগ খাজনা বৃদ্ধি করেছেন। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়ার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে শেখ হাসিনা শ্রমিক লীগের ৯ দফা ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৫ দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ছাঁটাইকৃত ব্যাংক কর্মচারী, কুলি ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, এদের চাকরিচ্যুত করার জন্যে সরকারই দায়ী। এদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

শেখ হাসিনা যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন মাঠের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কে বা কারা ঢিল ছুঁড়তে থাকে। সভায় উপস্থিত জনতা পাল্টা ঢিল ছুড়ে তাদের হটিয়ে দেয়। শেখ হাসিনা জনতাকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দিয়ে হামলা চালিয়ে সংগ্রাম থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা যাবে না। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই

করতে হলে অনেক রক্ত দিতে হবে। আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছি। এই সরকারের জনবল নেই। তাই ভাড়া করা লোক দিয়ে সভা পণ্ড করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সময় সভাস্থলের আশপাশে কর্তব্যরত পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

খালিশপুর শ্রমিক ময়দানে অনুষ্ঠিত ওই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা শ্রমিক লীগের আঞ্চলিক শাখার সভানেত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান। অন্যদের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু, খুলনা আওয়ামী লীগের সভাপতি সালাহ উদ্দিন ইউসুফ ও শ্রমিক লীগ সভাপতি রহমত উল্লাহ চৌধুরী।

এর আগে শেখ হাসিনা যশোর বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হলে হাজার হাজার কর্মী ও ছাত্র জনতা তাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানান। যশোর থেকে খুলনা যাওয়ার পথে রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ মানুষ শ্লোগান দিয়ে হাত নেড়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। মেয়েরা গাড়ী থামিয়ে ফুলের মালা দিয়ে তাদের নেত্রীকে বরণ করে।

খুলনা আসার পথে তিনি বসুন্দিয়া মোড়, মহাকাল পাইলট স্কুল, রাজঘাট প্রাইমারী স্কুল, ফুলতলা, আটরা শিল্প এলাকা, দৌলতপুর, রেলিগেট ও আদাদিলায় কয়েকটি জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

৪ মে ১৯৮৪

সরকারের দুর্বল নীতির জন্যই
ভারতের সাথে কোন সমস্যার
সমাধান হচ্ছে না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সাতক্ষীরা, ৩রা মে।–খন্দকার মোশতাক চক্রান্ত করে সেনাবাহিনীর কিছু বহিষ্কৃত অফিসার নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিল। মোশতাক আজও একইভাবে চক্রান্ত করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজ বিকেলে সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত স্থানীয় পিএন হাই স্কুল মাঠে এক জনসভায় ভাষণদান কালে একথা বলেন।

খন্দকার মোশতাক আহমদের জনসভায় ও আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে বোমাবাজির ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পত্রিকার খবর

থেকে মনে হচ্ছে এ ঘটনা মোশতাক নিজেই ঘটিয়েছে। এর আগে ১৯৮০ সালে মোশতাকের জনসভায় বোমার আঘাতে একজন সাংবাদিকসহ ৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আহতরা যখন ছটফট করছিল তখন মোশতাক আহতদের সামনে রেখে বক্তৃতা দিয়েছেন। আর তার লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে, অথচ তাদের সামনে কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, বোমাবাজির জন্য সে নিজেই দায়ী। খন্দকার মোশতাককে একজন চক্রান্তকারী বলে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, মোশতাক আজীবন চক্রান্ত করেছে। তার চক্রান্তেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। তার চক্রান্ত থেকে শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি। চক্রান্ত করে কিভাবে ক্ষমতা দখল করা যাবে এটাই হচ্ছে তার একমাত্র চিন্তা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ মোশতাকের এই চক্রান্ত প্রতিহত করবেই।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকারের নতজানু নীতির জন্যেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোন সমস্যারই সমাধান হচ্ছে না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ভারতের সঙ্গে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি আনার চুক্তি করেন, জিয়ার চুক্তিতে ছিল ৩৪ হাজার কিউসেক পানি আর এরশাদ ফারাক্কা সমস্যার কোনো সমাধানই করতে পারেননি। তিনি বলেন, '৭২ সালে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন। অথচ আজ সেই বন্ধুদেশের সাথে এখন গণ্ডগোল হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা সরকারের ব্যর্থতা। এই সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির জন্যেই আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তিনি রাষ্ট্রপতি এরশাদকে উদ্দেশ করে বলেন, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিন, তারাই দেশের সমস্যা সমাধান করবেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসন যতদিন থাকবে ততদিন দেশে শান্তি আসবে না।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দ কামাল বক্স সাকী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আমীর হোসেন আমু, জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রমুখ।

সংবাদ

৬ মে ১৯৮৪

সরকারের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য
সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেই আমরা সংলাপে গিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার জাতীয় দাবী ৫ দফাকে মেনে নিতে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করায় সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে ছাত্রলীগ জাতীয় পরিষদের বর্ধিত সভায় দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা একথা বলেছেন।

তিনি বলেন, জনগণের দাবীর প্রশ্নে আমরা আপস করতে পারি না। এরশাদ সাহেব নীতিগতভাবে আমাদের দাবী-দাওয়াকে মেনে নেয়ার কথা বললেও সংলাপের শেষ দিনে তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমরা স্পষ্টভাবেই সরকারকে বলে এসেছি যে, রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমেই ৫ দফা দাবী আদায় করা হবে। আমাদের সামনে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

সংলাপ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আমরা বলেছিলাম সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সংসদই নির্ধারণ করবে সরকারের পদ্ধতি কি হবে।

শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে ছাত্রলীগ কর্মীদের ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার আহ্বান জানান।

বর্ধিত সভায় ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মান্নান এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানকও বক্তৃতা করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২১ মে ১৯৮৪

বন্যা উপদ্রুত এলাকায় কর মওকুফ
করতে হবে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বন্যা উপদ্রুত এলাকার কর মওকুফের জন্যে সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, রায়পুরা, মাধাইয়া, চান্দিনা, মুরাদনগর এবং দেবীদ্বার এলাকার ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সফর করার সময় বিভিন্ন জনসমাবেশে এই সমস্ত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা জোরদার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

দুর্গত এলাকাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে তিনি গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, আটা ইত্যাদি বিতরণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে দুর্গত মানুষের খোঁজ-খবর নেন।

অনির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমাবেশে প্রচুর লোক সমাগম হয়। শেখ হাসিনা বলেন, আজ দেশের মানুষ বন্যার পানিতে, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্নীতির সীমা নেই। অথচ আজ যারা ক্ষমতায় তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে না। তিনি বলেন, যেহেতু বর্তমান সরকার জনগণের সরকার নয়, সেজন্যই জনসাধারণের দুর্গতির প্রতি সরকারের নজর নেই। সভানেত্রী জানান, একমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য ফেরাতে পারবে।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হবার আহ্বান জানান। সফরকালে তার সাথে ছিলেন সর্ব জনাব কোরবান আলী, শেখ আবদুল আজিজ, জিল্লুর রহমান, মোস্তফা মহসীন মণ্টু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, কাজী ইকবাল, বদিউজ্জামান ডাবলু প্রমুখ নেতা।

সংবাদ

২২ মে ১৯৮৪

রাষ্ট্রপতির ভাষণ 'পরাজিত সৈনিকের
দম্ভোক্তি' ঃ শেখ হাসিনা

অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া
নির্বাচনে লাভ হবে না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে সরকার বাধ্য হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রমজানের পর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে উল্লেখ করে তিনি জনগণকে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকারী মুখপাত্র আওয়ামী লীগকে নির্বাচনপ্রিয় দল বলে অভিহিত করেছেন। তাদের জেনে রাখা উচিত আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে যেমন ভয় পায় না, তেমনি আন্দোলনেও পিছপা নয়। অবাধ ও

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সে নির্বাচনে দেশবাসীর কোন লাভ নেই। সরকার দাবী না মানলে আন্দোলন করেই জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে।

গতকাল সোমবার বিকেলে ষ্টেডিয়াম গেটে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগের আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই জনসভায় জনাব আবদুল মালেক উকিল, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব এম, কোরবান আলী, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব আবদুল সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা বক্তৃতা করেন। সভায় প্রস্তাব পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ নাসিম। সভা পরিচালনা করেন জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকরা জনসভায় যোগদান করে। ঢাকা শহরের আশপাশের এলাকার জনগণও সভায় যোগদান করে। বিকেল ৫টায় শেখ হাসিনা সভামঞ্চে পৌঁছলে হাজার হাজার জনতা 'জয়বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগানসহ হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানায়।

শেখ হাসিনা বলেন যে, '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে দেশে চলছে সামরিক আইন। এরপর থেকে চলছে অস্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষমতা বদলের পালা। তিনি বলেন '৭৫-এর পর থেকে জনগণের ভোটে ক্ষমতা বদল হয়নি। অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে, সরকারী অর্থে দল গঠন কারে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য সরকার নির্বাচন দিয়েছে। সরকারী ঘোষণায় নিজেদের নির্বাচিত বলে প্রচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারও একই প্রক্রিয়ায় এসেছেন এবং দল গঠন করছেন। এই সরকারের পরিণতিও অতীতের মতই হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। ক্ষমতাসীনরা দল গঠন করার জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। জগন্নাথ হলে গত রোববার রাতে সরকারের সমর্থক নতুন বাংলা নামধারীরা দল গঠনের নামে নির্যাতন চালিয়েছে। আর পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণকে 'পরাজিত সৈনিকের দম্ভোক্তি' বলে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন অবাধ হতে হবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে আপনি ব্যারাকে ফিরে যান। তিনি বলেন,

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবে। যারা বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের দেশ শাসন করার অধিকার নেই। তিনি বলেন, বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা হতে দেব না।

জনদলের সভায় জেনারেল এরশাদের ভাষণের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এরশাদ সাহেবের ভাষণে আপনারা শুনতে পেরেছেন যে, যে দলের কোন জনসমর্থন নেই সেই দলকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন ২৫০টি সিট চান, না আরও বেশী চান। এতেই বোঝা যায়, নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ হবে। ক্ষমতা দখল করে রাজনীতিতে অবতরণ এবং নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রচেষ্টা জেনারেল এরশাদের ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতার পক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যে, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা বদলের যে প্রক্রিয়া চলছে, তাকে বন্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, এই সরকার অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। তাই এরা জনগণের দাবীকে উপেক্ষা করছে। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, দাবীর সাথে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না তিনি জানতে চাইলে সমবেত হাজার হাজার মানুষ দু'হাত তুলে জানান যে, তারা আন্দোলন করতে প্রস্তুত আছেন।

আওয়ামী লীগ 'নির্বাচনপ্রিয় সংগঠন' বলে সরকারের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তার সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন যে, '৪৯ সাল থেকে এদেশে যত আন্দোলন হয়েছে সবগুলোই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা এসেছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করেনি, বঙ্গবন্ধুও কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করেননি। আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতেও বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানি করবে না। তিনি আওয়ামী লীগকে দেশব্যাপী শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর সদস্যদের কারোর স্বার্থে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর ভাইয়েরা আপনারা কাদের স্বার্থে আপনার ভাইয়ের ওপর গুলী চালাবেন? সরকারী কর্মচারীদেরও কারোর হাতে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। রেডিও ও টেলিভিশনে তিনি বিরোধী দলের বক্তব্য প্রচারের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বন্যাদুর্গত এলাকায় প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী প্রেরণের দাবী জানিয়ে বলেন, দল গঠনের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন অথচ বন্যাদুর্গত এলাকায় কোন ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছেন না। বন্যাদুর্গত এলাকায়

ঘরবাড়ী তোলার জন্য তিনি ঋণ দেয়ার দাবী জানান। তিনি বিশ্বজিৎ নন্দী, বজলু, লতিফ সিদ্দিকীসহ সকল আটক মুক্তিযোদ্ধাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবী জানান।

প্রস্তাব

জনসভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে অবিলম্বে ৫ দফার ভিত্তিতে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হয়। সার্বভৌম সংসদই সরকার পদ্ধতিসহ সংবিধানের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচিত সংসদ অধিবেশন বসার পূর্বে কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হতে পারে না। সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য অবিলম্বে মৌলিক ও রীট অধিকারসহ বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারকে দলনিরপেক্ষ থাকতে হবে। প্রস্তাবে বলা হয়, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ অথবা কোনরূপ ভূমিকা রাখতে পারবেন না।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে গণতন্ত্রের লড়াইয়ের পাশাপাশি দেশের দরিদ্র জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার দাবীর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে বাংলার কৃষক শ্রমিক সর্বহারা মানুষ যদি তার অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে না পারে তবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হতে পারে না।

সংবাদ

১ জুন ১৯৮৪

শেখ হাসিনা বেনজাদিদ ও আরাফাতের সাথে দেখা করেছেন

আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় গণসংহতি সংস্থার ষষ্ঠ কংগ্রেসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংস্থার এশীয় কমিশনে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবী করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাবের সপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা জোরালো বক্তব্য রাখেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা চলছে বলে গতকাল আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গত ২৯শে মে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট শাদলী বেনজাদিদের সাথে এবং পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাতের সাথে দেখা করেন। তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও নামিবিয়া ও স্বাধীন প্যালেষ্টাইনী রাষ্ট্র গঠন প্রসঙ্গ এবং ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ও লেবানন সংকট নিয়ে আলোচনা করেন।

শেখ হাসিনা কংগ্রেসে যোগদানরত বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের সাথেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করেন।

সম্মেলনে ভাষণ

কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আফ্রো-এশীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য ও সমর্থন দেয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ১১ বছর আগে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে আলজিরিয়া এসেছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন যে, আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য আজও তিনিই (বঙ্গবন্ধু) আসতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আফ্রিকার মহান দেশপ্রেমিক নেতা প্যাট্রিস লুম্বার মত ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যা এবং বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, কিন্তু কেউ কি স্বাধীনতা ও মুক্তির অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে? বঙ্গবন্ধু যে অনির্বাণ আদর্শের শিখা রেখে গেছেন, তা আজও একইভাবে জ্বলছে। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে. বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১১ বছর আগে আমার পিতা জাতির জনক শেখ মুজিব এখানে বলেছিলেন, আজ সারাবিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত–শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। এই একই আদর্শের প্রতি শেখ হাসিনা তার অংগীকার ঘোষণা করেন।

সংবাদ

১৩ জুন ১৯৮৪

মৌলবীবাজারকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করুন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মৌলবীবাজার, ১২ই জুন।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সমগ্র মৌলবীবাজারকে অবিলম্বে দুর্গত এলাকা ঘোষণার এবং

সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কৃষিঋণ ও বকেয়া খাজনা মওকুফ এবং নতুন কৃষিঋণ প্রদান ও বিনামূল্যে সবরকমের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

মৌলবীবাজারের বন্যাদুর্গত এলাকার জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ঢাকা থেকে এখানে আসার পথে আজ মঙ্গলবার দুপরে শ্রীমঙ্গলের চৌমোহনায় আয়োজিত এক বিরাট জনসমাবশে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এ দাবী জানান। এ সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ এবং মৌলবীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াসও বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বন্যায় মানুষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য সরকারের যতটুকু করা উচিত ছিল তার কিছুই করা হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, প্রতিবছর বন্যায় দেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কিন্তু এই সরকার যেহেতু জনগণের নির্বাচিত সরকার নয়। সেহেতু জনগণের ভালোমন্দ দেখার কোন দায়দায়িত্ব সরকারের নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে এই সরকারকে বাধ্য করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জিনিসপত্রের দাম কমানো ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তখন থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ছদ্মাবরণে সামরিক শাসনই জারি রয়েছে। তখন থেকে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা এখনো চলছে।

এজন্য সরকার স্থিতিশীল হচ্ছে না যার পরিণতিতে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অভিযোগ করেন যে, সামরিক শাসকরা ক্ষমতা দখল করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে এবং ক্ষমতা দখল করার পর জনমত গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করে হেলিকপ্টারসহ সরকারী যানবাহন। কিন্তু এই সেনাবাহিনী ও হেলিকপ্টার মৌলবীবাজারের বন্যাদুর্গত জনসাধারণের কোন কাজেই আসেনি। যদি সময়মত ওগুলো ব্যবহার করা হতো তাহলে মৌলবীবাজারে এত লোকের মৃত্য হতো না।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাথে দলর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এম, কোরবান আলী, মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মিসেস আইভি রহমান,

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের এবং ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টীমও রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তার সঙ্গীরা আজ মৌলবীবাজার শহর কমলগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

তাছাড়া আজ বিকেলে স্থানীয় জনমিলন কেন্দ্রে আয়োজিত কর্মিসভায়ও তিনি বক্তৃতা করেন। জনাব আমজাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মিসভায় এম, কোরবান আলী ও আবদুস সামাদ অজাদও বক্তৃতা করেন। আগামীকাল বুধবার সকালে শেখ হাসিনা কুলাউড়া পরিদর্শনে যাবেন ও বিকেলে ভৈরবে কর্মীসমাবেশ ও ইফতার পার্টিতে যোগ দেবেন।

সংবাদ

১৫ জুন ১৯৮৪

'৭০ সালের মত এবারও ক্ষমতাসীনরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কুলাউড়া, ১৪ই জুন।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে কতো টাকা জমা পড়েছে এবং দুর্গত মানুষের ত্রাণের কাজে কতো টাকা খরচ হয়েছে তার হিসেব জনসমক্ষে পেশ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার দুপুরে কুলাউড়া রেষ্ট হাউজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিরাট জনসমাবেশে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। মৌলবীবাজার সিলেটের বিভিন্ন বন্যা দুর্গত এলাকা সফরের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা গতকাল এখানে আসেন। তার আগমন উপলক্ষে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব এম কোরবান আলী ও জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিসেস আইভি রহমান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জনাব ওবায়দুল কাদের, ডাঃ মোস্তফা জালালউদ্দিন ও জনাব খ, ম, জাহাঙ্গীর এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব সুলতান মনসুরও বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জব্বার শাহ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর থেকে রাতের অন্ধকারে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উচ্চাভিলাষী সেনানায়করা সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে এবং প্রশাসনযন্ত্র ও সরকারী অর্থ ব্যবহার করে সুবিধাবাদীদের নিয়ে দল গড়ে তুলে একটি প্রহসনমূলক নির্বাচন দিয়ে অবৈধ ক্ষমতা দখলকে বৈধ করে নেয়। এভাবে ক্ষমতা দখল ও বৈধ করার রাস্তা চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সেবক বলে আখ্যায়িত করেন এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহৃত না হবার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, সেসময়ও দেশে সামরিক শাসন জারি ছিল, আজও দেশে সামরিক শাসন জারি আছে। সেদিনও যেমন সামরিক শাসকরা দুর্গত মানুষের পাশে যায়নি, বর্তমান সামরিক শাসকরাও দুর্গত মানুষের পাশে আসেনি। সেদিন দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এবারও পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের নির্দেশ দেন।

মৌলবীবাজার থেকে কুলাউড়া যাবার পথে শেখ হাসিনা রাজনগরে আয়োজিত কর্মিসভায় ভাষণ দেন এবং তেরাপাশায় দুর্গত মানুষের মাঝে কিছু ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

সংবাদ

১৬ জুন ১৯৮৪

আলজিয়ার্স সম্মেলনে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামে সংহতি ঘোষণা করেছি ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আরো জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

গতকাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা একথা বলেন। সম্প্রতি আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় গণসংহতি সংস্থার কংগ্রেসে বিশেষ অতিথি হিসেবে

যোগদানের পর শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই সংবর্ধনার আয়োজন করে। দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কোরবান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আফ্রো-এশীয় গণসংহতি সংস্থার বাংলাদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সারোয়ার আলী, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ ও বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহমদ হোসেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজিয়ার রাষ্ট্রদূতদের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনার জবাবে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা দলীয় কর্মীদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নিজেরা কি পেলাম, সেটা বড় কথা নয়, দেশকে কি দিলাম সেটাই বড় কথা।"

শেখ হাসিনা বলেন, দু'দিন আগে বন্যাদুর্গত এলাকা ঘুরে এসেছি। বন্যার পানিতে মানুষ ৩ দিন পর্যন্ত আটকা পড়েছিল, বহু প্রাণহানি ঘটেছে। মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ তৎপরতার সুব্যবস্থা ছিল না।

সময়মত হেলিকপ্টার দিয়ে উদ্ধার কাজ চালানো হলে অনেক মানুষ বাঁচানো যেত। সরকারী হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সেটা রাজনীতি করার জন্য, মানুষকে বাঁচানোর জন্য নয়।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে '৭৫ এর পর থেকেই এ ধরনের রাজনীতির খেলা চলছে। ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হচ্ছে। এরপর দলগঠন ও দলের মাধ্যমে নির্বাচন–এই একই প্রক্রিয়া আজও চলছে। এ কারণেই দেশে আজ স্থিতিশীলতা নেই।'৭৫ এ দেশ শুধু বঙ্গবন্ধুকে হারায়নি, তার হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে স্থিতিশীলতাও হারিয়েছে। স্থিতিশীলতা নেই বলেই স্বাধীনতার বারো বছর পরেও মানুষ অনাহারে ধুঁকছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক। তাকে হত্যা করায় বাংলাদেশ কার্যতঃ স্বাধীনতাই হারিয়েছে। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টে সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে আঘাত হেনেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ওপর। সেদিন যদি এটা সবাই উপলব্ধি করতেন আর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন তাহলে জাতিকে আজ এই দুর্দশা ভোগ করতে হতো না। '৭৫-এর সেই হত্যার মাশুল সমগ্র জাতিকে গত ৯ বছর ধরে দিতে হচ্ছে। গত ৯ বছর ধরে সেনাবাহিনীও শান্তিতে নেই।

রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে জড়িত করার সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, সেনাপতি যদি দলীয় রাজনৈতিক সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পারেন, তাহলে রাজনীতিবিদ হিসেবে আমাদেরকেও সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখায় সুযোগ দিতে হবে।

আলজিয়ার্স সম্মেলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সম্মেলনে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছি, সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে একাত্মতা ঘোষণা করেছি।

শেখ হাসিনা বলেন, সম্মেলনে আমাকে বাংলাদেশের জাতির জনকের কন্যা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে আজ জাতির জনক হিসেবে স্বীকার করতে চান না। স্বাধীনতার ঘোষকও আজ অনেকেই হয়ে গেছেন। এরা সবাই কূপমণ্ডুকতায় ভুগছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি–খুনীরা প্রকাশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে–খুনীদের চাকরি দিয়ে বিদেশে দূতাবাসে পাঠানো হচ্ছে–এসব কথা শুনে আলজিয়ার্স সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সবাই বিস্মিত হয়েছে। তিনি বলেন, জাতির জনকের হত্যার কলংক থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েই জাতি তার সম্মান ফিরে পেতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, আলজিয়ার্স সম্মেলনের সবাই বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার চেয়েছে। বাংলাদেশের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য একটি দিবস পালনের সিদ্ধান্তও সেখানে হয়েছে।

আফ্রো-এশীয় গণসংহতি সংস্থার সম্মেলন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, যে মুহূর্তে বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রাম, সে সময় এই সম্মেলন অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মেলনে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত।

সংবর্ধনা সভায় ভাষণের শুরুতেই শেখ হাসিনা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "যে সম্মান আমাকে দেয়া হচ্ছে তার যোগ্য আমি নই। যার কন্যা হিসেবে এ সম্মান পাচ্ছি তার সম্মান যাতে রাখতে পারি সেটাই আমার কামনা। মানুষের জন্য কিভাবে আত্মত্যাগ করতে হয়, তা বাবার কাছে শিখেছি। বাবার মত আমিও বুকের রক্ত দিয়ে দেশের সেবা করে যেতে চাই।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে মাল্যভূষিত করা হয় ও তাকে পুষ্পস্তবক উপহার দেয়া হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক কর্মী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১৫ আগস্ট ১৯৮৪

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হলে হত্যার রাজনীতি বন্ধ হবে না

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শোক দিবসে জনগণের হারানো ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে আনার শপথ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাঙালীর মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারও শেষ হয়ে গেছে। তখন থেকেই শুরু হয়েছে হত্যার রাজনীতি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হলে হত্যার রাজনীতি বন্ধ হবে না।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কর্মসূচীর প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনের রাস্তায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কবি সুফিয়া কামাল, জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বিচারপতি কে, এম, সোবহান, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, এডভোকেট গাজীউল হক, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, ন্যাপের (হারুন) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আজিজুল ইসলাম খান এবং ন্যাপের (মোজাফর) সহ-সভাপতি এডভোকেট মোহসিন প্রামাণিক। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি সানাউল হক, কবি মহাদেব সাহা, কবি জাফর ওয়াজেদ, সৈয়দ ফখরুদ্দিন আহমেদ ও আসলাম সানি।

সভানেত্রীর ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনীরা সভা করে হত্যার কথা বলছে। পুলিশ তাঁদের পাহারা দিচ্ছে। হত্যার প্রতিবাদ করে পোষ্টার দেয়ায় সরকার পয়সা খরচ করে সেগুলো তুলে ফেলেছে অথচ খুনীদের পোষ্টার, দেয়ালের লিখন তোলা হয়নি। তিনি বলেন, খুনীরা খুন করেছে, তাদের ধরা হয় না। অথচ হত্যার প্রতিবাদ করায় গ্রেফতার করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসী যেমন জাতির জনকের হত্যার বিচার চায় তেমনি কন্যা হিসেবে আমারও আমার বাবার হত্যার বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। তিনি বলেন, আর কতোদিন বাংলার মাটিতে খুনীরা ঘুরে বেড়াবে, আর কতো দিন আপনারা চুপ করে থাকবেন? তিনি বলেন, যারা অস্ত্রের

মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে তাদের কাছে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাই না। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে এই হত্যার বিচার চাই।

আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন যে, বঙ্গবন্ধু এদেশের দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এ দেশের দুঃখী মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমার চাওয়া বা পাওয়ার কিছু নেই। যদি দুঃখী মানুষের জন্য কিছু করতে পারি তাহলেই আমার বাবার রক্তদান সার্থক হবে। শেখ হাসিনা বলেন, আমি যেন আমার বাবার স্বপ্ন শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারি তার জন্য আপনারা আমাকে দোয়া ও সাহায্য করবেন। আপনারা দোয়া করবেন, শোক ভুলে আমি যেন শক্তি পাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে বাংলাদেশকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সংবাদ
১৭ আগস্ট ১৯৮৪

ঢাকার বিশাল জনসভায় শেখ হাসিনার চ্যালেঞ্জ

অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, দেখা যাক বাংলার মানুষ কাকে চায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করে সরকারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিন, দেখা যাক বাংলার মানুষ কাকে চায়। নির্বাচন করতে চাইলে সামরিক পোশাক ছেড়ে আসুন, মোকাবেলা হয়ে যাক।"

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদ চৌধুরী। সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ সভা পরিচালনা করেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের ব্যানার নিয়ে বহু মিছিল সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। সভাশেষে একটি বিরাট মিছিল তোপখানা রোড দিয়ে ৩২নং সড়কে বাসভবন পর্যন্ত যায়। সেখানে শপথ গ্রহণের পর মিছিল শেষ হয়।

ষ্টেডিয়ামের গেটে নির্মিত মঞ্চ থেকে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। মঞ্চের দক্ষিণে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ও গুলিস্তান ছাড়িয়ে কাপ্তান বাজারের মোড় পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে সচিবালয় পর্যন্ত রাস্তায় বিপুল জনতা বাসে অথবা দাঁড়িয়ে নেতৃবৃন্দের ভাষণ শোনেন। সাম্প্রতিককালে এতবড় জনসভা আর হয়নি। বিকাল সাড়ে ৪টায় শুরু হয়ে সভার কাজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পরও চলে।

আগামী ৮ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পরে বিভিন্ন নির্বাচনে আমরা অংশ নিয়েছি একথা সত্য। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ত।

এজন্যই আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা চাই। '৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ঐ নির্বাচন হয়েছিল আইয়ুবের পতনের পরে। ইয়াহিয়া নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন সরকার দল গঠন করেনি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি, কোন দলকে সমর্থনও করেনি, সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল। জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, আপনিও নিরপেক্ষ থাকুন, কোন দলকে সমর্থন করবেন না, প্রার্থী হবেন না। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিন, দেখা যাক বাংলার মানুষ কাকে চায়।

শেখ হাসিনা রাজনীতিতে সরকারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণের নিন্দা করে বলেন, আইন রয়েছে সরকারী কর্মচারীরা রাজনীতি করবেন না। অথচ এ আইন মানা হচ্ছে না। সিএমএলএ নিজেই তৎপরতায় জড়িত হয়ে পড়েছেন অভিযোগ করে হাসিনা বলেন, এমন অবস্থা হলে তো পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীসহ সরকারী কর্মচারীরা সবাই দল গঠন করতে পারেন। সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে যারা ব্যবহার করতে চায় তারা দেশ বা সেনাবাহিনী কারো ভাল চায় না।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর থেকেই দেশে চলছে হত্যা আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন শোষিতের রাজত্ব কায়েম করতে। তার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে দেশে চলছে শোষকের রাজত্ব। ধনীরা এখন আরও ধনী হয়েছে, গরীব হয়েছে আরও গরীব। চারদিকে আজ শুধু "হা অন্ন হা অন্ন" রব। বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হচ্ছে শর্তসাপেক্ষে। ত্রাণ সামগ্রী পেতে হলে জনদল করতে হয়। ক্ষুধার্ত মানুষদের নিয়ে আজ চলছে রাজনীতি। চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে যারা নির্দোষ তাদের আবার চাকরি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। আসলে যারা জনদলে যোগ দিচ্ছেন তাদেরকেই নির্দোষ বলে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হচ্ছে। ঢাকা পৌর কর্পোরেশন আজ জনদলের বড় আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে বলে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ নীতিকে বানচাল করা হচ্ছে। মাত্র ৪০ কোটি টাকায় পূবালী ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাধারণ বীমাও ছেড়ে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। ৯৫০ জন পুলিশ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদের বেশীর ভাগই মুক্তিযোদ্ধা ছিল।'৭৫-এর পর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপকহারে চাকরি থেকে সরানো হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার দাবী করে বলেন, খুনীরা বিদেশে দূতাবাসে চাকরি করছে। ওদের ফিরিয়ে এনে বিচার করতে হবে। খুনীরা আজও দেশের ভেতর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশের পাহারায় সভা করে, তারা বঙ্গবন্ধুর খুনের কথা স্বীকার করে। অথচ তাদের বিচার হয় না। বাংলার মানুষ বাংলার মাটিতেই একদিন খুনীদের বিচার করবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ইতিহাস বিকৃত করেও মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে ফেলা যায়নি। যতই দিন যাবে প্রমাণ হবে মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

শেখ হাসিনা ২৭শে আগষ্টের হরতাল সফল করার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ শেষ করেন।

সংবাদ

১৯ আগস্ট ১৯৮৪

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল হলে
জনগণের দুঃখ-দুর্দশা থাকতো না
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ফরিদপুর ১৮ই আগষ্ট (টেলিফোনে প্রাপ্ত)।–আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে শোষকের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলেই ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব সফল হলে বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থাকতো না। আজ ফরিদপুরে সদরপুর ও নগরকান্দা উপজেলায় অনুষ্ঠিত ২টি পৃথক জনসভায় তিনি একথা বলেন। বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের জন্যে ২ দিনের সফরে তিনি আজ ফরিদপুর আসেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল প্রমুখ নেতা জনসভায় বক্তৃতা করেন। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক করে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী দিলেন, তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

সংবাদ

২০ আগস্ট ১৯৮৪

২৭শে আগষ্টের হরতাল
সফল করুন ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ফরিদপুর, ১৯শে আগষ্ট (টেলিফোনে প্রাপ্ত)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন কায়েম না করা যাবে ততদিন পর্যন্ত বাংলার মানুষ স্বাধীনতার সুফল পাবে না এবং রক্তপাতও বন্ধ হবে না। শেখ হাসিনা আজ দুপুরে বোয়ালমারী উপজেলায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আগামী ২৭শে আগষ্টের হরতালের কর্মসূচীকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই হরতালের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে বাংলার মানুষ সামরিক শাসন চায় না। বাংলার মানুষ চায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ শাসন করুক।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই একে একে স্বাধীনতার সুফলকে নষ্ট করা হয়েছে।

সামরিক শাসনের যাঁতাকলে বাংলার মানুষ ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, একটি জিনিস আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, সামরিক শাসন কোনদিন জনগণের মঙ্গল সাধন করতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে, স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হয়ে সামরিক শাসকরা নতুন নতুন দল করে ও নির্বাচনের প্রহসনের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারও অতীতের মত বিভিন্ন দলছুট আদর্শহীন ব্যক্তিদের নিয়ে জনদল গঠন করে নির্বাচনের পাঁয়তারা করছে। এ ধরনের দল গঠন করে যারা অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করতে দেয়া হবে না।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই আমরা আন্দোলন করছি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে দেশ শাসন করতে পারে তার জন্য বাংলার মাটি থেকে চিরতরে সামরিক শাসনকে উৎখাত করতে হবে।

সরকার ত্রাণসামগ্রী নিয়ে, মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করছে বলে অভিযোগ করে শেখ হাসিনা বলেন, প্রশাসনের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী বিলি না করে যারা জনদল করছে তাদের মাধ্যমে এগুলো বিলি করা হচ্ছে। জনদলের টাউট-বাটপাররা বন্যাদুর্গত মানুষকে ত্রাণ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করছে। তাই আন্দোলন করে এটা রুখতে হবে।

জনসভায় জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলার মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ চায়; কিন্তু এরশাদ সাহেব বন্যা নিয়ন্ত্রণ করছেন না। তাই সারাদেশ বন্যায় ভেসে গেছে। তিনি বলেন, বন্যার নামে বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য এনে জনগণকে দেয়া হবে না, তা চলতে দেয়া যায় না।

বোয়ালমারী জজ একাডেমী প্রাঙ্গণে জনাব আবদুর রউফ মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় ইমামউদ্দিন আহমদ ও এস, এম নূরুন্নবীও বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা আজ দুপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় আয়োজিত অপর একটি জনসভায় ও মধুখালী রেল ষ্টেশনে একটি জনসভায় ভাষণ দেন।

সংবাদ

২১ আগস্ট ১৯৮৪

বন্যা দুর্গতদের জন্য বাস্তবে কিছুই করা হচ্ছে না ঃ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, বর্তমান সামরিক সরকারও পূর্বসূরিদের মত স্বাধীনতার পরাজিত শত্রু এবং সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা অনুযায়ী সামরিক আইনের আওতায় প্রহসনমূলক সামরিক শাসনকে বৈধ করার পাঁয়তারা করছে।

দু'দিনব্যাপী বন্যাদুর্গত এলাকা সফর শেষে শেখ হাসিনা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের কর্মীদের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন যে, সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় সরকার ঘোষিত ৮ই ডিসেম্বরের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। বাংলার জনগণ এই প্রহসনমূলক নির্বাচনকে মেনে নিতে পারে না। আগামী ২৭শে আগষ্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধুর সৈনিকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। অবিলম্বে বাংলার জনগণের ন্যায্য দাবী ৫-দফা মেনে নিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বন্যাদুর্গত এলাকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শেখ হাসিনা বলেন, বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া মানুষের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য সামগ্রী প্রদানের কথা বলা হলেও বাস্তবে কিছুই করা হচ্ছে না। বরং বন্যাদুর্গত মানুষকে সাহায্য করার নামে উক্ত অর্থ দিয়ে জনদল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

শেখ হাসিনা অবিলম্বে বন্যাদুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। দলমত নির্বিশেষে সকলকে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও তিনি আহ্বান জানান। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২৮ আগস্ট ১৯৮৪

দাবী না মানা পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পনের দলীয় জোটের নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সফল হরতাল পালনের মাধ্যমে বাংলার মানুষ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আর একবার অনাস্থা দিয়েছে। সরকার যদি জাতীয় দাবী ৫ দফা মেনে না নেন তাহলে জনগণ সরকারকে বাধ্য করবে তা মেনে নিতে। দাবী না মানা পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না।

অর্ধদিবস হরতাল পালনের পর গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররমের সামনে ষ্টেডিয়াম গেটে ১৫ দলীয় জোট আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন বাকশালের জনাব আবদুর রাজ্জাক, সিপিবি'র জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ, জাসদের জনাব শাজাহান সিরাজ, জাতীয় একতা পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন, গণ-আজাদী লীগের মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব নজরুল ইসলাম, সাম্যবাদী দলের জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা ও শ্রী দিলীপ বড়ুয়া, ন্যাপ (ছাঃ)-এর শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, ন্যাপ (মো) এর জনাব কামাল হায়দার, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের জনাব সিদ্দিকুর রহমান, বাসদের জনাব খালেকুজ্জামান ও জনাব আ, ক, ম, মাহবুবুল হক এবং মজদুর পার্টির জনাব শাহ আলম।

পনের দলীয় জোটের বিভিন্ন অঙ্গদল ও সংগঠনের কর্মীরা দলীয় ব্যানার নিয়ে মিছিল করে সভায় যোগ দেয়। বিকেল ৪ টায় সভার কাজ শুরু হয়ে রাত প্রায় সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলে। সভার শুরুতেই জনাব আবদুল্লাহ সরকার ১৫ দলের ঘোষণা পাঠ করেন। ঘোষণায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের শুরুতেই সফল হরতাল পালনের জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই হরতালের মাধ্যমে জনগণ আবার রায় দিয়েছে তারা সামরিক শাসন চায় না, তারা গণতন্ত্র চায়।

তিনি বলেন, সামরিক শাসনের আওতায় কোন নির্বাচন অবাধ হতে পারে না। নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং ৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য ২৭ শে সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস হরতালের কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। সরকার উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করার জন্য আমাদের দাবী প্রথমে মানেননি, আমরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে দাবী মানতে বাধ্য করেছি; উপজেলা নির্বাচন বন্ধ হয়েছে। এবারও সরকারকে ৫ দফাসহ অবাধ নির্বাচনের দাবী মানতে বাধ্য করা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'ক্ষমতা দখল আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য নয়, ক্যান্টনমেন্ট থেকে জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম।'

তিনি বলেন, '৭৫-এর পর থেকে বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পালা আর সেই সাথে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলছে। সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার আর প্রশাসনিক যন্ত্রকে দল গঠনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতেই জনজীবন দুর্বিষহ আর সর্বত্র অসন্তোষ।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেয়ার বিরোধিতা করে শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর জাতীয়করণ কর্মসূচী বানচালের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা এখনও চলছে।

শেখ হাসিনা বন্যা ত্রাণ তহবিলে কত টাকা জমা হয়েছে আর কত ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব দাবী করে বলেন, ত্রাণ তহবিল থেকে খুব সামান্য টাকাই বন্যাদুর্গতরা পেয়েছে। ত্রাণ তহবিলের টাকা ব্যয় হচ্ছে জনদল গঠনের কাজে।

শেখ হাসিনা শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী জানান। তিনি আইনজীবী, চিকিৎসক ও এক্সট্রা মোহরারদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
অস্ত্র নয়, জনগণই
আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে না, বাংলার দুঃখী মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য রাজনীতি করে। তিনি বলেন, আমাদের শক্তি অস্ত্র নয়, আমাদের শক্তি জনগণ। তাই আমাদেরকে বাংলার জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, যে অধিকার তারা '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর হারিয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-শ্রম-কৃষি বিষয়ক কর্মসুচীর ভিত্তিতে এগুতে হবে এবং নিজেদেরকে তৈরী করতে হবে। নতুবা জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

গতকাল তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের দু'দিনব্যাপী বর্ধিত সভার প্রথম দিনে সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভার শুরুতে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা সংগঠনের কার্যাবলীর একটি রিপোর্ট পেশ করেন এবং সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের করণীয় সম্পর্কে এক নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রাখেন।

সভানেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের শেষে জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ ২০টি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ তাদের নিজ নিজ জেলার বন্যা পরিস্থিতির বর্ণনাসহ সংগঠনের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা, সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মাটি থেকে চিরতরে হত্যা আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান করতে হলে আওয়ামী লীগকে আরো সুসংগঠিত ও সুশৃংখল এবং একটি আদর্শভিত্তিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বর্ধিত সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবে ইটালীর নৌ-গোয়েন্দা কর্তৃক দু'জন বাংলাদেশী নাগরিকের ভাড়া করা অস্ত্রবাহী জাহাজ আটক করা সম্পর্কিত বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থপূর্ণ নীরবতায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, ইতিমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার দায়িত্ব স্বীকারকারী কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদের নামেই উক্ত অস্ত্রের চালান এসেছিল–এই মর্মে খবর বের হওয়ার পরও সরকার এ বিষয়ে মুখ খুলছেন না কেন দেশবাসী তা বুঝতে পারছেন না।

এতে বলা হয়, ইতিপূর্বে সুয়েজ খালে সিমেন্টের আবরণে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আটক এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও ঢাকা বিমানবন্দরে অবৈধ অস্ত্র আমদানীর খবরের কথাও দেশবাসী জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিটি ঘটনার বিষয়ে সরকারী নীরবতাপূর্ণ ভূমিকা দেশবাসীর উদ্বেগ ও আশংকার কারণ না হয়ে পারে না।

অপর এক প্রস্তাবে দেশব্যাপী সাম্প্রতিক বন্যায় ও বন্যার পরে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বন্যাদুর্গত মানুষকে বাঁচাতে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করা হয়।

সম্প্রতি প্রয়াত দলীয় নেতাদের স্মরণে একটি শোক প্রস্তাবও বৈঠকে গৃহীত হয়।

সংবাদ

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

‘গণতন্ত্র ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আসতে পারে না’

(আদালত বার্তা পরিবেশক)

‘জনগণের শাসন কায়েম না করা পর্যন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তথা আইনের শাসন কায়েম করা সম্ভব নয়’। গতকাল শুক্রবার বিকেলে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে আইনজীবীদের ৬ দফা দাবীর সাথে সংহতি প্রকাশ করে ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ও ৭ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক জনাব শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তৃতাকালে শেখ হাসিনা বলেন, দেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই, আইনের শাসন নেই, মানুষের মৌলিক অধিকার নেই। সার্বভৌম পার্লামেন্ট ছাড়া গণমানুষের শাসন কায়েম হতে পারে না।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে দেশে হত্যার বিচার হয়নি। দেশের প্রচলিত আইনে কেউ খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে তার বিচার করা হয় অথচ বঙ্গবন্ধুকে যারা খুন করেছে তাদেরকে বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়েছে।

তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, সমাজের সবচে বিবেকবান অংশ হিসেবে আপনারাই বলুন আমিও তো এদেশের একজন নাগরিক। আমি কেন আমার বাবা-মা, ভাই-ভাবীর হত্যার বিচার পাব না? দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের এই পবিত্র অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে আমার বাবা-মা, ভাই-ভাবীর হত্যার বিচার দাবী করে যাচ্ছি।

তিনি আইনজীবীদের প্রতি সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান জানান।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে আজ পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। জাতিসংঘের ‘এক দশক বই’ লেখা হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা হয়নি অথচ বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলাভাষাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করেছেন।

সংবাদ

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতা বৈধ করার নির্বাচন মানি না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতা বৈধ করার নির্বাচন। এই নির্বাচন আমরা হতে দেব না।

গতকাল সোমবার বিকেলে শেখ হাসিনা মানিকগঞ্জের সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সামরিক শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাচন দেয়া হয়েছিল। বাংলার জনগণ বুকের রক্ত দিয়ে সেই নির্বাচন প্রতিহত করেছে। তিনি বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। আমরা নির্বাচন চাই। কিন্তু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে বৈধ করার নির্বাচন দিয়ে কোন লাভ হবে না। আমরা ঐ নির্বাচন চাই, যাতে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করি না। ’৭৫-এর পর থেকে যে ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতি চলছে, সেই রাজনীতি বন্ধ করে বাংলার মাটি থেকে চিরতরে সামরিক শাসনের উচ্ছেদ করে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের

উদ্দেশ্য। তিনি বলেন যে, জনগণের শাসন না থাকলে মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সামরিক শাসন জনগণের মঙ্গল করতে পারে না, সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বরং সমস্যা বৃদ্ধিই করে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, তাদের সংগ্রাম সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করে আর একবার দেখিয়ে দিতে হবে যে, বাংলার মানুষ সামরিক শাসন চায় না।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যা চায়, তা আদায় করে ছাড়ে। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাই, জয় আমাদের হবেই ইনশাল্লাহ।

ক্ষমতা দখল করে দল গঠন করার সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন যে, কিছু লোক আছে যারা সরকারী দলে ছুটে যায়; কিন্তু তাদের কোন মূল্য থাকে না।

সরকারী অর্থে জনদল করার নিন্দা করে তিনি বলেন, বন্যার নামে, ত্রাণ তহবিলের নামে কোটি কোটি টাকা এনে এরশাদ সাহেব জনদল করছেন। এমন কি কোন কোন জায়গায় বলা হচ্ছে যে, জনদল করলে রিলিফ পাওয়া যাবে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে গরীব আরও গরীব হচ্ছে এবং ধনী আরও ধনী হচ্ছে বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন যে, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। তারপর থেকে দেশে চলছে সামরিক শাসনের যাতাকল, হত্যা আর ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে চলছে অস্থিতিশীলতা। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছিলেন দেশকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য, প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য। বঙ্গবন্ধুর স্বপন শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য শেখ হাসিনা সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মীর হাবিবুর রহমান। জনসভা পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম মহিউদ্দিন। জনসভায় শেখ হাসিনাকে একটি নৌকার প্রতিকৃতি ও পবিত্র কোরান শরীফ উপহার দেয়া হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল করে দলীয় কর্মী ও জনসাধারণ জনসভায় যোগদান করেন। জনসভায় বিপুলসংখ্যক মহিলাও যোগদান করেন।

সংবাদ

৪ অক্টোবর ১৯৮৪

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মোকাবিলায় খুনীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হচ্ছে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'গুণ্ডামি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব' থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জয় আমাদের একদিন হবেই হবে। সামরিক শাসকরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

পনের দল আহূত দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে হরতালের দিনে নিহত বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দিন আহমদের স্মরণে গতকাল বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জে আয়োজিত এক শোক সমাবেশে শেখ হাসিনা ভাষণ দিচ্ছিলেন।

কালীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই বিশাল শোক সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ রোদের খরতাপকে উপেক্ষা করে সমবেত হয়েছিল ময়েজ উদ্দিনের হত্যাকারীদের বিচারের দাবী জানাতে। কালীগঞ্জ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রূপগঞ্জ এবং কাপাসিয়া থেকেও জনগণ ছুটে এসেছে এই শোক সমাবেশে। 'খুনী আজমের ফাঁসি চাই' শ্লোগানে কালীগঞ্জ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

ময়েজউদ্দিন হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, বর্তমান সরকার গুণ্ডা ও খুনীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে মোকাবেলা করার পাঁয়তারা করছে। তিনি বলেন, এই সরকারের আমলে বহু নেতা ও কর্মীকে খুন হতে হয়েছে। ২৭ তারিখের হরতালে ময়েজউদ্দিন, তিতাস, স্বপন ও রমিজ বুকের রক্ত দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসন যতদিন থাকবে ততদিন হত্যা ও অস্ত্রের রাজনীতিই চলবে।

ময়েজউদ্দিনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সাহেব খুনী আজমকে ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাই শুধু মাহবুবুর রহমানকে সরালেই চলবে না। আগামী ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় সমবেত হয়ে বাংলার মানুষ যে সামরিক শাসন চায় না তা আর একবার রাষ্ট্রপতি এরশাদকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ময়েজউদ্দিন হত্যার বিচারের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন যে, খুনীরা এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে কালীগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে। ১৪ তারিখের মধ্যে পুলিশ যদি তাদের কর্তব্য পালনে

ব্যর্থ হয় তাহলে খুনীদের ধরে ঢাকার সমাবেশে নিয়ে আসার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ ও পনের দলের কর্মী এবং জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে চাই না। খুনীদের ঢাকায় আইনের কাছে হাওলা করব। আইন যদি কিছু না করে, তাহলে আত্মরক্ষার অধিকার জনগণের থাকবে।

কালীগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট আলাউদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (হারুন) শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) জনাব কামাল হায়দার, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদের (খালেক) জনাব আবদুল্লাহ সরকার, বাকশালের জনাব ফজলুল হক মণ্টু, সাম্যবাদী দলের জনাব আবদুর রউফ, গণ-আজাদী লীগের জনাব আবদুস সামাদ প্রমুখ পনের দলীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, জনাব মফিজুল ইসলাম কামাল, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব রহমত আলী প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

১৭ অক্টোবর ১৯৮৪

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়িত করে রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আওয়ামী লীগ থেকে দূরে সরে গেছেন, আবার মূল দলে ফিরে আসার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ১৬৮ জন সাবেক ছাত্রলীগ নেতার আওয়ামী লীগে যোগদান অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

২৩ জন চিকিৎসক, ২ জন চার্টার্ড, ৬ জন প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ১৬৮ জন সাবেক ছাত্রলীগ নেতার আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দলের

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ ও সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, দলীয় নেতা জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, দলীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে দলীয় সভানেত্রীকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জনাব কাজী ইকবাল এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব ওবায়দুল কাদের।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে, স্বাধীনতা এনেছে এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগে যোগদানকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তিনি নিজের ও দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান এবং নিজেদের কর্মদক্ষতা দিয়ে দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করার পর পরই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। যে আদর্শের জন্য বঙ্গবন্ধু জীবন দিয়ে গেছেন, সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করে তাঁর রক্তের ঋণ পরিশোধ করার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, সোনার বাংলা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু সোনার ছেলে চেয়েছিলেন। সেই সোনার ছেলে হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তিনি তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৫ অক্টোবর ১৯৮৪

ছাত্রদের বাদ দিয়ে আন্দোলন সফল হতে পারে না –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন হল শাখার কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের এক সভায় শেরেবাংলা নগরে জাতীয়

সমাবেশ থেকে ঘোষিত প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সমগ্র দেশের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে সর্বস্তরের ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না। তিনি বলেন, ছাত্ররা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তারাই এদেশের সবচাইতে সচেতন অংশ বিধায় তাদের দায়িত্ব অনেকাংশে বেশী। তাদের অভিভাবক এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি দুঃখী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অবশ্যই তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের যদি এখনও শুভবুদ্ধির উদয় না হয় তাহলে এদেশের জাগ্রত ছাত্র শ্রমিক কৃষক জনতা প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচীসহ আগামী ৮ই ডিসেম্বর হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে ৯ই ডিসেম্বর থেকে ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র কায়েমের সংগ্রামকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২৬ অক্টোবর ১৯৮৪

ইউপি চেয়াম্যানদের প্রতি শেখ হাসিনা

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অনির্বাচিত সরকারের কথা শুনতে বাধ্য নন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার নির্বাচন করার মনোভাব নিয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেনি। বরং ছলে বলে ও কৌশলে নির্বাচন বানচাল করার জন্যই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে।

শেখ হাসিনা গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে দলীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিপুলসংখ্যক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হাসিনার সাথে আলোচনায় মিলিত হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে সমবেত হয়েছিলেন। অফিসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেক চেরারম্যান অফিসের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার বক্তৃতা শোনেন। এই অনুষ্ঠানে ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, শেখ আব্দুল আজিজ, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব ওমর আলী, জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের পক্ষে জনাব আবুল কালাম আজাদ, খুলনা বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব আমির উদ্দিন, রাজশাহী বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব মিজানুর রহমান এবং ঢাকা বিভাগের পক্ষ থেকে মীর আবু তালেব খোকা বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব তোফায়েল আহমেদ।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নির্বাচন চাই। কিন্তু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে এবং প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, সংকট নিরসনের জন্য অবশ্যই ৫ দফা বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক্ষমতাসীনরা ছলে বলে কৌশলে যে কোনভাবে নির্বাচিত হতে চায় বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, তাদের উচ্চাভিলাষ দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষমতা বদলের জন্য হত্যার রাজনীতির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেই প্রক্রিয়াকে চিরতরে বন্ধ করে দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি।

শেখ হাসিনা বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয় না। কিন্তু নির্বাচনের পর দেখা গেছে যে, শতকরা ৭৫ ভাগ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ থেকে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকারী দলে নেয়ার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। দলীয় চেয়ারম্যানরা সরকারী চাপের কাছে মাথা নত না করায় শেখ হাসিনা তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

চেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি বলেন, আপনারা এই সরকারের কথা শুনতে বাধ্য নন, বরং সরকার আপনাদের কথা শুনে বাধ্য হবে।

সামরিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের প্রতিটি মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য তিনি চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের সাথে বিরোধীদলের আলোচনা হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে জনৈক চেয়ারম্যান শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, সরকার যখনই বিপদ দেখে, তখনই আলোচনার জন্য উন্মুখ হয়ে যায়–এই সব গুজবে আপনারা কান দেবেন না।

শেখ হাসিনা প্রতিটি গ্রামে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দলীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৫ দফার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নেন।

সংবাদ

২৮ অক্টোবর ১৯৮৪

বাংলার মানুষ যা চায় তা আদায় করে ছাড়ে –শেখ হাসিনা

(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

কুমিল্লা, ২৭ অক্টোবর।– আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যেকোন মূল্যে ৫ দফা দাবী আদায় করতে হবে। প্রতিরোধ পক্ষের প্রথম দিনে গতকাল শনিবার কর্ণফুলী ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে জনসমাবেশে বক্তৃতাদানকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন।

প্রতিরোধ পক্ষ সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা দেখিয়ে দিন, বাংলার মানষ যা চায় তা আদায় করে ছাড়ে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। তারপর থেকেই চলছে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে দল গঠন এবং নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অবৈধ সরকারকে বৈধ করার প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, এরশাদ সাহেবও ক্ষমতা দখল করে দল গঠন করেছেন এবং নির্বাচন করে তার অবৈধ সরকারকে বৈধ করার পাঁয়তারা করছেন। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ সামরিক শাসন চায় না। তারা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে।

তিনি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চান। তিনি বলেন, অবৈধ সরকারকে বৈধ করার নির্বাচন চাই না। তিনি বলেন, আমরা চাই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, অনেক প্রতিবাদ করেছি, আর প্রতিবাদ নয়। তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনকে চিরতরে উৎখাত করে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে কমলাপুর, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, মেথিকান্দা, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, ইমামবাড়ী ও কুমিল্লা রেলষ্টেশনে জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২৯ অক্টোবর ১৯৮৪

জনতার রায়কে অবজ্ঞা করা হয়েছে ঃ শেখ হাসিনা

(ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ২৮শে অক্টোবর।–আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বরের হরতালকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার যদি দাবী মেনে না নেয় তবে ৯ই ডিসেম্বর থেকে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হবে।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন যে, সামরিক শাসনকে আরো শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

আজ রোববার বিকেলে লালদীঘির ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, ৫ দফার শহীদদের রক্তকে অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত করেছেন। আমরা নির্বাচন চাই এবং ৫ দফার ভিত্তিতেই নির্বাচন দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যেভাবে চায় সেভাবেই নির্বাচন হবে। বাংলার মানুষ যে দাবী করে তা আদায় করে ছাড়ে। ইনশাল্লাহ জয় আমাদের হবেই।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, এ ওহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ডঃ কামাল হোসেন, বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমীর হোসেন আমু ও জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আখতারুজ্জামান বাবু, জনাব এম, এ মান্নান, জনাব মোশাররফ হোসেন বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন এ, বি, এম মহিউদ্দিন।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর থেকে দেশে হত্যার রাজনীতি চলছে। সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী লোক সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন।

ক্ষমতা দখল করে দল গঠন করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, দলছুট, আদর্শহীন, ক্ষমতালিপ্সু সমাজের ঘৃণিত কিছু লোক জনদলে যোগ দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, মনে রাখা উচিত বারবার এই প্রক্রিয়া কাজে লাগে না।

হাসিনা বলেন, দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের মাধ্যমে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সামরিক শাসন চায় কিনা প্রশ্ন করা হলে জনসভায় না না ধ্বনি দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা জনগণকে আওয়ামী লীগে যোগদান করে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সারাদেশে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রতিরোধ পক্ষকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে বিভিন্ন রেল ষ্টেশনে তার প্রতি যে ভালবাসা দেখানো হয়েছে তার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দোয়া করবেন আমি যেন তার মর্যাদা রাখতে পারি।

সংবাদ

২ নভেম্বর ১৯৮৪

হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি প্রতিহত করতে হবে ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন মহান বন্ধু, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন একজন মহান নেত্রী এবং বিশ্ব গণতন্ত্র একজন অতন্দ্র প্রহরীকে হারালো।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কমলাপুর রেলওয়ে মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক শোকসভায় তিনি একথা বলেন। গতকাল কমলাপুর রেলওয়ে মাঠে আওয়ামী লীগের পূর্বনির্ধারিত জনসভা ছিল। সভার শুরুতে শেখ হাসিনা এই জনসভাকে শোকসভা হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। শেখ হাসিনা ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে আগামী শনিবার শোক দিবস এবং সরকারী ছুটি ঘোষণা দেয়ার জন্য দাবী জানান। তিনি বাঙ্গালী হিসেবে এবং '৭১-এর কথা স্মরণ করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মজিবুল হক সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় অন্যান্যের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব

তোফায়েল আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, শেখ আবদুল আজিজ, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাশেষে একটি শোক মিছিল বের করা হয়। শেখ হাসিনা এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। কিন্তু সেখানকার প্রধানমন্ত্রীকেও আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হলো। তিনি বলেন, আজকে সারা বিশ্বে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে যেসব নেতা জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন, তাদেরকেই এভাবে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী হিংসা ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মত ব্যক্তিত্বকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু নেহরু পরিবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, রাজীব গান্ধী দায়িত্ব নিয়েছেন। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডী, মার্টিন লুথার কিং, ডঃ আলন্দে, পেট্রিস লুমুম্বা, একুইনো, বাদশাহ ফয়সল প্রমুখের হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকেও প্রাণ দিতে হয়েছে।

গরীব দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পদক্ষেপ নিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন যে, দেশকে ভালবাসা, জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করা যেন এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন যে, শ্রীমতী গান্ধীকেও মরতে হলো। কারণ তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেত্রী। ইন্দিরা গান্ধী শুধু ভারত নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন আশা করছিলাম ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে ঠিক সে মুহূর্তেই তাঁকে হত্যা করা হলো।

বাঙ্গালী জাতি কোন দিন ইন্দিরা গান্ধীর অবদান ভুলতে পারে না বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ এবং সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, যে মুহূর্তে আমরা গণতন্ত্রের সংগ্রাম করছি সে মুহূর্তে এই দুঃসংবাদ এলো। এমনি হত্যা আরও হতে পারে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হত্যাকে প্রতিহত করতে হলে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে

প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি বলেন, এই দেশে হত্যার রাজনীতিকে চিরতরে বন্ধ করার জন্যই আমরা ৫-দফার আন্দোলনে নেমেছি।

সংবাদ

৩ নভেম্বর ১৯৮৪

ভারতবাসীর জন্য বাংলাদেশের জনগণের সমবেদনা নিয়ে যাচ্ছি

–হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল গতকাল সকালে নয়াদিল্লী যাত্রা করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য ডঃ কামাল হোসেন ও জনাব আবদুস সামাদ আজাদ। শ্রীমতী গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাকও একই বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন।

নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে শেখ হাসিনা বলেন, "শোকাহত ভারতবাসীর জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণের সহানুভূতি ও সমবেদনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শ্রীমতী গান্ধীর হত্যাকাণ্ড শুধু ভারতের জনগণের জন্য নয়, গণতন্ত্র ও শান্তিকামী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বিরাট আঘাতস্বরূপ।"

শেখ হাসিনা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর দৃঢ়সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বলেন, "পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছিল সে সময় শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকার নির্যাতিত বাংগালীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক মহান বন্ধুকে হারালো।"

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও নগর কমিটির নেতা এবং কর্মীরা বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা, ডঃ কামাল হোসেন ও জনাব আবদুস সামাদ আজাদকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় হাসিনা

কলকাতা থেকে পিটিআই জানাচ্ছে ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতে আশ্রয়

গ্রহণকারী এক কোটি মানুষের প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর ভালবাসা ও সহানুভূতির কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন।

তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের জেলে আটক রাখার সময় তার জন্য প্রয়াতঃ প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগের কথাও শেখ হাসিনা স্মরণ করেন।

শ্রীমতী গান্ধীর শেষকৃত্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে নয়াদিল্লী যাওয়ার পথে আজ কলকাতা বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বলেন, এটা খুবই মর্মান্তিক যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারে থাকাকালে তাঁকে হত্যা করা হলো। এই হত্যাকাণ্ড এমন সময় সংঘটিত হলো যখন তিনি ভারতের জনগণের জন্যে এবং সেই সঙ্গে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে কার্যকর নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের জন্যে সমৃদ্ধি বয়ে আনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি বলেন, "এ ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না এবং বাংলাদেশে আমরা এখন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদ বন্ধ ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাচ্ছি"। তিনি বলেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্যেই শ্রীমতী গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে হলো।"

সংবাদ

১০ নভেম্বর ১৯৮৪

মুন্সিগঞ্জে শেখ হাসিনা

নির্বাচন স্থগিত নয়,

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ৫ দফা নিয়ে আমরা পথে নেমেছি। যতদিন পর্যন্ত দাবী আদায় না হয় ততোদিন পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। মুন্সিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল করিম বেপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ,

সমাজসেবা সম্পাদক জনাব মফিজুল ইসলাম কামাল, কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, মুন্সিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বক্তৃতা করেন।

জনসভায় বিভিন্ন উপজেলা থেকে আওয়ামী লীগ এবং অংগ-সংগঠনসমূহের কর্মীরা মিছিলযোগে যোগদান করে। বিকেল পৌনে ৩টায় লঞ্চযোগে শেখ হাসিনা মুন্সিগঞ্জ পৌঁছলে লঞ্চ টার্মিনালে দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। পরে তারা শেখ হাসিনাকে নিয়ে মিছিল করে জনসভায় যায়। শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে লঞ্চ টার্মিনাল থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত রাস্তায় বেশ কতকগুলো তোরণ নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বাজানো হয় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের রেকর্ড।

দেশব্যাপী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রব উঠেছে বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার চাই। আমরা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা চাই।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলার মাটিতে আর কোনদিন যেন সামরিক শাসন আসতে না পারে তার জন্য লড়াই করতে হবে।

তিনি বলেন যে, সামরিক শাসনের যাঁতাকলে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দেশ ও জাতি ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সামরিক শাসন চলতে থাকলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫ দফার ভিত্তিতে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন স্থগিত নয়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এমন হতে হবে যেন সরকার ও প্রশাসন কোন দলের পক্ষ নিতে না পারে। তিনি বলেন, সরকার কোন প্রার্থীর পক্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রচার চালাতে এবং সাহায্য করতে পারবে না।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশব্যাপী সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৮ই ডিসেম্বরের হরতালকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। তিনি ৯ই ডিসেম্বর থেকে সরকারের সাথে সব রকম সহযোগিতা বন্ধ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে সামরিক শাসকরা তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধ সরকারকে বৈধ করার প্রক্রিয়ায় মেতে ওঠে। ওই একই প্রক্রিয়ায় এরশাদ সাহেব প্রহসনমূলক

নির্বাচন চান। শেখ হাসিনা বলেন, দেশবাসী ঠকে শিখেছে, আমরা বারবার সেই অশুভ প্রক্রিয়া চালাতে দেব না।

শেখ হাসিনা জনদলের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্যও তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৩ নভেম্বর ১৯৮৪

ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে শোকসভা

বাংলাদেশ একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, দেশ ও জাতিকে ভালবাসা এবং শোষিত–বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ কামনা করার অপরাধে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাম্রাজ্যবাদের হাতে জীবন দিতে হচ্ছে।

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে রমনা বটমূলে আয়োজিত শোকসভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদের মনে রাখা উচিত, এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠকে রোধ করা যায় না। যারা বঞ্চিত জাতিকে ভালবাসে, তাঁদের হত্যা করে আন্দোলনকে বন্ধ করা যাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী গণতন্ত্রের একজন অতন্দ্র প্রহরীকে হারিয়েছে; বাংলাদেশ হারিয়েছে তার স্বাধীনতার অকৃত্রিম বন্ধুকে এবং ভারত ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন হারিয়েছে একজন মহান নেত্রীকে। ইন্দিরা গান্ধীর অবদান বাঙ্গালী জাতি কোনদিন ভুলবে না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি (ইন্দিরা) ১ কোটি বাঙ্গালীকে ভারতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য এবং জাতির জনকের জীবন রক্ষার জন্য তিনি দেশে দেশে ঘুরেছিলেন বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য। তিনি বলেন, তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা সফল মুক্তি সংগ্রামের জয়লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্যও তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা যখন আন্দোলন করছি এবং আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, সেই মুহূর্তে একটি গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের আঘাত এলো। এই উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা আনার জন্য বহুদিন ধরেই ষড়যন্ত্র চলছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিল শোষিত মানুষের বিজয়। যারা সেদিন পরাজিত হয়েছিল, যে শক্তি তাদেরকে অস্ত্র দিয়েছিল তারা পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। তাই '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট প্রথম আঘাত আসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। এরপর কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কদের।

তিনি বলেন, এই আঘাত মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ ছাড়া অন্য কিছু নয়। '৮৪ সালে আবার আঘাত এল ইন্দিরা গান্ধীর ওপর, এই আঘাত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই আঘাত পরাজিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আর একটি আঘাত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা করে কোনদিন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি বলেন, আমরা আছি, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। প্রয়োজন হয় আরো রক্ত দেব। তিনি বলেন, বুলেট একদিন ফুরিয়ে যাবে কিন্তু রক্ত ফুরাবে না। নির্যাতিত মানুষের জয় একদিন হবেই হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর বাংলাদেশে ১ দিনের ছুটি ঘোষণা এবং শোক দিবস পালন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, এর চেয়ে অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর অবদান ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ যে নেতার জন্ম না হলে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীন হতো না, সেই মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করা হয় না। সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে যিনি সাহায্য করেছিলেন তার অবদান স্বীকার করা হবে না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সংবাদ

১৬ নভেম্বর ১৯৮৪

ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনবেন না ঃ শেখ হাসিনা

ক্ষমতা দখল নয়, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসানই লক্ষ্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নিছক ক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করছে না। বাংলার মাটি থেকে চিরতরে

হত্যা আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য।

গতকাল বিকেলে আজিমপুর বটতলায় আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন। আজিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব রেজা আহমদ রেজওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল ও জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, দলের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব এম, এ, জলিল, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু, নগর আওয়ামী লীগের জনাব ওমর আলী, জনাব মোফাজ্জল হোসেন মায়া এবং জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও জনাব নাসরুল্লাহ।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, আইউব খান একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করেন, তারপর কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর এই প্রক্রিয়া আবার শুরু হয় এবং এখনও চলছে।

গত ৯ বছর ধরেই দেশে প্রকৃত পক্ষে সামরিক শাসন চলছে।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া আর চলতে দেয়া যায় না। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেশে চালু হোক–এটাই আজ সবার কাম্য। তা না হলে দেশে স্থিতিশীলতা আসবে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার ফলেই দেশের অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনামলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। দেশে সামরিক শাসন যতদিন থাকবে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না। শেখ হাসিনা আরও বলেন, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ-সাহায্য সব অনুৎপাদক খাতে সরকার ব্যয় করছেন। নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে না। সরকারী তহবিলের টাকা ব্যয় করে জনদল গড়া হচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে রাজধানীর রাস্তার আইল্যাণ্ড ভেঙ্গে নতুন আইল্যাণ্ড তৈরী করা; আর কোন কাজ নেই।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার তীব্র সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, মহলবিশেষ আবার ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনছে। তিনি বলেন, দেশের চার মূলনীতির অন্যতম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, যে যার ধর্ম পালন করবে। রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না, এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতা।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের রায় না নিয়ে অবৈধভাবে যারা ক্ষমতায় আসে তারা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকা দেয়ার জন্যই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি শুরু

করে। '৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলন বানচালের জন্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যর্থ হয়েছে। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও ধর্মের নামে পাকিস্তানী শাসকরা গণহত্যা চালিয়েছে, নারী নির্যাতন করেছে। আজও একটি বিশেষ মহল হঠাৎ ভোল পাল্টে টুপি পরে মাঠে নেমেছে–ধর্মের জিগির তুলছে। কদিন আগেও এদের অন্য নীতি ছিল। অন্য কথা বলতো–আজ তাদের নতুন নীতি। এদের মুখে ধর্মের কথা মানায় না।

শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীকে সকল বিতর্কের উর্ধে রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাষ্ট্রের সংবিধানেই সেনাবাহিনীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুই আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু '৭৫ সালে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী লোক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। আর তারপর থেকেই চলছে বিশৃংখলা। জনগণ ও সেনাবাহিনী মুখোমুখি অবস্থানে চলে যাক এটা কারো কাম্য হতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের অন্ন বস্ত্রের নিশ্চয়তার জন্যই আজ গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলছে। জনগণ চায় নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। কিন্তু বর্তমান জনদলীয় সরকারের কাছ থেকে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করা যায় না। এধরনের সরকার শুধু প্রহসনের নির্বাচনই করতে পারে। প্রহসনের মাধ্যমে এরা ক্ষমতা বৈধ করতে চায়।

শেখ হাসিনা বলেন, কয়েকটি হরতারের মাধ্যমে জনগণ ৫ দফা তথা সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছে। আগামী ৮ই ডিসেম্বরে ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালন করে জনগণ আবার ঘোষণা করবে যে, তারা সামরিক শাসন চায় না।

৯ই ডিসেম্বর থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার জন্যও শেখ হাসিনা আহ্বান জানান।

জনসভায় নেতৃবৃন্দ নৌকার আকৃতির একটি মঞ্চ থেকে ভাষণ দেন। জনসভা উপলক্ষে আশপাশের রাস্তায় কয়েকটি নৌকা-তোরণ তৈরী করা হয়। জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে রূপা ও কাঠের তৈরী নৌকার প্রতীক, জাতীয় পতাকা, পবিত্র কোরান, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও পুষ্পস্তবক উপহার দেয়া হয়।

সংবাদ

১৯ নভেম্বর ১৯৮৪

বিরোধীদল নয়, সরকারই নির্বাচন চায় না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৫ দফার ভিত্তিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর পুনরুল্লেখ করে বলেছেন, সাংবিধানিক সংকটের সমাধান শুধুমাত্র জনগণের সরকারই দিতে পারে।

গতকাল তিতুমীর কলেজে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মামুন সিরাজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু, ছাত্রলীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান, জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন আবার বাতিল করেন। এর দ্বারা সরকার বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চান যে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের বিরোধী। কিন্তু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না করায় প্রমাণ হয় যে, বিরোধী দল নয়, সরকারই নির্বাচন চায় না।

তিনি বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। আমরা জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাই। আগে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে, নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে, দল গঠন করে, নির্বাচনের নামে প্রহসন করতে দিতে চাই না।

শেখ হাসিনা বলেন, গত ৯ বছরে সেনাবাহিনীকে বার বার ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচনের নামে প্রহসন করে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। আমরা আর ধোঁকা খেতে রাজী নই। এ কারণেই আমরা এবার নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছি।

তিনি বলেন, বাংলার জনগণ শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করে অতীতে রায় দিয়েছে যে, তারা সামরিক শাসন চায় না। কিন্তু জনগণের রায় বারবার উপেক্ষা করা হচ্ছে। আগামী ৮ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা হরতাল হবে। এরপরেও যদি সরকার জনগণের রায় না মানে, তাহলে দেশব্যাপী সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে বলে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন।

সংবাদ

২১ নভেম্বর ১৯৮৪

নির্বাচনের নামে প্রহসনের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে দেব না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শেরপুর, ২০শে নভেম্বর।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সামরিক সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নির্বাচনের নামে প্রহসনের নীলনকশা প্রণয়ন করেছে। আমরা সে নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে দেব না।

আজ বিকেলে শেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় শহীদ দারোগালী পার্কে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোঃ আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আবদুল মান্নান, জনাব জিল্লুর রহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান, যুব সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম ও টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুর রহমান।

শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসনের যাঁতাকলে সমগ্র জাতি আজ নিষ্পেষিত। চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হয়েছে। সরকারের ভুল পদক্ষেপের কারণে জাতীয় অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০, আর বর্তমানে শতকরা ৬৭ জন ভূমিহীন।

তিনি বলেন, অগণিত শহীদের রক্ত আর মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে তা করতে চেয়েছিলেন বলে তাকে হত্যা করা হলো।

আওয়ামী লীগ নেত্রী ক্ষোভ করে বলেন, যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলো, জেলখানায় চার নেতাকে হত্যা করলো তাদের বিচার হলো না।

প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তিনি আজ দেশান্তরে। অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করেছে তাদেরকে দূতাবাসের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশে ষড়যন্ত্র চলছে, এই ষড়যন্ত্র আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে, কারণ আমরা জনগণের কথা বলি। তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের কথা বলি। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে

আপোষ করতে চাননি বলেই শেখ মুজিবকে সপরিবারে জীবন দিতে হলো। শেখ হাসিনা বলেন ঃ বাংলার কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমি আমার বাবা-মা-ভাইকে ফিরে পেতে চাই।

গণমুখী একটি শিক্ষানীতি দাবী করেছিল বলেই ঢাকার রাজপথে ছাত্রদের জীবন দিতে হলো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৮ই ডিসেম্বর হরতাল পালন ও আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

জামালপুর

জামালপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মানুষকে সামরিক স্বৈরশাসন ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ১৫ দলের নেতৃত্বে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা গতকাল দুপুরে শেরপুর যাওয়ার পথে জামালপুর ফেরীঘাটে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, '৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ধারা সূচিত হয়েছে, সে ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বর্তমানে এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে তা বৈধ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগ ও ১৫ দলের নেতৃত্বে এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

সংবাদ

২২ নভেম্বর ১৯৮৪

পূবালী ব্যাঙ্ক ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা পূবালী ব্যাংক ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। সামরিক শাসন যতদিন থাকবে, ততদিন এসব সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পূবালী ব্যাংক ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকেলে আয়োজিত জাতীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। মতিঝিলের পূবালী ব্যাঙ্ক চত্বরে এ সমাবেশের আয়োজন করে পূবালী ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সভাপতি জনাব কামালউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ১৫ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় নেতা জাসদের জনাব শাজাহান সিরাজ, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সিপিবি'র শ্রী অজয় রায়, বাসদের জনাব মাহবুবুল হক, ন্যাপ (হাঃ)-এর জনাব হাসান আলী, ন্যাপ (মো)-এর জনাব কামাল হায়দার, সাম্যবাদী দলের শ্রী দিলীপ বড়ুয়া, মজদুর পার্টির জনাব শাহ আলম, জাতীয় শ্রমিক লীগের শাহ মোঃ আবু জাফর, জাতীয় শ্রমিক লীগ বাংলাদেশ-এর জনাব হাবিবুর রহমান, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা জনাব আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী ও ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশনের জনাব রেজাউল করিম। সমাবেশে পূবালী ব্যাংক হস্তান্তর প্রতিহত করার জন্য ইউনিয়নের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, স্বাধীনতার পর শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান শিল্প এবং ব্যাংক ও বীমা জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বিরাষ্ট্রীয়কারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিল্পায়ন করতে হলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বহাল রেখেই বেসরকারী খাতে শিল্প গড়ে তোলা যেত। কিন্তু তা না করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প তুলে দেয়া হচ্ছে ব্যক্তিমালিকদের হাতে। এমনকি ৩শ' কোটি টাকার পূবালী ব্যাংক পর্যন্ত মাত্র ১৬ কোটি টাকায় ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সারাদেশ এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু ক্ষমতাসীন মহল তাতে কর্ণপাত করেনি। ক্ষমতায় যারা আছেন তারা জনপ্রতিনিধি নন, তাই জনগণের দাবী তারা মানবেন না।

শেখ হাসিনা বলেন, আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে পুঁজির বিকাশ প্রয়োজন। এর জন্য মিশ্র অর্থনীতিও থাকতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ধ্বংস করে যারা জাতীয় অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

পূবালী ব্যাংকের শেয়ার ক্রেতাদের উদ্দেশে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শেয়ার না কিনে আপনারা বরং নিজেরা নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই ঋণের টাকা আদায়ের জন্য সরকারের কোন মাথা ব্যথাই নেই। অবৈধভাবে যারা ক্ষমতায় আসে, তারা এসব বিষয় নিয়ে ভাববে–এটা আশা করা যায় না।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। কোন কোন রাজনৈতিক দল রয়েছে, যাদের জনসমর্থন নেই, ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় এসে আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। তারা আবার ষড়যন্ত্র করছে। এভাবেই এরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যেতে চাই। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখল আমাদের লক্ষ্য নয়।

সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী করে শেখ হাসিনা বলেন, সাংবিধানিক সংকটের সমাধান নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে পারে। ১৫ দলের ৫ দফা মেনে নিলে দেশ বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে। শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বরের হরতাল সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণ আবার রায় দেবে যে, তারা সামরিক শাসন চায় না।

সমাবেশের অন্যান্য বক্তাও পূবালী ব্যাংক কর্মচারীদের দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ও বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

২৪ নভেম্বর ১৯৮৪

মীরপুরের জনসভায় শেখ হাসিনা

যুগপৎ আন্দোলনের ওপর

গুরুত্ব আরোপ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য মহলবিশেষ চক্রান্ত করছে। এ চক্রান্তে জনগণ বিভ্রান্ত হবে না, কারণ ৫ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐক্য নেতার ঐক্য নয়, এই ঐক্য সমগ্র জাতির। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, ৫ দফা আদায়ের জন্য ১৫ ও ৭ দল যুগপৎ কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল বিকেলে মীরপুর এক নম্বর সেকশনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। শাহ আলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, দলের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, নগর আওয়ামী লীগের নেতা জনাব ওমর আলী, জনাব মোফাজ্জল হোসেন মায়া, খন্দকার হাবিবুর রহমান, জনাব এস, এ খান প্রমুখ। সভার শুরুতে শেখ হাসিনাকে কোরান শরীফ, নৌকা প্রতীকসহ বিভিন্ন উপহার দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, ১৫ দল ৫ দফা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। আমাদের আন্দোলনের সাথে ৭ দলীয় জোটও রয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করছি। ১৫ দলে ১৫টি মত, ৭ দলে ৭ মত থাকতে পারে। দুই জোটের মধ্যেও আবার মতপার্থক্য থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও আমরা যুগপৎ কর্মসূচীতে রয়েছি। কিন্তু মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য একটি মহল বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা গণতন্ত্রের দাবীতে গড়ে ওঠা বৃহত্তর ঐক্য নষ্ট করতে চায়। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমরা আন্দোলন করছি ক্ষমতা বদলের ক্ষেত্রে হত্যা ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া বন্ধ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয় চালু করার জন্য। আমরা নিজেরা একে অপরের সমালোচনা করতে পারি; কিন্তু আমাদের সহনশীলতা থাকাও দরকার আছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দল, আওয়ামী লীগ বা অন্য দল থেকে কোন নেতা ভাগিয়ে নিয়ে গেলে আন্দোলন ব্যাহত হবে না। অতীতে এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে কেউ আন্দোলন নষ্ট করতে পারেনি। অনেক তারা আকাশ থেকে খসে যায়, কিন্তু আকাশের তাতে ক্ষতি হয় না। আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে কখনো বেঈমানী করেনি, করবেও না।

আন্দোলন নস্যাতের চক্রান্তে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই চিরতরে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, যারা বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতাদের হত্যা করেছে, সামরিক শাসন জারি করেছে, তারাও গণতন্ত্রের কথা বলছে। এরাও নির্বাচন চায় বলছে। এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা ভূতের মুখে রামনামের মতো।

নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনের সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নির্বাচন চাই। অথচ সরকার বারবার

নির্বাচনের তারিখ দিয়ে তা আবার বাতিল করে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চান। নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীনদের অস্তিত্ব থাকবে না, তাই তারা নির্বাচন চায় না। ৮ই ডিসেম্বরের হরতাল ও ৯ই ডিসেম্বর থেকে অসহযোগ আন্দোলন সফল করার জন্য শেখ হাসিনা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যাংক, বীমা ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার বিরোধিতা করে শেখ হাসিনা বলেন, দেশে শিল্পায়নের জন্য বেসরকারী খাতে নতুন শিল্প গড়ে তোলা যেত, কিন্তু সরকার তা না করে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি মিরপুরে পরিত্যক্ত বাড়ীঘরের দাম যুক্তিসঙ্গত হারে নির্ধারণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান।

সংবাদ

২৬ নভেম্বর ১৯৮৪

ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ দফার সংগ্রাম জয়যুক্ত করুন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ দফা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ৫ দফা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণ যদি একতাবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করে তাহলে আমরা জয়যুক্ত হবই ইনশাল্লাহ।

শেখ হাসিনা গতকাল রোববার দুপুরে তারাকান্দা, ফুলপুর ও বিকেলে হালুয়াঘাটে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন। এসব জনসভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, সমাজসেবা সম্পাদক জনাব মফিজুল ইসলাম কামাল, মহিলা সম্পাদিকা আইভি রহমান ও কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য জনাব রফিক উদ্দিন ভুইয়া উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর সারাদেশে ২৪ ঘণ্টার হরতাল সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, হরতাল পালনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে আরেকবার জানিয়ে দিন যে, বাংলার মানুষ সামরিক শাসন চায় না, চায় তাদের অধিকার।

৫ দফার ভিত্তিতে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নির্বাচন চাই; কিন্তু প্রহসনমূলক নির্বাচন চাই না।

অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য দল গঠন করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষমতা দখল এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে বৈধ করার পালা বারবার হতে দেয়া হবে না।

তিনি বলেন, এ সরকারের আমলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হচ্ছে। সামরিক সরকার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। শুধু নতুন সমস্যা জন্ম দিতে পারে।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, জনগণ বারবার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে কিন্তু জেনারেল এরশাদ জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে সামরিক শাসন প্রলম্বিত করছেন।

হালুয়াঘাট যাবার পথে তারাগঞ্জ ও ফুলপুরে অনুষ্ঠিত দু'টি পৃথক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক এবং হালুয়াঘাটের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন হালুয়াঘাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান খান।

হালুয়াঘাটে জনসভা শুরু হবার সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সমবেত জনতা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনার বক্তৃতা শোনেন।

সংবাদ

২৭ নভেম্বর ১৯৮৪

দলছুটরা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে যাবে

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন যে, বিভিন্ন দল থেকে কিছু লোক ভাগিয়ে নিয়ে ৫ দফা আন্দোলনকে বানচাল করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, কিন্তু এতে আন্দোলনের কোন ক্ষতি হবে না, বরং যারা সামরিক সরকারের সাথে হাত মেলাবে তারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

গতকাল সোমবার দুপুরে ফুলবাড়িয়া ও বিকেলে মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগ অয়োজিত দুটি জনসভায় শেখ হাসিনা ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, ৫ দফা আন্দোলনের মূল কথা আমরা সামরিক শাসন চাই না, জনগণের শাসন চাই; অর্থাৎ '৭৫-এ যে অধিকার হারিয়েছি তা ফিরে পেতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দলের মধ্যে ভিন্নমত ভিন্ন আদর্শ আছে, তেমনি ৭ দলের মধ্যেও ভিন্নমত ও আদর্শ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছি।

শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর হরতালকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এরপর ৯ই ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবো।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের গুলীবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব তোফায়েল আহমদ, মফিজুল ইসলাম কামাল ও আইভি রহমান। ফুলবাড়িয়ার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট মোসলেমউদ্দিন এবং মুক্তাগাছায় এডভোকেট শামসুল হক।

ফুলবাড়িয়া যাবার পথে দাপুনিয়া, আচুয়ায় পথসভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

২৯ নভেম্বর ১৯৮৪

নতুন চেতনা নিয়ে তরুণদের

এগিয়ে আসতে হবে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিগুলোর প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশ ও জাতি এক ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। এসময় নতুন চেতনা আর বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে জনগণকে বিশেষভাবে তরুণ সমাজকে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি অর্জিত স্বাধীনতা নস্যাতের জন্য বিভিন্নভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে।

গতকাল সকালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। স্থানীয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি জনাব মনজুর মুস্তফা আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব জিল্লুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, ধর্মকে নিয়ে আবার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ধর্মের নামে মুখচেনা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অতীতের মত আবার মাঠে নেমেছে। কিন্তু তারা কখনোই সফল হয়নি। শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ৮ই ডিসেম্বরের হরতাল ও ৯ই ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলন বানচাল করার জন্য, আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য মহলবিশেষ তৎপর রয়েছে। ১৫ দলে ১৫ মত থাকতে পারে, ৭ দলে ৭ মত থাকতে পারে, আবার দুই জোটের মধ্যেও মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু আমরা নিম্নতম ৫ দফা কর্মসুচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে যুগপৎ আন্দোলনে রয়েছি। ৫ দফার জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে। জনগণের রক্ত কোনদিন বৃথা যায় না। ৫ দফা আমরা আদায় করে ছাড়বো।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের নীতি দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। উন্নয়নশীল একটি দেশে মিশ্র অর্থনীতি চলতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। এই ঋণ দিয়ে শিল্পও হয়নি, সরকার টাকাও আদায় করেননি। সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, চাকরি না পেয়ে জীবিকার তাগিদে আমাদের ডাক্তাররা বিদেশ চলে যায়। আর দেশের মানুষ চিকিৎসার অভাবে মরে। বঙ্গবন্ধু দেশে ৩৫৭টি হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বলেন, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনীতিসহ দেশের সব ক্ষেত্রেই আজ সংকট। এর জন্য সরকারের ভ্রান্তনীতি দায়ী। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া এসব সমস্যা থেকে মুক্তি নেই।

জনাব জিল্লুর রহমান '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের সংগ্রাম আরও তীব্র করার আহ্বান জানান।

নবীন বরণ উপলক্ষে গতকাল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

যশোর

যশোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রূপদিয়ায় তার ভাষণে দলত্যাগীদের আবার দলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আপনারা আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হোন।

আগামী ৮ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টার হরতাল সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হরতালের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে আরও একবার জানিয়ে দিতে হবে যে, দেশবাসী সামরিক শাসন চায় না।

তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই নির্বাচন চাই। কিন্তু সে নির্বাচন হতে হবে ৫ দফার ভিত্তিতে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে, ধনী আরো ধনী হচ্ছে। সামরিক সরকার কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারে না, কেবল পারে নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিতে।

তাই এদেশ থেকে চিরতরে সামরিক শাসনের মূলোৎপাটনের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ দফার আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে।

এর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যশোর জেলা আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন করেন। যশোর বিমানবন্দরে পৌঁছলে বিপুলসংখ্যক কর্মী তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানান।

খুলনা

খুলনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় আটরায় স্থানীয় আলীম জুট মিল ময়দানে এক শ্রমিক জনসভায় শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেল, ১৫ দল ঘোষিত আগামী ৮ই ডিসেম্বরের পূর্ণ দিবস হরতাল এবং ৯ই ডিসেম্বর থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলন বাংলার মানুষ জীবন দিয়ে হলেও সফল করবে। কেননা গণ-আন্দোলন ছাড়া জাতীয় দাবী ৫ দফা এবং ১৪ই অক্টোবরের জাতীয় সমাবেশে ঘোষিত আর্থ-সামাজিক কর্মসুচী বাস্তবায়নের আর কোন বিকল্প পথ নেই।

আফিল জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ নসু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ, শ্রমিক নেত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ও কামরুজ্জামান চুন্নু।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দল শ্রমিক কৃষক ক্ষেতমজুর ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। এই ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে আশু জাতীয় দাবী ৫ দফা আদায়ের জন্য জোরদার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ ৫ দফা দাবীর মধ্যে রয়েছে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির মূল কথা।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা চাই সমস্ত সরকারী কর্মচারী রাজনীতিমুক্ত থাকুক এবং তারা কারো ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক। জনসভাশেষে শেখ হাসিনা খুলনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আনসার আলীকে দেখতে যান।

সংবাদ

৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪

কোন চক্রান্তই জনগণের ঐক্যে
ফাটল ধরাতে পারবে না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

টুঙ্গীপাড়া, ২রা ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেছেন, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত জনগণের আন্দোলনে ফাটল ধরানোর জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নতুন করে চক্রান্ত শুরু করেছে। তিনি এই চক্রান্ত সম্পর্কে সাবধান থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি গতকাল গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গীপাড়া হাইস্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব মজলেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দলের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রউফ ও প্রাক্তন এমপি শেখ সেলিম বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, কোন চক্রান্তই সামরিক শাসনবিরোধী জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। এদেশ থেকে চিরতরে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাতে জনগণ আজ বদ্ধপরিকর।

তিনি বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একের পর এক সামরিক সরকার এসে প্রহসনমূলক নির্বাচন দিয়ে নিজেদের বৈধ করতে চায়। জনগণ আর প্রহসনের নির্বাচন চায় না। তিনি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

সংবাদ

৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪

শনিবার হরতাল, রোববার থেকে
পর্যায়ক্রমে অসহযোগ আন্দোলন

ষড়যন্ত্র চালিয়ে আন্দোলন
বানচাল করা যাবে না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ৫ দফার ভিত্তিতে গণতন্ত্র আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলছে তা কেউ বানচাল করতে পারবে না। আগামী ৮ই ডিসেম্বর শনিবার ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালন এবং ৯ই ডিসেম্বর রোববার থেকে পর্যায়ক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানা হবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে ষ্টেডিয়াম গেটে ১৫ দল আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণে তিনি একথা বলেছেন।

শেখ হাসিনা আগামী ৮ই ডিসেম্বর হরতাল এবং পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসুচী প্রসঙ্গে বলেন, ৫ দফা দাবী আদায়ে ১৫ দল যুগপৎ আন্দোলন করছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকলেও ৫ দফা দাবী আদায়ে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষ আর সামরিক শাসন চায় না। ষড়যন্ত্র করে আন্দোলনকে বানচাল করা যাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, অতীতে আইউব ও ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থাকার জন্য পবিত্র ইসলামকে ব্যবহার করেছেন। ধর্মের নামে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যে নির্যাতন চালিয়েছে তা আমরা ভুলিনি। আসলে ক্ষমতাসীনদের স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। শাসকরা দুর্বলতা ঢাকার জন্য এ রকম করেন। এরশাদ সাহেবও তাই করছেন। এতে ধর্মকে অপমান করা হয়। তিনি জনগণকে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলার মানুষকে এসব ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। '৭১-এর চেতনা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, ৫ দফা আদায়, সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের নামে প্রহসন করে তাদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। এ লক্ষ্যে আন্দোলন চলছে। তিনি আরো বলেন, সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতীয়করণসহ তার অনুসৃত সব নীতিই একে একে বাতিল করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা হরতাল এবং ৯ই ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে অসহযোগ আন্দোলনে জনগণকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ৮ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালন করা হবে। বর্তমান সরকার একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার নয় বলে ৯ই ডিসেম্বর থেকে খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করা হবে। সকলকে সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে। শেখ হাসিনা সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবাদ

৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪

এ সরকারের ক্ষমতায় থাকার
কোন অধিকার আর নেই
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা '৭১-এর চেতনা নিয়ে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলার জনগণ সাফল্যের সাথে আর একবার হরতাল পালন করে ঘোষণা করল তারা সামরিক শাসন চায় না। কাজেই এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার আর নেই। লজ্জা থাকলে এই সরকার এখনই পদত্যাগ করতেন।

২৪ ঘণ্টা হরতাল পালন উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররমের সামনে ষ্টেডিয়াম গেটে ১৫ দলের গণসমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। সমাবেশে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সংবলিত ঘোষণা পাঠ করা হয়। সমাবেশে শেখ হাসিনাই ছিলেন একমাত্র বক্তা। ১৫ দলের সব অঙ্গদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মিছিল ব্যানার ফ্যাস্টুন নিয়ে সমাবেশে হাজির হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বৈরশাসন উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কোন নির্যাতন বা ষড়যন্ত্র আন্দোলন থামাতে পারবে না। জেনারেল এরশাদের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেছে, বিদায় তাকে নিতেই হবে। জনগণ যা চায় তা-ই আদায় করে ছাড়ে।

তিনি বলেন, গত বছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের ওপর গুলী চালিয়ে যে নির্যাতনের সূচনা হয়েছিল, তা আজও চলছে। এজন্য জনগণও সামরিক শাসনের

বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে, আগে চারবার সফল হরতাল করেছে। সরকারের মনে রাখা উচিত নির্যাতন করে বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে প্রহসনের নির্বাচনে ক্ষমতা বৈধ করা আমরা চাই না। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ৫ দফা দেয়া হয়েছে। সামরিক সরকার বারবার নির্বাচনের তারিখ দেন, আবার নিজেরাই তা স্থগিত করেন। তারা নির্বাচন চান না, কারণ তারা ভালভাবেই জানেন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জনগণের রায় ৫ দফার পক্ষেই যাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকের অভূতপূর্ব সফল হরতালের পরে সরকারের চৈতন্য হওয়া উচিত। এখনও সময় আছে, ৫ দফা মেনে নিয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তা না হলে আগামী ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টা হরতাল হবে।

শেখ হাসিনা সরকারী প্রশাসন এবং পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর প্রতি নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান। ১৫ দল আহূত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করার জন্যও শেখ হাসিনা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং এ প্রসঙ্গে প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, জনসমর্থনহীন সরকারের সাথে সহযোগিতা করে লাভ নেই, আপনারা জনতার কাতারে আসুন।

শেখ হাসিনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল সফল করার জন্য ১৫ দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানান। হরতালের সময় বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার ও কর্তব্যরত সাংবাদিকসহ জনসাধারণের ওপর নির্যাতনের তিনি প্রতিবাদ করেন এবং উস্কানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক গুলীবর্ষণের নিন্দা করেন এবং জনাব আজাদকে গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী হবেন।

সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে হরতালের সময় কর্তব্যরত ৬ জন সাংবাদিকের উপর পুলিশের নির্যাতন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর জনৈক শিক্ষকের গুলীবর্ষণের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে উক্ত শিক্ষকের বিচার ও তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানানো হয়।

গতকালের সমাবেশে ১৫ দলের ঘোষণা পাঠ করেন বাসদ নেতা জনাব মাহবুবুল হক, সমাবেশ পরিচালনা করেন জাসদ নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ।

সংবাদ
১১ ডিসেম্বর ১৯৮৪
স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সরকারের প্রশ্রয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

খুলনা, ১০ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ডিসেম্বর প্রতিটি বাঙালীর কাছে স্মৃতিবিজড়িত মাস। এ মাস যেমন শোকাবহ ও দুঃখের তেমনি অন্যদিকে গৌরবের।

তিনি বলেন, আজ স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সরকারের আশ্রয়ে থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আজ স্বাধীনতার মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নষ্ট এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা আজ সন্ধ্যায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। খুলনা নগর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এডভোকেট মঞ্জুরুল ইমামের সভাপতিত্বে এতে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি জনাব আলীমুদ্দীন, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আবদুস সালাম, শরীফ খসরুজ্জামান ও অধ্যাপিকা হোসনে আরা রুনু।

শেখ হাসিনা বলেন, এ সরকার প্রতিনিধিত্বশীল বৈধ সরকার নয়, তাই অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দিতে হবে। তিনি বলেন, ৫-দফা আদায়ের জন্যে আমরা আন্দোলনে নেমেছি এবং এর জন্যে অনেক রক্ত ঝরেছে, প্রয়োজনে আরো রক্ত দিতে হবে। কোন ষড়যন্ত্র আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। আন্দোলনে যারা বেঈমানি করবেন তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন।

তিনি বলেন, আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামরিক জান্তা ক্ষমতায় এলে যখন দেখে যে, তাদের জনসমর্থন নেই তখন তারা ধর্মকে ব্যবহার করে এবং ভাড়াটে ধর্ম ব্যবসায়ীদের মাঠে নামায়। এরশাদ যাদের মাঠে নামিয়েছেন, তারা ছিল হানাদার বাহিনীর দোসর। জনগণ তাদের চিনে। সুতরাং ধর্মের নামে তারা বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

তিনি শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে তাদের দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি খুলনার আন্দোলনরত দর্জি শ্রমিকদের ৬ দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্যেও মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাগেরহাট থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন যোগে জানান: আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত ৮ই ডিসেম্বর বাংলার মানুষ সফল হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণ করলো জনগণ সামরিক আইন চায় না। জনগণ গণতন্ত্র চায়, স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেই।

শরণখোলায় পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে আজ দুপুরে বাগেরহাট পৌর পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভাষণদানকালে একথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোজাম্মেল হোসেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ নির্বাচনের নামে প্রহসন করে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে যে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে তা চিরতরে বন্ধ করতেই হবে। তিনি বলেন, দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কল-কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। এতে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ধনী হচ্ছে, অপরদিকে গরীব আরো গরীব হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আজ ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র চলছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী পুলিশ, বিডিআর এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আর যেন একটা গুলী না হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে একাত্তরের চেতনা নিয়ে মানুষ আজ জেগে উঠেছে। আগামী ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর ৪৮ ঘণ্টা সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জনগণ সকল প্রকার ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব পৌরকর বন্ধ করে দেবে।

এর পূর্বে শেখ হাসিনা বাগেরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রলীগ কর্মী গোলাম মোস্তফাকে দেখতে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে গোলাম মোস্তফার সুচিকিৎসার দাবী জানান।

সংবাদ

১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪

২২-২৩শে ডিসেম্বর হরতাল সফল করুন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঈশ্বরদী, ১১ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সরকারের ছত্রছায়ায় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নতুন ষড়যন্ত্রে নেমেছে।

স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন : আসুন আর একবার 'জয় বাংলা' ধ্বনি তুলে একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু স্বৈরশাসন ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে যেভাবে পরাস্ত করেছিলেন সেই ভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করি। শেখ হাসিনা আজ পাকশি ফেরীঘাটে এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই সরকার জনগণের নয়, তাই তাদের কোন খাজনা ট্যাক্স আদায়ের অধিকার নেই। শেখ হাসিনা প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনসাধারণের সাথে বেঈমানী করবেন না। যদি করেন তাহলে জনগণ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর হরতাল পালনের জন্যে তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দুপুর একটায় পাকশী ফেরীঘাটে জনসভা শেষে তিনি আলহাজ্ব মিলগেট, মুলাডুলি রেলগেটে দুটি পথসভায় ভাষণ দেন।

জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং যুগ্ম সম্পাদক ও যুবলীগ সভাপতি জনাব আমীর হোসেন আমু।

সংবাদ

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪

ধর্মের নামে বাংলার মানুষ আর বিভ্রান্ত হবে না –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজশাহী, ১২ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান আমলে বাঙ্গালীদের শোষণ করা হয়েছে। '৭১-এ পবিত্র ধর্মের নামে ৩০ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়। জনতার আন্দোলনে দিশেহারা এরশাদ সরকার এখন আবার ধর্মের দোহাই দিয়ে মাঠে নেমেছেন।

তিনি বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নির্দেশে জনধিকৃত মোশতাককে সামনে এনে তথাকথিত ১৭ দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে জনতার আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ধর্মের নামে বাংলার মানুষকে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না। দেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তকারীদের বাংলার জনগণ যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ করবে।

শেখ হাসিনা আজ বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কলেজ ময়দানে আওয়ামী লীগের এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব ময়েনুদ্দিন আহমদ মণ্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আমির হোসেন আমু ও জনাব আবদুল জলিল বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বারবার সফল হরতাল পালন সত্ত্বেও এ সরকারের টনক নড়েনি। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করতে হবে। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পার্যায়ে জনগণকে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে ৫ দফা বাস্তবায়ন করা হবে। নির্বাচনের নামে কোনরূপ প্রহসন মেনে নেয়া হবে না। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আন্দোলনের সাথে যারা বেঈমানি করবে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না।

শেখ হাসিনা এর আগে সকালে পুটিয়ায় এক জনসভায় এবং গোদাগারী ও কাটাখালীতে পথসভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪

প্রহসনের নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা আশা করেছিলাম আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সরকার দাবী না মেনে সামরিক শাসন অব্যাহত রাখতে চাইছেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তিনি বলেন, রাজনীতি করার ইচ্ছা থাকলে সামরিক পোশাক ছেড়ে আসুন। আগে জনগণের ম্যাণ্ডেট নিন।

তিনি বলেন, আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। কিন্তু সামরিক সরকার যে নির্বাচন করতে চাইছেন তার উদ্দেশ্য সামরিক শাসন পাকাপোক্ত করা। প্রহসনমূলক নির্বাচন জনগণ হতে দেবে না। আমরা এমন একটা নির্বাচনের প্রত্যাশী যার মধ্য দিয়ে গণরায় প্রতিফলিত হবে, জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতায় বসাতে পারবেন।

গতকাল বিকেলে শেখ হাসিনা নবাবগঞ্জ পানির ট্যাংকের মোড়ে লালবাগ থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সরকার বারবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে তা পরিবর্তন করছেন। কারণ তারা জানেন, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে তাদের সমর্থকরা হালে পানি পাবে না।

তিনি আরো বলেন, বার বার হরতালের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে জনগণ সামরিক শাসন চায় না। অথচ সরকারের টনক নড়ছে না। জনগণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছে, কারণ তারা জানে, সামরিক শাসন দেশ ও জাতির মঙ্গল আনে না, কেবল সমস্যা বাড়াতে পারে। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থে আজ দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যতদিন গণতন্ত্র না আসবে ততদিন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী একদল লোক ক্ষমতার লোভে জনদলে যোগ দিয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর না হতে পেরে এখন তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে টিকে থাকতে চাইছে। গতকাল জগন্নাথ কলেজে সংঘটিত বোমাবাজির ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন তারা এই সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সবাই জানেন সন্ত্রাস দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস দিয়ে ছাত্র সমাজকে দমিয়ে রাখা যাবে না। যদি তাদের কোণঠাসাই করতে চান, তাহলে রাজনৈতিকভাবে আসুন। গুণ্ডামিতে

কাজ হবে না। আর যদি গুণ্ডামিই অব্যাহত রাখার চিন্তা করে থাকেন, তাহলে ঐক্যবদ্ধ জনগণই তার জবাব দেবে। তিনি জগন্নাথ কলেজে সংঘটিত ঘটনার তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেছিলেন দু'মুঠো ভাত আর শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য। তিনি যখন ক্ষমতা নেন তখন দেশের অর্থনীতি ছিল বিধ্বস্ত। বঙ্গবন্ধুই তা পুনর্বাসিত করেন। যখন তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, '৭৫-এর পর থেকেই এভাবে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদলের পালা চলছে। আজো গণতন্ত্রের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা ৫-দফা দিয়েছি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হোন, ৫-দফাকে জয়যুক্ত করেন।

তিনি গণবিরোধী পোষ্টার ও লিফলেট ছিড়ে ফেলা, দেয়ালের গণবিরোধী লেখা মুছে ফেলার জন্য এবং মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় সামরিক শাসনের অবসানের জন্য সবাইকে দোয়া করার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বঙ্গবন্ধু কোনদিন আপোষ করেননি, আমিও করব না। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

সভায় বক্তৃতার প্রারম্ভে শেখ হাসিনা মঞ্চে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। লালবাগ থানার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগণের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে তিনটি রূপার তৈরী ও একটি কাঠের তৈরী নৌকার মডেল, বঙ্গবন্ধুর একটি দন্তানির্মিত প্রতিকৃতি, বাংলাদেশের একটি ফ্রেমে বাঁধানো পতাকা ও ফুলের তোড়া উপহার দেয়া হয়।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪

হরতাল হবে, অসহযোগও চলবে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হবে না। ৫ দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে ঘোষিত সব কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

বিজয় দিবস উপলক্ষে গত রোববার সন্ধ্যায় আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব মোফাজ্জল হোসেন মায়া, বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে যেসব পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন, সে বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, জেনারেল এরশাদের ভাষণ জনগণকে নিরাশ করেছে। ভেবেছিলাম সরকারের চেতনার উদয় হবে, জনগণের দাবী মেনে নেবেন। জনগণ ৫ দফা দাবীর জন্য লড়ছে। এই দাবীর লক্ষ্য সামরিক শাসনের চির অবসান করা, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা। কিন্তু জেনারেল এরশাদের ভাষণে জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। জেনারেল এরশাদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন; কিন্তু নির্বাচনের সময় তার কি অবস্থান হবে সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, একটি অবৈধ সরকারকে বৈধ করার জন্য নির্বাচন চাই না, নির্বাচন চাই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ৫ দফার আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, আগামী ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর ৪৮ ঘণ্টার হরতাল হবে, অসহযোগ আন্দোলনও চলবে। হরতালের মাধ্যমে অতীতে জনগণ রায় দিয়েছে, আগামীতেও দেবে। বাঙ্গালী যে দাবী করে, তা আদায় করে ছাড়ে। রক্তস্নাত ৫ দফা আমরা আদায় করে ছাড়বো, বিজয় দিবসে এটাই আমাদের শপথ। জনগণের দাবী-দাওয়া ও আন্দোলনের কাছে সামরিক জান্তাকে নতি স্বীকার করতে হবে।

শেখ হাসিনা, বলেন, জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে এবার বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার শত্রুরা আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালীর জাতিসত্তার ওপর আঘাত হানা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি বিসর্জন দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বার বার আঘাত আসছে। বাঙালীকে আজ মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ রক্ষার জন্য নতুন করে লড়তে হচ্ছে।

স্বাধীনতার শত্রুদের চিরতরে উৎখাতের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে এবং স্বাধীনতার শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছে। বঙ্গবন্ধুর সরকার যেসব কল-কারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন, তা আবার ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কৃষি উপকরণের অভাবে কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হচ্ছে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ 'হা অন্ন হা অন্ন' রব।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার শত্রুদের জন্যই স্বাধীনতার সুফল দেশের মানুষের কাছে পৌঁছেনি। শত্রুদের প্রতিহত করে স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়াই এবারের বিজয় দিবসের শপথ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ

২০ ডিসেম্বর ১৯৮৪

নির্বাচন চাই, কিন্তু অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নয় ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চাঁদপুর, ১৯শে ডিসেম্বর।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৫ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় দাবী জানিয়ে বলেছেন, আমরা নির্বাচন চাই কিন্তু অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার নির্বাচন নয়। জনগণ যাতে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে তার জন্য নির্বাচন চাই। তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবী মেনে না নেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

আজ বিকেলে চাঁদপুর ষ্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। তিনি অস্ত্রের মাধ্যমে প্রথমে ক্ষমতা দখল করেছেন। তারপর রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতায় বসে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর চলতে দেব না। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অস্ত্রের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতায় আসবে, তার কোন অধিকার নেই দেশ শাসন করার। একমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করবে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের ১৫ই ডিসেম্বরের ভাষণের সমালোচনা করে সভানেত্রী বলেন, আমরা যা চেয়েছিলাম রাষ্ট্রপতির ভাষণে তার প্রতিফলন

ঘটেনি। তিনি বলেন, আমরা চাইলাম সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান কিন্তু রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের কোন কথা বলেননি। নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন তাতে তার নিজের ভূমিকার ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি। মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দেননি। তিনি সামরিক বাহিনী, বি, ডি, আর, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকার ব্যাপারেও কিছু বলেননি। তিনি যা বলেছেন তা সবই অস্পষ্ট। শেখ হাসিনা বলেন, এই ভাষণের একদিন পরই এরশাদ জনদলের সভায় ভাষণ দিলেন। এখানেই তার নির্দলীয় ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। তাছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাও স্ববিরোধী। তিনি বলেন, সংকট নিরসনের জন্য আমরা ৫ দফা দিয়েছি, বহু ভাই রক্ত দিল; কিন্তু রাষ্ট্রপতির ভাষণে ঐ ৫ দফার কোন উল্লেখ নেই।

২২ ও ২৩শে ডিসেম্বরের ৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, হরতালকে সফল করে আর একবার সামরিক শাসককে দেখিয়ে দেন যে, বাংলার মানুষ সামরিক শাসন চায় না। তারা চায় তাদের অধিকার। তিনি বলেন, যারা দিনমজুর, রিকশা চালক, দিন এনে দিন খায় হরতালে তাদের কষ্ট হবে তা আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছি। তাই নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য আসুন ৪৮ ঘণ্টা কষ্ট স্বীকার করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সুন্দর জীবন গড়ে তুলি। তিনি অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে সরকারে আমাদের কোন প্রতিনিধি নেই সেই সরকারকে আমরা কোন খাজনা-ট্যাক্স দিতে পারি না।

তিনি বলেন, সরকারী ছত্রছায়ায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। স্বাধীনতার শত্রুদের চিহ্নিত করে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের পতাকাতলে জনগণকে সমবেত হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে বাংলার মানুষের মুক্তি আনতে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনদিন বাঙালীর দাবীর সাথে আপস করেননি, আমিও ৫ দফার প্রশ্নে কোন আপস করবো না।

চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় অন্যদের মধ্যে ভাষণ দেন জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, ডাঃ মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন, জনাব সিরাজুল ইসলাম ও ছাত্রনেতা মহিবুর রহিম বাবুল।

সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪

যত নির্যাতনই আসুক, ৫ দফা আদায় করে ছাড়বো –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যত নির্যাতনই আসুক আমরা ৫ দফা আদায় করে ছাড়বো। অস্ত্র দিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দাবিয়ে রাখা যাবে না।

গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররমের সামনে ষ্টেডিয়াম গেটে ১৫ দল আয়োজিত গণ জমায়েতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা একথা বলেন। গণ জমায়েতে ১৫ দলের অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। গণ-জমায়েতে ১৫ দলের সবকটি শরিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জমায়েতের পর ১৫ দলের একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে নবাবপুর রোড হয়ে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত যায়।

শেখ হাসিনা বলেন, ৫ দফার আন্দোলনে অনেক রক্ত ঝরেছে। ৪৮ ঘণ্টা হরতালের সময় আবার রক্ত ঝরলো রাজশাহীতে। শহীদের এই রক্তদান বৃথা যেতে পারে না। ক্যান্টনমেন্ট থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে এনে জনগণের হাতে না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

শেখ হাসিনা সারাদেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, হয়রানি ও তল্লাশির নিন্দা করেন এবং দমননীতি বন্ধ করার দাবী জানান।

তিনি বলেন, ৪৮ ঘণ্টা হরতাল পালন করে বাংলার মানুষ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়েছে। নতুন করে সামরিক শাসন জারির পাঁয়তারা হয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ রায় দিয়েছেন, তারা সামরিক শাসন চান না। ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, আপনাদের ক্ষমতার উৎস অস্ত্র, তাই জনতার মুখোমুখি হতে চান না। ৫ দফা মেনে নিয়ে নির্বাচন দিলে আপনাদের অস্তিত্ব থাকবে না, তাই ৫ দফায় আপনাদের এত ভয়। আমরা নির্বাচন চাই, কিন্তু তা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে। যার দ্বারা জনগণের শাসন কায়েম হবে।

গত ২৪শে ডিসেম্বর নবীনগরে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জেনারেল এরশাদ সেখানে বিরোধীদল সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আপত্তিকর। এই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি বলেন,

এর আগেও '৭০ সালে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে মুজিবনগর সরকারকে অবৈধ বলা হয়েছে। যার দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই কটাক্ষ করা হয়েছে। এধরনের উক্তি ও কটাক্ষ বন্ধ করার জন্য শেখ হাসিনা দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সংবাদ

৬ জানুয়ারি ১৯৮৫

পাঁচ দফার প্রশ্নে আপস
হবে না ঃ শেখ হাসিনা

কক্সবাজার, ৫ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতীয় দাবী ৫ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এ ব্যাপারে কোন আপস হবে না।

তিনি আজ বিকেলে স্থানীয় সাগরপাড় ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব এ, কে, এম মোজাম্মেল হক, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন, জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জহিরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগরী আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ। শেখ হাসিনা রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে বলেন, আর রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবসায়ীদের আসতে দেয়া হবে না। স্বাধীনতা-বিরোধীদের পুনর্বাসনের যে চেষ্টা হচ্ছে তিনি তার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর থেকে দেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে। এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং সুবিধাবাদি লোকদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় নির্বাচন করে তিনি এই দলকে জয়যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই নীলনকশা বাস্তবায়িত হতে দেব না। যে নির্বাচন সামরিক নীলনকশা বাস্তবায়িত হওয়ার পক্ষে কাজ করবে সে নির্বাচন বাংলার মাটিতে হতে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তা চাচ্ছেন না। ক্ষমতায় বসে তারা হুমকি দিচ্ছেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন না।

সম্প্রতি প্রকাশিত প্রেসনোটে নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হবে, এরশাদ ও তার সরকারের ভূমিকা কি হবে তার উল্লেখ নেই; সুতরাং এই অবস্থায় আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না। আমরা নির্বাচনে যেতে চাচ্ছি না বলে সরকার জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে হবে।

সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তিনি তাদেরকে জনগণের বিরুদ্ধে না যাওয়ার আহ্বান জানান।

সংবাদ

৭ জানুয়ারি ১৯৮৫

দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসনের ফলে
দেশ আজ ধ্বংসের মুখে
–শেখ হাসিনা

কক্সবাজার, ৬ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– শেখ হাসিনা বেলেছেন, দীর্ঘদিন সামরিক শাসন বলবৎ থাকার দরুন দেশ ও জাতি আজ ধ্বংসের মুখে চলে এসেছে। এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি আজ চকোরিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। চকোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নূরুল আলম।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে তাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই তারা জনগণের মুক্তির কথাও ভাবে না। সামরিক সরকার জনগণকে ধোঁকা দিয়ে কিছু সুবিধাবাদীকে নিয়ে জনদল গঠন করে প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনদলকে ক্ষমতায় বসিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চায় কিন্তু তা আর হতে দেয়া যায় না।

তিনি বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করেছি। সেভাবেই এই সরকারকে সামরিক আইন প্রত্যাহারেও বাধ্য করবো।

জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আসুন আমরা ৫ দফার ভিত্তিতে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলি, যার মাধ্যমে এদেশে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটবে।

লবণ চাষীদের উন্নয়ন এবং লবণের সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে তিনি অবিলম্বে একটি লবণ বোর্ড গঠনের দাবী জানান। স্থানীয় খাস জমি বন্দোবস্তের

ব্যাপারে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভূমিহীনদের আন্দোলন সত্ত্বেও সরকার বিত্তশালী এবং আমলাদের আত্মীয়স্বজনদের নামে খাস জমির বন্দোবস্ত দিচ্ছে।

জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব ওবায়দুল কাদের, জনাব কাজী ইকবাল, জনাব মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট জহিরুল ইসলাম এবং সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তাক আহমদ চৌধুরী ও এডভোকেট আমজাদ হোসেন।

সংবাদ

১০ জানুয়ারি ১৯৮৫

গণরায় প্রতিফলনের নিশ্চয়তা থাকলে তবেই নির্বাচন ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত নির্বাচন হতে না দেব ততদিন পর্যন্ত বাংলার মাটিতে নির্বাচন হবে না। আর নির্বাচন আমরা তখনই হতে দেব যখন নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তা থাকবে, নির্বাচনে গণরায় প্রতিফলিত হবার মত অবস্থা সৃষ্টি করা হবে।

তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনে অংশ নেব, তবে তা অনুষ্ঠিত হতে হবে ৫ দফার ভিত্তিতে। আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন চাই। নির্বাচনে রাষ্ট্রপ্রধান, দেশের সমস্ত বাহিনী, প্রশাসন, বেতার, টেলিভিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। তখনই আমরা বুঝবো নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কোন বাহিনীকে নির্বাচনে বিশেষ দলের স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না।

গতকাল অপরাহ্নে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (মান্নান-নানক) ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই নির্বাচনের কথা বলে আসছেন। একদিকে স্বৈরশাসন চালিয়ে অন্যদিকে নির্বাচনের বুলি আওড়ানোর এই দীক্ষা তিনি পেয়েছেন পাকিস্তানী স্বৈরশাসকের কাছ থেকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত পাকিস্তানী স্বৈরশাসকেরা নির্বাচনে বাঙালী জাতির কাছে নিদারুণভাবে পরাজয় বরণ করেছিল।

তিনি বলেন, কিছুদিন আগে সরকার এক প্রেসনোটে বলেছেন, নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সম-আচরণ করা হবে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

হবে। কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রধান যদি বিশেষ দলের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নেন তাহলে তাঁকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মেনে নিতে পারি না। নির্বাচনে সামরিক বাহিনী প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা চেয়েছি। তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছাড়া আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না।

তিনি বলেন, আমরা আন্দোলন করছি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। অথচ সরকার নির্বাচনে যাবার ব্যাপারে দম্ভোক্তি করছেন, আমাদেরই নির্বাচনে যাবার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা আবারও বলছি, নির্বাচন আমরা অবশ্যই চাই। কিন্তু প্রশাসনকে ব্যবহার করে, জনগণের ট্যাক্সের টাকা ব্যয় করে দল গঠন করে যারা অবৈধ পথে ক্ষমতায় আগমনকে বৈধ করার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত আমরা তার ও তার নির্বাচনের বিরোধিতা করি।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ১৯৭১ সালে জল্লাদ বাহিনীর হাতে নিহত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, পাকিস্তান আমল থেকে দেখা যাচ্ছে, যখন দেশে সামরিক শাসক ক্ষমতায় আসে তখন তারা দল নিয়ে আসে না, কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজনীতি করার জন্য দল গঠন করে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। স্বৈরাচারের মাধ্যমেই তারা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনসহ ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। কিন্তু এ সরকারের মনে রাখা দরকার, আমাদের ছাত্ররা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, এখনও তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়কে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মর্যাদা নেই, স্বায়ত্তশাসন নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রীরা লাঞ্ছিত হয়, শিক্ষকরা চাকরিচ্যুত হন। লাঠিয়াল বাহিনী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এর কারণ, দেশে রয়েছে একটি জনসমর্থনহীন সামরিক সরকার। জনগণের প্রতি এ সরকারের কোন দায়িত্ব নেই বলেই বছর বছর প্রাথমিক শিক্ষার হার কমছে, উচ্চশিক্ষার পথ সংকুচিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, আজকের ৫ দফার আন্দোলন ছাত্রদের সংগ্রামেরই ফল। '৮২ পালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে জয়নাল-জাফরের রক্তে এর যাত্রা শুরু, সেলিম-দেলোয়ার-তিতাস-শাহজাহানের রক্তে এর সমৃদ্ধি। রক্তে-ভেজা ৫ দফা থেকে তাই ছাত্র সমাজ পিছিয়ে যেতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ দেখে দুঃখ লাগে, ঐতিহ্যবাহী এই ছাত্রলীগ বহুধাবিভক্ত। অনেকেই পৃথকভাবে এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। এদের সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আজ যারা ছাত্রজীবন, ছাত্র-আন্দোলন থেকে ছিটকে গেছে, তাদেরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদের জয়বাংলা

ধ্বনিতে একদিন পাক স্বৈর সরকারের পতন ঘটেছিল, সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দিয়েই আজকের সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে হবে।

ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সভাপতি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা জনাব কামরুজ্জামান, কাদির গামা, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ওবায়দুল কাদের, খ, ম, জাহাঙ্গীর ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রমুখ।

সমাবেশ শুরুর আগে ছাত্রলীগ কর্মীরা রঙিন ব্যানার, ফেস্টুন ও ব্যান্ডপার্টি সহকারে এক বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল বের করে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে যাত্রা শুরু করে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

সংবাদ

১১ জানুয়ারি ১৯৮৫

নির্বাচন চাই, কিন্তু অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নয় ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা '৭১-এর চেতনা নিয়ে দলমত নির্বিশেষে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "সামরিক শাসন বৈধ করার নীলনকশা বাস্তবায়নের নির্বাচন আমরা হতে দেব না।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ ও কেন্দ্রীয় নেতা শেখ আবদুল আজিজ।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, নির্বাচনের বিরোধী আমরা নই। নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় যেতে চাই, ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নয়। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা আজ ক্ষমতায় এসেছে, তারাও এখন নির্বাচনের কথা বলছে। এদের নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতাকে বৈধ করা। তারা এখন বলতে শুরু করেছে বিরোধীদল নির্বাচন চায় না।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের ৫ দফার আন্দোলন অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নয়। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্যই আমরা নির্বাচন চাই। বারবার সামরিক শাসন এসে খবরদারি করুক তা আমরা চাই না।

নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী প্রেসনোটের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, সব দলের প্রতি সরকার সম আচরণ করবেন বলে প্রেসনোটে বলা হয়েছে। অথচ সরকার প্রধান একটি বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন কিভাবে সে প্রশ্ন রয়েছে।

দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শেখ হাসিনা বলেন, '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে অর্জিত বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল '৭২-এর ১০ জানুয়ারীতে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার পর ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়, জাতি একটি সংবিধান পায়, পাকিস্তান থেকে আটক বাঙালী নাগরিক ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর চার মূলনীতিই বিসর্জন দেয়া হয়েছে। ফলে দেশে আজ অস্থিতিশীলতা। গণতন্ত্রের জন্য আজ হরতাল করতে হয়। স্বাধীন দেশে এটা কাম্য ছিল না। সামরিক শাসনের চির অবসানের জন্য '৭১-এর চেতনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আজ তাই চালিয়ে যেতে হবে।

সংবাদ

১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫

অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হবে –শেখ হাসিনা

মৌলবীবাজার, ১৩ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিফোন)।– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায় না, তবে এরশাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার নীলনকশাকে পাঁচ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করা হবে।

তিনি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতাকে নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা হবে।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মৌলবীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় এক চা-শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণদানকালে চা-শ্রমিকদের করুণ

অবস্থা তুলে ধরে অবিলম্বে চা-শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী ও তোফায়েল আহমেদ।

বেগম সাজেদা চৌধুরী চট্টগ্রামে মার্কিন রণতরীর সফরের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খন্দকার মোশতাকের সাথে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ বাংলার মাটিতেই নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ
১৯ জানুয়ারি ১৯৮৫
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই অংশ নেয়ার কথা ভাবব –শেখ হাসিনা

সিরাজগঞ্জ, ১৮ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আজ এখানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছেন, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা হলেই কেবল তাঁর দল নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা বিবেচনা করবে।

সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এবং জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদারের সভাপতিত্বে সরকারী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব আমির হোসেন আমু ও জনাব মোহাম্মদ নাসিম।

শেখ হাসিনা বলেন, নীলনকশার নির্বাচন জনগণ আর সফল হতে দেবে না। তিনি বলেন, "একমাত্র নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন হলে আমরা ভেবে দেখব নির্বাচনে যাব কিনা।"

প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, জনগণের হাতে জনগণের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন চলছে দেশে। প্রশাসনকে কোন দলের সাথে সহযোগিতা করা চলবে না।

এর আগে সড়কপথে সিরাজগঞ্জে আসার পথে তিনি এলেঙ্গা এবং ভুয়াপুর বাজারে দুটি পৃথক জনসভায় বক্তৃতা করেন।

সিরাজগঞ্জ ঘাটে হাজার হাজার মানুষ শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা জানায়। তাঁকে রূপোর তৈরী নৌকা ও কৈ মাছ উপহার দেয়া হয়।

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শেখ হাসিনা ১৫ দল আহূত ২০শে জানুয়ারীর কর্মসূচী সফল করে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা আজ সকালে ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে কালীহাতি উপজেলার এলেঙ্গায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন। এতে কালিহাতী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কাশেম আহমদও বক্তৃতা করেন। নির্বাচনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আমরা জোর-জবরদস্তির নির্বাচন চাই না। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে তাকে বৈধ করার জন্য কোন নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না। আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই।

শেখ হাসিনা ভুয়াপুর উপজেলা সদরে ইব্রাহীম খাঁ কলেজ মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত অপর এক জনসভায়ও বক্তৃতা করেন।

সংবাদ
২৪ জানুয়ারি ১৯৮৫
নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব ঃ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমরা নির্বাচনে যাব। তিনি বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার লক্ষ্যে অবশ্যই জাতীয় দাবী ৫ দফা মেনে নিতে হবে।

গতকাল দুপুরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের বর্ধিত সভার দ্বিতীয় দিনে ছাত্র নেতৃবৃন্দ গতকাল শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সামরিক সরকার যদি ৫ দফা দাবী ও আওয়ামী লীগের ৬টি শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে নির্বাচন হতে পারে না। তিনি বলেন, বর্তমান সামরিক সরকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে এবং রেডিও ও টেলিভিশনে শুধু তাদের কথাই প্রচার করছে। সুতরাং এই অবস্থায় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলন তীব্রতর করার মধ্য দিয়েই এদেশ থেকে চিরতরে সামরিক শাসন উৎখাত করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। অতীতের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য তিনি ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ওবায়দুল কাদের এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবীর নানকও বক্তৃতা করেন। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৫

নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে পারে ঃ শেখ হাসিনা

নারায়ণগঞ্জ, ২৫শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসনের অবসান এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, আমরা সংগ্রাম করছি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। সামরিক শাসন উঠিয়ে দিয়ে এবং নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বলেন, যে ৫ দফার জন্য জনগণ জীবন দিয়েছেন, সে পাঁচ দফার মূল মর্মবাণী হলো সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্যে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

আজ বিকেলে শেখ হাসিনা জাতীয় শ্রমিক লীগ সিদ্ধিরগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটি আয়োজিত আদমজীনগর খেলার মাঠে এক বিরাট শ্রমিক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক লীগ সিদ্ধিরগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি জনাব বাদশা মিয়া। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু, প্রেসিডিয়ামের সদস্য ও সাবেক স্পীকার আবদুল মালেক উকিল, শ্রমিক লীগের সভাপতি রহমত উল্লাহ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমান, স্থানীয় নেতা জয়নাল আবেদীন, হাসান আলী সরদার চান্দু, শাহ আলম, হারুন-অর-রশিদ, খলিলুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে নৌকার প্রতীকসহ কয়েকটি উপহার দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, তীক্ষ্ণ সংগ্রাম আর ব্যাপক আন্দোলনের মুখে নীলনকশার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন ছিল তার ক্ষমতাকে পোক্ত করার নির্বাচন। রক্ত দিয়ে, সংগ্রাম করে দাবী আদায় করা হয়েছে। দয়ার দান হিসেবে দাবী আদায় হয়নি, দয়া করে কেউ কিছু দেয় না। স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ এখন অঘোষিত জনদলীয় চেয়ারম্যান। রক্তস্নাত ৫ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে বলেন, বঙ্গবন্ধুর শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে '৭১-এর চেতনা নিয়ে বাঁচার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সংবাদ

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় শেখ হাসিনা

জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ক্ষমতাসীন সরকার তাদের নীলনকশা অনুযায়ী নির্বাচন করে ক্ষমতাকে বৈধ করতে চায়। আর আমরা চাই চিরতরে সামরিক শাসনের অবসান ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। এজন্যই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রয়োজন।'

গতকাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। বর্ধিত সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য-সদস্যা ছাড়াও জেলা ও থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং দলীয় সাবেক সংসদ সদস্যরা যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে দলীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ যদি চায় তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় যাবো, অন্য কোন পথে নয়। কিন্তু সে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। সরকার একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন এবং উপজেলা নির্বাচন দিয়েছিল। আন্দোলনের মুখে তা বাতিল করতে হয়েছে। এখন সংসদ নির্বাচন দেয়া হয়েছে। জেনারেল এরশাদ চান নীলনকশা অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে জনদলকে সংসদে আনতে।

বর্ধিত সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু, জনগণের শাসন কায়েম ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের। কাজেই আওয়ামী লীগকে আজ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

গতকাল বর্ধিত সভায় বিভিন্ন থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আজ জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেবেন। সভা আজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

গতকাল বর্ধিত সভার শুরুতেই গৃহীত এক শোক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজ উদ্দিনসহ ৫ দফার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ইউরি আন্দ্রোপভের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেও প্রস্তাব নেয়া হয়।

সংবাদ
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
প্রহসনমূলক নির্বাচন
হতে দেব না ঃ ১৫ দল

পাঁচ দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলার আহ্বান জানিয়ে ১৫ দল বলেছে, "নির্বাচনের নামে কোন প্রহসনমূলক নির্বাচনে ১৫ দল অংশগ্রহণ করবে না এবং প্রহসনমূলক কোন নির্বাচন দেশের মাটিতে ১৫ দল অনুষ্ঠিত হতেও দিতে পারে না।"

গতকাল আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ১৫ দলের বৈঠকে গৃহীত মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে একথা বলা হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়, সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৫ সালের দাবী সম্পর্কে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই এটা পরিষ্কার যে, সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে গণদাবীকে উপেক্ষা করে নির্বাচনের নামে প্রহসন অনুষ্ঠানের চক্রান্তেই মেতে রয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়, ১৫ দল এমন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী, যে নির্বাচনের মাধ্যমে গণ রায় সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরসহ রাষ্ট্রের ওপর সমগ্র দেশবাসীর প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকৃত হবে। ১৫ দল দেশে হত্যা ষড়যন্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ধারা প্রতিহত করে নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সংগ্রাম করছে।

তাই এই লক্ষ্যে ১৫ দল প্রকৃতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। কিন্তু ১৫ দল এমন কোন নির্বাচনে অংশে নিতে পারে না যে নির্বাচনের রায় পূর্ব নির্ধারিত থাকে অথবা ক্ষমতাসীন দল ইচ্ছামত ভোটের ফলাফল ঘোষণার চক্রান্ত হাতে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দল বার বার বলেছে যে, সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার, প্রকৃত অর্থে একটি

দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম, যে সরকারে প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ গোটা মন্ত্রী পরিষদ, সমগ্র প্রশাসন নির্বাচন বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন, জনগণের আস্থাভাজন নির্বাচন কমিশনের দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে, কারাগারে রাজনৈতিক কারণে কোন বন্দী থাকবে না, ইত্যাদি দাবী পূরণ করার মাধ্যমেই কেবল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব; কিন্তু সরকার এই সকল ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং এখনো স্বয়ং রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য, প্রশাসন এবং এমন কি সেনাবাহিনীতে কার্যরত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের নির্বাচনী প্রার্থী বাছাই প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই পনের দল মনে করে যে, ৬ই এপ্রিলের প্রস্তাবিত নির্বাচন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনে পরিণত হতে বাধ্য এবং এটা অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধকরণের একটি চক্রান্ত।

প্রস্তাবে বলা হয়, সরকার পক্ষই ৫ দফা ও নির্বাচনী শর্তসমূহ পূরণ না করে বিরোধী দলসমূহকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখছে এবং নির্বাচন না হওয়ার দায়িত্ব বিরোধী দলগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়ে যেকোন ছল-ছুতার অজুহাতে সমিরিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করছে।

সংবাদ
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
ক্ষমতায় টিকে থাকার নির্বাচন
হতে দেব না ঃ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান সরকারের নীলনক্সা অনুযায়ী ক্ষমতায় টিকে থাকার ও অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার নির্বাচন আমরা হতে দিতে পারি না। আমরা চাই নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি অবাধ নির্বাচন, যে নির্বাচনে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হবে।

গতকাল বিকেলে তিনি দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি শ্রমিক লীগের কর্মীদের আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং শ্রমিক নেতারাও বক্তৃতা করেন। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতিকে '৭১-এর চেতনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত ১৫ দলের সমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। তিনি ছাত্রনেতা রাউফুনের হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, চিরতরে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যখন আমরা আন্দোলন করছি, ঠিক সে সময়ে আরও একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানো হলো। আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি, জানি না আরও কত রক্ত দিতে হবে। নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন করা যাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ চাই, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চাই না। আমাদের আন্দোলনের একটাই লক্ষ্য তা হলো, জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে আনা। এ জন্যই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। শেখ হাসিনা জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ করে বলেন, নীলনকশার নির্বাচন করে তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে নিজেও তিনি ক্ষমতায় থাকবেন সে গ্যারান্টি কোথায়? ষড়যন্ত্রের রাজনীতির যে পালা চলছে তা চলতেই থাকবে।

৫ দফার আন্দোলনে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। আন্দোলনের মাধ্যমেই নির্বাচনের ফলাফল জনগণের হাতে আনতে হবে। আন্দোলন বানচালের চক্রান্ত সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে।

সমাবেশে বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাকও বক্তব্য রাখেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, "নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ" নামক গুণ্ডা বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাতে হবে।

সমাবেশের কাজ পরিচালনা করেন জাসদ নেতা জনাব হাসানুল হক ইনু। সমাবেশে ছাত্রনেতা রাউফুনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সংবাদ

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

সামরিক শাসন পাকাপোক্ত করার নির্বাচনে যাব না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য। যে নির্বাচন সামরিক শাসন পাকাপোক্ত করে সে নির্বাচনে আমরা যাব না।

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি ঢাকার বায়তুল মোকাররম চত্বরে পনের দল আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নির্বাচনের জন্য যে শর্ত আমরা দিয়েছি তা পূরণ করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সামরিক শাসনের পরিবর্তে চেয়েছি সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন। এই সার্বভৌম সংসদই ঠিক করবে ভবিষ্যতে কি ধরনের সরকার আমরা চাই।

তিনি বলেন, সরকার সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা চেয়েছি এমন একটা নির্বাচন যেখানে সরকার কোন দলকে সাহায্য করবে না; সরকার পুরোপরি নিরপেক্ষ থাকবে। আগামী ২৪ তারিখে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে, অথচ সরকার এ নির্বাচনে কতটুকু নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে কোন কার্যকর পদক্ষেপের ঘোষণা করা হচ্ছে না। নির্বাচনে সরকার ও সরকার-প্রধানের ভূমিকা কি হবে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা চাই।

তিনি বলেন, নিরপেক্ষতা ঘোষণায় সরকারী দীর্ঘসূত্রিতায় বোঝা যাচ্ছে সরকার নির্বাচন চায় না, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু রাজনীতিতে যে হত্যা ও ঘড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আমরা তা বন্ধ করতে চাই।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, সরকার বলছেন অনেক কিছুই দেয়া হয়েছে। কিন্তু সামরিক সরকার সহজে কিছু দেয় না। প্রতিটি জিনিস তার কাছ থেকে আদায় করতে হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনও আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করতে হবে, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নির্বাচনের ফলাফল জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, '৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর থেকেই আমরা আন্দোলনে রয়েছি। রাজনৈতিক অধিকার না থাকায় আমাদের বক্তব্য সংবাদপত্রে আসেনি। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে

আমরা এখন দেশে ও বিদেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা '৮২ সালের ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছি, আপনারা বিবিসির মাধ্যমে জেনেছেন।

'৮৩-এর ১৪-১৫ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র আন্দোলন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী আমাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন প্রমাণ করে যে, আন্দোলনের পথে আমাদের দাবী আদায়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

এভাবে ঘরোয়া রাজনীতির অধিকার, প্রকাশ্যে রাজনীতির অধিকার আদায় করতে হয়েছে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

গণতন্ত্র আদায়ের লক্ষ্যে ১১ দফা এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জাতীয় ৫ দফা দাবী, উপজেলা নির্বাচনের জন্য সরকারী ঘোষণা বাতিলের দাবী আদায়ের জন্য দেলোয়ার-সেলিমকে পুলিশের ট্রাকের তলে প্রাণ দিতে হয়েছে। এভাবেই আমরা একই তারিখে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের সরকারী ঘোষণাকে একই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করেছি।

এভাবে সকল দাবী আদায় করে নিতে হয়েছে আন্দোলন করে, সরকার দেয়নি। ঠিক একইভাবে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ নির্বাচন, প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে নির্বাচনী কর্মসূচী স্থিরিকরণের দাবী করেছিলাম। কিন্তু সে দাবী সরকার মেনে নেয়নি। এরপর হরতাল, ধর্মঘট আর আন্দোলনের মাধ্যমেই আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও জনদলীয় মন্ত্রিসভা বাতিলের দাবী আদায় করতে হয়েছে। এভাবে আন্দোলন ও রক্তের মাধ্যমেই সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী আদায় করতে হবে।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা ও রাউফুন বসুনিয়ার হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকার শান্তির পথে না গিয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছেন।

তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান ও সব সময় তাদের পাশে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

সংবাদ

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

আওয়ামী লীগ চিরতরে সামরিক
শাসনের অবসান চায়
–শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের পুনরুল্লেখ করেছেন। খবর এনার।

বাকশাল ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন থেকে আওয়ামী লীগ যোগদানকারী দু'শতাধিক নেতা ও কর্মীকে স্বাগতম জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী গতকাল শনিবার বক্তৃতা করছিলেন।

দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হাসিনা বলেন, তাঁর দল চিরদিনের জন্য সামরিক শাসন, ষড়যন্ত্র এবং হত্যার রাজনীতির অবসান চায়।

ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, মোজাফফর হোসেন পল্টু ও মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া।

সংবাদ

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

চুনকার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

সেনা ছাউনিতে অধিকার
বন্দী ঃ শেখ হাসিনা

নারায়ণগঞ্জ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–"সেনা ছাউনিতে মানুষের অধিকার বন্দী। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো।" আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জ শহর ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আহমেদ চুনকার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ডি, আই, টি চত্বরে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আনসার আলী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও জনাব ওবায়দুল কাদের।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, ৫ দফার মূল কথা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নীলনকশার নির্বাচন দিয়ে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করতে দেয়া হবে না। তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, নির্বাচনের ফলাফলে কারচুপি হবে না–এমন নিশ্চয়তা কে দেবে।

জনাব আমির হোসেন আমু বলেন, ৫ দফার সাথে কোন আপোষ নেই। জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, ৫ দফার মাধ্যমেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন আদায় করবো। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক ভাষণ জনগণকে হতাশ করেছে।

সভার শুরুতে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কিছু সময় প্রয়াত আলী আহমেদ চুনকার বাসভবনে কাটান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান ও প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংবাদ
১ মার্চ ১৯৮৫
নির্যাতন করে বাংলার মানুষকে
কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, মানুষের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে, নির্যাতন করে বাংলার মানুষকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না।

শহীদ দেলোয়ার ও সেলিমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই স্মরণসভায় শহীদ দেলোয়ার স্মৃতির প্রতি ও সেলিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পনের দলের নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা করেন।

নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে সরকারের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা এখনও বলছি জনগণের দাবী মেনে নিন।

শহীদ সেলিম ও দেলোয়ারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, সেলিম-দেলোয়ার রক্ত দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছে। এই রক্তদানের মাধ্যমে সরকারের নীলনক্সার উপজেলা নির্বাচনকে আমরা প্রতিহত করেছি। তাই যতদিন পর্যন্ত না বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারব ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রয়োজন হলে আমরাও এক একজন সেলিম-দেলোয়ার হবো।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনাই আমাদের ৫ দফা আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে যেটুকু সফলতা পেয়েছি তাকে মূলধন করে অনেকেই তড়িঘড়ি করে ক্ষমতায় যাওয়ার পাঁয়তারা করছেন। তিনি তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে ক্ষমতা দখল করে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার যে প্রক্রিয়া চলছে তা চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। নিজেদের অবস্থান

সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যারা সেনাবাহিনীতে আছেন, তারা এ দেশেরই সন্তান। আপনারা এ দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন নন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পুলিশ ট্রাক চালিয়ে সেলিম-দেলোয়ারকে হত্যা করেছে। কিন্তু সেলিম হচ্ছে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভাই।

এই স্মরণসভায় অন্যান্যের মধ্যে জনাব আবদুল মান্নান, জনাব তোফায়েল আহমেদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, শ্রী পঙ্কজ ভট্টাচার্য, জনাব রাশেদ খান মেনন, শ্রী নির্মল সেন, জনাব হাসানুল হক ইনু, জনাব শামসুদ্দোহা, জনাব আবদুল্লাহ সরকার, জনাব মঈনউদ্দিন খান বাদল, জনাব শাহ আলম প্রমুখ পনের দলের নেতা বক্তৃতা করেন।

সংবাদ
১৫ আগস্ট ১৯৮৫
কলঙ্ক মোচনে জাতিকে
শপথ নিতে হবে
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জাতি হিসেবে আমাদের ওপর যে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে দেয়া হয়েছে আজকে বাঙ্গালী জাতিকে সেই কলঙ্ক মোচনের শপথ নিতে হবে। বাঙালী জাতি কলঙ্কের বোঝা বহন করতে চায় না।

জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল বুধবার বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আয়োজিত আলোচনা সভার সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। আলোচনা সভার মাঝখানে কবি নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা তাঁর দুটি কবিতা আবৃত্তি করার সময় শেখ হাসিনা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। কবিতা আবৃত্তির পরই অনির্বাচিতভাবে তিনি মঞ্চের সামনে এসে বলেন, এ কবিতার পর আর বক্তৃতার দরকার নেই। দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের বক্তৃতা দেয়ার কথা থাকলেও শেখ হাসিনা আবেগজড়িত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর কর্মময় জীবন ও বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক

জনাব তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (হা) সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশীদ, একতা পার্টির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, বিচারপতি কে, এম সোবহান, অধ্যাপক শওকত ওসমান, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম এবং ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা পাঠ করেন ফজলুল হক সরকার, জাফর ওয়াজেদ, সৈয়দ ফকরুদ্দিন মাহমুদ এবং তৈয়ব আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জনাব আবদুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান প্রমুখ নেতা আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের শুরুতে বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে সব কিছু হারিয়েছি। কিন্তু আমিও এই দেশের নাগরিক। আমিও বাঙ্গালী, বঙ্গবন্ধুকে হারানোর মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা যা হারিয়েছি সেই হারানোর ক্ষতি আমার ব্যক্তিগত হারানোর চেয়েও বেশি।

'৭৫-এর পর থেকে সামরিক শাসন চলছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আসুন, শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে গণতন্ত্রের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আবার ঐক্যবদ্ধ হই। তিনি বলেন, আমরা যেদিন বঙ্গবন্ধু অনুসৃত পথ অবলম্বন করে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব, সেদিনই বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে এবং তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাইতে পারব।

শেখ হাসিনা বলেন, কন্যা হিসেবে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার পাইনি। জাতি হিসেবেও সে হত্যার বিচার পাইনি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দায়িত্ব বাঙ্গালী জাতির ওপর।

আবেগজড়িত কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন, প্রয়োজনে আমিও আমার বাবার মত রক্ত দিতে প্রস্তুত রয়েছি। আপনারা দোয়া করবেন, আমার বাবা যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথানত করেননি, আমিও যেন কোনদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথানত না করি।

সংবাদ

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের সংগঠিত করুন

–শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র ও জনগণের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রকাশ করেন।

এনা জানায়, পবিত্র হজ পালনের পর মক্কা থেকে ফিরে তিনি গতকাল সোমবার সকালে তাঁর ৩২ নম্বর ধানমণ্ডীর বাসভবনে দলের কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "হজ পালনের পর এখন আমি বর্তমান আন্দোলনকে তাঁর চূড়ান্ত গন্তব্যে চালিত করার উদ্দীপনা ও শক্তি ফিরে পেয়েছি। আমাকে সংগ্রামে জয়লাভ করতেই হবে।"

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে নিজেদেরকে সংগঠিত করার জন্য তার দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন।

এর আগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের জানান, তিনি তাঁর নিজের ও মায়ের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে হজ পালনের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ১৫ আগষ্ট নিহত তার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের আত্মার মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করেন। যে লাখ লাখ নিপীড়িত জনগণের জন্য তার বাবা জীবনদান করেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যও তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করেন।

বিমানবন্দরে শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা জানান আব্দুল মান্নান, আবদুস সামাদ আজাদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মোহাম্মদ নাসিম ও সালাহউদ্দিন ইউসুফসহ অন্যান্য দলীয় নেতা। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর বহু কর্মীও তাদের নেত্রীকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

নারী নির্যাতনবিরোধী সমাবেশ

সফল করুন ঃ শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, একমাত্র জনগণের নির্বাচিত সরকারই দেশ ও জাতিকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মহানগর আওয়ামী লীগের কর্মিসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মিসভায় কেন্দ্রীয় নেতা জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব মফিজুল ইসলাম কামাল, জনাব মোজাফর হোসেন পল্টু এবং মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের জীবন আজ বিপন্ন। হত্যা, রাহাজানি, নারী নির্যাতন আজ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মা-বোনেরা তাহাদের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারের প্রশ্নে শংকিত।

তিনি বলেন, '৭৫-এর পর থেকে দেশে যে হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চালু হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, যেহেতু আওয়ামী লীগ এদেশের গণমানুষের সংগঠন, সেহেতু আওয়ামী লীগ কর্মীদেরই এই দায়িত্ব বহুলাংশে পালন করতে হবে।

সভায় আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ সফল করে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে
প্রতিরোধ গড়ে তুলুন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যারা নারী জাতির ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তারা পুরুষ জাতির কলঙ্ক। তিনি গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন।

গতকাল বুধবার বিকেলে কর্মীদের ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে নারী নির্যাতন ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মহিলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। সংগঠনের সভানেত্রী মিসেস আইভি রহমানের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সভায় বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান মিলন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, অধ্যাপিকা আখতার ইমাম এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী বক্তৃতা করেন। জনাব আবদুল সামাদ আজাদ, জনাব

আবদুল মান্নান, জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব তোফায়েল আহমেদসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাহারা খাতুন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নারী ও শিশুসহ হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। তিনি আরও বলেন, দুষ্কৃতকারীরাও জানে যে, একবার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে পারলে তাদের সব অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। এ জন্যই নির্যাতনকারীদের সাজা হয় না, ধরা পড়েও তারা ছাড়া পেয়ে যায়। যারা নারী সমাজের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে তারা পুরুষ জাতির কলঙ্ক। এ ধরনের দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি পুরুষ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করে যাবো
–শেখ হাসিনা

গাইবান্ধা, ২৫শে সেপ্টেম্বর (এনা)।– আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছেন, তার দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

আজ এখানে সিএণ্ডবি রেষ্ট হাউজ প্রাঙ্গণে সর্বস্তরের জনসাধারণের এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগই পারে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ গোলযোগ, বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ছাড়া নিপীড়িত জনসাধারণের কোন কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর আরোপিত সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানান।

পাটের দর প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শেখ হাসিনা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, ক্ষমতা দখলের জন্যে নয় বরং পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য দেয়া নিশ্চিত করার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এখনো রাষ্ট্রপতির দিক থেকে কোন সাড়া পাইনি। শেখ হাসিনা 'পাটের সর্বনিম্ন দর মণপ্রতি ৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবী জানান।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় যাবে তখন পাটের মণপ্রতি সর্বনিম্ন দাম ৫০০ টাকা দেয়া হবে। আওয়ামীলীগ প্রধান অভিযোগ করেন যে, সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির কারণে জাতীয় অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। তিনি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পরে আওয়ামীলীগ নেত্রী ফুলছড়ি ঘাট, বালাসিঘাট, করিমপুর ইউনিয়ন ও উড়িয়া ইউনিয়নসহ বন্যা উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সেসব স্থানে তিনি বক্তৃতা দেন এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ।

বন্যা উপদ্রুতদের মধ্যে তিনি লুঙ্গি, শাড়িসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করেন।

গাইবান্ধা থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি স্থানে অনির্ধারিত সমাবেশে ভাষণ দেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাও বক্তৃতা করেছেন।

সংবাদ

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

'জনগণের সাথে বেঈমানী করবো না'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, বাংলার মাটিতে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

আওয়ামী লীগ নেতা ও ৫-দফা আন্দোলনের শহীদ ময়েজ উদ্দিন আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার সকালে কালিগঞ্জে আয়োজিত স্মরণসভায় শেখ হাসিনা ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাওয়ালগড় জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় সিনেমা হলে আয়োজিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট রহমত আলী। শহীদ ময়েজউদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ ব্যক্ত করেন স্মরণসভায় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, যুব সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। স্মরণসভার শুরুতে কোরান তেলাওয়াত ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

কালিগঞ্জ পৌঁছার পর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিস এবং যেখানে শহীদ ময়েজউদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল ঐ স্থানটি দেখতে যান।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ শোকের দিন নয়, আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা নেয়ার দিন। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ ময়েজউদ্দিন বুকের রক্ত দিয়ে গেছেন। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, গত ১০ বছর ধরে সমগ্র জাতি নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। সমগ্র জাতির নাভিশ্বাস উঠেছে, গ্রাম বাংলায় আজ বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার। অপরপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক সম্পদের পাহাড় গড়ছে।

শেখ হাসিনা গরীব চাষী যাতে পাটের ন্যায্যমূল্য পায় তার জন্য রাষ্ট্রপতির দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমার সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য নিয়ে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করেনি। তিনি বলেন, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জাতির জনক জীবন দিয়েছেন। আমিও কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করব না। যত অত্যাচার, নির্যাতন আসুক, বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করে যাব।

মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আসফার হোসেন মোল্লা, জনাব আ,ক,ম মোজাম্মেল প্রমুখ।

সংবাদ

১ অক্টোবর ১৯৮৫

জনগণকে নিয়ে প্রকাশ্য
রাজনীতি করতে চাই
–শেখ হাসিনা

॥ এ, এম, এম হাসান ॥

ঘরোয়া রাজনীতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আমরা ঘরোয়া রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, প্রকাশ্য রাজনীতি চাই। কারণ ঘরোয়া রাজনীতি জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের অস্বীকৃতির নামান্তর এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় ঘরোয়া রাজনীতির অর্থ হলো, যাদের রাজনীতি করার কথা নয় তারা রাজনীতিবিদদের ঘরে বন্ধ করে নিজেরা রাজনীতি করতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, সামরিক শাসনের যাঁতাকালে দেশবাসী নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। বর্তমান বহুমুখী সঙ্কটের উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে রক্তস্নাত ৫-দফা বাস্তবায়ন করে আমরা দেশে গণতন্ত্র কায়েম করবো।

ঘরোয়া রাজনীতি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 'সংবাদ' প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে ১৫ দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য নীচে দেয়া হলো।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা ঘরোয়া রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। তাই ঘরোয়া রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তিনি বলেন, আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করি। তাই জনগণকে নিয়ে প্রকাশ্যভাবেই রাজনীতি করতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসকদের নতুন 'টার্ম' হচ্ছে ঘরোয়া রাজনীতি। এর অর্থ হলো, যাদের রাজনীতি করার কথা নয়, তারা রাজনীতি করতে চাচ্ছে। কাজেই এসব বন্ধ করে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং জনগণের অধিকার জনগণকে দিতে হবে। তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতি করা সাজে না। জনগণের যারা সেবা করে তারাই রাজনীতি করবে।

গণতন্ত্রে উত্তরণ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, গত ১০ বছর ধরে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দেশে সামরিক শাসন চলছে। সামরিক শাসনের যাঁতাকলে সমগ্র জাতি নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। গ্রামবাংলায় বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার চলছে। অথচ কিছু লোক সাধারণ মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির জন্য দেশ এক সংকটে পড়েছে। এই সংকট থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র তথা জনগণের হৃত অধিকার আদায়ের জন্য আমরা জাতির দাবী ৫-দফা নিয়ে সংগ্রাম করছি। ৫-দফা বাস্তবায়নের জন্য অনেক রক্ত ঝরেছে। ঐক্যবদ্ধ দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে রক্তস্নাত ৫-দফা বাস্তবায়ন করে আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো।

সংবাদ

৪ অক্টোবর ১৯৮৫

সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন চাই ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সিরাজগঞ্জ, ৩রা অক্টোবর।– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, যাঁরা নির্বাচিত হবেন তারাই দেশ শাসন করবেন। তিনি বলেন, জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় পৌর মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ভাষণ দিচ্ছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা বেগম আইভি রহমান, যুববিষয়ক সম্পাদক জনাব মোঃ নাসিম ও ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জনাব মমতাজ হোসেন।

শেখ হাসিনা আজ দুপুরে সিরাজগঞ্জ পৌঁছেন। তিনি সিরাজগঞ্জে নদী ভাংগন এলাকা পরিদর্শনের জন্য এখানে পৌঁছলে হাজার হাজার কর্মী তাঁকে যমুনার ঘাটে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেখান থেকেই তিনি মিছিল সহকারে জেলখানার পার্শ্বে যমুনার ভাংগন দেখতে যান। সেখানে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

পৌর মিলনায়তনে শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ সিরাজগঞ্জ এলে পাটের মূল্য সম্পর্কে আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি পাঁচশ' টাকা দিতে পারি তাহলে আমার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনীতি করতে এসেছি বাংলার সাধারণ জনগণের জন্য, রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য বা লুটপাট করার জন্য নয়। তিনি বলেন, শতকরা ৮৫ ভাগ গরীব মানুষকে বাঁচানোর জন্য এবং তাদেরকে গলার ফাঁস থেকে রক্ষা করার জন্যই আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। তিনি জোর দিয়ে বলেন 'গরীব মানুষকে যদি তাদের ন্যায্য পাওনা না দিতে পারি তাহলে রাজনীতি করবো না। অনুৎপাদনশীল খাতে

প্রচুর টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তা থেকে আমরা কৃষকের ন্যায্যমূল্য দিতে পারি। প্রয়োজনে ভর্তুকিও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। কিন্তু এখন আর এ সম্পর্কে কোন কথা শুনছি না। তিনি সিরাজগঞ্জকে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষা করার দাবী জানিয়ে বলেন, সিরাজগঞ্জবাসীদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শহরকে রক্ষার জন্য। আওয়ামী লীগ আপনাদের পাশে থাকবে।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্র উদ্ধারের নাটকের পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজে আবার হামলা হয়েছে। তিনি বলেন, অস্ত্রের এই খেলা বন্ধ করতে হবে। শেখ হাসিনা ৫ দফার কথা উল্লেখ করে বলেন, ৫ দফা আন্দোলনে সেলিম, দেলোয়ার, তাজুল, ময়েজ উদ্দিন, তিতাসসহ বহু ভাই রক্ত দিয়েছে।

সংবাদ

১১ অক্টোবর ১৯৮৫

আওয়ামী লীগের **১ম** দিনের সেমিনার

গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া এদেশের জনগণের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দশ কোটি মানুষ অধ্যুষিত পর-মুখাপেক্ষী একটি জাতি শুধু বিদেশী সাহায্য নিয়ে সমাজের ওপরতলার গুটিকয়েক মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারলেও হাজার হাজার গ্রামের অগণিত ভূমিহীন দরিদ্র জনগণের অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে না।"

বর্তমান জাতীয় রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সেমিনারে উদ্বোধনী ভাষণে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন। দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে।

গতকাল উদ্বোধনের পরেই শুরু হয় প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল "স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ শোষিতের গণতন্ত্র"। বিকেলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে "স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক আলোচনা হয়।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, বাংলার মানুষের দ্বারে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী শুধু নয়, '৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহ স্বাধীনতার সুফলগুলিকেও ধ্বংস করেছে। জাতীয়করণ বানচাল করা হয়েছে, অবাধ পুঁজির নামে লুণ্ঠনের পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংক-বীমা সবই বিক্রি করা হচ্ছে জলের দামে।

শেখ হাসিনা বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে চারটি মলনীতি জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, কায়েমী স্বার্থবাদীরা সেগুলোকে নস্যাৎ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশাতেই তৎপর হয়েছিল। তার হত্যাকাণ্ডের পর একে একে এগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে যে পথে গত দশ বছর নেয়ার প্রয়াস চলছে তাতে **১৯৭১** সালের আগের এবং পরের পাকিস্তানের সঙ্গে আজ আমাদের তফাৎ কোথায়?"

বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "বিদেশী সাহায্য আমরা নেব; কিন্তু তার জন্য আমরা সার্বভৌমত্ব হারাতে রাজী নই। প্রাপ্ত সাহায্য যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। টাকা পাচ্ছি বলেই তা গ্রহণ করলে প্রধানতঃ এক শ্রেণীর লোকের ধন সঞ্চয়ের সুযোগ করে।"

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, গত **১৪** বছরের প্রথম সাড়ে তিন বছরে যে পরিমাণ সাহায্য বাংলাদেশে এসেছে, গত দশ বছরে তার চাইতে প্রায় চার গুণ বেশী সাহায্য এসেছে। কিন্তু এই টাকা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কতটা সাহায্য করেছে, এই প্রশ্ন অনেকেই করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, গত দশ বছরে বাংলাদেশে একটা ধনিক-শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাদের বিলাসবহুল জীবনের রূপ দেখে হয়তো বিলাত আমেরিকার অনেক বিত্তশালীরও তাক লেগে যাবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগের উপরে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দশ বছরে বহুগুণ বেড়েছে, নিরক্ষরতার হার বাড়ছে; '৭৪-৭৫ সালের তুলনায় দ্রব্যমূল্য উপরে। শিল্প-কারখানা যেমন ধ্বংসের মুখে উপনীত, ঠিক তেমনি কৃষি ক্ষেত্রেও চরম দৈন্যদশা। বঙ্গবন্ধুর সরকার চিনি রফতানী করতেন, এখন চিনি আমদানী করতে হয়। সামাজিক অনাচার আর সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, জনজীবনে আজ নেমে এসেছে চরম হতাশা। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যেতে পারে না। দেশকে উন্নতির পথে নিতে হলে সামাজিক চেতনাবোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গড়ে তুলতে হবে আশাবাদ। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জনগণকে উদ্ধার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলির সদস্য মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, প্রাক্তন আইজি জনাব আবদুল খালেক, আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব জিল্লুর রহমান ও বিএফইউজের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান মিলন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ। আলোচনায় অংশ নেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত বিচারপতি কে, এম সোবহান এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কে, জি মুস্তফা।

সেমিনারে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হবে আজ বিকেল ৪টায়।

সংবাদ

১৫ অক্টোবর ১৯৮৫

১৫ দলের সমাবেশে শেখ হাসিনা

নির্বাচন চাই, তবে নির্বাচনের নামে প্রহসন করতে দেব না

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন দাবী করে বলেছেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্বাচন চাই, তবে নির্বাচনের নামে কোন প্রহসন করতে দেব না। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

'পাট দিবস' উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৫ দল আয়োজিত সমাবেশে সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। সমাবেশে ১৫ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। পাটের ন্যায্যমূল্যসহ বিভিন্ন দাবী সংবলিত করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাটের দাম ৫শ' টাকা দাবী করে শেখ হাসিনা বলেন, এ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি। কোথা থেকে টাকা দেব তা না বুঝে বলিনি। অনুৎপাদনশীল খাতে ধার কমিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পাটের দাম প্রতি মণ ৫শ' টাকা দেয়া অবশ্যই সম্ভব। দেশ বিক্রির প্রশ্ন আসে না, কোন দেশপ্রেমিক দেশ বিক্রির চিন্তা করতে পারে না।

শেখ হাসিনা প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকার দাবী করে বলেন, রাজনীতিবিদরা ঘরোয়া রাজনীতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না।

রাজনীতিবিদদের প্রতি আজ কটাক্ষ করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা ওআইসি'র মহাসচিব পদ থেকে বাংলাদেশের প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের সমালোচনা করে বলেন, বিদেশ সফরের সময় বাংলাদেশের পক্ষে আমিও লবিং করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রার্থী থাকলো না কেন? পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের প্রশ্নে সোচ্চার হওয়ার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি দাবী জানান।

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারী খাতে দেবার তীব্র বিরোধিতা করেন। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ প্রশাসনের উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, সার্ক সম্মেলনের কথা বলে জনগণকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত হবে না। তিনি বলেন, ৫ দফা দাবী নিয়ে ১৫ দল শিগগিরই একটি পক্ষ পালন করবে।

সমাবেশে পাট সম্পর্কিত প্রস্তাবে পাটের ন্যূনতম মূল্য ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা, পাটের আভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারী ক্রয়-বিক্রয় সংস্থার মুখ্য নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গ্রামাঞ্চলে পাট ক্রয়কেন্দ্র খোলা, অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশের সাথে একযোগে বাফার ষ্টক গড়ে তোলা, লে-অফ-কৃত পাটকল সরকারী উদ্যোগে চালু করা ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার দাবী জানানো হয়।

সমাবেশের রাজনৈতিক প্রস্তাবে দফার ভিত্তিতে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অর্জনের সংগ্রাম দুর্বার করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেও প্রস্তাব নেয়া হয়।

১৫ দলের সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জোটের কেন্দ্রীয় নেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব আবদুল মোমিন তালুকদার, জনাব আবদুস সালাম, মীর্জা সুলতান রাজা, মওলানা আহমেদুর রহমান, রাশেদ খান মেনন, জনাব সাইফুল ইসলাম, জনাব খালেকজ্জামান ভুইয়া, জনাব নজরুল ইসলাম, শ্রী দিলীপ বড়ুয়া, জনাব আ, ফ, ম, মাহবুবুল হক, জনাব আবদুস সামাদ, জনাব শাহ আলম ও খন্দকার আবদুল ওয়াহেদ।

সংবাদ

১৮ অক্টোবর ১৯৮৫

১৫ দলের শোকসভায় শেখ হাসিনা

কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য প্রাণহানি হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে কেন্দ্রীয় ১৫ দল গতকাল বিকেলে শোকসভা ও শোক মিছিলের আয়োজন করে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় একতা পার্টির প্রধান সৈয়দ আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনায় যারা স্বজন হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন, তাদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমাদের জানা নেই। দুর্ঘটনার পর ছাত্রদের লাশের স্তূপ দেখে '৭১-এর কথাই মনে হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্যই এত প্রাণহানি ঘটলো। জরাজীর্ণ জগন্নাথ হলের সংস্কারের জন্য ছাত্ররা বারবার দাবী জানিয়েছে; কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তিনি হলগুলো সংস্কারের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন যে, দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হলে আরো জীবন বাঁচানো যেত।

শেখ হাসিনা জগন্নাথ হলের অপর দু'টি ভবন এখনই বন্ধ করে সংস্কার করার দাবী জানান। অন্যান্য ছাত্রাবাসেরও প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, হতাশা আর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে জনগণের সরকার কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

শোকসভার শুরুতে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসা, নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণদান এবং হলের ভবনগুলোর সংস্কার দাবী করা হয়।

শোকসভার পর একটি শোক মিছিল ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র, শাহবাগ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট, তোপখানা রোডসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেখ হাসিনাসহ ১৫ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মিছিলের সামনে ছিলেন।

সংবাদ

১৯ অক্টোবর ১৯৮৫

আওয়ামী লীগের শোকসভায় হাসিনা

এই মৃত্যু প্রমাণ করেছে শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা অবহেলিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সকল ছাত্রাবাসের অবিলম্বে সংস্কার দাবী করে বলেছেন, জগন্নাথ হলের মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যেন আর কখনো না হয়। তিনি বলেন, শুধু ছাত্ররা নয়, সমগ্র জাতি আজ অবহেলিত, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে আছে।

জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনায় নিতেদের স্মরণে গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকসভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ওমর আলী।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, জগন্নাথ হলের ছাত্ররা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল আমাদের দেশে শিক্ষা কত অবহেলিত। নিরাপত্তাহীন অবস্থায় জরাজীর্ণ হলে ছাত্রদের থাকতে হয়, ছাত্রাবাসের সংস্কার হয় না, অথচ অনুৎপাদনশীল খাত আর বিলাসের জন্য অর্থের অভাব নেই। রাজপথের আইল্যান্ড ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় কত অর্থ অপচয় হচ্ছে। উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরা এদেশে গলফ খেলেন, তাই হয়তো গলফ খেলার সরঞ্জামের ওপর কোন ট্যাক্স নেই। এ খেলার আয়োজনের জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় করেন সরকার। নতুন নতুন হেলিকপ্টার কেনা হয়, ছাত্রদের হল সংস্কারের টাকার অভাব হয়।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরও বলেন, ওআইসি সম্মেলনের সময় এবং বৃটেনের রাণীর সফরের সময় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনের জন্য অনেক ব্যয় হয়েছে। শহরে নতুন গেট তৈরী হয়েছে। ওআইসি সম্মেলনের জন্য অনেক নতুন গাড়ী এসেছে। অথচ আসন্ন সার্ক সম্মেলনের জন্য আবার নতুন করে সব করা হচ্ছে, আরো গাড়ী আসছে, সিঙ্গাপুর থেকে একটি সোফাসেট আনা হচ্ছে, যার দাম তিন লাখ টাকা। এত বিলাসবহুল ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। দরিদ্র দেশের জন্য এত বিলাসিতার কি প্রয়োজন?

শেখ হাসিনা বলেন, বিদেশ থেকে ঋণ এনে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হচ্ছে, আর এ টাকা শোধ দিতে হবে জনগণকে।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন যে, সমন্বিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জগন্নাথ হলের আহত ছাত্রদের তিনি দেখতে পারেননি। কারণ সেখানে যাওয়ার অনুমতি তাকে কর্তৃপক্ষ দেননি। শেখ হাসিনা কর্তৃপক্ষের এরূপ মনোভাবের নিন্দা করেন।

শেখ হাসিনা আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে বিদেশে পাঠানো এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য দলের ৭ জন কেন্দ্রীয় নেতার সমন্বয়ে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা শোকসভায় জানান যে, তার ছেলের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি আজ (শনিবার) দেশের বাইরে যাচ্ছেন। তার অবর্তমানে দলের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শোকসভায় জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছাত্র প্রকাশ অধিকারীর পিতা শ্রী হেমন্ত অধিকারীও বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ

৪ ডিসেম্বর ১৯৮৫

লণ্ডনে সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা

জনগণের সাথে সহযোগিতা না করে কীভাবে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্ভব

আসন্ন সার্ক শীর্ষক সম্মেলন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা নিজের দেশের জনগণের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না তারা কি করে আঞ্চলিক সহযোগিতা করবেন আর ওই সম্মেলন থেকে কতটুকু শুভ ফল আমরা আশা করতে পারি, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনের বিবরণ গতকাল মঙ্গলবার বিবিসিতে প্রচারিত হয়।

তিনি বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা হোক এটা আমরা চাই তবে এর সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস চাই তা হচ্ছে সার্ক সম্মেলনে একটা প্রস্তাব নিশ্চয়ই আসা উচিত যে, সার্ক ভুক্ত প্রতিটি দেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার দেশ শাসন করবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ পূর্ববর্তী সরকারের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দেখেছে এবং নির্বাচন করলেই যে গণতন্ত্র আসে না সে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের আছে। আর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই আজকে আমাদের একটাই বক্তব্য আমরা নির্বাচন চাই, কিন্তু সে নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আমরা চাই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসুক। সামরিক সরকারকে গণতন্ত্রের লেবাস পরানোর নির্বাচন আমরা করতে চাই না।

জেনারেল এরশাদ বলেছেন, নির্বাচন সামরিক আইন চালু থাকা অবস্থাতেই হবে। এমতাবস্থায় নির্বাচনে অংশ নিতে তিনি রাজী আছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অবশ্যই আমরা নির্বাচনে যাবো।

জেনারেল এরশাদ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পরে বিরোধী দলগুলোর সাথে নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন তৎসম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সাহেবের সাথে শুধুমাত্র আলাপ করে ফলাফল পাওয়া যাবে বলে মনে করি না। এ বিষয়ে আমরা ডায়ালগ করেছি এবং তাতে কোন ফল হয়নি। ডায়ালগ তিনি করতে চান শুধু লোক দেখানোর জন্যে।

সংবাদ

৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫

গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্থবহ হতে পারে

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গণতান্ত্রিক দক্ষিণ এশিয়াই আঞ্চলিক সহযোগিতাকে অর্থবহ করতে পারে। সার্ক যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে তাহলেই এই ফোরাম সফল হবে।

লণ্ডন থেকে দেশে ফেরার পর গতকাল সন্ধ্যার মহাখালীতে নিজ বাসভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সমবেত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময়ে শেখ হাসিনা একথা বলেন।

তিনি বলেন, শনিবার ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের শীর্ষ বৈঠক শুরু হচ্ছে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। কিন্তু সার্ক সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশে আজ কোন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় নেই।

শেখ হাসিনা সার্ক সম্মেলনে আগত দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অংশগ্রহণ এর সাফল্যের পূর্বশর্ত।

শেখ হাসিনা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সার্ক উপলক্ষে ঢাকায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ উপস্থাপিত হয়নি। তিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী জাতীয়তা ও মুক্তিযুদ্ধের গান প্রচারের দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, ডিসেম্বর আমাদের জন্য একই সাথে বেদনা ও বিজয়ের মাস। '৭১এ এই মাসে বহু বাঙ্গালী শহীদ হয়েছিলেন, আর এই মাসেই অর্জিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় এসেছেন। আমরা দাবী জানাই, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়া হোক, পাকিস্তানের কাছে পাওনা বাংলাদেশের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হোক।

শেখ হাসিনা ১৫ দল আহূত ১৬ই ডিসেম্বরের কর্মসূচী সফল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

এর আগে ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে দেয়া 'গণতন্ত্রের জন্য আহ্বান' শীর্ষক এক বিবৃতিতে বলেন, সার্ক বৈঠকের এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক। যে সাতটি দেশের সরকার প্রধানগণ এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন সে সব দেশে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষের বাস। কাজেই জনগণের আকাঙ্ক্ষাও এখানে তুলে ধরতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ৩০ বছর আগে বান্দুং-এর ঐতিহাসিক সম্মেলনে আফ্রিকা-এশিয়ার নেতৃবৃন্দ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিন দশক পরেও সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ পুরোপুরি দূর হয়নি। এখন আমরা সামরিকতন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছি।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে যে গণতন্ত্র অর্জিত হয়েছিল বহুদেশে, সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তা ধ্বংস হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, সার্ক বৈঠক যদি দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রকে নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে এই উপমহাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে না। ঢাকার সম্মেলনে বান্দুং-এর চেতনাকেই সম্প্রসারিত করতে হবে। সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের অবসানের শপথের সাথে সাথে গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার সংকল্পও নিতে হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, গত মার্চের আগে দেশে যে রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল তার চেয়েও ভালো পরিবেশ আমরা

আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করবো। আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি অন্যান্য বিরোধী দলের সাথেও কথা বলবেন বলে জানান।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার নির্বাচন চাইলে সে নির্বাচন আমরা করতে পারি না।

ঢাকা বিমান বন্দরে শেখ হাসিনাকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানান।

সংবাদ
২ জানুয়ারি ১৯৮৬
যত নির্যাতনই আসুক
আন্দোলন তীব্রতর হবে
–শেখ হাসিনা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যত নির্যাতনই আসুক, আন্দোলন আরো তীব্র হবে।

গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত পনের দলের গণসমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। সমাবেশে পনের দলের ঘোষণা পাঠ করেন শ্রী দিলীপ বড়ুয়া। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারও নির্বাচন চান, আমরাও নির্বাচন চাই। তবে সরকার নির্বাচন চান যেকোনভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা বৈধ করার জন্য। আর আমরা নির্বাচন চাই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসন ও জনগণের ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য। অবৈধ সরকারকে বৈধ করার নির্বাচনে আমরা যেতে পারি না।

শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসন যতক্ষণ থাকবে, নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না। কাজেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে।

শেখ হাসিনা বলেন, এই সরকার প্রথমে জনদল তারপর ফ্রন্ট এখন আর একটি দলের জন্ম দিয়েছেন। জন্ম নেয়ার আগেই ঠিক হয়ে গেছে এই দল সংসদে ২শ' আসন পাবে। সামরিক শাসনের অধীনে কেমন নির্বাচন হয় জনগণ আগেই দেখেছেন। রাজনীতি নিষিদ্ধ করে রাজনীতিবিদদের বন্দী

রেখে গণভোট হয়েছে ৩ থেকে ৫ শতাংশের বেশী লোক ভোট দেয়নি। অথচ রেডিও-টিভিতে বলা হলো ৭৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোট হোক আর না হোক, ফলাফল দিতে একটুও বাধে না।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের সর্বস্তরে আজ অসন্তোষ রয়েছে। পেশাজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী তাদের দাবী নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। এর ফলে সৃষ্ট অসুবিধার জন্য সরকারই দায়ী। ধর্মঘটীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেয়ার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের কাছে দাবী জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস থেকে অস্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, অস্ত্র উদ্ধারের পর নতুন করে আবার অস্ত্র যেন না যায়। তিনি উপাচার্যের বাসভবনে হামলার নিন্দা করেন।

সমাবেশের পর ১৫ দলের একটি বিক্ষোভ মিছিল নবাবপুর রোড, ইসলামপুর, চকবাজারসহ পুরনো ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। মিছিলে ১৫ দলের শরিক দলগুলো নিজস্ব পতাকা, ব্যানার, ফেষ্টুন বহন করে। আমাদের সংবাদদাতারা জানান, গতকাল খুলনা, রংপুর, বরিশাল, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, খালিশপুর, বাগেরহাট ও অন্যান্য স্থানে ১৫ দলের উদ্যোগে সভা সমাবেশ ও মিছিল বের করা হয়।

সংবাদ

৮ জানুয়ারি ১৯৮৬

অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার
নির্বাচন হতে দেব না : হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "সামরিক শাসনকে গণতন্ত্রের লেবাস পরানোর নির্বাচন বাংলার মাটিতে হবে না, আমরা হতে দেব না।"

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় আয়োজিত আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, '৭৫-এর পর থেকে দেশে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পালা শুরু হয়েছে। নতুন দল গঠন করে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, "এই প্রক্রিয়া আর কার্যকর হতে দেব না। আমরা চাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে জনগণের ভাগ্য জনগণই নির্ধারণ করবে, 'অস্ত্রধারী পাহারাদাররা' জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করবে না।"

সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্রলীগের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের জয় একদিন হবেই হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষিত সচেতন গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্রসমাজ অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারে না।

তিনি বলেন, পড়াশুনা করা ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিবাদও ছাত্রদেরকেই করতে হবে।

ছাত্রলীগের অতীত ইতিহাসের গৌরবকে সমুন্নত রাখার জন্য নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, অতীতে এ দেশে যত আন্দোলন হয়েছে, ছাত্রলীগ তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাই ছাত্রলীগই চলমান আন্দোলনকে জোরদার করতে পারবে। যারা বিভিন্ন সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বিশ্বাস করেন, তাদেরকে আবার ছাত্রলীগে ফিরে আসার জন্য শেখ হাসিনা আহ্বান জানান।

'শিক্ষাঙ্গন থেকে থাবা
তুলে নিন'

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানির নিন্দা করে শেখ হাসিনা বলেন যে, ছাত্রসমাজকে দাবিয়ে রাখার জন্য অস্ত্রধারীদের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অর্থ দিয়ে ন্যায়ের সংগ্রামকে কোনদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। অতীত ইতিহাস থেকে এ শিক্ষা নেয়া উচিত। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশ দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। আবার পুলিশের ছত্রছায়ায় 'লাঠিয়াল বাহিনী' পাঠিয়ে তাদেরকে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তিনি বলেন, "রাজনীতি করতে চান, রাজনীতি করতে আসুন। শিক্ষাঙ্গন থেকে থাবা তুলে নিন।"

তিনি বলেন, রাজনীতি দ্বারা অস্ত্র নিয়ন্ত্রিত হবে। অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হোক এটা আমরা চাই না।

আলোচনা সভায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের ও ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব খ. ম. জাহাঙ্গীর এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানকও বক্তৃতা করেন।

আলোচনা সভা শেষে মিছিল বের করা হয়। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

সংবাদ

১১ জানুয়ারি ১৯৮৬

বুলেটের ক্ষমতা বৈধ করতে দেব না ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "'৭১-এর চেতনা নিয়ে সবাইকে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করেন এবং বলেন, বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তিই বড়। গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন ও জনাব জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ ও নগর কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওমর আলী। সভা পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ নাসিম। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু বর্ণাঢ্য মিছিল জনসভায় আসে। মিছিলগুলিতে নৌকার প্রতীক বহন করা হয়।

স্বাধীনতার লক্ষ্য

জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, ঘুণে ধরা সমাজ ভেঙ্গে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সে লক্ষ্যকেই ধ্বংস করা হয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে কোন না কোনভাবে দেশে সামরিক শাসন চলছে; কিন্তু বারবার সামরিক শাসন চাপিয়ে দিয়েও বাংলার মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যায়নি।

তিনি বলেন, '৭৫-এর পর থেকে দেশে একটি ধারাই চলছে। প্রশাসনকে দিয়ে সরকারী দল গঠন করা হয়, আর এসব দলে আসে তারাই, যাদের দু'পয়সা দিয়েই কেনা যায়। এমন একটি দলকে নিয়েই করা হয় নির্বাচনী প্রহসন।

৫ দফার মূল কথা

শেখ হাসিনা বলেন, ৫ দফার মূল কথা হচ্ছে, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের

অধীনে সার্বভৌম সংসদের অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন। এই ৫ দফার জন্য অনেক রক্ত ঝরেছে, কিন্তু সরকার দাবী মেনে নেয়নি। সরকার প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বৈধ করতে চান; কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা তা করতে পারেননি।

শেখ হাসিনা বলেন, জেনারেল এরশাদ বারবার নির্বাচনের তারিখ দেন। আবার বিরোধীদলের ওপর দোষ চাপিয়ে তারিখ পিছিয়ে দেন। নির্বাচন নিয়ে এই খেলা আজ সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, বুলেটের ক্ষমতাই যদি বেশী হবে তাহলে আজ তারা ব্যালট করতে চান কেন? আসলে বুলেট ক্ষমতাকে স্থায়িত্ব দিতে পারে না। অস্ত্র সাময়িকভাবে ক্ষমতা দিতে পারে, কিন্তু রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যালট। তাই সামরিক সরকার ব্যালটের সাহায্যে তাদের ক্ষমতা বৈধ করতে চান। এভাবে আমরা তাদের ক্ষমতা বৈধ করে নিতে দেব না।

জনগণের আদালত

জেনারেল এরশাদকে উদ্দেশ করে শেখ হাসিনা বলেন, "যদি আপনার জনপ্রিয়তা থাকে তাহলে সামরিক লেবাস ছেড়ে জনগণের আদালতে আসুন। দেখা যাক জনগণ কাকে চায়।"

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, দ্রব্যমূল্য আজ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দুর্নীতি সব সীমা ছাড়িয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অস্ত্রের খেলা, শ্রমিক ও পেশাজীবীরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু সামরিক সরকার কোন কিছুতেই কর্ণপাত করছে না। দেশের এই অশান্ত পরিস্থিতির জন্য শেখ হাসিনা সামরিক শাসনকেই দায়ী করেন।

সংবাদ

২০ জানুয়ারি ১৯৮৬

পনের দলের 'প্রতিরোধ আন্দোলন'

৩রা ফেব্রুয়ারী অর্ধদিবস হরতাল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৫ দলীয় ঐক্যজোট 'প্রতিরোধ আন্দোলনে'র অংশ হিসেবে ৩রা ফেব্রুয়ারী ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে ১৫ দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আইনজীবী, শিক্ষক,

চিকিৎসক, সাংবাদিক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়ের পর এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় বৈঠকে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনা

সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা আবার দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে উঠছে। এদের চিহ্নিত করতে হবে ও প্রতিহত করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার শত্রুদের চিহ্নিত করা দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে, '৭৫ সালেও একই চক্রান্তের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। চক্রান্ত এখনো চলছে। কিন্তু জনগণ আগে যেমন চক্রান্ত নস্যাৎ করেছে, এবারও তেমনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলবে। ৩রা ফেব্রুয়ারী কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের অস্তিত্বের ওপর যখন হুমকি এসেছে যেকোন মূল্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

মতবিনিময়কালে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ডঃ মিজানুল হক, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতা জনাব আবদুল্লাহ সরকার, জাতীয় আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব উদ্দিন, ঢাকা আইনজীবী সমিতির নেতা জনাব সবুর আশরাফী, বিএফইউজে'র কাউন্সিল সদস্য জনাব নাজিমুদ্দীন মানিক, বিএমএ'র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সারোয়ার আলী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা অধ্যাপক ম, আক্তারুজ্জামান, ট্যাক্স-আয়কর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এস, এম জামান, মহিলা পরিষদ নেত্রী বেগম আয়শা খানম, ১৫ দলীয় মহিলা ঐক্যজোটের নেত্রী হাজেরা সুলতানা, পরিষদের নেতা জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, আওয়ামী যুবলীগ নেতা মোঃ নাসিম, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন নেতা জনাব মাহবুব জামান, জাতীয় যুবলীগ নেতা জনাব আঃ কাদের, কৃষক সমিতির নেতা জনাব নূহ-উল-আলম লেনিন, ব্যাংক কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতা জনাব এ, টি, এম শামসুল আলম, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা জনাব আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন প্রমুখ।

সংবাদ

২৯ জানুয়ারি ১৯৮৬

নির্বাচনী নাটকে সামরিক শাসন
দূর হবে না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতার পক্ষের ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ব্যাপক ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিন দলের ঐক্য মহাসম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "এই ঐক্য মহাঐক্য হোক। যদি সম্ভব হয় ১৯৫৭ সালের পূর্ব অবস্থায় আমরা ফিরে যেতে পারি। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি এ প্রস্তাব রাখছি।"

গতকাল তিনি ঐক্য মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, "সামরিক সরকার নির্বাচনের নামে প্রহসন করতে চায়। গণভোটের মত। বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান যেভাবে কবিতা রচনা করেন, সেভাবে নির্বাচনী নাটক করতে চান। এই নির্বাচনী নাটক হলে এ দেশ থেকে সামরিক শাসন কোনদিন দূর হবে না। আমরা চাই রাজনীতি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে, অস্ত্র রাজনীতি নয়।" তিনি উল্লেখ করেন, "বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি বেশী। কিন্তু আজ ব্যালট অনুপস্থিত। এ সরকার বুলেটের জোরে ক্ষমতায় এসেছে। এখন ব্যালটের মাধ্যমে বুলেটকে তাদের শাসনকে বৈধ করতে চাইছে। আমরা বুলেটে নই, ব্যালটে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।"

শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে এ ঐক্য প্রেরণা দেবে। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল, বিশেষ করে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলোর ঐক্য কামনা করে তিনি বলেন, এটা হলে বর্তমান সংগ্রাম তীব্রতর হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরাতে চায়। দেশে আজ ৯০টিরও বেশী দল রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭২-এর সরকারকে অবৈধ বলার অর্থ সংবিধানকে, মুক্তিসংগ্রামকে অবৈধ বলা। এ কথা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের ওপর আঘাত।

শেখ হাসিনা বলেন, 'স্বঘোষিত' রাষ্ট্রপতি শপথ নেননি। এমনকি তিনি একটি গণভোট করেছিলেন, যেখানে তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্টের বেশী লোক ভোট দেয়নি। কিন্তু তিনি নাকি ৯০ পার্সেন্টেরও বেশী ভোট পেয়েছিলেন

বলে খবরে প্রকাশ। তারপরও তিনি শপথ নেননি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, "সামরিক বাহিনী ও বাংলার মানুষ আলাদা নয়। কিন্তু আজ মুষ্টিমেয় লোক ক্ষমতায় থাকার জন্য উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য গোটা সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করছে।"

সংবাদ

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তি এক হও ঃ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির প্রতি আবার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর এনার।

তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন। স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্যকে নস্যাৎ করার জন্য এখনো ষড়যন্ত্র চলছে।

গতকাল শনিবার বাকশাল ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতা ও কর্মীদের আওয়ামী লীগে ফিরে আসা উপলক্ষে তার ধানমণ্ডী বাসভবনে আয়োজিত একদলীয় সমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা তুচ্ছ রাজনৈতিক বিভেদকে দূরে ঠেলে দিয়ে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে বাকশাল ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোর ৫শ'রও বেশী নেতা ও কর্মী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, রাশেদ মোশাররফ, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল হক ও মেজর (অবঃ) নাসের।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক কর্মসূচী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে নিপীড়িত অবহেলিত জনগণকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য সকল প্রগতিশীল মহলের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একটি জাতীয় প্লাটফর্ম হিসেবে বাকশাল গঠন করেছিলেন। সে

সময়ের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিরা বাকশাল গঠনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীও বঙ্গবন্ধুকে এজন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ও সন্তোষে তাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

গণবিরোধীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন ঃ শেখ হাসিনা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য দেশে যে আন্দোলন চলছে শিল্পীরা তাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন; কেননা বক্তৃতার কথার চাইতে তুলির আঁচড়ের আবেদন বেশী দীর্ঘস্থায়ী।

শেখ হাসিনা গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে শিল্পী মুরাদুজ্জামান মুরাদের একক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার সময় এ কথা বলেন। বিশিষ্ট শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অর্জিত ফসল বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, "বর্তমান সরকার বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ব্যালটের মাধ্যমে তা পাকাপোক্ত করতে চাইছে।"

শেখ হাসিনা বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গণবিরোধী শক্তিকে যেভাবে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ক্ষমতা থেকেও তাদেরকে তেমনিভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে।" এই কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তৃতায় জনাব আহমেদ বলেন, প্রকৃত শিল্পী রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন না, কারণ, রাজনীতি এবং শিল্পকর্ম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষ অতিথি টি, এস, সি'র পরিচালক জনাব এ. জেড খান এবং শিল্পী মুরাদও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রদর্শনীটি টিএসসি'তে আগামী ১৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে। তেল রঙে আঁকা ৩২টি ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে এবং সেগুলো মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম এবং প্রকৃতির ওপর আঁকা।

সংবাদ

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

শুধু ক্ষমতার হাতবদল চাই না
–শেখ হাসিনা

গতকাল দুপুরে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা ও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রেক্ষিতের ওপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে বর্তমান আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলনরত সকল শ্রেণী ও পেশাজীবী সংগঠনের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানানো হয়।

বৈঠকে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়ে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। তিনি বলেন, আমরা শুধু ক্ষমতার হাতবদল চাই না। যে ধরনের আন্দোলনের ফলে এক সামরিক শাসকের পরিবর্তে আরেকজন সামরিক শাসকের সৃষ্টি হতে পারে আমরা তেমন আন্দোলনেও বিশ্বাস করি না। আমরা চাই এমন একটি আন্দোলন যার ফলে বাংলার মাটি থেকে চিরদিনের জন্য সামরিক শাসনের অবসান হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, শ্রমিক সমাজ আন্দোলনের মূল শক্তি। তাই আগামী দিনের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তিনি ১৫ দল আহূত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মহাসমাবেশ ও পরবর্তী আন্দোলনে ঐক্য পরিষদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহম্মদ ও মোহাম্মদ নাসিম। এ সময় কেন্দ্রীয় ১৫ দলের সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, আজিজুল ইসলাম, মোনায়েম সরকারও উপস্থিত ছিলেন। ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্ব জনাব মোখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান সিরাজ, নজরুল ইসলাম খান, আবদুল্লা সরকার, ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম প্রমুখ নেতা।

সংবাদ

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

মুষ্টিমেয় লোকের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের জন্য সমগ্র জাতি ধুঁকে ধুঁকে মরছে ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা জনগণের গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ভাত-কাপড় ও বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করেছে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে অধিকার আদায় করতে হবে।

মহান একুশে স্মরণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন ও জনাব জিল্লুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরীও বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নাসিম। আলোচনা সভাশেষে আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন যে, ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই দেশ মুক্ত হয়েছে। অথচ আজও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হয়নি। বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য সরকারী পর্যায়ে ঠিকাদারি দেয়ার সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলা ভাষার জন্য ঠিকাদারি দরকার হচ্ছে। কোনদিন দেখব বাংলাদেশের জন্য টেন্ডার ডেকে বসেছেন। কারণ বিদেশী ঋণের ফলে যে অবস্থা হয়েছে, দেশ বিক্রি করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর জাতিকে ধাক্কা মেরে অনেক পেছনে ফেলে দেয়া হয়েছে। তাই '৫২তে যেভাবে সংগ্রাম হয়েছিল, আবার সেভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় লোকের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের জন্য সমগ্র জাতি আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে, সমগ্র জাতি আজ নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত।

একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অধিকার আদায়ের শপথ নিয়ে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মহাসমাবেশকে সফল করে তোলার জন্য শেখ হাসিনা সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

সামরিক শাসনের অবসান না ঘটানো পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, একটি নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত এদেশের মানুষের মুক্তি আসবে না। সামরিক শাসনের চিরতরে অবসান না ঘটানো পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

গতকাল বিকেলে মানিক মিয়া এভিনিউতে ১৫ দল আয়োজিত বিশাল 'জাতীয় মহাসমাবেশে' সভানেত্রীর ভাষণে তিনি একথা বলেন।

গতকালের মহাসমাবেশে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সম্বলিত ১৫ দলের একটি ঘোষণা পাঠ করা হয়। মহাসমাবেশে ১৫ দলের শরিক দলগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর ও মহিলা সংগঠনের অসংখ্য মিছিল এসে যোগ দেয়। ঢাকা শহর ও আশেপাশের এলাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৫ দলের নেতা-কর্মীরা সমাবেশে যোগদান করেন। রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলি ব্যানার, ফেষ্টুন ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সমাবেশে আসে।

মানিক মিয়া এভিনিউর মাঝামাঝি সংসদ ভবনের সামনে নির্মিত উঁচু মঞ্চ থেকে ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। মঞ্চের দু'পাশে ১৫ দলের মোট ১৩টি শরিক দলের পতাকা উড়ানো হয়।

দুপুর ২টা থেকে কয়েকটি সাংস্কৃতিক দল সমাবেশে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। বিকেল পৌনে চারটায় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাবেশের কাজ শুরু হয়।

সমাবেশে ১৫ দলের ঘোষণা পাঠ করেন শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা শ্রী নির্মল সেন। ভাষণ দেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বাকশালের জনাব আবদুর রাজ্জাক, সিপিবির জনাব সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক, জাসদের জনাব শাজাহান সিরাজ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, বাসদের জনাব আঃ ফ, ম মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব নজরুল ইসলাম, গণআজাদী লীগের জনাব নূরুল আলম ও সাম্যবাদী দলের শ্রী দিলীপ বড়ুয়া। মহাসমাবেশের কাজ পরিচালনা করেন বাসদের জনাব খালেকুজ্জামান ভূঞা।

সংসদ ভবনের দ্বার আমাদের জন্য রুদ্ধ

শেখ হাসিনা মহাসমাবেশে বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ দফার আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলনে জনগণ ঐক্যবদ্ধ।

তিনি বলেন, সংসদ ভবনের সামনে আমরা মহাসমাবেশে মিলিত হয়েছি। কিন্তু সংসদ ভবনের দ্বার আমাদের জন্য রুদ্ধ। সংসদ ভবনে প্রবেশের অধিকারের জন্যই সংগ্রাম চলছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলার মানুষ বারবার রায় দিয়েছে যে, তারা সামরিক শাসন নয়, জনগণের শাসন চায়।

তিনি বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার না আসা পর্যন্ত এদেশের মানুষের মুক্তি আসবে না, স্বাধীনতার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যাবে না।

গণতান্ত্রিক দেশ ও শক্তির প্রতি আবেদন

বিশ্বের গণতন্ত্রকামী দেশ ও শক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা মুক্তিপাগল বাঙালী জাতির পাশে এসে দাঁড়ান। বাংলাদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত এই সরকারকে কোন সাহায্য না দেয়ার জন্য তিনি তাদের কাছে আবেদন জানান।

১৫ দল ঘোষিত আন্দোলনের আগামী কর্মসূচী সফল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ২৪শে মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি হয়েছিল। আগামী ২৪শে মার্চ তাই আমরা কালো দিবস পালন করবো, সারাদেশে বন্ধ পালন করবো। দাবী মানা না হলে পর্যায় ক্রমিকভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সব ব্যাংক, নৌ-পরিবহণ, সড়ক পরিবহণ, কোর্ট কাচারি, কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দিতে হবে।

উস্কানির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন

'জনগণের উদ্দেশে শেখ হাসিনা' এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, "যদি গতবারের মতো আবার সামরিক শাসন দিয়ে আমাদের কাউকে স্তব্ধ করতে চায়, তাহলেও আপনারা তা প্রতিরোধ করবেন, সবকিছু বন্ধ করে দেবেন।"

তিনি সকল উস্কানির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারী এজেন্ট দিয়ে ওরা গণ্ডগোল ঘটিয়ে সব অধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং পাকিস্তানের জিয়াউল হকের কায়দায় 'নির্বাচনী প্রহসন' করতে চায়।

শেখ হাসিনা বলেন, অবাধ নির্বাচন যদি হয়, তাহলে জাতীয় পার্টি 'এ সরকারকে' রক্ষা করতে পারবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের পর দেশে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ এসেছে, আর এই ঋণের টাকা খরচ হয়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে। এভাবে ঋণ এনে জাতিকে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা মহিউদ্দিনের ফাঁসির আদেশ বাতিল ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

সংবাদ

৮ মার্চ ১৯৮৬

৭ই মার্চের গণজমায়েতে শেখ হাসিনা

সরকার চান না বিরোধী দল

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'প্রহসনের' নির্বাচনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বস্তরে গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'নির্বাচনের নামে গণভোট ও উপজেলা নির্বাচনের মতো খেলা আর খেলা যাবে না। ৫ দফার ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

৭ই মার্চ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম চত্বরে আওয়ামী লীগ আয়োজিত গণজমায়েতে সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। গণজমায়েতে বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন ও জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী। প্রস্তাব পাঠ করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান। গণজমায়েত শেষে একটি বিরাট মিছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, নবাবপুর রোডসহ পুরানো ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ২রা মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, কোন বিরোধীদল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক সরকারপ্রধান এটা চান না। তিনি চান ফাঁকা মাঠে গোল দিতে।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরো বলেন, সব দল যাতে নির্বাচনে যেতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি না করে যদি শুধু জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নির্বাচনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের নির্বাচনে ঐ দলের পক্ষ থেকে কেউ প্রার্থী হলে তাদের বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না, প্রহসনের নির্বাচনে জনগণ ভোটও দেবেন না।

বৈধ সরকার প্রক্রিয়া

শেখ হাসিনা বলেন, "অস্ত্রের জোরে নয়, আমরা জনগণকে সাথে নিয়েই রাজনীতি করি। '৭৫-এর পর থেকে দেশে অস্ত্র দিয়ে ক্ষমতা দখল ও পরে তা বৈধ করে নেয়ার একই প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু বর্তমান সামরিক সরকারকে আমরা ক্ষমতা বৈধ করতে দেইনি।"

শেখ হাসিনা বলেন, যে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি সংসদে পাঠাতে পারবে সে নির্বাচনই আমরা চাই। এ নির্বাচন হতে হবে ৫ দফার ভিত্তিতে নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে। নির্বাচনে সরকার ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকতে হবে।

দ্রব্যমূল্য

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতিতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। সার ও সেচযন্ত্রের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়ে কৃষকের দুর্দশা বাড়ানো হয়েছে। বিএডিসি তুলে দেয়ার 'চক্রান্ত' চলছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নেই, চাকুরিচ্যুত ব্যাংক কর্মচারী ও পুলিশদের আজও পুনর্বহাল করা হয়নি।

এস এস সি পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার তীব্র নিন্দা করে শেখ হাসিনা বলেন, এই সরকার দাবী করেন তার হাতে রক্তের দাগ নেই, অথচ বারবার ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরছে। একুশের রাতেও শহীদ মিনারে রক্ত ঝরেছে।

তিনি শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান।

সংবাদ

১১ মার্চ ১৯৮৬

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিবেশ

সৃষ্টি করছেন না ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় যেতে চাই না। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে নির্বাচন আদায় করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চাই। রাজনৈতিক দলগুলো

নির্বাচনে অংশ নিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ তা চান না। সেজন্যই তিনি নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করছেন না।'

গতকাল সোমবার দুপুরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও কলাভবনের মধ্যবর্তী মাঠে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (মান্নান) জাতীয় সম্মেলন ১৯৮৬তে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এখন রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়েই মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসুন। কারণ অস্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে। দেশপ্রেমিক ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে অস্ত্রধারীদের বিতাড়িত করে প্রমাণ করেছে যে, অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় না।'

তিনি বলেন, '৭৫ সালের পর থেকে দেশে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখলের পালা চলছে। '৭৫ সাল থেকেই ছাত্র-যুবক-শ্রমিকরা গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিচ্ছেন, রক্ত দিচ্ছেন। যতদিন পর্যন্ত অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সফল না হবে ততদিন আন্দোলন ও আত্মত্যাগের পালা চলবে। কেউ পিছু ফিরে আসবে না।

তিনি বলেন, আমরা সামরিক শাসনের অবসান চাই। কারণ সামরিক শাসন থাকলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আশা করা যায় না ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে না।

চার মূলনীতি

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছেনি। বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত রাষ্ট্রের চার মূলনীতি বিসর্জন দেয়া হয়েছে। বিরাষ্ট্রীয়করণ করে স্বাধীনতার ধারা থেকে দেশকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা তা হতে দিতে পারে না। যে কোন মূল্যে তারা স্বাধীনতার ফল পুনরুদ্ধার করবেই।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিরোধী দলীয় নেত্রীকে কোরাজন বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, তিনি বাংলাদেশের মার্কোস। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তা না হলে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের পরিণতিও মার্কোসের মতই হবে।

শিক্ষকদের দাবী

ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'শিক্ষকদের দাবী না মেনে উপরন্তু তাদের নির্যাতন করা হচ্ছে। আজ

শিক্ষকদের দাবী আদায়ের জন্য ছাত্রদের রাজপথে নামতে হয়। রাষ্ট্রপতি বলছেন, বাজেটের অভাব, শিক্ষকদের দাবী মানা যাবে না। অথচ তিনি হেলিকপ্টারে করে কত টাকা ব্যয় করেন তা সবাই জানে।'

ছাত্রলীগ ও আন্দোলন

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস। প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই ইতিহাসের ধারা সমুন্নত রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকরা কোনদিন পরাজয় বরণ করেনি, করবেও না। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে একে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলন '৮৬

বেলা সোয়া ১২টার সময় অপরাজেয় বাংলা'র চত্বরে একটি গীতিনাট্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। তারপর ছাত্র লীগের সদস্যরা প্রশাসনিক ভবনের মাঠে সম্মেলন প্যাণ্ডেলে আসেন। জাতীয় সম্মেলনে শহীদ দেলোয়ারের বড় ভাই ও শহীদ তিতাসের পিতা উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সম্মেলনের শুরুতে গৃহীত শোক প্রস্তাবে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গ, চার জাতীয় নেতা, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আন্দোলনে নিহত সেলিম, দেলোয়ার, তিতাস, জাফর, জয়নাল, আখতার, বসুনিয়া, সোহরাব, রফিক, আওয়ামী লীগনেতা জনাব ময়েজ উদ্দিন ও আনোয়ার জং এবং জগন্নাথ হল দুর্ঘটনা ও ৮৫'র ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সকল ছাত্র ও রাজবন্দীর মুক্তি, আটকাদেশ, হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

সভাপতির ভাষণ

সভাপতির ভাষণে সংগঠনের সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান বলেন, ছাত্ররা ষড়যন্ত্র বিশ্বাস করে না বলেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে আত্মাহুতি দেয়। সেলিম, দেলোয়ারের রক্তে ভেজা পথে আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের সৈনিকরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে চলে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সম্মেলনে আগত ছাত্ররা একটি মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সংবাদ

১৮ মার্চ ১৯৮৬

প্রহসনের নির্বাচনে যারা অংশ নেবেন, তারা জাতীয় বেঈমান –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "২৬শে এপ্রিলের নীলনকশার নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্ন আসে না। প্রহসনের এই নির্বাচন বাংলার মাটিতে হতে দেয়া যায় না। এই নির্বাচনে যারা প্রার্থী হবে, তারা জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত হবে।" তিনি আগামী ২২শে মার্চ হরতালের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। ধানমণ্ডী ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব আবদুল মান্নান, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ মিজানুল হক। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবিতা পাঠ করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, সিকদার আমিনুল হক, বেলাল চৌধুরী, রবীন্দ্র গোপ, রবিউল হুসাইন, আসলাম সানি ও জাফর ওয়াজেদ।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, "নির্বাচনের জন্যই আমরা আন্দোলন করছি। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ক্ষমতা বদলের যে ধারা চলছে তা পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য। একটি সামরিক শাসনের পরিবর্তে আর একটি আসুক তা চাই না–অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনই আমরা চাই।"

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার যখন নির্বাচন দিচ্ছিলেন না, সে সময় আমরাই যখন নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কথা ভাবছিলাম, ঠিক তখনই সামরিক সরকার নির্বাচন দিলেন, কিন্তু দেয়া হলো নীলনকশার নির্বাচন। আমাদের তাতে অংশ নেয়ার পথ থাকল না। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই এ সরকারের নেই।

শেখ হাসিনা বলেন, জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন দিয়ে বলেছিলেন, তিনি খাকি পোশাকে রাজনীতি করবেন না, কিন্তু তিনি রাজনীতি করেই চলেছেন, জাতীয় পার্টিকে নিয়ে কাজ করছেন। সেনাবাহিনী জাতীয় সম্পদ, এই বাহিনীকেও বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা আলোচনা করেছি। টেলিফোনে বেগম জিয়ার সাথে আমরা তিনশ' আসনে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলাম, আমরা বলেছিলাম আমাদের একটাই প্রতীক হবে, সেটা হলো বাঁশঝাড়। টেলিফোনে এই আলোচনার সাথে সাথেই আইন পরিবর্তন করে বলা হলো যে, কেউ পাঁচটির বেশী আসনে দাঁড়াতে পারবে না। জেনারেল এরশাদ সংবিধানে হাত দেবেন না বলেছিলেন, কিন্তু সে ওয়াদাও ভঙ্গ করলেন।"

শেখ হাসিনা বলেন, "বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কোনদিন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী দাবিয়ে রাখতে পারে না। বৃহৎ জনগোষ্ঠী একদিন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করবেই, সেদিন আর বেশী দূরে নয়। ফিলিপাইনে যা ঘটেছে, তা বাংলাদেশেও ঘটবে।"

শেখ হাসিনা আরো বলেন, কণ্টকাকীর্ণ পথে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জাতি লড়ে যাচ্ছে তাদের অধিকারের জন্য। যত বিঘ্নই আসুক, আমরা এগিয়ে যাবো, আমরা জানি জনগণই সব ক্ষমতার উৎস।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল ধানমণ্ডীতে তার বাসভবনে জাতীয় ও আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শিশু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু সমাবেশে শেখ হাসিনা শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমরা যারা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে এই বাসভবনে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এসেছো, তোমাদের মধ্যে আমি আমার ছোট ভাই রাসেলকে দেখতে পাচ্ছি। তোমরাই আমার রাসেল।'

তিনি বলেন, 'এই বাসভবনেই জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে আমাদের মূল্যবোধকে। তোমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের জন্যে লড়বে। আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ভূমিকা, বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও লাখো মানুষের রক্তের ভেতর দিয়ে গড়া আজকের বাংলাদেশ।

শাসক ও শোষকশ্রেণীর বই পুস্তকে তোমরা সত্যিকার ইতিহাস পড়তে পাও না। শোষকগোষ্ঠী ইতিহাসের চাকাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চায়। তোমরা জেগে ওঠো।'

সমাবেশে আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর ক্ষুদে শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে এক বিরাট শিশুমিছিল নগরীর বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে।

সংবাদ

২০ মার্চ ১৯৮৬

৫ দফা মেনে নিয়ে নির্বাচনের
নতুন তফসিল ঘোষণা করুন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৯শে মার্চ।–"অবিলম্বে পাঁচ দফা মেনে নিয়ে নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণা করুন। আমরা নির্বাচনের জন্যেই আন্দোলন করছি। তবে সে নির্বাচন প্রহসনমূলক নির্বাচন নয়। নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জনগণের ম্যান্ডেট নিতে চাই–জনগণ সামরিক শাসন চায় না, গণতান্ত্রিক সরকার চায়।"

আজ বুধবার বিকেলে লালদীঘি ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ১৫ দল ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন।

জাতীয় বেঈমান

জাতীয় পার্টির নেতা ও সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলোকে বাইরে রেখে কোন নির্বাচন হতে পারবে না। এ জন্য আমরা ২২ দল একযোগে ২২শে মার্চ ২৪ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছি, যাতে কোন লোক মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না পারে। এই 'প্রহসনের' নির্বাচনকে ঠেকাতে হবে।

গণ-আদালত

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ওপর হাত দিয়েছেন। আমি তার বিচার চেয়েছি। আমি জানি বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এরপর হয়ত আরো আইন জারি হতে পারে। আমি যদি বিচার না পাই আপনারা গণআদালতে এর বিচার করবেন। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই আমি বিচারপ্রার্থী হয়েছি।

শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে সামরিক শাসনামলে দেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে অগ্নিমূল্য অব্যাহত রয়েছে, তার জন্য বর্তমান সরকারকে এককভাবে দায়ী করেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে আটক শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ব্যাংক, বীমা ও শিল্প কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে বর্তমান সরকার তাদের গণবিরোধী চরিত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ধর্মঘট ও হরতালে যোগদানের দায়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের হয়রানি অবিলম্বে বন্ধের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

জনাব আখতারুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্মসম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব মোশাররফ হোসেন, জনাব এম. এ মান্নান, জনাব এম. এ ওহাব, জনাব মোসলেমউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

সংবাদ

৫ এপ্রিল ১৯৮৬

আওয়ামী লীগের ২৯০ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নির্বাচন প্রশ্নে বিএনপি ও ৭ দলের সাথে
আলোচনা করছি ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "একটিমাত্র দফা নিয়ে আমরা আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। এই এক দফা হচ্ছে সামরিক শাসনের চির অবসান ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা।"

গতকাল বিকেলে ধানমণ্ডী ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। তার ভাষণের পরেই আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

শেখ হাসিনা প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, বৃহত্তর স্বার্থে আমরা ১৫ দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন করবো। তাছাড়া বিএনপি ও ৭ দলের সাথেও আমরা আলোচন করছি নির্বাচনের প্রশ্নে। তারাও হয়তো নির্বাচনে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে সীট ভাগাভাগি করতে হলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের

ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। টেলিগ্রাম মারফত প্রার্থীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে সবাইকে কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরো বলেন, "ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ঐক্যের প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতেও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।"

এ পর্যায়ে শেখ হাসিনা দলের মনোনয়নপ্রার্থীদের কাছে তারা দেশ ও জাতির স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরী আছেন কিনা জানতে চাইলে সবাই হাত তুলে সমর্থন জানান।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন, ৫ দফার মূল দাবী সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন। কারণ সার্বভৌম সংসদই সব জটিলতার অবসান করতে পারে।

এর আগে সামরিক সরকার নির্বাচনের তারিখ দিয়েছে, আর স্থগিত করেছে এবং এর জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করে দেশে-বিদেশে প্রচার করেছে। এবারও নির্বাচনের তারিখ দেয়ার পর স্পষ্ট হয়ে গেল জেনারেল এরশাদ ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চান। আন্দোলনের চাপেই তিনি নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সাথে বিরোধীদলের প্রতি হুমকিও দিলেন। অর্থাৎ তিনি চান না বিরোধীদল নির্বাচনে আসুক।

স্রোতের উল্টো দিকে থেকে টিকে থাকা যায় না

শেখ হাসিনা বলেন, কোন পথে গেলে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাবো তা স্থির করতে হবে। কোন জেনারেল আমাদের ক্ষমতায় বসাবে সে স্বপ্ন আমরা দেখি না, আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি বলেই নির্বাচন করছি। সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমরা নির্বাচনে নেমেছি। হঠাৎ করে ক্ষমতা বদল হয়ে যাবে সে জন্য নয়, আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়ার জন্যই এই চ্যালেঞ্জ আমরা নিয়েছি। জোরদার আন্দোলন করতে পারলে সামরিক সরকার তার নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে কারো বিভ্রান্তি থাকলেও নির্বাচনে নেমে গেলে সে বিভ্রান্তি আর থাকবে না। স্রোতের উল্টোদিকে থেকে টিকে থাকা যায় না। নির্বাচনের বিকল্পই বা এখন কি আছে?

ভোটের হিসাব রাখতে হবে

প্রার্থীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা কত ভোট পেয়েছেন সে হিসাব যদি আপনারা ভোট কেন্দ্রে রাখতে পারেন এবং তা যদি জেলা কমিটি ও কেন্দ্রে জানান তাহলে সরকারের পক্ষে কারচুপি অত সহজ হবে না।

তিনি বলেন, এই নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা দলভিত্তিক নির্বাচন করবো, তখন 'নৌকা' নিয়ে এগিয়ে যাবো।

নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি এরশাদের নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি ওয়াদা ঠিক রাখেননি। তার ওয়াদার উপর আমরা ভরসাও করি না। আমাদের শক্তি জনগণ।

শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সবাইকে সাথে নিয়েই এগিয়ে যেতে চাই।

সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে নির্বাচনে বিরোধীদলকে সহযোগিতা করার জন্য শেখ হাসিনা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, যাকেই আমরা মনোনয়ন দেই না কেন, তার জন্য সবাইকে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিপক্ষ অনেক শক্তিশালী একথা মনে রাখতে হবে।

মনোনয়ন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ড ঢাকা নগর ছাড়া সারাদেশের ২৯০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে। ঢাকা নগরের নির্বাচনী এলাকাগুলিতে আজ প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হবে। গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে দলীয় মনোনয়নের জন্য আবেদনকারীদের সমাবেশে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে গোপালগঞ্জের ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল সামাদ আজাদকে সুনামগঞ্জ ও সিলেটে ২টি আসনে, জনাব আবদুল মান্নানকে টাঙ্গাইলে একটি আসনে, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিনকে গাজীপুরে একটি আসনে, জনাব আবদুল মালেক উকিলকে নোয়াখালীর একটি আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়। এছাড়া বেগম সাজেদা চৌধুরীকে ফরিদপুরে একটি আসনে, জনাব আমির হোসেন আমুকে ঝালকাঠিতে একটি আসনে এবং জনাব তোফায়েল আহমদকে ভোলায় ২টি আসনে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

সংবাদ

৮ এপ্রিল ১৯৮৬

অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তারা
ভিন্ন সুরে কথা বলছে
–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় নির্বাচনী জোয়ারকে প্রবাহিত করে ব্যালট যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনতার বিজয় ছিনিয়ে আনতে তথা ৫ দফা দাবী বাস্তবায়ন করে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় ধানমণ্ডী ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা, সদস্য এবং ইউনিয়ন শাখাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের যৌথসভায় ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, "এই নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধুর সৈনিকদের জয়লাভ করতে হবে। লস্করের ন্যায় যদি আমরা এই ব্যালট যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জয়লাভ করতে পারি তাহলে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। এই নির্বাচনকে আমরা আন্দোলনের নবতর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেই ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কারণ দীর্ঘ চার বছর আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় জনগণ সামরিক শাসনের চির অবসান ও ৫ দফার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন গণরায় দিয়েছে। সেই গণরায়কে প্রকৃত অর্থে কার্যকর করার জন্য এই পর্যায়ে নির্বাচনকে আন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"

যারা নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছেন তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, "সামরিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে জনতার ম্যান্ডেট গ্রহণে দুই নেত্রীর তিনশ আসনে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কিন্তু সকলেই আরো গতিশীল ও চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনার ব্যাপারে নির্বাচনকে এই মুহূর্তে আন্দোলনের একটি সঠিক পদ্ধতি হিসেবে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তারা নির্বাচনকে আন্দোলনের পদ্ধতি বা কৌশল হিসেবে নীতিগতভাবে মেনে নেয়ার পরও নির্বাচন থেকে পিছিয়ে গিয়ে হঠাৎ করে ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করেছে তার কারণ জাতির কাছে অজানা নয়।"

তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে। নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের পথে এক স্বৈরশাসকের পরিবর্তে আরেক স্বৈরশাসকের

আসার পথ উন্মুক্ত হতে পারে কিন্তু জনতার মুক্তি আসতে পারে না নৈরাজ্যের চোরা গলিতে বা আপোষকামিতার পথে জনতার দাবী আদায় সম্ভব নয়। সঠিক সময়ে সঠিক খাতে আন্দোলনকে প্রবাহিত করেই জনতার বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস প্রমাণ করে, যারা হঠকারী বা আপোষকামী ভূমিকা পালন করেছে তারাই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেই '৭০-এর নির্বাচনে ও '৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

১২ এপ্রিল ১৯৮৬

আওয়ামী লীগ তথা '১৫ দলীয়'
প্রার্থীদের ভোট দিন ঃ শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ৫ দফা আদায়ের সংগ্রামের অংশ হিসেবে '১৫ দল' নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা ১৫ দলীয় প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে প্রমাণ করতে হবে যে এই দেশের মানুষ সামরিক শাসন চায় না। সামরিক শাসনের অবসানে নির্বাচনকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা গতকাল শুক্রবার নবাবপুর ও মগবাজারে নির্বাচনী প্রচার সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না তাদের প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তারা ক্ষমতায় থাকার সময় দল গঠন করেছিলেন এবং তাদের নির্বাচনে অংশ না নেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, বিরোধী মঞ্চ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন অভিজ্ঞতা তাদের নেই।

নির্বাচনে কারচুপির ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সামরিক শাসনের অবসান করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঢাকার জনগণ এগিয়ে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

খন্দকার হাবিবুর রহমান নবাবপুরের ও কামরুল হুদা মগবাজারের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন আমীর হোসেন আমু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, আরশাদুজ্জামান, ওমর আলী ও আক্তারুল আলম। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও বাসস'র।

সংবাদ

১৪ এপ্রিল ১৯৮৬

নির্বাচনে কারচুপি বন্ধের জন্য প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী বলেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিশ্বাস করে।

গতকাল সন্ধ্যায় ধানমণ্ডীতে ঢাকা কলেজের পাশে আয়োজিত দলীয় কর্মী সমাবেশে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

জনাব আনোয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও ঢাকা-৯ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাঃ সৈয়দা ফিরোজা বেগম।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আন্দোলনের নতুন প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের বাদ দিয়ে সামরিক সরকার খালি মাঠে গোল দিতে চেয়েছিল। আমরা তা হতে দেইনি, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই নির্বাচনে গিয়েছি।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে সরকারের কারচুপি বন্ধ করার জন্য সর্বত্র প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৫ এপ্রিল ১৯৮৬

এ নির্বাচনে প্রমাণিত হবে সামরিক শাসন থাকবে না গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসন এবং হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে শেরেবাংলা নগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগারগাঁও বাজার এলাকায় আয়োজিত জনাকীর্ণ কর্মীসভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। শেরেবাংলা নগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মীসভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা এডভোকেট সাহারা খাতুন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাঃ ফিরোজা বেগম, ও, আই, সি'র সাবেক সহকারী মহাসচিব জনাব আরশাদুজ্জামান, মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আলী আহমদ, শেরে-বাংলা নগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোখলেসুর রহমান এবং ছাত্রলীগ নেতা শ্রী শংকর গোস্বামী বক্তৃতা করেন।

তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় যাবার স্বপন আওয়ামী লীগ অতীতেও কোন দিন দেখেনি, এখনও দেখে না। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে ক্ষমতার বদল হবে ব্যালটের মাধ্যমে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। তাই এই নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর থেকে দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অতীতে যারা সামরিক উর্দির ওপর গণতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে দিয়েছেন, তারা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছেন, নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়েছেন।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রমাণিত হবে দেশে সামরিক শাসন থাকবে, না গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের সময় যদি কোন রকম গোলযোগ হয়, তা ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়ায় শেখ হাসিনা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, দেশের মানুষকে শাসন করা বা তাদের ওপর খবরদারি করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নয়। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যে কোন ধরনের কারচুপি ও অস্ত্রের মাধ্যমে ভোট কেড়ে নেয়ার অপচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য দলীয় কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, এরশাদ সাহেব ওয়াদা করেছিলেন যে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি এবং তার সরকার নিরপেক্ষ থাকবেন, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

খুনীরা উৎসাহিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীরা দেশে আসা-যাওয়া করে। দেশের আইন তাদের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। আর জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যে কাদের সিদ্দিকী চেষ্টা চালালেন, তাকে দেশে আসতে দেয়া হয় না, তাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তিনি কর্তৃপক্ষের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

গতকাল সন্ধ্যায় শেখ হাসিনা গেণ্ডারিয়া এলাকায়ও একটি কর্মী সমাবেশে ভাষণ দেন।

সংবাদ

১৭ এপ্রিল ১৯৮৬

সামরিক সরকার ও তারা
একই সুরে কথা বলছে
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৭০ সালের মতো ব্যালটের রায় দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "আপনাদের ভোট যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে সেজন্য কারচুপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

গতকাল সন্ধ্যায় নয়াবাজারে এক নির্বাচনী জনসভায় শেখ হাসিনা একথা বলেন। ইসলামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দেন দলের কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, বেগম মতিয়া চৌধুরী, নগর আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার হাবীবুর রহমান, জনাব আক্তারুল আলম প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। সামরিক সরকার চায়নি বিরোধীদল নির্বাচনে আসুক–তারা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছিল, তা আমরা হতে দেইনি। তিনি বলেন, যারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে তারা বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা বদলে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে, তারাই ব্যালটের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনের নতুন ধারা হিসেবেই আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। নির্বাচনের মাধ্যমে আন্দোলনকে নতুন স্তরে নিয়ে যেতে চাই। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রামে-গঞ্জে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অতীতে আন্দোলনও করেছে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেটও নিয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভয় পায় না। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অভ্যস্ত, তারাই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিতে ভয় পায়।

শেখ হাসিনা কোন দলের নাম উল্লেখ না করে বলেন, সামরিক সরকার ও তারা আজ একই সুরে কথা বলছেন। এমন কিছু তাদের বলা উচিত নয়, যা সামরিক সরকারকেই সাহায্য করবে।

নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-এর পর থেকে কারচুপি করে ভোট ছিনিয়ে নেয়া ক্ষমতাসীনদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করেন তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না।

গতরাতে শেখ হাসিনা টিপু সুলতান রোডে গ্রাজুয়েট হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আরও একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন সিপিবির নগর কমিটির নেতা জনাব আবদুল কাইয়ুম মুকুল।

সংবাদ

১৮ এপ্রিল ১৯৮৬

'দেশকে সংঘাত থেকে রক্ষা
করার একমাত্র পথ নির্বাচন'

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "নির্বাচনই একমাত্র পথ যা সংঘাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। 'নৌকা' প্রতীকে ভোট দিয়ে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।"

গতকাল সন্ধ্যায় দয়াগঞ্জ মোড়ে এক নির্বাচনী সভায় শেখ হাসিনা বক্তৃতা করছিলেন। গোপীবাগ-নারিন্দা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব লুৎফর রহমান। বক্তব্য রাখেন ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব ওমর আলী প্রমুখ।

শেখ হাসিনা বলেন, "হত্যা-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল আমরা চাই না। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তাই ৫ দফা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কৌশল হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। জেনারেল এরশাদ

চাননি বিরোধীদল নির্বাচনে আসুক। এদিকে তার একটি গ্রুপ চেয়েছিল সংঘাতের দিকে দেশকে ঠেলে দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে।" এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনই একমাত্র পথ যা সংঘাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। নির্বাচনে কারচুপি সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, "ভোট জনগণের মৌলিক অধিকার, এই ভোট যেন কেউ চুরি করতে না পারে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্র পাহারা দিয়ে জনগণকেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের ভোট রক্ষা করতে হবে।"

শেখ হাসিনা বলেন, "গ্রামে-গঞ্জে নির্বাচনের যে জোয়ার এসেছে তাকে আন্দোলনের স্রোতে নিয়ে সফল করাই আমাদের লক্ষ্য।"

সংবাদ
১৯ এপ্রিল ১৯৮৬

গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনা

গোপালগঞ্জ, ১৮ই এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকাগুলো স্বচক্ষে দেখার জন্য আজ বিকেল ৪টায় এখানে এসে পৌঁছেন। এখানে উপস্থিত কর্মী ও জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, আজ আমি নির্বাচনী সফরে আসিনি, আমি এসেছি গোপালগঞ্জবাসীর দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে দেখার জন্যে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমেই স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে চাই। তাই আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।

তিনি আরো বলেন, গোপালগঞ্জের জনগণ তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদান করে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে আমাদের হাতকে শক্তিশালী করবেন।

গোপালগঞ্জ আসার পথে শেখ হাসিনা দিগনগর ও ট্যাকেরহাটে পথসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে যান।

এর আগে তিনি ফরিদপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে যান এবং তাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করেন। শেখ হাসিনা আগামীকাল গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গীপাড়ার ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকা সফর এবং দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করবেন। ২০শে এপ্রিল তিনি কোটালীপাড়া যাবেন।

সংবাদ
২০ এপ্রিল ১৯৮৬

গোপালগঞ্জকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করুন ঃ শেখ হাসিনা

গোপালগঞ্জ, ১৯শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত অঞ্চলকে 'দুর্গত এলাকা' ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন।

আজ তিনি টুঙ্গীপাড়া ও সদর উপজেলার ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের প্রতি সমবেদনা জানান।

দুর্গত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ক্ষমতা আমার নেই। তবুও আমি আপনাদের পাশে থেকে সাহায্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।"

শেখ হাসিনা ঘূর্ণি বিধ্বস্ত এলাকায় সরকারী সাহায্যের পরিমাণকে অপ্রতুল বলে অভিহিত করেন এবং দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য দেশী-বিদেশী সাহায্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'উরিরচরের তুলনায় গোপালগঞ্জে প্রাণহানির সংখ্যা কম হলেও, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কম নয়।'

ঢাকায় প্রদত্ত আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শেখ হাসিনা গতকাল টুঙ্গীপাড়া আহতদের দেখতে যান। পাটগাতি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র ও টুঙ্গীপাড়া হাসপাতালে তিনি ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করেন।

শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল দাড়িরকুল, বালাডাঙ্গা, পাট কাউনিয়া কেরল কোপা, বরনি সিংগারকুল, সালনা দক্ষিণপাড়া, সরদার পাড়া, মধ্যপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

এসব অঞ্চলে সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, আমার হেলিকপ্টার নেই, আমি উড়ে আসতে পারিনি। তবু আমি এসেছি। আমি নির্বাচনী সফরে এখানে আসিনি, আমি এসেছি আপনাদের দুঃখকষ্টের অংশীদার হতে।

শেখ হাসিনা দুর্গত এলাকায় রিলিফ সামগ্রী বিতরণ করেন। তার সাথে আগত চিকিৎসকদল ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ

২২ এপ্রিল ১৯৮৬

আমরা সবাই সংগ্রামরত ॥ নিজ নিজ অবস্থান হতে সামরিক শাসন অবসানের চেষ্টা করুন ঃ শেখ হাসিনা

ফরিদপুর, ২১শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সামরিক শাসন এদেশ থেকে চিরতরে অবসান করার জন্যই আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, জেনারেল এরশাদ ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমরা সে সুযোগ তাকে দেইনি।

আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর হাইস্কুল ময়দানে জেলা ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ফিরোজা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইমামউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ফজলুর রহমান; আতিয়ার রহমান ও আবদুর রহমান।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়। '৭৬ সালে বহু লোককে ফাঁসি দেয়া হয়। তিনি বলেন, গত ১০ বছরে রাতের অন্ধকারে একাধিকবার ক্ষমতার হাতবদল হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তিনি বলেন, '১৫ দলের' মধ্যে ঐকমত্য হবার ফলেই আমরা নির্বাচনে যাই। অথচ কতিপয় দল নির্বাচন বর্জন করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, যেহেতু সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমরা সবাই সংগ্রামরত, তাই আমাদের উচিত একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান হতে নিজস্ব কৌশলের মাধ্যমে সামরিক শাসনের চির অবসানের চেষ্টা করা।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা অনতিবিলম্বে কার্যকর করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ফরিদপুর আসার পথে তিনি টেকেরহাট, বড়ুইতলা, বনগ্রাম, মকসুদপুর, ভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে সমাবেশে ভাষণ দেন।

ঘূর্ণি দুর্গতদের জন্য ৫০ হাজার টাকার চাল দান

সভানেত্রী শেখ হাসিনা টুংগীপাড়া ঘূর্ণিদুর্গতদের সাহায্যার্থে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের চাল দান করেন এবং খৃষ্টান সার্ভিসেস সোসাইটি ও গোপালগঞ্জ

হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার জন্য ৪০ হাজার টাকা দান করেন। গতকাল তিনি পাঁচবাহিনিয়া, বলদাসহ বিভিন্ন গ্রামের ঘূর্ণি দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং কোটালিপাড়ায় এক জনসভায় ভাষণ দেন।

সংবাদ

২৪ এপ্রিল ১৯৮৬

সামরিক শাসনের অবসানই এক মাত্র মেনিফেষ্টো ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "পাঁচদফার আন্দোলন সফল করে ২১ দফা বাস্তবায়ন করাই আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য। নির্বাচনী জোয়ারের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই আমরা নির্বাচন করছি।" তিনি বলেন, "এই নির্বাচনে আমাদের মেনিফেষ্টো একটাই, সেটা হচ্ছে বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন কায়েম করা।"

গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম চত্বরে আয়োজিত এক বিশাল নির্বাচনী জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার এ জনসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক জনাব সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জনাব নাসিম আলী, ন্যাপ (মো) নেত্রী মিসেস আমেনা আহমদ, এন এ পি'র নেতা জনাব জাকির আহমদ। সভার কাজ পরিচালনা করেন সিপিবি'র জনাব মোর্শেদ আলী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শেখ হাসিনা জনসভায় তাঁর জোটের নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। তাই আমরা নির্বাচন করছি জনগণের মৌলিক অধিকার ও দেশে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য।

তিনি বলেন, 'আমরা চাই কৃষক যাতে সুলভে কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, শ্রমিক যেন ন্যায্য মজুরি ও চাকরির নিরাপত্তা পায়।'

জাতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা ভারী শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ চাই। আমরা চাই রাষ্ট্রীয় খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানায়

দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও সমবায় পদ্ধতি। উন্নতিশীল একটি দেশের জন্য এগুলো প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আরো বলেন, "বিদেশী পণ্যের চাপে দেশীয় শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। অবাধ চোরাকারবারও দেশী শিল্পের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।"

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আমরা শান্তি চাই, অস্ত্রের খেলা চাই না। বিশ্বে অস্ত্রের জন্য ব্যয় যদি কমানো যায় তাহলে গরীব দেশগুলো বাঁচতে পারে।"

শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের নিন্দা করেন এবং অস্ত্র উদ্ধার করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষক ও চিকিৎসকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান ও চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবী জানান।

'মুখোশ খুলে দিতে চাই'

শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, "নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি, তাই আন্দোলনকে একটি স্তরে পৌঁছানোর জন্য আমরা নির্বাচন করছি। আন্দোলনের চাপে জেনারেল এরশাদ অতীতে নির্বাচনের তারিখ দিলেও তিনি নিজেই তা হতে দেননি। এবারও তিনি চাননি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে আসুক। তিনি ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছিলেন। তার মতো উদার সামরিক শাসক আর নেই বলে তিনি দাবী করে থাকেন। এ মুখোশ আমরা খুলে দিতে চাই।"

শেখ হাসিনা বলেন, "জেনারেল এরশাদ নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি। জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা আজ মাঠে নামতে পারছে না, তাই জেনারেল এরশাদ এদেরকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।"

শেখ হাসিনা নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য প্রশাসনের সকল স্তরের প্রতি আহ্বান জানান। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে রাখার জন্য তিনি দাবী জানান।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন স্থানে তাঁর জোটের প্রার্থীদের ও কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তার জন্য সরকারই দায়ী হবে বলে তিনি সতর্ক করে দেন।

'তারা এক পাড়ায় থাকেন'

শেখ হাসিনা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নাম উল্লেখ না করে তার সমালোচনা করেন এবং বলেন, "জেনারেল এরশাদ ও তার সুর আজ

একরকম। তাঁর টার্গেট যদি জেনারেল এরশাদ হতো তাহলে বক্তব্যও সে রকম হওয়া উচিত ছিল।"

শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেন, "তারা এক পাড়ায় থাকেন। তাই খাতির হয়ে যেতে পারে। ঐ মহল্লায় ঢোকার পারমিশন আমার নেই। আমি জনগণের সাথে আছি। আমাদের জন্ম কোন জেনারেলের পকেট থেকে হয়নি।"

প্রার্থী পরিচয়

জনসভা চলাকালে এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা আট দলীয় মোর্চার মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মীরপুর ও ডেমরা দু'টি আসনে ডঃ কামাল হোসেন, মতিঝিল আসনে জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু, লালবাগ আসনে ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ধানমণ্ডি-মোহাম্মদপুর আসনে ডাঃ সৈয়দা ফিরোজা বেগম। ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশান আসনের প্রার্থী জনাব আবু সিদ্দিক হোসেন উপস্থিত ছিলেন না। প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা তেজগাঁ-রমনা ও সূত্রাপুর-কোতোয়ালী আসন দু'টিতে তাঁর নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও ঘোষণা করেন।

প্রার্থী পরিচয়ের এক পর্যায়ে একটা পটকা বিস্ফোরিত হয়। পটকা ফাটানোর অভিযোগে পুলিশ মিজানুর রহমান মিলন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

সংবাদ

২৬ এপ্রিল ১৯৮৬

সামরিক সরকারকে মিটিং হরতালে সরানো যায়নি, তাই নির্বাচনী কৌশল ঃ শেখ হাসিনা

পটুয়াখালী, ২৫শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মিটিং-মিছিল আর হরতাল করে সামরিক সরকারকে সরানো যায়নি। তাই আন্দোলনের কৌশল হিসাবে এ নির্বাচনকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আজ দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, কোন জেনারেলের পকেট থেকে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়নি। জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ দল বুলেটের নয়, ব্যালটের আন্দোলনে বিশ্বাস করে।

তিনি বলেন, ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আপনারা যেভাবে নৌকাকে জয়যুক্ত করেছিলেন এই নির্বাচনেও সেভাবে জয়যুক্ত করে সামরিক শাসনের কবল হতে দেশকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করুন। তিনি বলেন, নির্বাচনে কারচুপি হলে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বিডিআর, পুলিশ ও আনসারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভোট চুরি ঠেকানোই আপনাদের কাজ।

শেখ হাসিনা বলেন, চতুর্দিকে নৌকার সপক্ষে যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কেউই নৌকাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

সংবাদ

২৭ এপ্রিল ১৯৮৬

নির্বাচিত হলে ২১ দফা বাস্তবায়িত করব ঃ শেখ হাসিনা

বরগুনা, ২৬শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, আগামী ৭ই মে 'ব্যালট বিপ্লবের' মাধ্যমে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটাতে হবে। তিনি নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে সুসংগঠিত ও হুঁশিয়ার থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা আজ বিকেলে বরগুনা হাই স্কুল মাঠে এক বিরাট নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার প্রার্থী জনাব সিদ্দিকুর রহমান।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দলের ডাকে বাংলার জনগণ চার বছর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, হরতাল করেছে এবং জীবন দিয়েছে। ৫ দফা বাস্তবায়নের জন্য এখন আন্দোলন ব্যালটের। তিনি বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ সামরিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলন করছে।

তিনি বলেন, নিশ্চিত ভরাডুবির কথা জানতে পেরেই রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা ভংগ করে জাতীয় পার্টি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে গেছেন। শেখ হাসিনা নির্বাচনে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, কৃষকরা আজ ঋণের দায়ে জর্জরিত। অথচ সরকার কীটনাশক ও সারের মূল্য বৃদ্ধি করছেন। তিনি আরো বলেন, সামরিক শাসনের বদৌলতে গরীব আরো গরীব হচ্ছে। ৮ দল ক্ষমতায় গেলে ২১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করবে।

শেখ হাসিনা আজ পটুয়াখালীর কলাপাড়া, বরগুনার আমতলী, তালতলী ও বরগুনা সদরে ৪টি বিরাট নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। বরগুনার জনসভায় হাজার হাজার মানুষ নৌকা নিয়ে মিছিল করে যোগদান করেন। তিনি আগামীকাল বামনার জনসভায় ভাষণ দেবেন।

সংবাদ

২৮ এপ্রিল ১৯৮৬

... আমাদের প্রার্থীদেরও বিজয়ী ঘোষণা করব –শেখ হাসিনা

ভাণ্ডারিয়া, ২৭শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ব্যালট পেপার ছিঁড়ে বাক্সভর্তি করে রেডিও-টেলিভিশনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হলে আমরা আমাদের প্রার্থীদেরও বিজয়ী বলে ঘোষণা করবো এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে পার্লামেন্ট দখল করে নেবো।

শেখ হাসিনা আজ সকালে ভাণ্ডারিয়া হাই স্কুল ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকার কথা বললেও তিনি আজ হেলিকপ্টারযোগে বিভিন্ন সভায় জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের নিজের প্রার্থী বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে দেশে যে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে, সেই হত্যার রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আমরা নির্বাচনে এসেছি।

এডভোকেট আঃ হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ওআইসি'র আন্ডার সেক্রেটারী জনাব আরশাদুজ্জামান, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল এবং ভাণ্ডারিয়া-কাউখালি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব বজলুর রহমান।

বানরীপাড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, শেখ হাসিনা আজ বানরীপাড়া হাইস্কুল ময়দানে এক জনসভায় বলেন, ৭ই মের নির্বাচনকে দেশবাসী সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তিনি নির্বাচনে সম্ভাব্য কারচুপি ঠেকাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যক্ষ সৈয়দ আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এই নির্বাচনে ৮ দল বিজয়ী হলে দেশে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটবে এবং ৫ দফা প্রতিষ্ঠিত হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী কিছুদিন আগেও ১৫ দলের সাথে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করলেও এখন তিনি বর্তমান সামরিক সরকার প্রধানের সাথে একই সুরে কথা বলছেন।

তিনি মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান।

এর আগে শেখ হাসিনা স্বরূপকাঠি ও কাউখালিতে কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন।

সংবাদ

৩০ এপ্রিল ১৯৮৬

জনগণের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি ঃ হাসিনা

গোপালগঞ্জ, ২৯শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এবারের নির্বাচনে জনগণের মধ্যে ১৯৭০-এর ন্যায় উদ্দীপনা দেখে আমি আশাবাদী। আমরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনগণের শাসন কায়েম করতে সক্ষম হবো। তিনি আজ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা সদরে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'কারচুপির' মাধ্যমে বর্তমান সরকার তার পছন্দসই দলকে সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করার চেষ্টা করে তবে আমরাও আমাদের নির্বাচনী হিসেব অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণা করব।

তিনি আরো বলেন, সামরিক শাসনের যাতাকল থেকে বেরিয়ে জনগণের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে আমরা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি। তাই এ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে কোন দল যাতে নিজেদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করতে না পারে তা প্রতিরোধের জন্য তিনি তার দলীয় কর্মী এবং জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, যারা ভোট চুরি করে অবৈধভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চায় তাদের সংসদে বসার কোন অধিকার নেই।

সংবাদ

১ মে ১৯৮৬

নির্বাচিত সরকারই সব সমস্যার সমাধান করতে পারে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি নির্বাচিত সরকারই বিরাজমান সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। সে জন্যই ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, সামরিক শাসনের অবসান করে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।

গতকাল বুধবার বিকেলে তিনি তেজগাঁও শিল্প এলাকায় আয়োজিত এক নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। শেখ হাসিনা এই এলাকা থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শেখ হাসিনা বলেন, কারচুপি করা হলে জনগণ তা প্রতিরোধ করবে কারণ জনগণ তাদের নিজেদের ভোটের অধিকার নিজেরাই রক্ষা করবে। তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই। কাজেই কেউ সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইলে তার সমুচিত জবাব দেয়া হবে ও তার দায় দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে, আমদানী নির্ভরতা বেড়ে চলেছে, বেকার সমস্যা ভয়াবহ। অথচ সরকার এসব প্রতিকূলতা দূর না করে মুনাফাজনক শিল্পখাতগুলোও বেসরকারী মালিকানায় ছেড়ে দিচ্ছেন। নির্বাচিত একটি সরকার ছাড়া এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

আজ যশোর, খুলনায় জনসভা

আজ বৃহস্পতিবার, শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিমানযোগে যশোর যাবেন ও সকাল ১০টায় তিনি যশোরে এক জনসভায় এবং বিকেল ৪টায় খুলনায় এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন।

সংবাদ

৩ মে ১৯৮৬

ভোট দিন, গণতন্ত্র দেব ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

"আপনাদের ভোট আপনাদেরকেই রক্ষা করতে হবে, ভোট কেন্দ্র পাহারা দিতে হবে।"

গতকাল সন্ধ্যায় মগবাজারের মধুবাগ মাঠে ও ধোলাইখালের রাস্তায় দু'টি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। এই দু'টি এলাকা থেকেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের শক্তি জনগণ। ট্যাংক ও অস্ত্রের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ জনগণের শক্তি অনেক বেশী, '৭১ সালেই তা প্রমাণিত হয়েছে।"

শেখ হাসিনা নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা নৌকায় ভোট দিন, আমরা গণতন্ত্র দেব।

শেখ হাসিনা বলেন, "দীর্ঘ ১১ বছর ধরেই দেশে সামরিক শাসন চলছে। এক এক জেনারেল ক্ষমতায় যান, আর দল গঠন করেন, আর এদের পেছনে কিছু লোক জুটে যায়। এই খেলার অবসান এবার করতে হবে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।"

ধোলাইখালের জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, জনাব মোহাম্মদ হানিফ প্রমুখ এবং মধুবাগের জনসভায় নগর আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার হাবিবুর রহমান, লুৎফর রহমান প্রমুখ ভাষণ দেন। জনসভা দু'টির পরে 'নৌকা মিছিল' বের করা হয়।

সংবাদপত্র

গতকাল এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনা সংবাদপত্রের ওপর সম্প্রতি আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপ একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে চরম আঘাতস্বরূপ।

খুলনা

খুলনা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে সার্কিট হাউস ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল নির্বাচনী সভায় শেখ হাসিনা অবিলম্বে সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা বন্ধের দাবী জানিয়ে রাষ্ট্রপতি এরশাদের উদ্দেশে বলেন: "এ ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। যদি নির্বাচন করতে চান তাহলে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন। আমরা যেমন নির্বাচন করতে জানি, তেমনি নির্বাচন বন্ধ করতেও জানি।"

জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভোট সকলের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার। ভোট চুরির ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কর্মীদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, "নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, যদি কারচুপি করা হয়, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। আমরা তা হতে দেবো না। প্রয়োজনে ঢাকার পার্লামেন্ট ভবন আমরা ঘেরাও করে বসে থাকবো।"

তিনি প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এ নির্বাচন ক্ষমতা দখলের নির্বাচন নয়। জনগণের অধিকার আদায়ের নির্বাচন।"

খুলনা মহানগরী আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মঞ্জুরুল ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় ৮ দলীয় মোর্চার ফুলতলা-ডুমুরিয়া আসনের প্রার্থী জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ দৌলতপুর-খালিশপুর আসনের প্রার্থী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, খুলনা শহরের প্রার্থী জনাব মোস্তফা রশিদী সুজা বক্তৃতা করেন।

এছাড়া শেখ হাসিনা তেরখাদা-রূপসা আসনের প্রার্থী জনাব সাহিদুর রহমান, বটিয়াঘাটা-দাকোপ আসনের প্রার্থী জনাব হারুনর রশিদ, পাইকগাছা-কয়রা আসনের প্রার্থী এডভোকেট সোহরাব হোসেন, বাগেরহাট-মোল্লাহাট চিতলমারী আসনের প্রার্থী জনাব এম, এ খয়ের ও সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর আসনের প্রার্থী জনাব ফজলুল হককে পরিচয় করিয়ে দেন।

শেখ হাসিনা আজ দুপুরে যশোর থেকে খুলনা আসেন। পথে তিনি বসুন্দিয়া মোড়, নওয়াপাড়া, ফুলতলা ও আটরা শিল্প এলাকায় চারটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন।

যশোর

যশোর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানানঃ গত বৃহস্পতিবার সকালে যশোর টাউন হল ময়দানে ৮ দলীয় মোর্চার এক বিশাল নির্বাচনী সভায় শেখ হাসিনা বলেন, এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য একটাই এবং তা হচ্ছে সামরিক শাসনের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন কায়েম করা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব তবিবুর রহমান সরদার। জনসভার শুরুতে মোর্চার মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা চাই কৃষক যাতে সুলভে কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, শ্রমিক যেন পায় ন্যায্য মজুরি ও চাকরির নিরাপত্তা।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ দলের ডাকে বাংলার জনগণ চার বছর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, হরতাল করেছে, জীবন দিয়েছে। আর ৫ দফা বাস্তবায়নের জন্য এখন আন্দোলন ব্যালটের।

তিনি বলেন, "নিশ্চিত পরাজয়ের কথা জানতে পেরেই রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে সরাসরি জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা করছেন।"

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট রওশন আলী, শাহ হাদিউজ্জামান, কাজী আবদুস শহীদ লাল প্রমুখ।

সংবাদ
৪ মে ১৯৮৬
নির্বাচনের মাধ্যমে আন্দোলন
শুরু হয়েছে ঃ শেখ হাসিনা

নোয়াখালী, ৩রা মে (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–"সামরিক শাসনের অবসানের জন্য জনগণের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি।" আজ রাত দশটায় নোয়াখালী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন। তিনি বলেন, স্বৈরশাসনের অবসানের লক্ষ্যে এর আগে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন হয়েছে। এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষ কষ্ট স্বীকার করে আন্দোলনে সাড়া দিয়েছে। তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ৫ দফা বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করছি। শেখ হাসিনা বর্তমান সরকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, "বর্তমান সরকার বার বার নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে খালি মাঠে গোল করার চেষ্টা করছিল। সে পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, "নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন শুরু হয়েছে। ভোটে কারচুপি করার চেষ্টা করা হলে তা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া হবে না। প্রয়োজন হলে আমরাই ফলাফল ঘোষণা করে আমরাই সংসদ গঠন করব।" শেখ হাসিনা বলেন, "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা করেননি। যে ব্যক্তি জাতির কাছে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেন, তাকে আল্লাহও পছন্দ করেন না। তা প্রমাণিত হবে ৭ই মে'র নির্বাচনে।"

ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আলম সেলিম। সভায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিলও ভাষণ দেন। তিনি নোয়াখালী-৪ নির্বাচনী এলাকার অন্যতম প্রার্থী।

সংবাদ
৫ মে ১৯৮৬
চার মূলনীতির ভিত্তিতে
শোষণহীন সমাজ গড়ব
–শেখ হাসিনা

ফেনী, ৪ঠা মে (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–"নির্বাচনী সংগ্রামের মাধ্যমে সামরিক শাসনকে উৎখাত করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য। এ সরকার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে এক শোষণহীন সমাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হবে।"

আজ ফেনীতে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন।

এডভোকেট আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শেখ হাসিনা ফেনী ১, ২ ও ৩নং আসনে ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার প্রার্থী যথাক্রমে জাকারিয়া ভুঁইয়া, জয়নাল হাজারী ও এ, বি, এম তালেব আলীকে 'নৌকা' প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

জাতীয় পার্টি দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "সন্ত্রাসের জবাব কিভাবে দিতে হয় তা আমরা জানি। তবে যেহেতু আমরা শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে বিশ্বাসী, সেহেতু অবিলম্বে এ সন্ত্রাস বন্ধ করতে আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায় সব পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।"

ভোটারদের প্রতি তিনি ভোট চুরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "সারাদেশে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার দেখে সরকার ভীত হয়ে পড়েছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ভোট চুরির মাধ্যমে জাতীয় পার্টির অচল প্রার্থীদের সচল করার চক্রান্ত চলছে।" সে রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক লোক এ সভায় যোগদান করে।

সংবাদ

১১ মে ১৯৮৬

নির্বাচনের রায় আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "সামরিক শাসনের চির অবসানের লক্ষ্যে নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েই এতে অংশ নিয়েছিলাম। নির্বাচনে আমাদের পক্ষেই জনগণের রায় পেয়েছি। এই রায় আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

গতকাল বিকেলে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চা আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন। নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, এনএপি নেতা শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা জনাব নজরুল ইসলাম, সিপিবি নেতা জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ন্যাপ (মো) নেতা এডভোকেট নুরুল আলম, নগর আওয়ামী লীগের নেতা জনাব মোফাজ্জল হোসেন মায়া, নগর সিপিবি'র জনাব আবদুল কাইউম মুকুল প্রমুখ।

শেখ হাসিনা সভায় সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়ে বলেন, "আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না।"

১৪ই মে'র অর্ধদিবস হরতাল সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, যেসব আসনে সন্ত্রাস-কারচুপি করেছে, সেখানে আমরা পুনঃনির্বাচন চেয়েছি। পুনঃনির্বাচনের সময় দুর্বার প্রতিরোধ গড়তে হবে।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন যে, জনগণকে নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হয়নি। ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নৌকায় ভোট দেয়া ব্যালট পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

তিনি নৌকা প্রতীকে সিল দেয়া বেশ কয়েকটি আধপোড়া ব্যালট পেপার জনসাধারণকে দেখান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নির্বাচনের সময় বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর হামলা ও সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী গুণ্ডাদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান এবং বিরোধীদলের গ্রেপ্তারকৃত কর্মীদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

সংবাদ

১৬ মে ১৯৮৬

৮ দলের আহ্বানে বুধবার সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত

শৃংখলা রক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে নিন ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ দাবী করে বলেছেন, "সফল হরতাল পালনের মাধ্যমে জনগণ আবারও ঘোষণা করেছে যে, তারা সামরিক শাসন চায় না। জনগণ জেনারেল এরশাদের সরকারের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছে।"

গত বুধবার দুপুরে হরতালের পর বায়তুল মোকাররম চত্বরে ৮ দলীয় মোর্চা আয়োজিত সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়।

নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "নির্বাচনে জনগণের ম্যাণ্ডেট আমরা পেয়েছি। কিন্তু সরকার জনগণের ভোট কেড়ে নিয়েছে। শুধু ভোট ছিনতাই নয়, 'মিডিয়া ক্যু' করেও মনমত ফলাফল দেয়ার চেষ্টা করেছে।"

শেখ হাসিনা অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবী জানিয়ে বলেন, "জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তা রক্ষা করতে হবে।"

তিনি শৃংখলা রক্ষা করে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

২৫ মে ১৯৮৬

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা

নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা যে, যে লক্ষ্য নিয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল তা অর্জিত হয়েছে; জনগণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে।

তিনি বলেন, "আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রয়োজনে আমরা আবার নির্বাচন দেব-- যার মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।" গতকাল সকালে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভায় উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছাড়াও জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীরা যোগ দিয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত চলার পর সভার কাজ আজ সকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, "আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং এই আন্দোলনের প্রক্রিয়াতেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। সরকার নির্বাচনে যে ফলাফল ঘোষণা করুক না কেন, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে আজ স্বীকৃত যে আওয়ামী লীগই গণতন্ত্র ও জনগণের মুক্তি আনতে পারে। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সংগঠন আছে, তাও প্রমাণিত হয়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে বিজয় হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে, আর যে বিজয় ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তা উদ্ধার করতে হবে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে।"

'বিতর্কের অবকাশ নেই'

শেখ হাসিনা বলেন, সংসদে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কে বিতর্ক তোলা হয়েছে। এখনো সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়নি। তাই এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ এখন নেই। 'ছিনিয়ে' নেয়া বিজয় কিভাবে উদ্ধার করা যায় তাই নিয়েই এখন আলোচনা প্রয়োজন। এমন কিছু টেনে আনা উচিত নয় যা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের

আগেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের পর সে বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। এখন আবার ষড়যন্ত্র চলছে বিভ্রান্তি সৃষ্টির। এ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী

নির্বাচনে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের লক্ষ্য করে শেখ হাসিনা বলেন যে, স্বতন্ত্র সদস্যদের সরকার পক্ষে নেয়ার জন্য টানাহেঁচড়া চলছে। জনগণ স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন, তার অর্থ এই যে তারা সরকারকে ভোট দেননি। কাজেই স্বতন্ত্র সদস্যরা এখন যদি সরকার পক্ষে যায় তাহলে তা হবে 'জনগণের সাথে বেঈমানি'। শেখ হাসিনা নির্বাচিত স্বতন্ত্র সদস্য ও অন্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করি ও জনগণের শাসন কায়েম করি।"

ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতা

শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক নির্বাচনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে বলেন, 'আমরা এ নির্বাচনের দ্বারা 'ক্যু'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাজনীতির প্রক্রিয়ার ওপর আঘাত হানতে পেরেছি।'

নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বিচিত্রভাবে ফলাফল এসেছে। যেখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী দেখা গেছে, সেখানে ফলাফল কেড়ে নেয়া হয়েছে।

নির্বাচনী সন্ত্রাসের ফলে আওয়ামী লীগের যেসব কর্মী শহীদ হয়েছেন, শেখ হাসিনা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংবাদ

২৯ মে ১৯৮৬

নির্বাচনে অর্জিত বিজয় সংহত করুন ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় দলের ৫ দিনব্যাপী বর্ধিত সভায় সমাপনী ভাষণে নির্বাচনে অর্জিত বিজয় সংহত করার আহ্বান জানান বলে সভা সূত্রে জানা গেছে।

বর্ধিত সভায় আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। প্রায় তিনশ' প্রতিনিধি নির্বাচনোত্তর

পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে মতামত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন। সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের পক্ষে ও বিপক্ষে–উভয় মতই বর্ধিত সভায় এসেছে। অধিকাংশ বক্তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দলীয় সভানেত্রীর ওপর অর্পণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন বলে জানা যায়।

আজ সকাল থেকে অনুষ্ঠেয় কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে বর্ধিত সভায় প্রদত্ত প্রতিনিধিদের বক্তব্য বিবেচনা করে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে।

সমাপনী ভাষণ

বর্ধিত সভায় সমাপনী ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন যে, সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে গিয়েছিল। নির্বাচনে জনগণ সামরিক শাসনের বিপক্ষে রায় দিয়েছে ও আওয়ামী লীগের বিজয় হয়েছে। কিন্তু 'ভোট ডাকাতি' করে এই বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়ে হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে 'ছিনিয়ে নেয়া বিজয়' উদ্ধারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "অতীতের মতই আন্দোলনকে ধাপে-ধাপে অগ্রসর করে নিতে হবে।"

শেখ হাসিনা আন্দোলনের স্বার্থে আওয়ামী লীগকে আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিতে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৭ জুন ১৯৮৬

নির্বাচনী বিজয়কে

সংহত করুন

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগসহ আট দলীয় মোর্চার সংগঠনকে মজবুত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

৭ই জুন স্মরণে আট দলীয় মোর্চার উদ্যোগে গতকাল সোমবার বিকেলে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। আলোচনা সভায় আট দলীয় মোর্চার নেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ৭ই জুনের ৬ দফা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তিত হোক, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চালু হোক। জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং তারাই দেশ চালাবে। কিন্তু সামরিক শাসকদের জন্য জাতির এই আশা পূরণ হয়নি।"

শেখ হাসিনা বলেন যে, ৫-দফা আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে সামরিক শাসনের চির অবসান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আন্দোলনের ফলে জনগণ সচেতন হয়েছে এবং জনগণ কি চায় তা নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, "জনগণের রায়কে ডাকাতরা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। এই ডাকাতদের কাছে আমরা মাথা নত করব না। ডাকাতদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"

নির্বাচনের মাধ্যমে যেটুকু বিজয় অর্জিত হয়েছে তাকে সংহত করে পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন যে, জনগণের অধিকার আদায় এবং 'বাঙালী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন আন্দোলন করতে হয়েছিল। সেই আন্দোলন ছিল সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন। বর্তমানে স্বাধীন দেশে একই প্রেক্ষাপটে সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, '৭০-এর নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক শাসক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দিয়ে পরবর্তীতে আঘাত হেনেছিল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যখন বিকল্প শক্তি খুঁজে পেয়েছে, তখনই নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে সচেতন থেকে ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন যে, এই মে'র নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নির্যাতন অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। তিনি অবিলম্বে নির্যাতন অত্যাচার বন্ধ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মুক্তি এবং দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব জিল্লুর রহমান, ডঃ কামাল হোসেন ও বেগম সাজেদা চৌধুরী, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, এনএপি'র জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ন্যাপের (মো) এডভোকেট নূরুল আলম এবং গণআজাদী লীগের এডভোকেট আবদুস সামাদ বক্তৃতা করেন। সভা পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের জনাব মোহাম্মদ নাসিম।

সংবাদ

১৯ জুন ১৯৮৬

সামরিক শাসন প্রত্যাহারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিন –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসন প্রত্যাহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতি দাবী জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার বিকেলে টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ হাসিনা এ দাবী জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদ কথা দিয়েছিলেন যে, সংসদ অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক শাসন প্রত্যাহার করবেন এবং সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করবেন। কিন্তু খবরের কাগজের মাধ্যমে দেখা গেল তিনি (রাষ্ট্রপতি) সংবিধানের কিছু অংশ পুনরুজ্জীবিত করেছেন; কিন্তু সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ করেননি।

শেখ হাসিনা বলেন, "সামরিক শাসন প্রত্যাহার সম্পর্কে আমরা জেনারেল এরশাদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য চাই। আমাদের আন্দোলন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। সামরিক শাসন ও সামরিক আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

তিনি বলেন, "জেনারেল এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। একমাত্র জনগণের প্রতিনিধিদেরই অধিকার আছে দেশ শাসন করার।"

শেখ হাসিনা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সামরিক শাসনের সাথে হাত না মিলানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি

বলেন, "জনগণ আপনাদের ভোট দিয়েছে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। আপনারা সামরিক শাসনের সাথে হাত মেলাবেন না। জনগণের পক্ষে থেকে জনগণের সেবা করবেন, এটাই আমরা আশা করি।"

শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন যে, যারা নির্বাচনবিরোধী শ্লোগান দিয়েছিলেন, তারা পরোক্ষভাবে জেনারেল এরশাদকে সাহায্য করেছেন। নির্বাচন-বিরোধী শ্লোগান যারা দিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের ভূমিকায় জেনারেল এরশাদই লাভবান হয়েছেন।

কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "কাদের সিদ্দিকী বাংলার মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ তিনি (কাদের সিদ্দিকী) জাতির জনকের হত্যার প্রতিবাদ করেছেন।"

টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় জনাব আবদুল মোমিন, মেজর জেনারেল (অবঃ) খলিলুর রহমান, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান প্রমুখ নেতা বক্তৃতা করেন।

টাঙ্গাইল যাওয়ার পথে শেখ হাসিনা জয়দেবপুর চৌরাস্তা, কালিয়াকৈর, সোহাগপুর, মীর্জাপুর, জামুর্কি ও দেলদুয়ারে আয়োজিত পথসভায় বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

৩ জুলাই ১৯৮৬

সামরিক শাসন অবসানে সংগ্রামের মূল দায়িত্ব আওয়ামী লীগের –শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে জনতার যতটুকু বিজয় আমরা ধরে রাখতে পেরেছি তাকে আন্দোলনের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে 'ছিনতাইকৃত' বিজয়কে উদ্ধার করতে হবে।

সামরিক শাসনের চির অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গুলশান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম মোঃ নাসিরউদ্দিন স্মরণে শাহজাদপুরে এক শোক সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সামরিক শাসন অবসানের সংগ্রামে মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি আজকের মশাল মিছিল, ৯ই জুলাই গণসমাবেশ ও ১০ই জুলাই সংসদ অভিযানকে সফল করার জন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন গুলশান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুল খালেক।

সংবাদ
৯ জুলাই ১৯৮৬
সামরিক আইন তুলে নিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে –হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আট দলীয় জোটের আজকের সমাবেশে এবং আগামীকালের 'সংসদ অভিযানের' কর্মসূচী সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সামরিক আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

তিনি বলেন, সামরিক আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় সংসদে বসা না বসা একই কথা। তাই সংসদের প্রথম অধিবেশনে সামরিক আইন ও শাসন প্রত্যাহার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া আওয়ামী লীগ সংসদে যেতে পারে না।

গতকাল বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভেনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভায় তিনি একথা বলেছেন। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা দেশকে গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনা এবং সামরিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। বাংলার মানুষ বিগত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট গণরায় প্রদানের পরও সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রশ্নে টালবাহানা শুরু হয়েছে।

সভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ছাড়াও দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, জনাব আবদুল মান্নান, ডঃ কামাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমুসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ
১১ জুলাই ১৯৮৬
সংসদ ভবনের ফটকে আট দলীয়
এমপিদের 'সংসদ অধিবেশন'
জনগণের কাছে নতি স্বীকার করুন ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার ৮ দলীয় জোটের 'সংসদ অভিযানের' শেষ পর্যায়ে জোটভুক্ত সংসদ সদস্যরা সংসদ ভবনের প্রধান ফটকের সামনে সমবেত হয়ে এক সমাবেশ করেন। তারা এ সমাবেশকে 'সংসদ অধিবেশন' বলে ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মালেক উকিলকে তারা 'স্পীকার' ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে 'লীডার অব দ্যা হউস' হিসেবে গ্রহণ করেন।

সমাবেশের শুরুতেই শেখ হাসিনা বলেন, 'সামরিক আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনমতেই সংসদে বসতে পারি না।'

এই অধিবেশনে আট দলীয় জোটের সংসদ সদস্য ছাড়াও মীর্জা সুলতান রাজার নেতৃত্বে জাসদ (সিরাজ)-এর ৩ জন সংসদ সদস্য এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যা মিসেস লায়লা সিদ্দিকী যোগদান করেন।

'স্পীকার' হওয়ার পর জনাব আবদুল মালেক উকিল বলেন, 'সংসদ ও সামরিক শাসন এক সাথে চলতে পারে না। এর প্রতিবাদেই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।'

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, "দেশে দীর্ঘ ১১ বছর সামরিক শাসন চলছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ক্ষমতা বদলের একটা ধারা এদেশে চালু হয়েছে। জেনারেল সাহেবরা দিনের পর দিন লেফ্‌ট-রাইট করে জেনারেল সাহেব হন, সেখানে তারা জনগণের সম্মুখে বেতনভুক কর্মচারী আর কিছুই নন। অথচ ক্ষমতা হাতে পেয়ে, অস্ত্র হাতে পেয়ে তাদের রাজনীতিক হওয়ার খায়েশ জাগে।"

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, "আমি জেনারেল এরশাদ সাহেবকে আহ্বান করবো, বাস্তব অবস্থা মেনে নেয়ার, আমি জেনারেল এরশাদকে আহ্বান করব, জনগণ যা চায় জনগণের চাওয়া-পাওয়ার কাছে নতি স্বীকার করতে।"

শেখ হাসিনা বলেন, "এখনও সময় আছে, আমরা জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের ম্যাণ্ডেট নিয়ে এসেছি। জনগণের দাবী, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

আট দলীয় জোট নেত্রী বলেন, এবারের নির্বাচনে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাংলার মানুষ সচেতন তারা এই শাসকদের সমস্ত কলা-কৌশল ধরে ফেলেছে। আর তাই তারা চেয়েছে তাদের এই প্রক্রিয়ার ওপর একটা বিরাট আঘাত হানতে। আর আমি বিশ্বাস করি যেখানে জেনারেল এরশাদ সাহেব ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁর জাতীয় পার্টি নাকি ২শ' ৫০টি সিট পাবে। সেখানে ১শ' ৫৩ সিটের বেশী চুরি, ডাকাতি আর মিডিয়া ক্যু করে তারা নিতে পারেনি। যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো, আমি বিশ্বাস করি বাংলার মানুষের রায় আমরা পেয়েছিলাম, আমাদের ঐক্যজোট প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ সিট পেত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শেখ হাসিনা বলেন যে, সংসদ নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু করে প্রার্থীদের হারানোর ঘটনা তদন্ত করে এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হোক। তিনি প্রস্তাব করেন যে সমস্ত আসনে ডাকাতি করা হয়েছে সেসব স্থানে পুনঃনির্বাচন এবং যেসব আসনে মিডিয়া ক্যু করে যেসব প্রার্থীকে হারানো হয়েছে সেখানে তাদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হোক। তিনি বলেন, 'আমি সংসদের মাধ্যমে এই প্রস্তাব রাখছি।'

শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে চাই না, আমরা চাই আমাদের অধিকার। জনগণ তার মৌলিক অধিকার চায়, গণতান্ত্রিক অধিকার চায়। এই দেশ শাসন করার অধিকার জনগণের প্রতিনিধিদের।"

তিনি বলেন, "দীর্ঘ ১১ বছরের সামরিক শাসনের যাঁতাকলে আমরা কি দেখেছি? একদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, অপরদিকে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নিয়ে আসা হচ্ছে, যে বৈদেশিক ঋণ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হচ্ছে না, যে বৈদেশিক ঋণ দিয়ে ঐ ক্ষমতাসীনরা নিজেদের উদরপূর্তি করছেন। আর সে ঋণের বোঝা আমার ঐ দুঃখী কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আজ কৃষকরা নানা সমস্যার জর্জরিত। কৃষকদের ঋণ আদায় করার নামে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অপরদিকে কৃষি উপকরণের দাম বেড়ে গেছে। তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চলছে। রাষ্ট্রীয়করণকৃত কল-কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানায় দেয়ার পর সেগুলো যদি ভালোভাবে চলত, আমরা বিবেচনা করতাম। কিন্তু আমরা কি দেখি, যে সমস্ত কল-কারখানা লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো পর্যন্ত আজকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বিভিন্ন কল-কারখানায় লে-অফ ঘোষণা করা হচ্ছে, শ্রমিকদের নির্বিচারে ছাঁটাই করা হচ্ছে।"

শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা আমাদের সন্তানদের পাঠাই বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোতে লেখাপড়া শিখতে। সেখানে তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে অস্ত্র। তাদেরকে নানারকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত করা হচ্ছে। তাদেরকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

তিনি বলেন, বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন আর বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদেরকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রতি শহরে নাকি আট হাজার 'ভলেন্টিয়ার' বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। এজন্য নেয়া হচ্ছে ১৬ বছর থেকে ২১ বছরের যুবকদের। তাদের লেখাপড়া, তাদের সবকিছু বাদ দিয়ে ঐ ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা পোক্ত করার জন্য এই যুবক শ্রেণীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও আট দলীয় জোটের সংসদ সদস্যদের অধিবেশনে ন্যাপের (মো) চৌধুরী আবদুল হাই, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জনবা মিজানুর রহমান মানু, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যা মিসেস লায়লা সিদ্দিকী, আওয়ামী লীগের জনাব মোহাম্মদ নাসিম, জনাব শামসুল হক, নির্বাচনপন্থী বাকশালের সরদার আমজাদ হোসেন প্রমুখ সংসদ সদস্য বক্তৃতা করেন।

'লীডার অব দ্যা হাউস'-এর অনুরোধে 'স্পীকার' জনাব আব্দুল মালেক উকিল অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

পরবর্তী কর্মসূচী

আট দলীয় জোটের সংসদ সদস্যদের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর জোটের আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে চাইলে উপস্থিত সাংবাদিকদের শেখ হাসিনা বলেন যে, জোটের সংসদীয় দলের বৈঠকে পরবর্তী কর্মসূচী নেয়া হবে।

জোটের 'সংসদ' কতোদিন চলবে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "যতোদিন সামরিক শাসন থাকবে ততোদিন আমাদের এই সংসদও থাকবে।"

'লীডার অব দ্যা হাউস' হিসেবে তিনি সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন কিনা প্রশ্ন করা হলে শেখ হাসিনা বলেন, "যথাসময়ে দেখা যাবে।"

তিনি বলেন, "আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা নিয়মের মধ্য দিয়েই চলছি।"

সংবাদ
১৮ জুলাই ১৯৮৬
শ্রমিক অধিকার আদায়ের
প্রধান বাধা সামরিক আইন
–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রধান অন্তরায় সামরিক আইন ও সামরিক শাসন। তিনি সামরিক আইন অবসানের আন্দোলনে শরিক হবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নাবিস্কো বিস্কুট ফ্যাক্টরীর ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তেজগাঁও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে শেখ হাসিনা বক্তৃতা করছিলেন। শ্রমিক নেতা জনাব শাহাবুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে জনাব শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, জনাব হাবিবুর রহমান সিরাজ, জনাব মোঃ জয়নাল, জনাব আহসান উল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশের শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করে শিল্পে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে জাতীয়করণ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আর বর্তমান সামরিক সরকারের আমলে নাবিস্কো বিস্কুট কারখানাসহ অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান পানির দামে বিক্রি করে স্বাধীনতার সুফল হিসেবে প্রাপ্ত শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সামরিক আইন বলে শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরছে। লে-অফ, লক-আউট আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অনেক কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। তেজগাঁও এলাকার অনেক কারখানা ভাড়া দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, এদেশ শ্রমিকের, এদেশ কৃষকের। তাদের বঞ্চিত করে এদেশে কর্তৃত্ব করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার কন্যা হিসেবে তিনিও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নাবিস্কো বিস্কুট কারখানা ও এলভার্ট ডেভিট লিমিটেড-এর ধর্মঘটের অবসান, সকল বন্ধ কারখানা চালু এবং বেঙ্গল ষ্টীলের শ্রমিক এনায়েত হোসেনকে খুঁজে বের করার জন্য সরকার ও

কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এলভার্ট ডেভিট শ্রমিকদের মাঝে যান এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি পদযাত্রা সহকারে ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজের শ্রমিকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা দেখেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ
২৪ জুলাই ১৯৮৬
সামরিক আইন প্রত্যাহারের বাস্তব
পদক্ষেপ সরকারকেই নিতে হবে
–শেখ হাসিনা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আট দলীয় জোট নেত্রী, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সামরিক আইন প্রত্যাহারের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ সরকারকেই নিতে হবে। জনগণ সরকারের ফাঁকা বুলি শুনতে চায় না।

গতকাল বুধবার রাতে জাতীয় সংসদ ভবনের কমিটি রুমে ৮ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যদের সমাপ্তি বৈঠকে সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, "গত মঙ্গলবার সংসদের সমাপ্তি অধিবেশনে বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশন যোগ দিলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। তার এই বক্তব্যে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, সামরিক আইন প্রত্যাহারে সরকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আমরা বিবেচনা করবো।"

তিনি বলেন, অস্ত্র ও শক্তির কাছে এখন জনগণের আশা-আকাঙ্খা পদদলিত। ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও সরকারী দল সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই অবস্থায় গত ৪ বছরের কাজকর্ম বৈধ করতে পারছে না বলে সরকার সামরিক আইন প্রত্যাহার করছে না।

তিনি বলেন, সংসদের অধিবেশন ৯ দিন চলার পর সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা না থাকাতে কার্যতঃ সংসদ অধিবেশনের কোন মূল্য ছিল না। যারা সংসদের অধিবেশনে ছিলেন সবাই রাষ্ট্রপতির ভাষণের সুনাম করেছেন। তার ভাষণের উপর কোন আলোচনা বা সমালোচনা হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, ৭ই মের সংসদ নির্বাচনে জনগণ সরকারের 'নগ্ন রূপ' দেখেছে। এই অবস্থায় আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আমরা কীভাবে নেব,

সেটা ভেবে দেখতে হবে। জনগণের চোখ খুলে গেছে। আগামী দিনের নির্বাচনে জনগণ সরকারের নগ্ন রূপ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, জেনারেল এরশাদ যাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করে ক্ষমতায় এলেন, তাদের অনেককেই জেল থেকে মুক্তি দিয়ে মন্ত্রী করা হয়েছে। অথচ মুক্তিযোদ্ধা লতিফ সিদ্দিকী জেলে। বিশ্বজিৎ নন্দী ও মহিউদ্দিনকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফিরতে দেয়া হচ্ছে না।

শেখ হাসিনা বলেন, "সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এবং বাকশাল গঠন করায় বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করা হয়। বাকশালে এক দলীয় রাজনীতি থাকলেও বহুদলীয় শাসন ছিল। এটা একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ছিল।"

সংসদীয় দলের সভা

গতকাল বুধবার বিকেল ৪টায় ৮ দলীয় জোটের সংসদ সদস্যদের মুলতবী সভা সংসদ ভবনের কমিটি রুমে শুরু হয়ে রাত ৯টায় তা শেষ হয়।

গতকালের সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান, জনাব মোঃ নাসিম, জনাব আশেকুর রহমান, জনাব মোঃ ইসহাক, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, জনাব মোশাররফ হোসেন, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব নূরুল হক ও সি, পি, বি'র জনাব শাহ নেওয়াজ।

শেখ হাসিনার নৈশভোজ

গতকাল বুধবার রাতে এমপি হোস্টেলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সদস্যদের এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। নৈশভোজে ৮ দলীয় জোট এবং মুসলিম লীগের সংসদ সদস্যরা ছাড়াও বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ
৩ আগস্ট ১৯৮৬
কৃষকদের বকেয়া ঋণের সুদ মওকুফ করুন
–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের বকেয়া ঋণের সুদ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, পাটের ন্যূনতম মূল্য ৫শ' টাকা ধার্য ও উক্ত টাকা কৃষকের পাওয়া নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত শুক্রবার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি জনাব আবদুল জব্বার। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব রহমত আলী, বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মাওলানা আবদুল আওয়াল।

শেখ হাসিনা তাঁর বক্তৃতায় ক্ষেতমজুরদের জন্য সারাবছর কাজের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাসের দাবী জানিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার পরনির্ভরশীল অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। এ কারণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা না করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেশের মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করছে।

তিনি বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লবে'র কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে কৃষক লীগকে আরো শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানান। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ
৮ আগস্ট ১৯৮৬
সংসদের দরজা সামরিক আইনের শৃংখলে বাঁধা
–শেখ হাসিনা

বরগুনা, ৭ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "আমরা সার্বভৌম সংসদ চেয়েছিলাম; কিন্তু সংসদের দরজা সামরিক আইনের শৃঙ্খলে বাঁধা।"

আজ বিকেলে বরগুনা সিরাজ উদ্দীন টাউন হল মাঠে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম সিদ্দিকুর রহমানের স্মরণে শোকসভায় শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "দেশকে অশান্তির দিকে ঠেলে দেবেন না। তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী বলে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনের লক্ষ্যে ভোটে অংশ নিয়েছিলাম। এ ভোটে প্রমাণ হয়েছে যে, জনগণ সামরিক শাসন চায় না। দেশের মানুষ ৮ দল তথা আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু উচ্চাভিলাষীরা ক্ষমতায় থাকার জন্য ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ভোটের ফলাফল পাল্টে দিয়েছে।"

সংবাদ

৯ আগস্ট ১৯৮৬

মন্ত্রীদের ঋণ গ্রহণের হিসেব প্রকাশ করুন –শেখ হাসিনা

বরিশাল, ৮ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।–আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, আসন্ন উপ-নির্বাচনেও সরকার 'ভোট ডাকাতি'র আশ্রয় নেবে এবং এ প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে ভাষণ দানকালে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন যে, সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্য বর্তমান সরকারের আদৌ কোন সদিচ্ছা নেই। তাই সংসদে সামরিক আইন প্রত্যাহারের কোন বিল উত্থাপন করা হয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের ৩০ লাখ নাগরিককে হত্যাকারী পাকিস্তান সরকারের নিকট থেকে 'নিশান-ই-পাকিস্তান' খেতাব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতিকে অবমাননা করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাস ধর্মঘট প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একজন মন্ত্রী কর্তৃক আহূত পরিবহন ধর্মঘট এবং অপর একজন মন্ত্রী কর্তৃক ভাড়া বৃদ্ধির যুক্তিকে একটি পাতানো খেলা বলে উল্লেখ করেন। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া বৃদ্ধি না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে জনগণও ভেবে দেখবে বর্ধিত ভাড়া তারা দেবে কিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তেলের মূল্য অর্ধেকেরও বেশী কমে গেছে। অথচ সরকার বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন কৃষিঋণ আদায়ের নামে নিরীহ কৃষকদের ভিটেমাটি ছাড়া করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। কিন্তু তাদের নিকট থেকে ঋণ আদায় করা হচ্ছে না। তিনি মন্ত্রীদের ঋণ গ্রহণের হিসেব প্রকাশের আহ্বান জানান।

তিনি দেশের অর্থনীতিকে আমদানী নির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত করার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এর ফলেই দেশের অর্থনীতি হচ্ছে পঙ্গু। তিনি আরো বলেন, সরকারের ছত্রছায়ায় কিছুসংখ্যক লোক মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মহিউদ্দিন আহমদ এবং বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক

সম্পাদক ও সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ এবং যুগ্ম সম্পাদক জনাব আমির হোসেন আমু ও অন্যান্য নেতা। উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ কর্মী ফরিদ উদ্দিন আহমদ জিল্লু আজ এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। সভায় তার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। সমাবেশ মূলতঃ শোকসভায় রূপান্তরিত হয়।

সংবাদ

১১ আগস্ট ১৯৮৬

মতিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন

এগারো বছরের সামরিক শাসন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দিচ্ছে ঃ শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে ভোটের অধিকার রক্ষা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আগামী ২৬শে আগষ্ট অনুষ্ঠিতব্য উপ-নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল রোববার বিকেলে মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় শহীদ পার্কে আয়োজিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আলী আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, মোহাম্মদপুর-ধানমণ্ডী নির্বাচনী এলাকায় ৮ দলীয় জোটের প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোস্তফা মহসিন মন্টু বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, গণতন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া নির্বাচন। যেহেতু আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, সেজন্য আমরা চাই দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তিত হোক, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জনগণের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটুক এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করুক।

উক্ত এলাকায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেনঃ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অধিকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর। এই নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। অথচ তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে

পদত্যাগ করেননি। আর সেই সাথে দেশের প্রশাসনিক আইন, রীতিনীতি সবকিছু লংঘন করে তিনি আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আঘাত হানছেন।

সভা পণ্ড করার জন্য ছেলে-পেলেদের লেলিয়ে দিচ্ছেন।"

শেখ হাসিনা বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, জনগণ তাকে ভোট দেবেন না। তাই ভোট তারা কেড়ে নিতে চান।"

জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ভোট দেয়ার মালিক আপনি। দেয়ার অধিকার আপনার। এই অধিকার তারা কেড়ে নিচ্ছে যেভাবে তারা কেড়ে নিয়েছে আপনার মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে সামরিক শাসন দিয়ে আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তারা নস্যাৎ করে দিচ্ছে।"

'আপোষের মামলা'

বাসের ভাড়া বাড়ানোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী 'আপোষের মামলা' বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এক মন্ত্রী ধর্মঘট ডাকলেন আর এক মন্ত্রী আলোচনায় বসলেন। বাসের ভাড়া বেড়ে গেল। তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতে তেলের দাম কমে গেছে, বাংলাদেশেও পেট্রোলের দাম আরও কম হওয়া উচিত, সেখানে বাংলাদেশে বাসের ভাড়া কী করে বাড়ে? তিনি বলেন, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকর হবার কথা; কিন্তু এই বর্ধিত ভাড়া দেবেন কি না, তা ভেবে দেখার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ

১২ আগস্ট ১৯৮৬

ময়মনসিংহ লেনের বাসিন্দাদের ওপর থেকে
উচ্ছেদ নোটিশ তুলে নিন ঃ শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও ৮ দলের নেত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিম বাংলা মোটরস্থ ময়মনসিংহ লেনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ওপর জারি করা তিনদিনের উচ্ছেদ নোটিশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন।

উচ্ছেদের নোটিশপ্রাপ্তদের দুরবস্থা সরেজমিনে দেখতে শেখ হাসিনা গতকাল সোমবার প্রস্তাবিত আউটার সার্কুলার রোডের বাংলার মোটরের ট্রাফিক পয়েন্ট হতে সোনারগাঁও সড়ক পর্যন্ত প্রস্তাবিত রাস্তা ও মার্কেটের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন।

সেখানে সমবেত জনতার উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাসকারী কয়েক হাজার মানুষকে কোন রকম

বিকল্প বাসস্থান এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে উচ্ছেদ করা অমানবিক কাজ।

তিনি বলেন, হোটেল সোনারগাঁও-এর পার্শ্ববর্তী কালভার্ট নির্মাণের অজুহাতে হুকুম দখলের যে পাঁয়তারা সরকার করছে তা অযৌক্তিক। অভিজ্ঞ ঠিকাদারের পরিবর্তে নিজস্ব লোক দিয়ে কালভার্টটি নির্মাণের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ময়মনসিংহ লেনের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ এই স্বজনপ্রীতির শিকারে পরিণত হচ্ছে।

তিনি বলেন, গত বছর অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন যে, হুকুম দখল করার কারণে কারও কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি গত ২০ এপ্রিল পরিকল্পনা কমিটির এক সভায় উক্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরও ডিআইটি'র অনুমোদন নিয়ে বৈধভাবে স্থায়ী ঘরবাড়ী নির্মাণ করে বসবাসকারীদের শেষ আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ সময় শেখ হাসিনার সাথে ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

১৯ আগস্ট ১৯৮৬

সংবিধান বাতিলের
চক্রান্ত চলছে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানকে আমূল পরিবর্তন অথবা বাতিল করার চক্রান্ত চলছে। তিনি এই ধরনের চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত শুক্রবার বিকেলে ধানমণ্ডীর ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি সভানেত্রীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জনাব আবদুল মান্নান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (এনএপি) অন্যতম আহ্বায়ক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, ন্যাপের (মো) অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ এম, এ ওয়াদুদ,

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম সম্পাদক জনাব সাইফ উদ্দিন আহমদ, বিচারপতি কে, এম সোবহান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান মিলন এবং সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সদস্য এডভোকেট আমিনুল হক বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি বেলাল চৌধুরী, কবি ত্রিদিব দস্তিদার, কবি সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ দুলাল ও কবি আসলাম সানি।

শুধু ব্যক্তির হত্যা নয়

১৫ই আগষ্টকে জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কময় দিন বলে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন, এই দিনে আমরা আমাদের স্বাধীন সত্তাকে হারিয়েছি। নিজেদের অধিকার হারিয়ে আমরা দীর্ঘ ১১ বছর ধরে তিল তিল করে মরছি। বঙ্গবন্ধুকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন যদি প্রতিবাদ করা হতো, তা হলে এভাবে তিল তিল করে মরতে হতো না। তিনি বলেন, হত্যা দিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যা কোন ব্যক্তি বিশেষের হত্যা নয়, এই হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে একটি জাতির আশা-আকাংখা, ইতিহাস, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর চরম আঘাত এসেছে। যেখানে আঘাত এসেছে রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবেলা করে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে।

দেশবাসীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বুকের রক্তের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। আপনারাই সংবিধান রচনা করেছিলেন। সেই সংবিধানের মূল কপিটি অনেক অগেই যাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আজকে সেই সংবিধান অর্থাৎ আপনার জাতিসত্তা, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্যের ওপর আঘাত কী আপনারা মেনে নেবেন, নীরবে সহ্য করবেন?

তিনি বলেন, সংবিধানকে পরিবর্তন করে, জাতীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে আজকে দেশকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক এতোই প্রীত ও খুশী যে জেনারেল এরশাদকে 'নিশান ই পাকিস্তান' অর্থাৎ 'পাকিস্তানের প্রতীক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বাংলার মাটিতে অবাধে বিচরণ করতে দেয়া হচ্ছে, স্বাধীনতার মূল্যবোধকে নস্যাৎ করা হচ্ছে, পাকিস্তানে গিয়ে 'নিশান ই পাকিস্তান' নিয়ে আসা হচ্ছে, সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে চাওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সচেতন হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় কারা আছেন, কী তাদের

উদ্দেশ্য, সেটাও আপনাদের বিবেচনা করতে হবে। অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে 'পশুশক্তির ' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার অভিযোগ এনে বলেন, তার পরিণতি কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে কথা বলা মুশকিল। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, এদেশে মানুষ ন্যায় ও সত্যের লড়াইয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। বিভিন্ন কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে যদি দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তার জন্য এই সরকার এবং তার উচ্চাভিলাষই দায়ী থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভাড়া খাটা রাজনীতিবিদ

সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য একশ্রেণীর 'ভাড়া খাটা' রাজনীতিবিদকে দায়ী করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, কিছু সংখ্যক ভাড়াটে মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য এরাই বেশী দায়ী। কারণ, এ সমস্ত তথাকথিত 'ভাড়া খাটা রাজনীতিবিদ' যখন যিনি ক্ষমতায় থাকেন, সেই ক্ষমতার আশপাশে ঘুরে বেড়ান এবং জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করেন। তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেন, আপনারা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন? আপনারা উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যদি ডাকাতি এবং মিডিয়া ক্যু না হতো, তাহলে কতো ভোট তারা পেতেন এবং কোথায় থাকতেন, তা তাদের মনে রাখা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদের চিহ্নিত করার জন্য শেখ হাসিনা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। নিয়মতান্ত্রিক ধারা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যদি ক্ষমতাসীনরা বাস্তব অবস্থা বুঝতে না পারেন, তাহলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বলা অত্যন্ত মুশকিল।

দায়িত্ব এরশাদের

শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধানে সামরিক শাসন জারির কোন বিধান নেই। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বা স্থগিত রেখে যাঁরা সামরিক শাসন জারি করে বিভিন্ন অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যেসব পরিবর্তন এনেছেন, আজকে তারা সেগুলোকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছেন আমাদের দিয়ে। বলা হচ্ছে যে, সামরিক শাসন তোলার জন্য নাকি বিরোধী দলের ভূমিকা আছে। তিনি বলেন, সামরিক শাসন জারি করেছেন জেনারেল এরশাদ, তুলে নেয়ার দায়িত্বও তাঁর। এখানে আমাদের কোন ভূমিকা নেই, ভূমিকা থাকতে পারে না। আমরা সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চাই।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামরিক শাসনের কোন স্থান নেই। সামরিক শাসন জারি করে বিভিন্ন অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে যে সব আইন-কানুন তিনি করেছেন, সেগুলো গ্রহণ করা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় মধ্যে থাকতে পারে না। সেজন্য এখানে আমাদের কোন ভূমিকা নেই, থাকতেও পারে না। এটা এরশাদ সাহেবের মাথাব্যথা। যে রাস্তায় তিনি সামরিক আইন এনেছেন, সে রাস্তায় তাকে তা তুলতে হবে। তিনি যদি না পারেন, তাহলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। এটাই আমাদের দাবী।

ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, জনগণ জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতায় বসায়নি। কাজেই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে ক্ষমতায় পাকাপোক্ত করার দায়দায়িত্ব অন্ততঃ আমরা নিতে পারি না। কারণ, সামরিক শাসনের প্রতিবাদ হিসেবে জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছেন। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তাঁর ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হরতাল সফল করুন

বাসভাড়া বৃদ্ধির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাসের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং পাটের মণপ্রতি দাম পাঁচশ টাকা ধার্য করার দাবীতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সংবাদ
২২ আগস্ট ১৯৮৬
দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে
অধিকার আদায় করতে হবে
–শেখ হাসিনা

মানিকগঞ্জ, ২১শে আগষ্ট (জেলা বার্তা পরিবেশকের ফোন)।–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গত ১১ বছর ধরে সামরিক শাসকরা জনগণের অধিকার কেড়ে নেয়ার যে খেলায় মেতেছেন তা দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে।

আজ সকালে গোপালগঞ্জে যাওয়ার পথে আরিচাঘাটে এক জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় শেখ হাসিনা বলেন, গত ৭ই মের নির্বাচনে সরকারী দল ভোট ডাকাতি করে জনগণের প্রতিরোধের মুখে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে

পারেনি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, সামরিক সরকার তাদের ৪ বছরের গণবিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধ করার জন্য সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি।

শেখ হাসিনা এবারের উপ-নির্বাচনে সামরিক সরকার যাতে ভোট ডাকাতি করে জনগণের মতামতের সুযোগ কেড়ে না নিতে পারে সে জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সরকার উপ-নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের ওপর চলছে সীমাহীন নির্যাতন। কৃষি ঋণ আদায়ের নামে সরকার গরীব কৃষকদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অথচ মন্ত্রীদের কাছে পড়ে থাকা কোটি কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ আদায় কিংবা সুদ আদায়ের কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করছে না।

তিনি সামরিক সরকারের এই জুলুম-নির্যাতনের চির অবসান, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও জনগণের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বাসভাড়া বৃদ্ধিকে দু'মন্ত্রীর পাতানো খেলা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও সরকার বাসভাড়া বাড়িয়ে জনগণের উপর আরেক দফা নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছে। শেখ হাসিনা আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের অর্ধদিবস হরতাল সফল করে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে শেখ হাসিনা শিবালয় উপজেলার টেপড়া ও মহাদেবপুরে দু'টি পথসভায়ও বক্তৃতা করেন। সভানেত্রীর সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মফিজুল ইসলাম খান কামাল, জনাব মোসলেম উদ্দিন ও উপ-নির্বাচনে মানিকগঞ্জ-২ আসনে আট দলীয় প্রার্থী গোলাম মহিউদ্দীন।

সংবাদ
২৪ আগস্ট ১৯৮৬
সরকার উপ-নির্বাচনের
পরিবেশ নষ্ট করছে
–শেখ হাসিনা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন যে, ৭ই মে'র নির্বাচনের মত ব্যাপক সন্ত্রাস, ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু করে

বর্তমান সরকার আসন্ন উপ-নির্বাচনে গণরায়কে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এসব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল শনিবার কোটালীপাড়ার ভাঙ্গারহাট ও কোটালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান কলেজ মাঠে পৃথক দু'টি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন। তিনি বলেন যে, সাংবিধানিক আইন, রীতিনীতি লংঘন করে গোপালগঞ্জসহ সব উপ-নির্বাচনী এলাকায় 'বিশেষ বাহিনী' নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারী দল ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, উপ-নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করার জন্য সরকারী মহল তৎপর হয়ে পড়েছে। যেভাবে গোটা দেশে বিরোধীদলীয় কর্মীদের ওপর হামলা ও পুলিশী হয়রানি চলছে, তার পরিণতি শুভ হবে না। অবিলম্বে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ করা না হলে পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শেখ সেলিম, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আবদুল্লাহ ও সংসদ উপ-নির্বাচনে ৮ দলীয় প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২৫ আগস্ট ১৯৮৬

সরকার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন যে, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত রেখে সরকার আবারও ভোট ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে, আসন্ন উপনির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

গতকাল রোববার বিকেলে টুঙ্গীপাড়া গিমাডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেয়ার সময় শেখ হাসিনা একথা বলেন।

তিনি বলেন যে, জনগণের অধিকারের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ বর্তমান সরকারের নেই। বিভিন্ন উপ-নির্বাচনী এলাকায় গ্রেফতার,

পুলিশী হয়রানি ও সশস্ত্র হামলা চলছে। সারাদেশ থেকে সমাজবিরোধী ও সশস্ত্র গুণ্ডাদের আমদানী করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়।

শেখ হাসিনা সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, এমনি অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই এক ভয়াবহ পরিণতির শিকার হবে গোটা জাতি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তথা আট দল নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। কিন্তু এই সরকার যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তার যে কোন অশুভ পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, "বঙ্গবন্ধুর পবিত্র জন্মভূমি টুঙ্গীপাড়া তথা গোপালগঞ্জের বীর জনতা অতীতেও সকল চক্রান্ত ও সন্ত্রাসের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে, এবারেও তারা ফ্যাসিবাদী চক্রের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ।"

উক্ত জনসভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ, সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান, শেখ সেলিম, শাহ জাফর, মহিউদ্দিন ও টুঙ্গীপাড়া-কোটালীপাড়া উপ-নির্বাচনে আট দলীয় প্রার্থী কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

২৭ আগস্ট ১৯৮৬

গোপালগঞ্জে আজ অর্ধদিবস হরতাল

ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা স্থগিত রাখুন

–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গোপালগঞ্জ, ২৬শে আগষ্ট (এনা)।–আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর নির্বাচনী এলাকায় ভোটের ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করে ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা স্থগিত রাখার দাবী জানিয়েছেন।

ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা স্থগিতের দাবী জানিয়ে তিনি আজ স্থানীয় প্রশাসন এবং রিটার্নিং অফিসারদের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন।

আজ বিকেলে এখানে স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, বন্দুকের মুখে জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গোটা জাতি এই ভোট ডাকাতির প্রতিবাদ করছে।

তিনি ঘোষণা করেন, ভোট কারচুপির প্রতিবাদে আগামীকাল গোপালগঞ্জে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হবে।

সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন, ১লা সেপ্টেম্বর তার দল এবং জোট তাদের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবে। সংসদের ৮টি আসনের সব ক'টির উপ-নির্বাচনে কারচুপি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর সারাদেশে হরতাল পালনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা আবারও অভিযোগ করেন যে, জেলার গোটা প্রশাসনই নজিরবিহীন ভোট অনিয়মে নিয়োজিত ছিল।

তিনি বলেন, মুকসুদপুর যাওয়ার পথে তিনি এক জায়গায় দেখেন, একটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার বেলা ৩টার দিকেই তার রক্ষীকে নিয়ে ব্যালট বাক্স জমা দেয়ার জন্যে মুকসুদপুর সদরে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে মুকসুদপুরের ইউএনও'ও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে তাকে জানান।

সংবাদ

২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন,
সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন ঃ হাসিনা

১২ই সেপ্টেম্বর ৮ দলের
বিক্ষোভ দিবস

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৮ দলীয় জোট আয়োজিত জনসভায় আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে সফল করে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ওই সভায় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল সোমবার বিকেলে বায়তুল মোকাররম চত্বরে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম আহ্বায়ক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এম পি, বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ এম পি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) জনাব শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর এম, পি বক্তৃতা করেন। জনসভা পরিচালনা করেন এন, এ, পি নেতা শ্রী পংকজ ভট্টাচার্য।

সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, এই দেশের মানুষ ১৯৭১ সালে বুকের রক্ত দিয়ে ভোটের অধিকার অর্জন করেছিল। ইতিমধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নেয়া হয়েছে।

তাদের ভোট দেয়ার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়ার জন্য সংসদ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনের সময় প্রশাসন অপচেষ্টা চালায়। গোপালগঞ্জের উপ-নির্বাচনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, "প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল যে, আমি একটি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আছি অথবা দেশে বহিঃশত্রু আক্রমণ হয়েছে।"

সেনাবাহিনীর প্রতি নয়

সেনাবাহিনীর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে বলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি এরশাদের অভিযোগের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, "সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। আমি সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোন রকম কটাক্ষ করিনি, কটাক্ষ করেছি জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে।"

তিনি অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবী জানান।

হাসিনার চ্যালেঞ্জ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন যে, তারা গণতান্ত্রিক ধারার মধ্যে থাকতে চান। তাই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রশাসনের বিশেষ একটি শাখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাননি। যদি প্রশাসনের সেই বিশেষ শাখাকে ব্যবহার করা না হতো, তাহলে সরকারী দলের প্রার্থী ১০ শতাংশ ভোটও পেতেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি প্রশাসনের সেই শাখা ব্যবহৃত না হয়, তাহলে জেনারেল এরশাদ নির্বাচন করলে তিনি নিজে তিন শতাংশ ভোটও পাবেন না বলে শেখ হাসিনা মনে করেন।

বাংলার শত্রু

শেখ হাসিনা বলেন, যারা জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তারা বাংলার শত্রু। ভোটের অধিকার পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগ দাবী করে বলেন, "তার ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। জনগণের আদালতে তার বিচার হবে।

শেখ হাসিনার অভিনন্দন

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ধদিবস হরতাল পালন করায় শেখ হাসিনা দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই হরতালের

ভেতর দিয়ে দেশের জনসাধারণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আর একবার অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবাবলী

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, সোমবারের হরতাল প্রমাণ করেছে যে, যারা রাতের আঁধারে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতায় আসে এবং ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় থাকে এদেশের মানুষ তাদের অপসারণ চায়। কিন্তু গত ৭ই মে ও ২৬শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা পরিবর্তনের পথ ক্ষমতাসীন সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। গত ২৬শে আগষ্ট উপ-নির্বাচনে কোন ভোটই হয়নি। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 'ড্রেস রিহার্সেল হয়েছে গত ২৬শে আগষ্ট।

দেশের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সুষ্ঠু সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতায় দেশকে পরিচালিত করার জন্য সভায় আবার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় রাষ্ট্রপতির পদ থেকে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ, পাটের মূল্য ৫০০ টাকা নির্ধারণ, কৃষি ঋণের সুদ মাফ, সার্টিফিকেট ইসু বন্ধ, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা, 'একতা', 'যাযায়দিন' সহ বন্ধ পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ, অবজারভার ও চিত্রালী পুনঃপ্রকাশসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবীতে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

জনসভায় বাসভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল, পেট্রোল-ডিজেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে কমানো, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বন্ধ কলকারখানা চালু, ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত বন্ধ কলকারখানা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়ন, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, দ্রব্যমূল্য কমানো এবং মুক্তিযোদ্ধা লতিফ সিদ্দিকী, বিশ্বজিৎ নন্দীসহ সব রাজবন্দী ও মুক্তিযোদ্ধাকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার দাবী জানানো হয়।

সংবাদ

৩০ অক্টোবর ১৯৮৬

সমাজ বিরোধীদের পুনর্বাসিত করার ফলেই
হত্যার মত অপরাধ বেড়ে গেছে
–শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম মহানগরী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসভবনে সশস্ত্র

হামলা ও তার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্তরের সমাজবিরোধী ও অপরাধীদের রাজনৈতিক দলে টেনে এনে পুনর্বাসন করার ফলে তাদের অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং হত্যার মতো নিষ্ঠুর ও জঘন্য অপরাধ মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছুদিন আগে গহিরা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা ফারুককে হত্যা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় হত্যাকারীরা মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসায় হামলা চালাতে সাহস পেয়েছে। যতদিন অপরাধীরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে, ততদিন দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না বলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বেগম মহিউদ্দিনের আত্মার শান্তি ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

সংবাদ

৪ নভেম্বর ১৯৮৬

সংশোধনী বিল নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে ॥ সামরিক শাসনের শৃংখল ভেঙ্গে সংসদে জনগণের কথা বলতে চাই ঃ হাসিনা

'সপ্তম সংশোধনী বিলে'র বিরুদ্ধে
৩ দিনের কর্মসূচী ঘোষিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'সপ্তম সংশোধনী বিল' পাস না করার জন্য জাতীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতিও আহ্বান জানান।

'জেলহত্যা দিবস' উপলক্ষে গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম চত্বরে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান।

'সপ্তম সংশোধনী' বিলের বিরুদ্ধে তিনি ৩ দিনব্যাপী একটি আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। কর্মসূচীতে রয়েছে ৮ই নভেম্বর সারাদেশে সভা-সমাবেশ ও মিছিল, ৯ই নভেম্বর মশাল মিছিল ও ১০ই নভেম্বর বিকেলে বায়তুল মোকাররম চত্বরে সমাবেশ ও মিছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, "সংশোধনী বিলের খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে সংসদে আলোচনা ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ পেলে

সংসদে বসবো। কিন্তু এরশাদ সাহেব সে সুযোগ দেবেন না। তার ওপর সংসদ সামরিক শাসনের শৃংখলে আবদ্ধ।"

শেখ হাসিনা বলেন, "সামরিক শাসনের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ সংসদের অধিবেশনে আমরা যোগ দিতে পারি না। এই শৃংখল ভেঙ্গে দিয়ে সংসদে জনগণের কথা বলতে চাই।"

'সপ্তম সংশোধনী' বিল পাস না করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "যেটুকু সুযোগ পাবো তা দিয়ে এই গণবিরোধী বিলে বাধা প্রদান করবো।" বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা জনগণের উদ্দেশে বলেন, "আপনাদের নিজ নিজ এলাকার সংসদ সদস্যদের বাধা দেবেন যেন তারা এ বিল সমর্থন না করেন।"

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সংসদে বসে জনগণের কথা তুলে ধরতে চেয়েছি। সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন তুলে নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না করেই এখন 'সপ্তম' সংশোধনী বিল আনা হচ্ছে। ৫ম সংশোধনী এনে সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি' বাদ দেয়া হয়েছে। হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করা হয়েছে। আজ আবার আনা হচ্ছে সপ্তম সংশোধনী।

হত্যা ও ষড়যন্ত্র

শেখ হাসিনা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও এ, এইচ, এম কামরুজ্জামানের হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করে বলেন, সেদিন হত্যাকারীদের বিচার হয়নি বলেই আজ দেশে আইন-শৃংখলার চরম অবনতি হয়েছে। সেদিনের হত্যাকারীদের আজ উৎসাহিত করা হচ্ছে, পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বারবার ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

যদিও সংবিধানে সামরিক আইন জারির কোন অধিকার দেয়া হয়নি। সামরিক আইন দিয়েই অধ্যাদেশের মাধ্যমে গণবিরোধী আইনও করা হয়। এসব আইন ও সংবিধানের পরিবর্তন তারা গণপ্রতিনিধিদের দিয়ে পাস করাতে চায়।

শেখ হাসিনা বলেন, হত্যা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এ নির্বাচনে এরশাদ সাহেব শতকরা একটি ভোটও পাননি। অথচ রেডিও-টিভিতে বলা হয়েছে, ৫৫ শতাংশ ভোট দেয়া হয়েছে।

রেডিও-টিভির খবর না শোনার জন্য শেখ হাসিনা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, প্রশাসনিক কাঠামো নষ্ট করা হয়েছে। ৭ই মের নির্বাচনে বিরোধীদল জয়ী হওয়ার পরেও সে জয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

দুর্ভিক্ষাবস্থা

দেশের সাম্প্রতিক খাদ্য সংকটের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষাবস্থা রয়েছে। অথচ লঙ্গরখানা খোলা হচ্ছে না। বেসরকারী উদ্যোগের সাহায্য দেয়ার চেষ্টাও বিঘ্নিত হচ্ছে।

কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষিপণ্যের দাম কৃষক পাচ্ছে না। অথচ কৃষিঋণের জন্য কৃষককে হয়রানি করা হচ্ছে। অপরদিকে শিল্পব্যাংকের ৮২৬ কোটি টাকা ঋণ বকেয়া রয়েছে। এই ঋণ যারা নিয়েছেন তাদের অনেকেই এখন মন্ত্রী হয়েছেন।

জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডঃ কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান, আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, জিল্লুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক আমীর হোসেন আমু ও সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ।

সংবাদ

১৮ নভেম্বর ১৯৮৬

নতুন কায়দায় জনগণের
মৌলিক অধিকার হরণের
চক্রান্ত চলছে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নীলফামারী, ১৭ই নভেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশকের ফোন)।–আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন তুলে নেয়া হলেও বর্তমানে নতুন কায়দায় জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, জনগণের কথা বলা বন্ধ করে দেয়ার জন্য বায়তুল মোকাররমে জনসভা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছাত্ররা যাতে ন্যায্য কথা বলতে না পারে সে জন্যে ছাত্রদের সংগঠন বন্ধেরও পাঁয়তারা চলছে।

শেখ হাসিনা আজ সকালে সৈয়দপুর হাইস্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, গত ১১ বছর ধরে বিভিন্ন কায়দায় কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী জেনারেল ক্ষমতায় এসে ভুয়া গণতন্ত্রের নামে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু লোক নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বর্তমান সরকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, কিছু দিন আগেও যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো আজ তারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য।

তিনি আরো বলেন, যখন দেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে অনাহারে মানুষ মরছে, ঠিক সেই সময়ে নির্বাচনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে জেনারেল এরশাদ 'স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি' হলেন।

জনগণের মৌলিক অধিকার ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শেখ হাসিনা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি রেল শ্রমিকদের জন্যে কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠনেরও দাবী জানান। স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল মান্নান ও আব্দুর রউফ।

লালমনিরহাট

লালমনিরহাট থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে লালমনিরহাট সোহরাওয়ার্দী ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।

তিনি বর্তমান সরকারকে 'দুর্নীতিবাজ, প্রতারক ও গণবিরোধী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এ সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, "আজ বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার একটি ব্যক্তির খেয়াল খুশীর বস্তুতে পরিণত হয়েছে, আজও সে অধিকার বস্তুতঃ ছাউনিতে বন্দী।"

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার ভাড়াটিয়া গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে ও ছাত্র নামধারী ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চিত করে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে সরকার ছাত্র-রাজনীতিকে বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদী ও সোচ্চার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি বলেন, আইন করে কোন দিন কেউ আমাদের ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না।

জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দেন জনাব আবদুল মান্নান, জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব আবদুল জলিল, জনাব আবদুর রউফ প্রমুখ।

সংবাদ

১৯ নভেম্বর ১৯৮৬

ত্রাণের নামে সরকার
দলীয় লোকদের পুনর্বাসন করছে
–শেখ হাসিনা

কুড়িগ্রাম, ১৮ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার তার)।–আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বন্যাদুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের নামে সরকার তার দলীয় লোকদের পুনর্বাসন করছে। আজ কুড়িগ্রামের গহর ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দানকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন। কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী চেয়ারম্যান মনির হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন আবদুল মান্নান, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রউফ ও মোস্তফা মহিউদ্দীন।

বক্তারা সপ্তম সংশোধনীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এর মাধ্যমে সামরিক শাসনকে বৈধ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, পাটের দাম নজিরবিহীনভাবে হ্রাস পাওয়ায় কৃষকদের অনাহারের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী উলিপুর ও চিলমারীতে সন্ধ্যায় দু'টি পৃথক জনসভায়ও ভাষণ দেন।

সংবাদ

২২ নভেম্বর ১৯৮৬

বর্তমান সরকারের পতন
ঘটিয়ে জনগণের অধিকার
প্রতিষ্ঠা করবো ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরো তীব্র করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে আড়াইহাজার উপজেলার শহীদ মঞ্জুর ষ্টেডিয়ামে আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "জনগণের অধিকার আদায়ের জন্যই আমরা সংগ্রাম করছি। এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো।"

শেখ হাসিনা বলেন, গত ১০ই নভেম্বর কিছু লোক মোনাফেকি না করলে ৭ম সংশোধনী বিল পাস হতো না। এই বিল পাস না হলে এরশাদ সরকারকে বিদায় নিতে হতো। তিনি বলেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংসদে ৫ম সংশোধনী বিল পাস করিয়েছিলেন। ঠিক একই পথ ধরে এরশাদ সরকার ৭ম সংশোধনী বিল পাস করিয়ে নিয়েছেন। এসবের মাধ্যমে জনগণের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার রোধ করে হত্যাকারীদের বিদেশস্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছেন। এরশাদ সাহেব হত্যকারীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করেছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, কৃষক পাটসহ অন্যান্য ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। অথচ, সার ও কীটনাশকের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঋণ আদায়ের নামে কৃষকদের হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের তাঁতশিল্প এখন ধ্বংসের পথে। অধিকাংশ তাঁতই এখন বন্ধ। তাঁতীরা ন্যায্য দামে রং ও সুতা পায় না। বরং চোরাকারবারির মাধ্যমে প্রচুর সুতা ও কাপড় আসছে। এই চোরাকারবারী বন্ধের কোন উদ্যোগই সরকার নিচ্ছে না।

শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা ব্যক্তি-মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়ার ফলে শ্রমিক ছাঁটাই বেড়েছে। বহু কলকারখানা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। সাধারণ মানুষ এখন ডাল-ভাত জোটাতে পারছে না।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে ঋণে জর্জরিত করে ফেলেছে। বর্তমান সরকারের ছত্রছায়ায় অনেকেই কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, গত ৭ই মে'র সংসদ নির্বাচনে জনগণ আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। মিডিয়া ক্যু করে সরকার জনগণের রায় পাল্টে দিয়েছে। আমরা ১৫ই অক্টোবরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করেছিলাম। তাই জনগণ সেদিন ভোট দান থেকে বিরত ছিল। সরকার রেডিও ও টিভির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে ঘোষণা করেছে। এই ফলাফল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি।

তিনি বলেন, জনগণের ভোট না পেয়ে এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তাই, আমি এরশাদ সাহেবের পদত্যাগ দাবী করছি। শেখ হাসিনা আরো বলেন, যারা বাংলার মানুষকে শোষণ করছে তাদের উৎখাত করা হবে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সরকারী উদ্যোগের সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সাহেব ছাত্রদের চরিত্র নষ্ট করছেন। তিনি কিছু ছাত্রের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট করেছেন। আজকের প্রেক্ষাপটে সরকার আমাদের সন্তানদের গুণ্ডা বানাচ্ছেন। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।

গত ১১ বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, এ সময়ে কারো কারো স্বার্থে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে বন্দী জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করছে।

সংবাদ

২৭ নভেম্বর ১৯৮৬

মুজিবাদর্শ বাস্তবায়ন

করুন ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা 'মুজিবাদর্শ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল বুধবার দলীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের জাতীয় পরিষদের দু'দিনব্যাপী বর্ধিত সভার প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে 'মুজিবাদর্শের' অকুতোভয় আদর্শিক কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা এবং সামরিক শাসনবিরোধী সংগ্রামকে আরও জোরদার করার জন্য সভায় আগত ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ছাত্র লীগ হচ্ছে আন্দোলনের মূল শক্তি। তাই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে স্মরণ রেখে ছাত্র লীগকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুনীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান, "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়ে তোলার অগ্রসেনানী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করুন।"

শেখ হাসিনা বলেন, শাসক ও শোষকদের হাত থেকে বাংলার শোষিত মানুষকে বাঁচাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথেই এদেশের শোষিত গণমানুষকে মুক্ত করার জন্য গণমুখী অর্থনীতি, গণমুখী শিক্ষা এবং উৎপাদিত পণ্যের সুষম বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যে কোন আঘাতকে প্রত্যাঘাত করার জন্য তিনি ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ
৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬
একই শাসনব্যবস্থা
চালু রয়েছে ঃ হাসিনা

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সামরিক শাসন আইনগতভাবে প্রত্যাহৃত হলেও ভিন্ন পোশাকে একই শাসনব্যবস্থা চালু আছে। তিনি বলেন, '৭৫-এর পনেরই আগষ্ট রক্তাক্ত 'প্রতিবিপ্লবে'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর থেকে পরিকল্পিতভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ, পরনির্ভরশীল ও উৎপাদনবিমুখ অর্থনীতি অনুসরণ, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়সমূহ নস্যাৎকরণ ও বিদেশী স্বার্থের সেবাদাসত্বের নীতি ক্ষমতাসীনরা অনুসরণ করে আসছে।

আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির ৪৭তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। তিনি গতকালই ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন।

আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মোস্তফা মোহসীন মন্টু, শফিকুল আজিজ মুকুল, খান টিপু সুলতান, ঢালী মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

'সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে অংশ নেবো'

কলকাতা থেকে পিটি আই জানায় ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এখানে বলেছেন, জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন।

দিল্লী থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলীয় নেত্রী একথা বলেন।

সংবাদ
৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬
জেনারেলদের পকেট থেকে
জন্ম নেয়া দল ষড়যন্ত্রের
মধ্যেই থাকে ঃ শেখ হাসিনা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'জেনারেলদের পকেট থেকে যে দল জন্ম নেয়, গণতন্ত্রের কথা যতই বলুক সে দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে পারে না, তারা ষড়যন্ত্রের মধ্যেই থাকে'।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। গতকাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের চেয়ারম্যান আমির হোসেন আমু। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কাউন্সিলর, ডেলিগেট ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন যে, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দেশে আজ ষড়যন্ত্র চলছে। স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী চায় না যে, বিরোধী রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করুক।

তিনি উল্লেখ করেন যে, এক জেনারেল রাজনীতি 'ডিফিকাল্ট' করে তুলবেন বলেছিলেন ঃ আর এক জেনারেল এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছেন। আজ তাই রাজনীতিবিদদের ওপর হামলা হচ্ছে, তাদের হেয় করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের চাকরি দিয়ে যিনি বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তিনি নিজে রেহাই পাননি। খুনীদের দেশে এনে যারা আজ প্রতিষ্ঠিত করছে তারাও রেহাই পাবে না।

শেখ হাসিনা বলেন যে, একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শোষণের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই গোষ্ঠীর শোষণ আবার শুরু হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম, এমন কি বাঙালী শব্দটিও নিষিদ্ধ হয়ে আছে। জনগণের অধিকার আজ আবার সেনা ছাউনিতে বন্দী।

শেখ হাসিনা বলেন, 'সত্যিই কি আমরা স্বাধীন রয়েছি? আসলে ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মারাই দেশ শাসন করছে, দেশ চলছে ইয়াহিয়ার আইনে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে আমরা বাস করছি।'

'স্বাধীনতা বিপন্ন'

তিনি বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুদের হাতে আজ স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত সৈনিক আর ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মার হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'মার্শাল ল' উঠে গেলেও মার্শাল ম্যানরা এখনও ক্ষমতায় বসে আছেন। তাদের আমরা চাই না।

তিনি বলেন যে, সংসদ নির্বাচনে জনগণ ম্যাণ্ডেট দিয়েছিল আওয়ামী লীগ তথা ৮ দলের পক্ষে কিন্তু ক্ষমতাসীনরা সব নিয়ম ভঙ্গ করে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।

সপ্তম সংশোধনী বিলের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের অধিকার সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়ে শোষণের পথ খুলে দেয়া হয়েছে এই বিলের মাধ্যমে।

শেখ হাসিনা বলেন, চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনী পার্লামেন্টের মাধ্যমেই এসেছিল। পরে নামেমাত্র বহুদলীয় গণতন্ত্র রেখে জাতিকে বিভক্ত করে দেশ শাসনের জন্য পঞ্চম সংশোধনী আনা হয়। ৬ষ্ঠ সংশোধনীও আনা হয় একই উদ্দেশ্যে। আর আজকের ৭ম সংশোধনী আবার ৮ম সংশোধনীর পথ দেখাবে। ইতিহাস নিজের গতিতেই চলবে।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ আজ অনেক সচেতন। পঞ্চম সংশোধনীর ধোঁকা খাওয়ার পর সপ্তম সংশোধনীতে তারা আর ধোঁকা খায়নি।

ছাত্ররাজনীতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক সভা নিষিদ্ধ করার সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে মন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে কিভাবে বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা সরকারের উক্ত আদেশ বাতিল করার দাবী জানান এবং বলেন যে, এই আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীরা যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে না পারেন তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্র সমাজই সবচেয়ে বেশী সচেতন, কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তারা আসে, মানুষের সমস্যা সম্পর্কে তারা অবহিত থাকে। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই যদি রাজনীতি হয় তাহলে এই রাজনীতি করার অধিকার ছাত্রদের আছে। এ অধিকার কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি বলেন, অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ রাখা সবার কাম্য।

আওয়ামী লীগকে আরো শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল, এ ষড়যন্ত্র থাকবে; কারণ এই দল শোষিত মানুষের জন্য কিছু করতে চায়। সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগই পারবে গণতন্ত্রের স্বাদ দিতে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে জনাব আমির হোসেন আমু যুবলীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন যুবলীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং কংগ্রেস প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান মোস্তফা মোহসীন মন্টু।

উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে একটি সুসজ্জিত গণমিছিল বের হয়। মিছিলটি সম্মেলন প্রাঙ্গণ থেকে নিউমার্কেট ও পলাশী হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

সংবাদ

৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬

শাসকরা যুব সমাজের চরিত্র হনন করছে –শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান শাসক গোষ্ঠী দেশের যুব সমাজের চরিত্র হনন করে বাঙ্গালী যুবশক্তিকে ধ্বংস করে দেয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীলনক্সা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত। তিনি এ চক্রান্ত প্রতিহত করার লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। যুবলীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল সোমবার ধানমণ্ডীতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শেখ হাসিনার সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করার জন্য যুবলীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

যুবলীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল বনানীতে মরহুম শেখ মণির কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সংবাদ

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৬

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শেখ হাসিনার আহ্বান

স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, এবার দেশকে অত্যাচার মুক্ত করুন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেভাবে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন, জনগণের মুক্তির জন্য আবার সেই ধরনের প্রস্তুতি নিন। অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুন।'

জাতীয় ও বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল বুধবার বিকেলে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে তিনি এই আহ্বান জানান।

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে এনএপি'র অন্যতম আহ্বায়ক সংসদ সদস্য সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফরহাদ, বাকশালের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট আইনজীবী আমিনুল হক, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের শফি আহম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট (অবঃ) ফজলুল হক, খোরশেদ আলম আপেল ও অসিত কুমার সরকার বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, এমন এক পরিবেশে আজ বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে যখন দেশে বিরাজ করছে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে কিছু 'ভাড়া করা' মন্ত্রী আর সুযোগ সন্ধানীদের নিয়ে তথাকথিত দল গঠন করে 'মার্শালম্যানরা' দেশের মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। তিনি বলেন, বহু রক্ত, ইজ্জত আর ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। জনগণের মৌলিক অধিকার সেনা ছাউনিতে বন্দী।

কাদের সিদ্দিকী প্রসঙ্গ

শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীর দেশে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে, এত বড় ধৃষ্টতা দেখানোর শক্তি তিনি কোথায় পেলেন।' তিনি বলেন, 'আইন তার আপন গতিতে চলবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে।'

তিনি প্রশ্ন করেন, 'আইনকে আপন গতিতে চলতে দেয়া হচ্ছে কি? জাতির পিতার হত্যাকারীদের শাস্তির বদলে দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের বেলায় অইন আপন গতিতে চলে না। শুধু কাদের সিদ্দিকী, যিনি জাতির জনকের হত্যার প্রতিবাদে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তার বেলায় আইন দেখানো হয়।'

শেখ হাসিনা বলেন, '৫ম সংশোধনী বিল পাস করিয়ে জাতির জনকের হত্যার বিচার বন্ধ করা হয়েছে।' কাদের সিদ্দিকী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বলে বিভিন্ন মহলের অভিযোগের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, একটা দেশের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার পর সেদেশের সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা তারা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু কাদের সিদ্দিকী ব্যর্থ হননি; অস্ত্র হাতে তুলে তিনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা যায় না।

শেখ হাসিনা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জাতির জনকের হত্যাকারী কর্ণেল (অবঃ) ফারুককে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় অথচ বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর বেলায় আইন বদলে যায়। তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালে কর্ণেল (অবঃ) ফারুক অস্ত্রসহ ধরা পড়ে। সেই ফাইল চাপা পড়ে থাকে। দেশবাসীকে জানতে দেয়া হয় না। তখন আইন তার আপন গতিতে চলে না।

বিবৃতির প্রতিবাদ

'স্বাধীনতার ১৫ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রশ্ন কেন তোলা হয়'–একটি রাজনৈতিক দলের এ জাতীয় একটি বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে তিনি বলেন, 'তারাই স্বাধীনতাবিরোধীদের বুকে টেনে নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার বিভিন্ন স্থানে বসিয়েছেন। তাদের মুখেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলা শোভা পায়।' তিনি বলেন, যে পিতা তার সামনে স্ত্রী ও কন্যাকে ধর্ষিত হতে দেখেছেন তিনি কোনকালেই স্বাধীনতার শত্রুদের ক্ষমা করতে পারেন না। শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বলতে শোনা যায়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। যুদ্ধের পর যাদের শাস্তি দেয়া প্রয়োজন ছিল তাদের ঠিকই শাস্তি দেয়া হয়েছিল। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর তাদের শাস্তি শেষ হবার আগেই জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

বিজয় দিবসের শপথ

শেখ হাসিনা বলেন, 'এবারের বিজয় দিবসে শপথ হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার পক্ষের প্রতিটি মানুষ মার্শালম্যানদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনবে। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো।

'জয়বাংলা' শ্লোগানকে মুছে দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, বাঙালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য, সৃষ্টি এই জয়বাংলা শ্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিতে হয়। এই শ্লোগান উচ্চারণ করে হাজার হাজার তরুণ দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। ষড়যন্ত্র করে এই শ্লোগান মুছে দেয়া যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদ
১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬
সময়মত কাদের সিদ্দিকী
দেশের মাটিতে ফিরে
আসবেন ঃ হাসিনা

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানী স্বৈর শাসকদের মদদ ও সহযোগিতা করেছিলেন তাদের সহযোগীরাই আজ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা দখল করে ভোট ডাকাতি, কারচুপি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকার পথ অবলম্বন করে আজ তারাই স্বাধীনতার সুফল ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শগুলোকে একে একে মুছে ফেলছে। তাই এই সরকারে কোন কোন মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে 'অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য' প্রদান করছেন।

তিনি বলেন, সময়মত বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী দেশের মাটিতে ফিরে আসবেন। গণবিরোধী এই সরকার তা রোধ করতে পারবে না।

গতকাল শুক্রবার মধ্য বাড্ডায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন। মোঃ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় দলের প্রেসিডিয়ামের সদস্য আবদুল মান্নান, দলীয় নেতা আবদুল আজিজ, খন্দকার হাবিবুর রহমান, এডভোকেট হারিছ উদ্দিন, এডভোকেট সাহারা খাতুন, আখতারুল আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদ সরকার ও তাদের মদদপুষ্টরা বিভিন্নভাবে এদেশের মানুষকে শোষণ করে তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছে। দেশবাসীর মৌলিক অধিকার হরণ করেছে। তাদের ভোটের অধিকারটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। তিনি বাড্ডাবাসীর জমি হুকুম দখল করার আদেশ অবিলম্বে বাতিলের দাবী জানিয়ে বলেন, সহজভাবে দাবী মেনে না নিলে আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা হবে।

সংবাদ
১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬
দেশ আজ তিমিরে, এ
অবস্থা থেকে মুক্তি
পেতে হবে ঃ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার লক্ষ্য ও আদর্শ সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যে লক্ষ্যে একাত্তরে শহীদরা আত্মদান করেছিলেন, তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। দেশে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার শাসন যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাধীনতার লক্ষ্য, আদর্শ সব নস্যাৎ করা হয়েছে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গতকাল বিকেলে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভানেত্রীর ভাষণে শেখ হাসিনা একথা বলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুল মালেক উকিল, আবদুল মান্নান, আবদুস সামাদ আজাদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ প্রমুখ।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মারাই যেন দেশ চালাচ্ছে, দেশ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, বাঙ্গালীর সত্তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্যই একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টির উপর ইয়াহিয়ার রীতিতে আজও হামলা চলছে। আমরা বাঙ্গালী একথাও বলা হয় না, বলাটা যেন অপরাধ।

শেখ হাসিনা ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন সংবাদপত্রে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের খবরে 'পাক হানাদার বাহিনী' কথাটা পর্যন্ত লেখা হয় না। এধরনের আচরণকে তিনি ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, "আজ যারা মার্শালম্যানদের তাঁবেদারি করছে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, মার্শালম্যানরা কখনো কারো আপন হয় না। এদের কোন ন্যায়নীতি নেই, প্রয়োজন মিটলেই তাঁবেদারদের ছুড়ে ফেলে দেয়। মার্শালম্যানদের চরিত্রগত পরিবর্তন হয় না।"

৫ম ও ৭ম সংশোধনী

শেখ হাসিনা আরো বলেন যে, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দেশের চার মূলনীতির ওপর আঘাত হানা হয়েছে, ৫ম সংশোধনী দিয়ে গণবিরোধী আইন পাস করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করা হয়েছে। আর এক 'মার্শালম্যানের' কর্মকাণ্ড বৈধ করা হয়েছে ৭ম সংশোধনী দিয়ে। ৫ম সংশোধনী ৭ম সংশোধনীকে টেনে এনেছে। আর ৭ম সংশোধনী কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তা খেয়াল রাখা উচিত।

শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন যে, বহু শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বহু পরিবারকে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ করে শেখ হাসিনা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মদান যাতে সার্থক হয় সেভাবে নিজেদের সংগঠিত করে তুলতে হবে। দেশের মাটি ও মানুষের মঙ্গলই আওয়ামী লীগের আদর্শ, এই আদর্শ নিয়ে আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাবে।

সংবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬

মার্শালম্যানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন ঃ শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা স্বৈরশাসন ও 'মার্শালম্যান'দের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য গণতন্ত্রকামী, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে গত মঙ্গলবার বিকেলে আওয়ামী লীগ আয়োজিত গণজমায়েতে প্রদত্ত ভাষণে শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান। বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণের গেটের সামনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গণজমায়েতটি অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম এমপি ও নগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। জমায়েত শেষে একটি বিরাট মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

জমায়াতে শেখ হাসিনা ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মার্শালম্যানদের হাত থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করাই হচ্ছে এবারের বিজয় দিবসের শপথ।'

শেখ হাসিনা বায়তুল মোকাররম চত্বরে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানে সরকারী নিষেধাজ্ঞার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার জন্য আইয়ুব খাঁন ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানকে আউটার ষ্টেডিয়াম করেছিলেন। আর এরশাদ সাহেবও বায়তুল মোকাররম চত্বরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন।

শেখ হাসিনা উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে বলেন, "আইন ভঙ্গ করে আমি এখানে সভা করে গেলাম ও আন্দোলনের সূচনা করলাম।" তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি বায়তুল মোকাররম চত্বরে সভা করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, 'এরশাদ সাহেব আজ গণতন্ত্রের অনেক কথাই বলছেন। আসলে ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে মার্শালম্যানরাই উর্দির উপর গণতন্ত্রের লেবাস লাগিয়ে এখন পর্যন্ত দেশ শাসন করে যাচ্ছেন।'

তিনি বলেন, আইয়ুব-ইয়াহিয়ার 'প্রেতাত্মারা' আজও দেশে রয়েছে। এরা পাকিস্তানের তাঁবেদারি করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের জয়ধ্বনি 'জয় বাংলা' আজ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বিজয় দিবসের আগেই তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাকে পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় অনুমতি না দেয়ায় তিনি আসতে পারেননি।

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য অহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, মুষ্টিমেয় লোকের জন্য স্বাধীনতা আসেনি। স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো ও দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতি আওয়ামী লীগের কর্তব্য রয়েছে। সে কর্তব্য পালন করে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বিজয় রক্ষা করতে হবে।

গণমিছিল

জমায়েত শেষে আওয়ামী লীগের একটি বর্ণাঢ্য গণমিছিল বায়তুল মোকাররম চত্বর থেকে বের হয়ে তোপখানা, বিজয়নগর, কাকরাইল, মৌচাক, মগবাজার হয়ে ধানমণ্ডী ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন পর্যন্ত যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা স্থায়ী এই গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা। মিছিলের পুরোভাগে একটি খোলা ট্রাকের ওপর তিনি ও দলের কেন্দ্রীয়

নেতৃবৃন্দ ছিলেন। দীর্ঘ এই মিছিলে জাতীয় ও দলীয় পতাকা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি, বহু ব্যানার, ফেষ্টুন ও রঙ্গীন বেলুন বহন করা হয়। বেশ কয়েকটি বাদকদলও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলে খোলা ট্রাকের ওপর পাক বাহিনীর নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম ও নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য অভিনয় করে দেখানো হয়।

মিছিল শেষে ধানমণ্ডী ৩২নং সড়কের মোড়ে মিরপুর রোডে শেখ হাসিনা সমাপনী বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ
২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬
স্বৈরশাসন অবসানে
ঐক্যবদ্ধ হোন
–শেখ হাসিনা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা 'স্বৈরশাসনের' অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলতেই থাকবে। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রকে সেনাছাউনি থেকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ইব্রাহীমপুর ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় শেখ হাসিনা একথা বলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন মায়া প্রমুখ।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য বর্তমান সরকারকে পুরোপুরি দায়ী করেন।

তিনি বলেন, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই 'মার্শালম্যানরা' ক্ষমতায় এসে জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে ছাউনিতে কুক্ষিগত করে। তখন থেকে শুরু করে গত ১১ বছর ধরে জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের পর মানুষের মুক্তির জন্য কর্মসূচী দিয়েছিলেন। সেই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে আজ দেশের এ দুরবস্থা হতো না। বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচী মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থ বিঘ্নিত করায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। দেশী-বিদেশী চক্র এ হত্যার জন্য দায়ী।

সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক হতে হবে সৌহার্দপূর্ণ।

আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শেখ হাসিনা আহ্বান জানান এবং বলেন, আওয়ামী লীগ হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনবে।

■■■

THE BANGLADESH OBSERVER

(1981-1986)

The Bangladesh Observer
March 5, 1981
Hasina may
return by
Mar. 26

NEW DELHI, March 4:– Mrs. Hasina Sheikh today denied that she would return to the country on March 17, reports BSS.

"In all probability I am unlikely to go back by that date" she said referring to reports appearing in Bangladesh and Indian press.

However, she would not confirm as to when she would return home. But judging by all indications she is likely to go back by March 26.

Asked about her return by that date, she sidestepped the answer saying "If Almighty Allah desires."

Her husband nuclear physicist Dr. Wazed Miah, would not be able to return before six months was he would be required to complete his book as well as his present Indian scholarship.

The Bangladesh Observer
March 20, 1981
Hasina thanks
from Delhi her
well-wishers

By A Staff Correspondent

Mrs. Hasina Sheikh Chairman of the Awami League Presidium in a message from the Indian Capital released through the party central office expressed her gratefulness to the well-wishers both in and outside the country who have congratulated her on her election as chief of the party.

According to a Press release issued under the signature of Syed Ahmed, Office Secretary of Awami League, Mrs. Hasina Sheikh said the sympathy and support of the followers of Sheikh Mujibur Rahman would inspire her to implement the ideals of the 'Second revolution'.

The Bangladesh Observer
April 21, 1981
Hasina Wazed
likely to return
May 6

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wazed, Chief of Bangladesh Awami League (H) is expected to return to Dacca from New Delhi on May 6 next, according to a party source. On her arrival she will address a rally at Manik Mia Avenue at Sher-e-Bangla Nagar on the same day.

The party source said that Sheikh Rehana, younger sister of Sheikh Hasina who was to accompany her elder sister will now proceed to London.

Mr. Abdur Razzak, General Secretary of the party is scheduled to go to Delhi on April 22 to brief the party chief about the programmes of her arrival. Two senior members of the presidium, Mr. Abdus Samad Azad and Mr. M. Korban Ali who are expected to accompany the party chief will leave for New Delhi after the return of Mr. Abdur Razzak.

The two children of Sheikh Hasina and her husband will stay in New Delhi. Later the children are expected to join Sheikh Rehana in London.

Sheikh Hasina on her arrival will visit Tongipara to offer fateha at her father's mazar. She will also address a meeting there.

Meanwhile the party held a get together with the members of the Press on Sunday. Members of the party presidium and secretarial including other leaders of the executive committee attended it.

Mr. M. Korban Ali, Mr. Abdur Razzak, party General Secretary and Sarder Amjad Publicity Secretary addressed the function.

Mr. Razzak introduced the newly elected office-bearers of the party to the members of the Press.

APP adds from New Delhi: The President of the Bangladesh opposition Awami League Sheikh Hasina Wazed, today announced she would return home early next month.

"I am returning, but at this moment, I am not in a position to give a firm date but it will be early next month" the 32-year-old eldest daughter of the slain Bangladesh President Sheikh Mujibur Rahman said.

She was commenting on reports that she would return to Bangladesh on April 28.

Mrs. Wazed mother of two children said she would make sincere efforts to reorganise her party which ruled the country since its independence in 1971 till the killing of her father in August 1975.

The Bangladesh Observer
May 1, 1981
Hasina return
may be delayed
further

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wazed, newly elected Chairman of Bangladesh Awami League living in India on political asylum for past six years is still undecided on fixing a firm date for her return to Dacca, according to a party source.

Her home coming has been thrice shifted. She is now scheduled to come on May 17 but a party source said she would further postpone the date.

There is a sharp difference of opinion between the two factions of the Awami League on where would she stay. The faction led by party General Secretary Mr. Abdur Razzak would like her to stay on her own. While the other faction led by Mr. Tofael Ahmed would like her to stay with her cousin Sheikh Selim or one of her aunts.

The political observers are perturbed by the repeated postponement of the date. They say there are some behind the scene maneuvering.

The Bangladesh Observer
May 14, 1981
Hasina expresses
gratitude to India

From Reazuddin Ahmed

NEW DELHI, May 13:–Mrs. Hasina Sheikh the newly elected Chairman of Bangladesh Awami League who is due to return to Dacca on May 17 next from her asylum here in an interview with me today parried questions on Talpatti and Farakka. She, however, indicated that she might give her observations on these issues, on return to Dacca.

In an interview with the Hindustan Times published on May 10 the AL chairman expressed her deep sense of gratitude for Indian help during Bangladesh War of Liberation Mrs. Hasina in her interview recalled that India had given shelter to millions of people from Bangladesh at the time of Liberation War and 'we should not forget it'.

Speaking about the leadership crisis her party is currently facing following the joining of some pro Moscow elements. Mrs. Hasina said that she would try to resolve the dispute between the genuine Awami Leaguers and the pro Moscow forces. She said that she was also aware of those people in the party who had joined the cabinet of Khondaker Mushtaque Ahmed after the coup in August 1975. Talking to me at her Pandara Road residence Mrs. Hasina briefly outlined the future course of action to be pursued by her party. She said that she would work for the establishment of BAKSALI principles which were the ideals of her late father.

She said that she would return to Dacca by Indian Air lines via Calcutta on May 17 When asked whether her return to Bangladesh on May 17 was final or there was possibility of any further shifting of dates she said 'all depends on Khwaja Baba in whose care I am here.'

Our Dacca Staff Correspondent adds: Sheikh Hasina, President of Awami League (Hasina) will leave for Tungipara on May 18 and will perform Zearat of the majar of her father late Sheikh Mujibur Rahman on May 19. A miladmahfil and special prayer will be held on May 20 at Tungipara which Awami League (H) President will attend, says a party Press release.

She will also attend a civic reception on May 21 at Gopalganj Stadium organised by the Gopalganj District Unit of the party. It may be mentioned that she is scheduled to arrive Dacca on May 17 from Delhi.

The Bangladesh Observer
May 16, 1981
Hasina arriving
tomorrow

NEW DELHI, May 15:–Mrs. Sheikh Hasina the newly-elected President of Bangladesh Awami League is flying tomorrow, for

Calcutta on her way to Dacca ending her nearly six-year-long stay in India, reports PTI.

The 32-year-lod daughter of the slain Bangladesh President Sheikh Mujibur Rahman said on the eve of her departure that on her return, she would strive to uphold and carry forward the ideals and programmes for "which my father lived and died" in order to translate his "vision of Sonar Bangla into a reality," Mrs. Sheikh Hasina said that Bangladesh was born on four principles of nationalism, democracy, secularism and socialism and these stemmed from the long struggle for the country's liberation. "To forget them was to be unfaithful to the liberation struggle itself and on these fundamental issues there could be no compromise", she added.

Mrs. Hasina would for the time being, be returning home alone, her children, a nine-year-old son 'Joy' and daughter Putul along with the father, a nuclear physicist would be staying on in New Delhi.

Mrs. Hasina expressed her thanks to the government and the people of India "for all the courtesy and sympathy they have shown to us during our stay here". She also conveyed her thanks to the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi for her unfailing sympathy and understanding.

The Bangladesh Observer
May 17, 1981
Hasina returns today

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, who was elected Chairman of the Presidium of Bangladesh Awami League in absentia will return to Dacca today (Sunday) ending her six year political asylum in India.

Bangladesh Awami league which faced a split during the Council session in February last opted for Sheikh Hasina as a compromise candidate.

Her candidature as the Chairman of the Presidium was floated in the last moment after the two factions had failed to arrive at a consensus on the question of electing a Chairman.

Awami League Council session was held in February and the Chairman of the party is arriving to assume her responsibilities about three months after the election.

Some top brasses of the Awami League had travelled to New Delhi to brief the new leader. Party general Secretary Abdur Razzak also dashed to the Indian capital to have a second round of discussion with the party chief.

Mr. Korban Ali and Abdus Samad Azad both members of the Presidium and representing two factions within the party are in New Delhi and will come back to Dacca with their chief. Sheikh Hasina will be coming to Dacca alone leaving her husband Dr. Wazed, a physicist, new employed with the Government of India and her two children.

Awami League has made elaborate arrangements for the reception of Sheikh Hasina. The party has appealed to its workers and sympathisers to maintain peace and discipline at the airport, Tongipara graveyard and at the venue of the meeting.

Sheikh Hasina will address a public meeting at Sher-e-Bangla Nagar today (Sunday). On Monday she will meet the members of the Central Working Committee and visit National Mausoleum at Savar, martyrs Column at Mirpur, Central Shaheed Minar and the mazars of Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq and Hussain Shaheed Suhrawardy.

The Bangladesh Observer
May 18, 1981
Hasina accorded warm welcome

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Chairman of the Presidium of Bangladesh Awami League returned to Dacca on Sunday afternoon after a six years asylum in India. She was given a tumultuous reception at the Kurmitola Airport.

She returned to Dacca accompanied by party leaders Abdus Samad Azad and Mr Korban Ali who had gone to New Delhi to bring her back and her daughter Putul. She came by Indian Airline from Calcutta and her flight was delayed by an hour.

Later addressing a mass reception at Manik Mia Avenue at Sher-e-Bangla Nagar she demanded trial of the killers of her father and Awami League leaders. Addressing a huge gathering despite torrential rain Sheikh Hasina said trial of the killers of her father members of her family and Awami League leaders would consider to have been done only when her father's second revolution aiming at exploitation-free society and establishment of four principles in the country have been achieved.

She called upon the people to extend her support in her fight against what when termed 'totalitarianism'.

She checked her emotional outburst but finally gave in when she wept unabashedly while addressing the mass reception. She was in tears when she alighted from the aircraft.

People in over 3000 trucks, buses, cars and motor bikes went to Kurmitola International Airport to receive Sheikh Hasina. People started going to the airport since morning.

A large number of people made their way into the tarmac breaking heavy police cordon. Police with the help of Awami League leaders was able to maintain order and discipline in the airport. The people at the tarmac surrounded a Biman Fokker aircraft mistaking it to be carrying Hasina. Police had to resort to a mild lathi-charge when some people were attempting to Biman Boeing aircraft at the tarmac.

After the Indian Airlines air craft stopped at the tarmac a truck with Awami League (Hasina) leaders went near the aircraft. Sheikh Hasina stepped into the truck and no gangway was used.

With the sight of the plane carrying Hasina people at the airport started shouting slogans' Welcome Hasina' Joy Bangla. She travelled by the same truck followed by procession of hundreds of buses, trucks cars and motor bikes to Banani graveyard where members of her family and other Awami League leaders are buried. She offered fateha at the graveyard and later moved to Sher-e-Bangla Nagar to address the mass reception.

Normal traffic in the airport road from Farmgate area was disrupted for about four hours in the afternoon.

While addressing the reception Sheikh Hasina said that she would lay down her life for implementation of her father's ideals and establishment of democracy. In a choked voice she said that she had lost everything and she had nothing else to lose.

She said the Awami League (Hasina) supporters have expressed their love for Bangabandhu by electing her the party chief. She urged all to consider her as a party worker not as a leader, as a sister not as the daughter of Sheikh Mujibur Rahman.

Criticising the government policy Awami League (Hasina) chief said that price of commodities was rising gradually, rich were getting richer, and majority of people in the country were living below poverty level, law and order situation has deteriorated, Freedom Fighters were being killed. She said the anti liberation

forces were active in the country. She called upon people to safeguard the independence with the same spirit the people had shown during the liberation war.

Mrs. Hasina however, did not mention anything regarding the Indian invasion of South Talpatty Island and Farakka problem.

Mr. Abdul Malek Ukil member of the Presidium of the party presided over the reception. In his speech he said that they would implement the Four Principles and economic policy of Bangabandhu in the country. He further said that Awami League (Hasina) would never compromise with the killers of Sheikh Mujibur Rahman and his colleagues Trial of the killers will be held, he said.

Mr. Abdur Razzak, General Secretary of the party in his short speech thanked people from far flung areas for according reception to Hasina.

Mr. Tofael Ahmed, Organising Secretary of the party said that from today the party's struggle had started with the arrival of Hasina.

The Bangladesh Observer

May 19, 1981

Hasina's call to workers to organise party

By A Staff Correspondent

Bangladesh Awami League (H) Chairman Sheikh Hasina on Monday urged her party workers to organise the party unitedly for materialising the dream of "Bangabandhu" for an exploitation free society.

Addressing the party leaders and workers at the central office of the party. Sheikh Hasina said that a well-disciplined organisation was a must to materialise the dream of "Bangabandhu". She said that she considered herself as a worker, not a leader of Awami League, she said Bangabandhu was the leader of all in the party and he undertook programmes for establishing an exploitation, free society. For this, she added her father was killed by the imperialists.

Mr. Abdur Razzak, General Secretary of Awami League (H) introduced the Presidents, General Secretaries and other leaders of different district units of the party to Sheikh Hasina at the party

central office Monday morning. Members of the Presidium and Secretariat of the party were present on the occasion, a Press release of the party said.

Awami League Chairman Sheikh Hasina visited the Central shaheed Minar, National Mausoleum at Savar, the National Memorial for Shaheed Intellectuals as Mirpur and the mazars of Sher-e-Bangla and Hossain Shaheed Suhrawardy on Monday and offered fateha.

She left for Tungipara in the evening to visit the mazar of her late father 'Bangabandhu' Sheikh Mujibur Rahman.

The Awami League Chairman returned home on Sunday afternoon from Calcutta after six year asylum in India.

The Bangladesh Observer
May 22, 1981
Hasina firm to establish Baksal

From Our Special Correspondent

GOPALGANJ, May 21:–Sheikh Hasina Wazed, Chairman of the Bangladesh Awami League, said here today that she would shed the last drop of her blood to fulfil the unfinished task of her late father Sheikh Mujibur Rahman–the implementation of second revolution and establishment of Baksal ideology.

Addressing a big public meeting at the local Eidgah Maidan. Sheikh Hasina said that her father wanted to alleviate the sufferings of the millions of distressed people of the country by establishing an exploitation-free society and democracy of the exploited. She said that her father was killed by the imperialists and their local agents at a time when he was going to implement his programmes. Narrating the killing of her father and members of the family. Sheikh Hasina broke into tears. She termed the killing of her father as the darkest phase of our history.

Organised by the Gopalganj District Awami League, the meeting was presided over by Mr. Qamrul Islam Rais, President of the Gopalganj District Awami League. Mr. Abdur Razzak, General Secretary and Mr. Tofayel Ahmed, member of the Secretariat of Awami League, among others addressed the meeting.

Addressing the meeting Sheikh Hasina said that people did not kill her father as he was beloved to them. She said that the killers did not only kill him out killed the hopes and aspirations of the people. "I would not ask anyone but call the people of Bangladesh to try the killers of my father." she added.

Sheikh Hasina said that there had no improvement in the economic and political situation in the country during the past six years. She alleged that the sufferings of the people had increased manifold. Unabated price hike of daily necessities have hooked the people all around, she added. She said that she would fight for the people's cause.

The Bangladesh Observer
May 30, 1981
Hasina will sacrifice life for Baksal

SYLHET, May 29:–Awami Leauge President Sheikh Hasina said here today that she would sacrifice her life for the implementation of the programme of Baksal and the Second Revolution, reports ENA.

Addressing a huge public meeting at the Madrasah Maidan here this afternoon, she said "Bangabandhu wanted to establish an exploitation free society in the country through implementation of the programme of Baksal". "But the imperialist forces in cooperation with their local agents killed him and other members of his party through a planned conspiracy and foiled his programme", she said.

The meeting was also addressed by party General Secretary Abdur Razzak, members of the Presidium Begum Zohra Tajuddin and Abdus Samad Azad and Joint Secretary Sajeda Chowdhury.

Awami League Presidium member Mohiuddin Ahmed and Organising Secretary Tofael Ahmed were present in the meeting.

Thousands of people from all walks of life flocked to the Madrasah Maidan since midday and heard her speech in jubilation braving torrential rain.

"You are my all, I have none but you now", she told the people and promised, "I shall dedicate myself and continue struggle along with you till the last drop of my blood to remove misery of the downtrodden and bring smile on their face"

On the killing of her father, Sheikh Hasina said, "I want justice from you. Justice will be done when his dream will be materialised" she told the people.

Earlier, Sheikh Hasina was given a warm reception when she arrived here by train from Dacca. Hundreds of Awami League workers greeted her at the railway station with slogans, "Sheikh Hasina Zindabad, Joi Bangabandhu, Joi Bangla".

Shortly after arrival here, the Awami League President, accompanied by other party leaders visited the mazar of Hazrat Shah Jalal and offered fateha.

The Bangladesh Observer
June 8, 1981
Hasina's call to end bloodshed

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wajed President of Bangladesh Awami League (Hasina) on Sunday called for an end to bloodshed in the soil of Bangladesh once for all in the interest of independence sovereignty and peace, reports BSS.

In her Presidential speech at a meeting organised by the party in observance of the historic June 7 at a local hotel Sunday afternoon Sheikh Hasina appealed to the world humanity to make efforts to stop blood shed.

She said that, "since 1952 the history of Bangladesh had been one of bloodshed and `we don't want to witness any more bloodshed".

She said, "I can hear the cries of the people who lost their fathers mothers brothers and relatives" and questioned why these killings followed one after another.

The Awami League Chief said that Sheikh Mujibur Rahman and other leaders of Awami League were killed at a time when they wanted to implement the second revolution and the ideology of Baksal which she said would have changed the lot of the people.

She also appealed to the Armed Forces to maintain peace in the interest of the people and of their own.

Referring to the assassination of President Ziaur Rahman she said that this type of killings could have been avoided if the killers of Sheikh Mujibur Rahman and four other Awami League leaders could be punished.

She called upon the people to resist the killers and root out them from the soil of Bangladesh.

Sheikh Hasina said that she had returned to the country to sacrifice her life for the welfare of the people and not for capturing power. She also demanded release of all political prisoners.

Among others the meeting was addressed by Mr. Abdur Razzak, Mr. Tofael Ahmed, Mr. Amir Hossain Amu, Dr. Kamal Hossain, Mr. M. Korban Ali, Mr. Mohiuddin Ahmed, Dr. Abdul Matin Chowdhury, Dr. Nilima Ibrahim, Mr. Salahuddin Ahmed, Mr. Abdul Momin Talukder, Mohammad Hanif, Shah Mohammad Abu Jafar and Mr. Mahbubul Alam.

The Bangladesh Observer
June 9, 1981
City AL (H) meeting held

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wazed Chairman of the Bangladesh Awami League on Monday attended a meeting of the Dacca City Awami League and held discussion with the presidents and Secretaries of Union Awami League (Hasina) and other leaders.

Addressing the meeting, Sheikh Hasina said that the killing of "Bangabandhu" could only avenged through the implementation of his ideology and the programmes of his Second Revolution.

The meeting was also addressed by Mr. Abdur Razzak General Secretary of the Bangladesh Awami League; and Mr. Mohammad Hanif, President of the Dacca City Awami League.

The Bangladesh Observer
June 22, 1981
AL (H) to fight for parliamentary form of govt

MYMENSINGH June 21:–Awami League President Sheikh Hasina Sunday declared that her party will launch a movement for a sovereign parliament through unfettered parliamentary elections and for restoration of democratic rights of the people, reports ENA.

Addressing a mammoth public meeting at the Circuit House maidan on Sunday afternoon the Awami League President called

upon the people to rally under the banner of her party and participate in the movement for restoration of fundamental rights of the people.

She said Awami League believes that people are the source of power and therefore fundamental rights of the people must be restored at all costs.

Sheikh Hasina promised that she would sacrifice her life for implementation of the ideals and programmes of her father.

She reiterated that Sheikh Mujib was killed by imperialist forces in connivance with some of their local agents and a handful of army personnel. She said her father was killed at a tire when he announced the programme of the second revolution aimed at economic emancipation of the masses.

She said condition of the workers and peasants did not improve, rather deteriorated, after the killing of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Hasina paid tribute to those who suffered while trying to avenge the killing of Banglabandhu. She said, she would remain with those who are still suffering in jails and 'outside the country'.

Presided over by Rafiquddin Bhuiya member of the Awami League Central Working Committee and President of Mymensingh District Awami League the meeting was also addressed by Awami League presidium member Abdul Malek Ukil, Abdul Mannan and Zillur Rahman, Awami League General Secretary Abdur Razzak and Organising Secretary Tofail Ahmed.

The Bangladesh Observer
June 29, 1981
Hasina for sovereign Parliament

BARISAL June 28:–Awami League President Sheikh Hasina said yesterday that problems faced by the nation at present can be solved only through establishment of a sovereign Parliament, reports ENA.

Addressing huge gatherings at Barisal Steamer Ghat and Chandpur Steamer Ghat on her way to Khulna. She termed the present government as "autocratic" and said that it cannot deliver any good to the nation. Sheikh Hasina said the country is now passing through a serious crisis. She said that politics of killing that started since the assassination of Sheikh Mujib on August 15, 1975 is still continuing and there must be an end to the politics of killing once for all. She reiterated her call to the people to avenge the killing of her father through implementation of his programme of the Second Revolution.

Earlier, as the steamer Gazi carrying Sheikh Hasina reached Chandpur and Barisal Steamer Ghats she was accorded a tumultuous reception by thousands of people from all walks of life who gathered there braving monsoon rains.

She was accompanied among others, by Dr. Kamal Hossain, Korban Ali, Tofail Ahmed and Begum Sajeda Chowdhury.

The Bangladesh Observer
August 17, 1981
AL (H) calls for free, fair election

By A Staff Correspondent

Bangladesh Awami League (H) will observe countrywide hartal from 6 a.m. to 12 noon on August 27 to press home its 4-point demand.

Announcing this at a public meeting at Baitul Mukarram on Sunday, Sheikh Hasina, President of the Bangladesh Awami League (H) asked the Government to accept its demands to ensure free and fair presidential polls.

The meetings was organised by the Bangladesh Awami League (H) on the concluding day of its week-long programme drawn in observance of August 15. Presided over by Sheikh Hasina, the meeting was addressed among others, by Mr Abdur Razzak, General Secretary of the party, Dr. Kamal Hossain, a member of the Presidium Mr. Tofael Ahmed Organising Secretary, Mr. Amir Hossain Amu, Joint Secretary, Mr. Mohammad Hanif, President, Dacca City Awami League, and Mr. Rafiquddin Bhuiya.

Sheikh Hasina said that Bangladesh Awami League believed in constitutional movement and transfer of power to the people's representatives. Demanding an open trial of the killers of President Ziaur Rahman, the Awami League chief urged the Government to hold trial of killings since August 15, 1975 including Sheikh Mujibur Rahman, and four other leaders killed in jail.

Critcising the Government for holding secretarial of the persons involved with the killing of President Ziaur Rahman, Sheikh Hasina alleged that freedom fighters were being eliminated in the name of trial.

Sheikh Hasina congratulated those who were imprisoned for taking up arms in protest against the August 15, 1975 change over and crossed the border.

The Bangladesh Observer
August 27, 1981
AL (H) to observe protest day Sept 2

By A Staff Correspondent

Awami League (Hasina) will announce its next course of action for the realisation of four-point demand on September 2 next. If the Government does not accept its demands by that time the party will go for a "mass movement" on a larger scale.

Announcing this at a rally at Baitul Mokarram on Wednesday Sheikh Hasina Wajed, chief of the AL (Hasina) stated that her party was willing to participate in the presidential elections. But the Government must accept the four-point demand in to beforehand in order to ensure free and fair elections in the country she stressed.

The rally was held at the end of the six-hour hartal on the day, the call for which was given by the AL (Hasina) to press home its four-point demand. It began at 2.30 p.m. at least one and a half hours behind the scheduled time. Among those present on the dais at the rally included Dr. Kamal Hossain, Mr. Abdus Samad Azad, Mr. Abdul Mannan, Sheikh Abdul Aziz, Mr. Abdul Momen Talukder, Mr. Korban Ali, Mr. Tofael Ahmed, Mrs. Ivy Rahman, Mr. Sudhangshu Sekhar Haldar, Mr. Amir Hossain Amu and Mr. Hashimuddin Khan Pahari.

Mr. Abdur Razzak party General Secretary also addressed the rally.

In her brief speech Sheikh Hasina said that her party would observe a countrywide protest day on September 2 to register its strong condemnation of what she alleged "hoolliganism" by the ruling party elements against her party workers during the hartal hours on Wednesday.

She claimed that the hartal was a complete success for her party reflecting what she termed the people's total endorsement of the four-point demand and their effective support for her party's causes and programmes.

Sheikh Hasina expressed the view that whenever any attempt was made to impose "autocracy" on the people since 1948 till date in the country, the people had rejected such attempts and brought the Government down.

Explaining the context of her party's four-point demand she stated that nothing short of the acceptance of the demands into could ensure the holding of free and fair elections in the country. She felt that the demands for the trial of the killers of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and those of other Awami League leaders had now become the people's demands. She demanded open trial fox those implicated in the killing of President Ziaur Rahman. She also observed that effective and stern governmental action was necessary to bring down the prices of essential commodities.

Sheikh Hasina alleged that the Government was taking recourse to all kinds of oppressive measures to cling itself to power. She further alleged that the emergency provisions were being used particularly against her party workers with a view to throttle the people's voice.

She claimed that the hartal was observed throughout the country in a spontaneous manner by the people on Tuesday in response to her party's call. She announced that "Gaibana Janaza" would be held today (Thursday) for those who had fallen fatal victims to what she alleged the terror tactics used by the hooligans of the ruling party to foil the hartal.

The Bangladesh Observer
August 30, 1981
Hasina urges BCL to sink differences

Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League (Hasina) on Saturday urged the leaders and workers of Bangladesh Chhatra League (Kader-Chhunnu) to shun their differences and forge strong unity for the greater interest of the party and the nation, reports BSS.

She said the BCL since its inception in 1952 had fought for the rights of the people and struggled for the establishment of an exploitation-free society. It should continue to uphold the rights of the people in the coming days also, she added.

Addressing the biennial conference of the BCL (Kader-Chhunnu) at the Dacca University Battala in the morning she said at this critical juncture of the nation the BCL needed indivisible unity for the implementation of the economic programme of Baksal enunciated by Sheikh Mujibur Rahman who was also the founder of BCL.

Presided over by Mr. Obaidul Kader out-going President of the BCL the conference was also addressed among others by Mr. Abdur Razzak General Secretary and Tofael Ahmed Organising Secretary of the BAL (Hasina) and Mr. Bahlul Majnun Chunnu outgoing General Secretary of the BCL.

Referring to the presidential election she expressed her doubt regarding the intention of the Government for holding the election and said the Government had paid no heed to the four-point demand put forward by her party as pre-conditions for participating in the election and urged the Chhatra League workers to make the Protest Day on September 2 a success.

The Bangladesh Observer
September 3, 1981
AL (H) to talk polls issue with Govt. today

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, President of Bangladesh Awami League (H) said on Wednesday that her party would sit for negotiation with the Government on election issue today (Thursday) morning.

Addressing a protest meeting of Awami League (H) at Baitul Mukarram in the afternoon Sheikh Hasina announced that they were willing to talk with the Government about the ensuing presidential polls.

Sheikh Hasina cautioned the Government that if their four point demands were not met they would gherao the Election Commission office on September 7. If the AL demands were accepted the party would participate in the election, she said.

Presided over by the party President Sheikh Hasina it was also addressed by members of the Presidium Mr. M. Korban Ali and Mr. Abdul Mannan, members of the Secretariat Mrs. Sajeda Chowdhury Mr. Tofayel Ahmed and Mr. Amir Hussain Amu.

Sheikh Hasina requested the Government to accept the 4-point demands of her party which include withdrawal of Emergency shifting of the polls to the third week of November release of all political prisoners' inclusion of about 70 lakh eligible people in the voters list and equal publicity of the Opposition parties in the mass media.

Sheikh Hasina cautioned the Government that workers of her party would give fitting reply to what she termed oppression by government agents sounding a note of warning to the Government she demanded release of those who were arrested on AL gust 26 last in connection with the observance of hartal called by her party.

Demanding open trial of those responsible for the killing of Zia Sheikh Hasina said that if the 12 freedom fighters were executed through what she termed secretarial the people would stand against it. Demanding trial of all killings since 1975 she said the trial of the killing of Zia was a farce.

The Bangladesh Observer
September 14, 1981
AL (H) sticks to pre-conditions for polls

Awami League President Sheikh Hasina on Sunday said her party will not participate in the forthcoming presidential polls unless the Government meets three remaining pre-conditions of the party reports ENA.

Inaugurating the central office of Bangladesh Chhatra League student front of the Awami League at Gausia market at Elephant Road in the evening Sheikh Hasina said the Government is still silent about its commitment to meet the other pre-conditions.

The Awami League chief held the Government responsible for creating chaos and confusion and added that it unleashed a reign of terror with the motive that the forthcoming presidential election is not held in a free and fair atmosphere.

On arrival at the new central office of Chatra League Sheikh Hasina was received by its newly elected President Mustafa Jalal

Mohiuddin and General Secretary k. M. Jahangir Bahalul Maznun Chunnu who announced a separate panel of BCL with himself a President was not present at the inaugural function.

Awami League Presidium members Abdul Malek Ukil, Korban Ali, Abdul Mannan and Sajeda Chowdhury, Organising Secretary Tofail Ahmed, Women Afairs Secretary Ivy Rahman and outgoing President of Chhatra League Obaidul Quader were present on the occasion.

Sheikh Hasina said only Awami League nominee can win the presidential polls provided elections are held in a free and fair way Awami League has been continuing its efforts to create congenial atmosphere for holding free and fair polls, she added.

Describing the present situation obtaining in the country as "very alarming" Sheikh Hasina called upon the Student League workers to remain under to face any eventuality "come what may".

Referring to Awami League programmes Sheikh Hasina said the party is pledge bound to continue its movement for implementing Baksal programmes and programme for the second revolution launched by "Bangobandhu" Sheikh Mujibur Rahman.

Referring to the trial of 12 freedom-fighter Army Officers in camera by General Court Martial Sheikh Hasina said Awami League demanded open and fair trial of those Army Officers with giving them facilities to defend themselves.

She also demanded trial of the killers of "Bangobandhu" and his family members and killers of four leaders inside the jail. She also demanded that killers of 'Bangobandhu' should be brought back home and tried.

The Bangladesh Observer
September 28, 1981
AL (H) vows to
implement Baksal

From Our Staff Correspondent

NARAYANGANJ, Sept. 27:–Sheikh Hasina, President of the Bangladesh Awami League (H) said at a meeting here this afternoon that if Awami League could win the coming presidential election it would establish parliamentary form of government and implement the Baksal programmes of "Bangobandhu". She said that her party had always been struggling hard for democratic rights of the people.

Addressing the first projection meeting of the Awami League presidential candidate. Dr. Kamal Hussain, at local Balurnath, she said that she had come to Bangladesh for the establishment of the ideals of "Bangobandhu" and for realising the rights of the peasants, working class people and the downtrodden.

Presided over by Mr. Ali Ahmed Chunka, President of Narayanganj District Unit of the party, it was addressed by Awami League presidential candidate Dr. Kamal Hussain, Mr. M. Korban Ali, member of the Presidium, Mr. Abdur Razzak and Mr. Tofayel Ahmed, General Secretary and Organising Secretary respectively.

Sheikh Hasina said that if their nominee was voted to power, there would be trial of the killing of "Bangobandhu". She demanded trial of all killings from 1972 to August '75 change over. Demanding reinstatement of the bank employees, she urged the Government to stop retrenchment.

She said that the rights of the people were taken over with the killings of "Bangobandhu" and when he (Bangobandhu) formed Baksal for the economic emancipation of the common man, he was killed by the local agents of imperialist forces.

The Bangladesh Observer
October 1, 1981
Parliamentary system
aim of AL (H) : Kamal

By A Staff Correspondent

Dr. Kamal Hossain, presidential nominee of Bangladesh Awami League (Hasina), said in Dacca on Wednesday that if elected, he would effect amendments to the Constitution to establish an unalloyed parliamentary form of government. He stated that he would also implement the programme of Bangobandhhu Sheikh Mujibur Rahman for the 'Second Revolution' for "the emancipation of the peasants and the working class and the decentralisation of administrative powers" through parliamentary democracy.

Sheikh Hasina

In her presidential speech. Sheikh Hasina Wajed termed the execution of twelve army officers involved in Chittagong mutiny as the fall-out of August 15, `75 killing.

She observed that the government had accepted some of the demands placed by her party for holding free and fair elections. But the demand for release of political detenus which was a condition of her party had not yet been fulfilled, she added. She warned the government of dire consequences if the election was not held in a free and fair manner.

Sheikh Hasina said that her party would resist any further onslaught on her party workers. She appealed to all progressive and democratic forces to rally together and to support her party's candidate Dr. Kamal Hossain for the presidential election.

The Bangladesh Observer
October 3, 1981
AL (H) vows to implement Mujib's plans

GOPALGANJ (Faridpur), Oct. 2:–Sheikh Hasina Wajed, Chairman of the Presidium of Bangladesh Awami League, said here today that if voted to power her party would implement the unfinished work and programmes of Sheikh Mujibur Rahman, reports BSS.

She was addressing big public meetings at Jalilpar, Boiltoli and Tongipara. Dr. Kamal Hossain, presidential candidate of Awami League was among others, who addressed the meetings.

Sheikh Hasina claimed that only her party had dynamic and effective programmes to bring about social and economic development of the country and emancipation of the masses. She noted that Sheikh Mujibur Rahman was killed by reactionary forces at a time when he embarked on gigantic and radical programmes to salvage the nation from the curse of socio-economic injustice.

The Awami League chief vehemently criticised the present government for its "total failure" to imporve the lot of the commonman. What this BNP Government has given to the masses are "hunger, corruption, inflation misery and stagnation in all fields of activities" she added.

Earlier today, Sheikh Hasina Wajed Dr. Kamal Hossain and other Awami League leaders offered Fateha at the Mazar of Sheikh Mujibur Rahman. A large number of people from the surrounding areas were present on the occasion.

The Bangladesh Observer
November 5, 1981
Hasina demands trial of Mujib's killers

From Our Special Correspondent

NARSINGDI, Nov 4:– Sheikh Hasina President of the Bangladesh Awami League (H) said here today that her late father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was killed before he could implement his Baksal programmes. Had he been able to implement the programmes the misery of downtrodden people of Bangladesh would have been reduced, she added.

Addressing a big public meeting here Sheikh Hasina said that Bangabandhu always fought for the oppressed for their emancipation. Demanding trial of the killers of Bangabandhu and four other leaders to the people. Sheikh Hasina said that she had come not to ask for anything or gain anything but for realisation of the rights of common man and establishment of Baksal programmes.

She said that till the rights of the people were not established her movement would continue. She said that the present Government had no right to rule the country. She called up on the people to be united to vote for Dr. Kamal Hossain to power for establishment of a people's government.

Criticising the Government she said that those who opposed the liberation of the country are now in power. Sheikh Hasina claimed that there had been no trial of killings which occurred in the country during the last six years.

The Bangladesh Observer
November 22, 1981
AL (H) call for united movement

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wazed President of Awami League (Hasina), at a protest rally on Saturday called upon the people of all shades of opinion to join under the banner of Awami League (H) for the restoration of what she termed as lost rights of the people and establishment of democracy of the exploited.

She also called upon the people to unitedly launch a movement as they did in 1971 for the establishment of an exploitation-free society and implementation of the ideals of "Bangobandhu".

Addressing the rally organised in protest against "rigging" in the presidential polls at Baitul Mukarram on the day, she said her party would continue its struggle for improvement of the lot of the oppressed people of the country. Speaking on election results, she said that the people of Bangladesh did not accept "an imposed result".

She said that her party had programmes for the people and a day would come when in spite of all obstacles the fate of the people would be improved.

Bitterly criticising the ruling BNP. she said that the people were not allowed by 'BNP hoodlums" to exercise their franchise freely on the polls day.

Criticising the Government for high prices of essential commodities. Sheikh Hasina said that under the present Government, the poor were becoming poorer and the rich richer. Sounding a note of warning. She asked the ruling party to stop what she termed harassment and intimidation of Awami League (H) workers. She also said that the main objective of her party was the implementation of Baksal programmes for economic emancipation of the people.

She also called upon the people to resist the "BNP hoodlums" unitedly as they did in 1971 against the Pakistan occupation forces.

The Bangladesh Observer
March 20, 1982
Bomb blasts in
AL (H) meet in
Khulna : 4 hurt

From Our Khulna Office

KHULNA, Mar. 19:– Four persons including a minor girl were injured when a hand bomb exploded at an Awami League public meeting addressed by Sheikh Hsaina Wazed President of the party at Daulatpur today. The bomb exploded a few minutes before Sheikh Hasina rose to address the meeting.

Panic stricken people started fleeing after the explosion. The meeting was however held.

Addressing the gathering Sheikh Hasina called for a united movement against the anti liberation forces who she viewed had usurped power and established one-man rule in the country. Reiterating her firm conviction in the concept of Baksal she said that Baksal was established by her late father to remove social and economic exploitation.

Criticising the industrial policy of the government Sheikh Hasina said that corruption and inefficiency have eaten into the vitals of the industrial under takings. She also criticised the denationalisation policy of the government.

Presided over by Begum Monnoojan Sufian the meeting was addressed by Dr. Kamal Hossain, Mr. Abdul Mannan, Sheikh Abdul Aziz, Mr. Zillur Rahman, Mr. Salahuddin Yusuf and Mr. Tofael Ahmed.

The Bangladesh Observer
September 29, 1983
Hasina calls
for united movement

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina Wazed, President Bangladesh Awami League on Wednesday stressed the need for united movement for the restoration of democracy and fundamental rights.

'We will take revenge of the killing of Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman not through bloodshed but by implementing the ideals and programmes of the late leader,' she added.

Addressing the two-day national convention-83 of Bangladesh Chhatra League (Jalal-Jahangir) at Dhaka University Battala on the day, she also gave a call to the Chhatra League workers to be prepared for any sacrifice in the greater interest of the people.

The AL Chief with an oblique reference to Razzak faction of the party also called upon all those who have deserted the party and its front organistaions to come under the banner of the party.

Presided over by Mr. Mostafa Jalal Mohiuddin, President of Bangladesh Chhatra League it was also addressed by Mr. K. M. Jahangir, General Secretary Mr. Mohidur Rahman Babul, Vice-President, Mr. Sultan Ahmed and Mr. Harunur Rashid .

Earlier there were rallies of the students on the campus. The convention scheduled to begin at 10 a.m. started at around 12 noon.

Sheikh Hasina hoisted the national flag while Mr. Mostafa Jalal Mohiuddin hoisted the party flag. Sheikh Hasina placed wreath at the portrait of Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman.

A Condolence resolution was passed at the beginning of the meeting condoling the death of party leaders, workers and other personalities including Uttam Kumar of India.

The function began with an inaugural song.

Sheikh Hasina criticised and condemned the use of arms and violence in different educational institutions since the August Change over in 1975. Sounding a note of caution she said those who were trying to use the students for their self-interest in what she termed Ayub-Monem style, will not succeed.

The students of the country have always been playing a pioneering role in patriotic, progressive and national movements of the country, she said.

Replying to the charge of the Awami League faction led by Mr. Abdur Razzak. Sheikh Hasina said that she did not want anything as the heir of Bangobandhu. 'I have returned to the country to give something to the people not for any personal interests. The ideal of Bangobandhu is my capital', she said.

Sheikh Hasina explained the 12-point programme of her party and urged them to unitedly make the Demand Day programme organised by 15-party alliance on September 30, a success.

Sheikh Hasina demanded the holding of national election and handling over power to the elected representatives by the next winter.

She told her audience that the slogans alone do not help implementation of ideals, rather it required dedications.

The famine of 1974 was created by the agents of imperialist as the anti-liberation forces had always been active in the country, she said. The Liberation War of 1971 was fought at the call of Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman and the nation also because united she recalled.

Hinting at the Razzak faction of Awami League she said that those who were trying to find difference between the Mujib as an individual and an ideal Mujib are agents of the ruling class.

The values and principles for which the Liberation War was fought, are being ignored and neglected today, she regretted.

The Bangladesh Observer
October 25, 1983
BAKSAL revived to bluff people, says Hasina

From Our Special Correspondent

MYMENSINGH, Oct. 24:–Sheikh Hasina, President of the Bangladesh Awami League said here today that some interested political elements were out to derive benefit from the concept of BAKSAL as propounded by her late father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. These elements have, in fact, deviated from fundamental objective on which BAKSAL was formed in 1975, she said.

Addressing a workers rally in the afternoon at S. Huq Auditorium here she in reference to formation of BAKSAL by the Razzak faction of her party, said that such an act was designed to bluff the people and party. Sheikh Hasina added that the main objective of BAKSAL launched by her father was to achieve a change in the socio economic condition of the country and national unity. AL (H) chief said that her party also accepted the socio economic programme of BAKSAL with oblique reference to remarks by Mr. Muzaffar Ahmed, President of National Awami Party (Muzaffar) at the inaugural session of council session of Razzak faction of Awami League Sheikh Hasina said that she was not only the daughter of late Sheikh Mujibur Rahman but also a followers of his ideals. Awami League (H) chief said that her father lost his life for his ideals and she was ready to lay down her life for the same cause.

Mr. Rafiquddin Ahmed Bhuiyan, President of the Mymensingh district branch of the party presided over the rally. It was addressed by central leaders Mr. Abdul Mannan, Mr. M. Korban Ali, Mr. Amir Hussain Amu, Mr. Mohammad Nasim, Mr. Obaidul Kaderr, former President of Chhatra League.

Elaborating the objectives of BAKSAL launched by her father Sheikh Hasina further said that the administrative decentralisation proposed under BAKSAL programme was for establishing "real democracy" in the country. She criticised the present decentralisation of administration and observed that it was aimed at creating a power base in rural areas, to prepare ground for election in future.

She observed that the nation was facing economic crisis due to political instability.

She travelled from Dhaka to Mymensingh by train. On way to Mymensingh Sheikh Hasina address a number of gatherings at the railway stations where the train stopped. At all the gatherings she urged the party workers to struggle to achieve rights.

The Bangladesh Observer
November 26, 1983
Struggle for democracy to continue : Hasina

Awami League President Sheikh Hasina reiterated the resolve of the 15-party alliance to continue the struggle for restoration of Democracy in a peaceful constitutional manner, reports ENA.

It is in pursuance of that resolve we have given a call for peaceful sit-in strike on November 28, she added.

Addressing a public meeting organised by the City Awami League at Lalbagh on Friday afternoon Sheikh Hasina called upon the people to take part in the proposed sit-in strike in large number and thereby contribute to the current struggle against Martial Law and for restoration of democracy.

Referring to the demand for withdrawal of Martial Law the Awami League chief said her party has waged a battle against Martial Law and not against Armed Forces. She administered a note of warning against those who were using Armed Forces for their political and personal aggrandisement.

Criticising the administration's plan to hold Presidential poll prior to parliamentary elections, Sheikh Hasina alleged that it was intended to reinforce and consolidate the power of certain interested quarters.

Sheikh Hasina was critical of the present Government's programme for decentralisation of administration and stated the Government had embarked upon this programme not for the welfare of the people but for strengthening its power base.

She urged the administration to implement Bangobandhu's scheme for conversion of subdivisions into districts. She claimed this is what the people want.

The Bangladesh Observer
November 27, 1983
Hasina refutes allegations

By A Staff Correspondent

ADAMJEENAGAR, Nov. 26:–Awami League President Sheikh Hasina today refuted as "baseless" the allegation that their current movement seeks to foil the forthcoming Islamic Foreign Ministers. Conference to be held in Dhaka, reports ENA.

Addressing a big public meeting organised by the 15-party alliance here Sheikh Hasina categorically said the movement launched by the alliance is aimed at establishing fundamental and democratic rights of the people and not to destroy anything.

In this connection, she recalled that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the first head of the Government of Bangladesh to attend the summit of the Organisation of Islamic Conference (OIC) in Lahore. She further stated that the Government of Bangabandhu, which first established Bangladesh's relationship with the OIC also proposed holding of OIC submit in Dhaka. The governments which came to power after the killing of Bangabandhu could not materialise that proposal due to their own weakness, she added.

The meeting was addressed also by Prof. Muzaffar Ahmed; President of NAP (Muzaffar); Mr. Abdul Mannan, Presidium member of Awami League, Mr. Abdur Razzak, General Secretary of BAkSAL; Mohammad Farhad; General Secretary of CPB; Mr. Shahjahan Siraj, Joint Secretary of JSD; Mr. Rashed Khan Menon; Secretary of Workers Party; Mr. Nirmal Sen Central leader of Sramik Krishak Samaj badi Dal; Mr. Assadar Ali of Sammayabadi Dal (Toaha); Dilip Barua of Sammayabadi Dal (Nagen), Khalequzzaman Bhuiyan of his faction of BSD; Mr. Abul Bashar of Maidoor Party, Mr. Pankaj Bhattacharya of NAP (Harun), Mr. Abdul Halim of Ekota Party and Mr. Mahmudur Rahman Manna of BSD (Mahbub).

The meeting was presided over by Mr. Sharjatullah, President of the Adamjee Unit of Sramik Krishak Samajbadi Dal.

Sheikh Hasina repeated her call to the people to participate in the November 28 "sit-in strike" in front of the Secretariat building in Dhaka in a peaceful and discipline manner. She said that the sit-in strike will be peaceful and constitutional and urged the workers of the 15-party alliance to make it a success resisting provocations.

The Bangladesh Observer
February 15, 1984
15 party for
restoration of
fundamental rights

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina said that "our struggle is for the restoration of democracy and fundamental rights of the people." She said that all military governments had to ultimately bow down before the verdict of people. People are always the source of power and not the barrel of gun she said. Sheikh Hasina said this while addressing a rally in observance of Resistance Day at a local hotel on Tuesday.

Presided over by Mr. Mohammad Toaha it was also addressed by messrs Abdur Razzak, Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, Mirza Sultan Raza, Nirmal Sen, Khalequzzaman Bhuiyan, Syed Altaf Hossain, Pankoj Bhattacharya, Dilip Barua, Asaddar Ali, Shah Alam, A F M Mahbubul Huq, Kamal Haider and Nazrul Islam all 15-party alliance leaders.

The objective for which the country was liberated has not been achieved, she said. Posing a question she wanted to know why we have to still fight for fundamental rights of the people in a sovereign and independent country, the change of government through arms cannot be durable, she said. If the trend of change of government through violence continues, there cannot be political stability peace and economic progress of the country she said. No military Government can solve the problems she said.

Reiterating the demand for open politics she said "We are kept confined within in door politics while the President and his cabinet members are addressing public meetings."

The Bangladesh Observer
February 21, 1984
Hasina iterates
boycott call on polls

From Our Correspondent

CHITTAGONG, Feb. 20:– Sheikh Hasina. President of the Bangladesh Awami League, on Sunday reiterated here the firm determination of her party to boycott all elections before parliamentary elections.

Addressing a number of workers meetings at Sathkania, Patiya and Anowara Upazilas of this district, she said that the present Constitution of the country has no legal framework for holding Upazila elections.

The AL chief observed that the Parliament is the only constituent body which can take decision in this regard. That is why, she said, the 15- party alliance demands the parliament election first before any other election.

Sheikh Hasina warned the Government of the consequences for sidetracking the Parliament in matter of vital national policies.

The AL President declared that the people have now forged greater unity to thwart any attempt of the Government to jeopardise the democracy.

Referring to the five-point demands of 15-party alliance she said that these demands inflect the hopes and aspiration of freedom-loving people of the country.

The workers meetings were also addressed by Mr. Akthtaruzaman Chowdhury, Mr. Mosharraf Hossain and Mr. Osmanul Huq.

The Bangladesh Observer
February 28, 1984
AL (H) iterates
call to hold
Parliament polls

Bangladesh Awami League President Sheikh Hasina on Monday asked the Government to immediately hold election to Parliament for peaceful transfer of power otherwise she warned, the situation will go out of everybody's control, reports ENA.

Addressing a workers' meeting at the Tejgaon industrial area. Sheikh Hasina said as long as peoples' representatives do not take over the responsibility of the country; political instability will perpetuate, leading to a perennial state of chaos and violence.

She reiterated her party's decision to boycott upazila polls and added they would not accept any polls other than parliamentary elections.

She said her party does not reject the polls because it is against elections, but it rejects upazila polls because the present government does not have any popular mandate. So, she said it does not have legitimate ground to take decisions on vital issues relating to the decentralisation of power.

The Bangladesh Observer
March 25, 1984
Create favourable Condition before talks : 22 parties

The 15-party and the seven-party alliances on Saturday demanded creation of a congenial atmosphere in the country for holding political dialogue.

Holding separate rallies in observance of the Black Day on Saturday, the two alliances said that they would not sit for any dialogue unless the political prisoners were released, political cases withdrawn and open political activities allowed.

The 15-party alliance rally held at the office premises of the Communist Party of Bangladesh (CPB) was presided over by Chowdhury Harunur Rashid President, National Awami Party (Harun) and addressed, among others by Sheikh Hasina President, Bangladesh Awami League.

Hasina

Addressing the rally Sheikh Hasina, President of the Bangladesh Awami League said that the leaders of the 15-Party Alliance would not sit for any dialogue with the government unless a congenial political atmosphere was created in the country. According to her the atmosphere could be created by accepting the 5-point demand of the Alliance and releasing the political prisoners.

She said that the government had convened the dialogue when the movement of the people against the present military regime was going to be a success.

Sheikh Hasina called upon the armed forces not to go against the interest of the general people of the country. She told them to give a second thought to carry out any order of the present regime against the people as stability is uncertain. Sheikh Hasina simultaneously warned the government not to use the armed forces against the people. She said that the present government by using the armed forces for its political end was rather tarnishing the image of our armed forces. She called for unity of the people to carry forward the present movement to bring an end to the military rule in the country once for all.

The Bangladesh Observer
April 6, 1984
Hasina for only parliamentary polls May 27

Sheikh Hasina Chief of Bangladesh Awami League in Dhaka on Thursday said, "We shall participate in the election on May 27 if it is for a sovereign Parliament alone," reports BSS.

Addressing the members of the Overseas Correspondents Association of Bangladesh (OCAB) the Awami League leader said "Our struggle is for the restoration of the rights of the people and for a democratic process by which a system will be established to ensure peaceful transfer of power instead of through violence and bloodshed".

Awami League leaders Abdus Samad Azad, Mr. Korban Ali, Mrs. Sajeda Chowdhury, Mr. Tofael Ahmed. Mr. Abdul Jalil and Mr. Salahuddin Yusuf were present on the occasion.

Sheikh Hasina said they would like to see the person in power to play the role of a "referee" rather than to see him as one of the contenders in the election to ensure the polls free from governmental influence. "We want power in hands of the people," she said.

Answering a question on the possibility of their participation in the dialogue proposed by the Government she said they were not avese to it but insisted on creation of congenial conditions for such talks by releasing the political prisoners. Sheikh Hasina said the release the of political prisoners was the remaining condition to be fulfilled by the Government for their participation in the dialogue. She said they had submitted a list of 142 prisoners now behind the bar on "political grounds."

Replying to a question Sheikh Hasina refuted the allegation that her party had extended direct or indirect support to the take-over by the present Government on March 1982. "On principle we are always opposed to any changeover by arms." she said.

The Bangladesh Observer
April 28, 1984
Hasina demands
Withdrawal of
ML by May 1

FARIDPUR, Apr. 27:—Bangladesh Awami League President Sheikh Hasina Wajed today demanded the withdrawal of Martial Law by May 1, reports BSS.

Addressing a big public meeting this afternoon at the Faridpur High School ground Sheikh Hasina reiterated the demand of holding elections to a sovereign parliament first.

The meeting organised by the local unit of Bangladesh Awami League was addressed among others, by Mr. Zillur Rahman. Mr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Begum Sajeda Chowdhury and Mr. Amir Hossain Amu. Mr. Imamuddin Ahmed, President of local Awami League presided over the meeting.

Sheikh Hasina said that after the killing of Bangabandhu the politics of the country gone to some self-styled come self-styled politicians who were never politicians, rather they were meant for other business

This is a bad sign for a country and "we must bring an end to this process this time through establishing people's Government" she said.

She warned the Government that if their demands were not met, within the stipulated time the current movement would continue till the realisation of the cherished goal that is the people's government

Regarding the border incidents and Farakka issue, she criticised the Government policy and said as this was not a people's Government it had failed to reserve the rights of the country.

The Bangladesh Observer
May 5, 1984
Hasina iterates
demand for JS
polls first

From Our Correspondent

SATKHIRA, May 4: Sheikh Hasina Wazed President Bangladesh Awami League demanded withdrawal of Martial Law and holding of election to a sovereign Parliament before all other polls.

Addressing a big public meeting yesterday afternoon at the Satkhira PN High School ground, Sheikh Hasina reiterated the demand for holding election to sovereign parliament first.

The meeting organised by the Satkhira District Awami League was addressed, among others by Mrs. Matia Chowdhury, Mrs. Sajeda Choudhury, Mr. Syed Kamal Bakth, President Satkhira District Awami League presided over the meeting.

The Bangladesh Observer
May 22, 1984
AL demands
Immediate ML
withdrawal

By A Staff Correspondent

The Bangladesh Awami League demanded immediate withdrawal of Martial Law and announcement of a specific date for holding of parliamentary polls. It also demanded transfer of power to the elected representatives.

The party made this demand in a resolution adopted in the public meeting organised by its city unit on Monday at Baitul Mukarram.

Sheikh Hasina President of the Awami League in her speech at the public meeting called upon the people to compel the Government through a united movement to hold parliamentary elections first. She said that programme for future movement would be announced after Ramzan.

The meeting presided over by Mr. Omar Ali President of the party's city unit was addressed by members of the Presidium Mr. Abdul Malek Ukil, Dr. Kamal Hussain, Mr. M Korban Ali, Mr. Abdul Mannan Mr. Abdus Samad Azad. Syeda Zohra Tajuddin, Mr. Zillur Rahman, General Secretary, Mrs. Sajeda choudhury, Joint secretary Mr. Amir Hussain Amu, Organising Secretary Mr. Tofayel Ahmed.

Sheikh Hasina said that her party wants the end of Martial Law in the country forever. She added that Awami League is demanding the parliamentary election first so that the elected representatives can decide the future of the country to bring an end to the process of grabbing power by using Armed Forces.

The Awami League chief said that President Ershad bluffed the people in his broadcast on May 12. She said that during

dialogue President Ershad in principle had accepted the demand of lifting Martial Law and to hold parliament polls first. But in his broadcast he shifted from the earlier position.

She observed that the present Government would not accept the five-point demand without movement. She called for united movement to achieve the demands.

Referring to the remark by a government functionary that the Awami League was an election prone party, the Awami League chief said that her party had always struggled to achieve the rights of the people. Independence was also achieved under the leadership of the party, she added. She further said Awami League was a party which was engaged in movement to achieve the demands of the people.

Reiterating the demand for holding free and fair election Sheikh Hasina said that to hold fair elections President Ershad, his Ministers, and the Government officers should not intervene in the polls.

She alleged that when the Government was spending crores of taka for organising political party, adequate relies was not provided to the flood affected people in the eastern districts.

In a resolution adopted at the meeting the party expressed concern over clash in the Bangladesh-India border. It held that because of a submissive policy persued by the present Government they could not resolve disputes with neighbouring country.

In another resolution, the meeting said that the present Government has failed to ensure normal life of the people because it could not provide them with essential commodities at reasonable price.

The Bangladesh Observer
August 17, 1984
AL demand for free, fair polls

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, President of Bangladesh Awami League on Thursday demanded free and fair parliamentary election. She advised the Government of President Ershad to maintain neutrality and refrain from campaigning for a particular political party.

Addressing a big public meeting at Baitul Mukarram organised in commemoration of ninth death anniversary of Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Hasina threw open challenge and said that if President Ershad had any desire to do politics he should do it without uniform.

The public meeting was also addressed by Dr. Kamal Hossain, Mr. Abdal Malek Ukil, Syeda Zohra Tajuddin, Begum Sajeda Chowdhury, Mr. Abdus Samad Azad and Mr. Zillur Rahman.

Demanding trial of the killers of Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Hasina said that the killers of Sheikh Mujibur Rahman were given protection by the Government and given jobs at Bangladesh missions abroad. She demanded that the killer should be called back and tried. She said that if the Government failed to hold trial of the killers, the people of Bangladesh would do it on this soil.

Paying rich tribute to Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Hasina said that the image of Sheikh Mujibur Rahman could not be erased from the soil of Bangladesh. So long Bangladesh would exist; the image of Sheikh Mujibur Rahman would live.

Hasina alleged that the government was using the administrative machinery for his political purpose in organising Janadal. Sheikh Hasina said that General Ershad is still a Government servant to and as such, had no right to do politics. She advised President Ershad not to go to election with weapons. Such politics, slit cautioned, would not bring good results and he may have to face the same fate as his predecessors.

Sheikh Hasina said that the politics of killing and conspiracy had started in the soil of Bangladesh with the killing of Sheikh Mujibur Rahman.

She said that the number of landless had increased and large number of workers lost their jobs under the regime of President Ershad. She said that the present Government had denationalised big industries and sold those at throw away prices.

Sheikh Hasina alleged that the Government was doing politics with the sufferings of the flood hit people of the country. Relief goods were being used for organising Janadal, she further alleged.

Demanding equal publicity for the opposition political parties in the radio and television. Sheikh Hasina said that news of the opposition political parties were not covered in radio and televisions are not Government property and those belonged to the people.

The Bangladesh Observer
August 28, 1984
Movement for people's right to continue, says Hasina

By A Staff Correspondent

The speakers at a huge public meeting organised by the 15-party alliance on Monday Baitul Mukarram said that the people have expressed their no confidence on the government through observance of peaceful and successful half day hartal on Monday. They further held that this was a manifestation of the people's will in favour of restoration of representative government by removing the military government.

The meeting was presided over by Mr. Muzaffar Ahmed President of National Awami Party (Muzaffar). It was addressed by Sheikh Hasina President of Awami League Mr. Abdur Razzak General Secretary of BAKSAL, Mr. Shahjahan Siraj General Secretary of Jatiya Samajtantrik Dal (Raja-Shahjahan), Syed Altaf Hussain President of Jatiya Ekota Party, Mr. Pankaj Bhattacharya General Secretary of NAP (Harun), Mr Mohammad Toaha President of Samyabadi Dal, Moulana Abdur Rashid Tarkabagish President of Gano Azadi League, Mr. Khalequzzaman Bhuiyan leader of Bangladesher Samajtantrik Dal, Mr. Nazrul Islam Secretary of Workers Party, Mr. Siddiqur Rahman First Secretary of Sramik Krishak Samajbadi Dal, Mr AFM Mahbubul Huq leader of BSD, Mr Dilip Barua of Samayabadi Dal (Nagen), Mr. Shah Alam of Majdoor Party and Mr Kamal Haider of NAP (Muzaffar).

Awami League President Sheikh Hasina in her speech said that they were in movement to bring an end to the politics of grabbing power through use of arms which began in 1975 and to return the power to the elected representatives.

She held that through observance of hartal the people have already given their verdict against the Government. Referring to the ultimatum by two alliances to accept five point demands by September 15 Sheikh Hasina called upon the people to observe allow hartal on September 27 if the demands are not accepted. She said that this government must be compelled to accept demands and hold elections by lifting Martial Law.

The Awami League chief criticised government's economic policies. She said that price of essential have gone, beyond the buying capacity of the people, government have returned the nationalised industries and banks to private owners undoing nationalisation, it has not yet implemented the agreement with the Sramik Karmachari Oikyo Parishad signed in May. She further said that the economy is now completely dependent on foreign assistance. The Awami League leader said that only a democratic government can bring solution to the present crisis faced by the country.

The Bangladesh Observer
September 15, 1984
Move for democracy to continue

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, leader of the 15-party alliance, and Begum Khaleda Zia, leader of the seven-party alliance, on Friday announced that they would not accept any election under Martial Law and Janadal government. They reiterated their observation that Parliament election could not be free and fair under Martial Law and Janadal government.

Addressing the extended meeting of the Coordination Council of the Bar Associations of Bangladesh at the Supreme Court Bar Association building, the leaders of the two alliances declared that the Opposition would continue their struggle for restoration of democratic rights and transfer of power to an elected government. They called for greater unity of the people from all walks of life to realise the five-point demand of the 22-party alliances.

The meeting was presided over by Mr. Shamsul Huq Chowdhury President of Supreme Court Bar Association. Central leaders of the 22-party alliances also addressed the meeting. Both Sheikh Hasina and Begum Khaleda Zia extended full support to the six-point demands of the Supreme Court Bar Association and thanked the Lawyers for their courageous struggle for the restoration of the democratic and constitutional rights and the freedom of judiciary.

Sheikh Hasina said that the nation had nothing against the Armed Forces but against those who were trying to use the Armed Forces to rule the country by snatching away the constitutional and democratic rights of the people. She appealed to the members of the Armed Forces to remain alert against these ambitious few and

resist them from using the Armed Forces for their personal lust for power. She said that the Armed Forces is the pride of the nation and their duty was to defend national sovereignty.

She said that President Ershad was trying to lower the image of the politicians while he was making frantic efforts to turn himself into a politician by spending the state money. She said that the past experiences proved that it was not too difficult for the man in power to organise his own party. But she observed that only the power mongers, self seekers and men without integrity and ideals were joining Janadal.

Extending full support to the movement of the lawyers, Sheikh Hasina said that under Martial Law there was no rule of law and constitutional rights of the judiciary. She criticised the dismissal of four High Court and Supreme Court Judges by the present government.

In an emotion chocked voice Sheikh Hasina said that standing before the lawyers at the Supreme Court building, the highest seat of justice she would demand as a common citizen the trial of the killing of her father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and other members of her family who were brutally killed in 1975. She regretted that not only justice was denied to her but the killers of the Father of the Nation were given Foreign office job and allowed to move freely in the country.

The Bangladesh Observer
September 30, 1984
People's won't allow politics of killing : Hasina

By A Staff Correspondent

Awami League chief and leader of the 15-party alliance Sheikh Hasina called upon President Ershad to face politics with politics.

Addressing a rally at the Baitul Mukarram Square on Saturday afternoon prior to bringing out a mourning procession condemning the killing of Awami League leader Mr. Moizuddin Ahmed and other workers of different political parties in different areas on September 27 by the Natun Bangla and the Janadal workers. Sheikh Hasina said that people would not allow politics of violence and killing any more.

She alleged that the politics of killing and violence had started with the killing of Sheikh Mujibur Rahman and still continuing. How long the politics of killing will continue, she asked.

She alleged that the Government had formed a political party with goonda and unsocial elements.

The Awami League chief called upon the people to remain vigilant against the unsocial elements of the Janadal.

She called upon the people to be more vigilant and active to counter anarchism.

The Awami League chief said 15-party alliance would not allow politics of violence in the country any more.

Sheikh Hasina said the 15-party alliance would not compromise the 5-point demand and would establish democracy if necessary by spilling more blood.

She said that the 5-point demand was the demand of the whole nation and people would achieve it at all costs.

The 15-party alliance will observe resistance day on October 3 through meeting and procession.

She alleged that the leaders of the 15-party alliance had gone to bring the body of Ramizuddin for janaza who was wounded police firing at Mirpur on the hartal day and later he succumbed to his injuries at the Dhaka Medical College Hospital on Friday, but the police did not allow it.

After her address, a mourning procession was brought out which dispersed at the Shaheed Minar after parading the city streets.

Before dispersing Rashed Khan Menon, Nirmal Sen, Shajahan Siraj and A.F.M. Mahbubul Huq addressed the processionists.

The Bangladesh Observer
October 11, 1984
Opposition for fair polls, says Hasina

From Our Correspondent

PABNA Oct. 10:–Awami League Chief Sheikh Hasina while addressing a public meeting at Bera College premises today Opposition is ready to participate the elections but if the polls are farcical, then there is no justification to contest.

She said that subsequent Martial Laws after 1975 not only strangulated democracy in the country but the rulers themselves resorted to politics of killing and violence.

The meeting was also addressed by Mr. Abdus Samad Azad and Begum Sajeda Chowdhury.

Sheikh Hasina said that the Government was blaming the Opposition for threatening to boycott the polls but on their part, they have done nothing to meet the demands of the Opposition which aimed at holding free and fair elections.

She also addressed a gathering at Nagarbarighat later on her way to Bogra today.

The Bangladesh Observer
October 16, 1984
5 points basis of taking part in polls : Hasina
By A Staff Correspondent

The rally of the 15-party Alliance held at Manik Mia Avenue on Sunday firmly declared that the alliance would not go to polls under the Martial Law and under the supervision of the Janadal government complete acceptance of the five point demand would be the only basis of the alliance's participation in the election. The five-point demand included withdrawal of the Martial Law formation of a neutral government and dissolution of the Janadal cabinet.

Presided over by Awami League chief Sheikh Hasina it was addressed by the alliance leaders Mr. Mohiuddin Ahmed and Mr. Abdur Razzak of the BAKSAL, Mirza Sultan Raza and Mr. Shahjahan Siraj of the JSD, Mr. Mohammad Farhad of the CPB, Syed Altaf Hossain of the Jatiyo Ekota Party, Mr. Mohammad Toaha of Shamyabadi Dal, Begum Sajeda Chowdhury of the Awami League, Mr. Abul Bashar of the Majdur Party, Mr. Abdus Samad of the Gano Azadi League, Mr. Dilip Barua of the Bangladesher Shamyabadi Dal, Mr. Khalequzzaman Bhuiyan of the BSD, Mr. A.F.M. Mahbubul Huq of the BSD, Mr. Pankoj Bhattacharya of the NAP, Mr. Siddiqur Rahman of the Sramik Krishak Samaibadi Dal, Nazrul Islam of the Workers Party, Dr. M.A. Wadud of the NAP (Muzaffar), Mr. Mujahedul Islam Selim of the CPB and Mr. Shah Alam of the Majdur Party.

Addressing the mammoth rally Sheikh Hasina President of the Bangladesh Awami League and a leader of the 15-party alliance said her party and the other components of the alliance were ready to participate in the election if the Martial Law was withdrawn and a neutral government formed. Complete acceptance of the five-point demand would be the only basis of the Alliance's participation in the election she declared.

Sheikh Hasina called upon the people to form committee in each any every village of the country to lead the movement to its desired end. She criticised the government for its announcement election of the schedule completely ignoring the five-point demand.

Sheikh Hasina criticised General Ershad for his announcement at the Janadal meeting that he would hold the upazila election if the Opposition refused to participate in the polls. She said that the people of this country once rejected the upzila election and she declared that the people would never allow the government to hold upazila election.

Sheikh Hasina said that consecutive Martial Laws in the country since 1975 were mainly responsible for the present economic, political and social debacle. She said that the government had denationalised and disinvested the banks, insurance and other industrial establishments. Such steps of the government had aggravated the already existing unemployment problems, she added.

Referring to the speech of President Ershad Sheikh Hasina said that election was never a means of changing the government in this country since 1975.

Sheikh Hasina made a fervent appeal to the Armed Forces to maintain their neutrality.

Referring to President Ershad's demand for Armed Forces share in the government, Sheikh Hasina said that the role of the Armed Forces was clearly defined in the Constitution.

The Bangladesh Observer
October 26, 1984
Don’t surrender: Hasina
By A Staff Correspondent

Awami League chief Sheikh Hasina said on Thursday that the government was trying to foil the elections on different pretexts and shift the blame on the Opposition. “We are not opposed to

elections but we stand for free and fair polls. The five-point demand of the Opposition has to be accepted first," she added.

Addressing Union Parishad Chairmen at the Awami League central office in the evening she called upon them not to surrender to the pressure of the government. The UP Chairmen had come to Dhaka to attend a conference which was addressed by the President on the day.

Sheikh Hasina also requested the UP Chairmen to organise sangram committees at the village and union levels with supporters of the component parties of the 15-party alliance during the observance of resistance fortnight to begin from October 27.

She said that her party would always remain with UP Chairmen in the event of their harassment by the government machinery.

She also requested them to organise special prayers in the mosques and mandirs for emancipation from the rule of Martial Law government. The government sits with us for dialogue whenever it is in trouble but the moment the difficulty is over, it forgets us, she said.

Mr. Amiruddin Mr. A.K Azad Mr. Mizanur Rahman and Meer Abu Taleb four chairmen representing four divisions also spoke on the occasion on behalf of the chairmen.

The Awami League leaders including Dr. Kamal Hossain Mr. Abdus Samad Azad and Sheikh Abdul Aziz were present.

The Bangladesh Observer
October 28, 1984
Movement for democracy to continue: Hasina

From Our Correspondent

BRAHMANBARIA Oct. 27:–Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League and leader of 15-party alliance said that the movement for democracy would continue until the five-point demand is fulfilled.

She was addressing a public gathering held at the railway station sponsored by the Local Awami League on her way to Chittagong by Karnafully Express this evening. She also urged people to form sangram committee in every village to intensify the movement with a view to ending the martial law.

The Bangladesh Observer
October 29, 1984
Movement to intensify from Dec 9: Hasina

From Our Staff Correspondent

CHITTAGONG, Oct. 28:–Sheikh Hasina, President of the Bangladesh Awami League and today leader of 15-party alliance declared to intensify movement from December 9 to force government to accept 5 point demand of the Opposition.

Addressing a mammoth rally at Laldighi Maidan this afternoon Sheikh Hasina warned the Government of dire consequences for delaying transfer of power to the people of the country.

The rally presided over by Mr. M A. Wahab President of Chittagong North District Awami League was organised on second day of observance resistance fortnight. The rally was addressed among others by Dr. Kamal Hossain, Mr. Abdul Malek Ukil. Begum Sajeda Chowdhury, Mr Abdul Mannan, Mr. Abdus Samad Azad, Mr. Tofael Ahmed, Mr. Amir Hossain Amu Mr. Mosharraf Hossain Mr. Akhtaruzzaman Babu and Mr. M A Mannan.

The Awami League chief vowed to thwart any attempt the Government to hold any election under Martial Law, "The Awami League workers will not hesitate to sacrifice whatsoever for the cause of democracy she declared.

Referring to the postponement of Parliament election Sheikh Hasina said that such an action without accepting the five-point demands is nothing but a tactical move to prolong Martial Law rule.

She said, "We have shed enough blood for the sake of free and fair election. The martyrs included Moizuddin, Ramiz, Shapon, Titash and Shiraj. How can we deviate from our goal?"

Sheikh Hasina declared that the Awami League and the 15-party alliance were committed to participate in the parliamentary elections under neutral government Nothing short of this demand will be acceptable, she added.

The Awami League chief said that her party was committed to secularism and anybody espousing fanaticism would be resisted.

Sheikh Hasina said that consecutive Martial Laws in country since 1975 were mainly responsible for the present economic,

political and social crisis. She said that the Government had denationalised and disinvested the banks and industries such steps of the Government had aggravated the already existing unemployment problem added.

Sheikh Hasina referred to the problem of Chittagong Hill Tracts and urged the Government to resolve the problems politically not by coercion and intimid action.

The Bangladesh Observer
November 22, 1984
Hasina opposes handing over of Pubali Bank

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, President of Bangladesh Awami League and a leader of the 15-party Alliance criticised the disinvestment policy of the Government and opposed the handing over of the Pubali Bank to private sector. She sounded; a note of warning against those who were purchasing the shares of the bank warned them of dire consequences.

Speaking as the chief guest at a rally organised by the Pubali Bank Employees Union to resist the handing over of the bank Sheikh Hasina strongly defended the nationalisation policy adding that her father Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman nationalised banks, insurance companies and industries for the economic emancipation of the masses.

She also alleged that the properties and assets of the Pubali Bank estimated at about Taka 300 crores was now being sold at Taka 16 crore to the private owners. Sheikh Hasina said that the disinvestment policy of the Government was a clear deviation from the objectives of the Liberation War. She however, gave a broad hint that for the sake of industrialisation mixed economy could be retained keeping the nationalisation policy intact.

Messrs. Rashed Khan Menon, Shahjahan Siraj, Akhtaruzzaman. Vice President of DUCSU, Dilip Barua, Kamal Hyder, Shah Alam, Hasan Ali, A.F.M Mahbubul Huq, Atiar Rahman, Habibur Rahman, Shah Mohammad Abu Zafar, Mahmudullah Chowdhury Rezaul Karim, Abul Kashem and Ajoy Roy also addressed the meeting.

The Awami League chief asserted that all the nationalised banks had been running on profit. Eleven thousand bank employees have been thrown out of their employment and some of them have committed suicide due to poverty, she alleged.

Sheikh Hasina observed that the present Government is ignoring the demands of the people as it came to power through the use of arms. In this context, she said only a peoples' government could solve these problems. The people had already rejected the present Government by participating in the October 14 national rally, she added.

She said that a huge amount of loan was drawn from then nationalised banks by a powerful quarter. She also expressed her concern over the outstanding loan of the BSRS and the BSB amounting to Taka 400 crores.

The Bangladesh Observer
November 24, 1984
5-point demand movement to continue : Hasina

By A Staff Correspondent

Awami League chief Sheikh Hasina reiterated on Friday that the movement for realisation of five point demand will continue and none can frustrate it. Although the 15-party and seven party alliances have their own manifestos and policies, the alliances have joined together to fight for the restoration of democracy in the country the basis of five point demand, she added.

Addressing a public meeting at Mirpur on Friday afternoon sponsored by Mirpur Awami League Sheikh Hasina said some people particularly interested quarter is very much active to foil the movement for the restoration of democracy but they will not succeed. Most important factor in the movement for the restoration of democracy and side by side one have the right to criticise other.

The meeting was presided over by Mr. Shamsul Huq, President Shah Ali Union Awami League, Mirpur and addressed, among others by Messrs Abdul Malek Ukil, Abdus Samad Azad, Zillur Rahman, Salauddin Yusuf, Omar Ali, Mufazzal Hossain Maya, Khondokar Habibur Rahman

She said not only the leaders of some parties but the whole nation is united today to achieve the five-point demand.

The leader of the 15-party alliance said if any interested quarter or government thought that they would be able to foil the movement through picking up one or two leaders from two alliances they would commit great blunder.

She said their unity will remain and they will continue their movement till the five point demand is met.

Sheikh Hasina called upon the people to get ready for the movement for achieving the five point demand.

Without mentioning the name Sheikh Hasina said some people are trying to come to the field In the name of restoration of democracy. She alleged these elements killed her father and other leaders of Bangladesh Awami League in 1975.

In this connection she called upon the people to be careful against the activities of those people.

Awami League chief further alleged that the Government is using the administrative machineries including the law enforcing agency to strengthen Janadal.

She cautioned if the Government does so different political parties including Awami League have the right to use them also.

She said they don't want the participation of administrative machinery and law enforcing agencies in the politics. But If the Government forces them to join in the Janadal we will call them to join in different other parties including Awami League.

She said that economy of the country is shattered after promulgation of Martial Law and they have launched the five point movement to save the country from ruination.

She called upon the Government to accept the demand of the people of Mirpur who are facing housing problem there.

She prayed for the salvation of the departed soul of Jubo League worker Mintoo who lost his life under the wheel of a speedy bus while he was coming to her meeting on Friday afternoon at Mirpur.

Awami League chief called upon the people to make 24 hour hartal on December 8 and non-cooperation movement from December 9 a success.

The Bangladesh Observer
November 29, 1984
Hasina urges
medical students
to be dedicated

By Our SSMCH Correspondent

Sheikh Hasina Wazed, Chief of Bangladesh Awami League in a meeting at the Sir Salimullah Medical College Wednesday asked the medical (SSMC) students to become dedicated doctors to serve the poor mass.

She was addressing at the fresher's reception function organised by Bangladesh Chhatra League (Mannan-Nanak) SSMC unit.

The function was also addressed by Mr. Jillur Rahman, presidium member of Awami League. Mr. Abdul Mannan, President of Chhatra League and Mr. Anwar Hossain. Mr Sadi President of Chhatra League SSMC unit chaired the meeting.

The function was also followed by a cultural programme.

The Bangladesh Observer
December 9, 1984
Fight for free polls
to continue : Hasina

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, chief of Awami League and a leader of the 15-Party Alliance on Saturday gave a call to the people to make non-cooperation movement beginning from today (Sunday) a success. The new phase of the Opposition movement is aimed at forcing the five-point demand of the alliances she added.

Addressing a mass rally organised by the alliance at the stadium gate in connection with the countrywide, 24-hour hartal on the day she said that the people had given their clear verdict against the "autocratic military government."

The anti-liberation forces have become active, Sheikh Hasina lamented. The trend of changing the government through killings that was initiated on August 15, 1975 should end she said.

The change of government must come only through a democratic and peaceful process of free and impartial election, she added.

Sheikh Hasina urged the government to accept the five-point demand which includes withdrawal of Martial Law dissolution of Janadal cabinet, installation of a neutral government for holding free and fair national polls for the establishment of people's representative government in the country.

If the five-point demand is not accepted, the alliances would observe a two-day (48- hour) hartal beginning from December 22 Sheikh Hasina said. Sounding a note of warning she said that the government would be held responsible for the consequences of the non cooperation movement if the five-point demand is not met.

Giving a call to the people to participate in the non-cooperation movement in the spirit of the freedom struggle launched the country in 1971 she said, "we will make the current movement a total success."

She alleged police repression in different places during hartal hours on Saturday. Also demanded arrest and dismissal of a Dhaka University teacher who fired three rounds to disperse a peaceful hartal in the campus on the day.

She also demanded release of party workers arrested from different city areas and condemned the attack upon Press photographers and party workers during hartal hours.

Recalling the movement against Ayub Khan and during other Pakistan regimes she said that people would continue their current movement until the five-point demand was realised.

Sounding a note of caution to the people she said that they must maintain utmost discipline in the interest of the peaceful movement even in the event of any provocation.

She also called upon the members of the Police and BDR to maintain neutrality. Posing a question she wanted to know if the people had confidence in their leadership and the audience present affirmed it by raising their hands.

Criticising the government she said that had good sense prevailed upon the government, it would have stepped down showing respect to the people's will.

She also congratulated the people for their participation in observance of peaceful 24-hour hartal.

Mr. Mahbubul Huq a leader of Bangladesh Samajtantrik Dal read out the declaration of the rally.

The Bangladesh Observer
December 12, 1984
All post- '75 govts illegal, says Hasina

From Our Special Correspondent

KHULNA Dec 11:–Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League called upon the Awami League workers to build strong resistance against anti-freedom elements who are out to destroy the spirit and values of our Liberation War by establishing Bangladeshi Nationalism in the country under the help and shelter of the Government.

Addressing a meeting of the Awami League workers at the local Awami League office on Monday night the Awami League chief severely criticised the government and urged the workers to mobilise people for waging a strong movement against the government which captured power illegally.

She said, all governments that came into power after 1975 in the country were illegal, she declared demanded an enquiry into the police firing at Swarankhola Upazila during hartal day on December 8 in which one student was injured and said that no repression or any intimidation could silence the voice of the people who are united to oust this government.

Presided over by Mr. Monzurul Alam advocate the meeting was also addressed, among others by Kazi Abdus Salam, President, District Awami League Khulna and Sharif Khasruzzaman.

Earlier Sheikh Hasina visited Bagerhat and went to the Sadar Hospital to see the injured students Mostafa. Sheikh Abdul Aziz a former Minister, was with the Awami League chief during her visit to Bagerhat.

The Bangladesh Observer
January 6, 1985
Hasina's call to continue movement

From Our Correspondent

COX'S BAZAR. Jan. 5:–Sheikh Hasina chief of Awami League called upon the people to carryout the non-cooperation movement with a view to putting an end to Martial law for ever.

Addressing a big public meeting at the Rest House maidan today the Awami League chief said that the present government was trying to legalise its position through a mock election.

Amidst cheers Sheikh Hasina said that the successful observance of the 48-hour hartal was a clear verdict of the people against the Martial Law.

The Awami League chief vehemently criticised the present government for its failure to improve the lot of the common people.

Rejecting the President's Press Note regarding the election she said that President Ershad was not sincere in carrying out the responsibility of impartial or caretaker government for holding election.

The meeting was presided over by Mr. AKM Mozammel Huq, president of the Cox's Bazar Awami League, Messrs Tofael Ahmed, Zahirul Islam, A. Mannan and other Awami League leaders spoke on the occasion.

The Bangladesh Observer
January 26, 1985
Hasina reiterates demand for neutral govt.

From Our Correspondent

ADAMJEENAGAR, (Narayanganj) Jan. 25:–The Awami League chief Sheikh Hasina today reiterated the demand of the 15-party alliance for a neutral and caretaker Government and said only then people can take part in the parliamentary polls. She said people's struggle will continue till their rights are fully achieved.

While addressing a huge public meeting here today, the AL chief said the main objective of their movement is to end Martial Law from the statecraft forever.

Organised by Siddirganj region AL committee of Bangladesh Jatiyo Sramik League the public meeting was presided over by Mr. Badsha Mia, General Secretary of Siddhirganj regional Sramik League. It was addressed among others by Abdul Malek Ukil, Mrs. Sajeda Chowdhury, Amir Hossain Amu, Rahmatullah Chowdhury, Harun-ar-Rashid, Shah Alam, Hasan Ali Sardar, Joynal Abedin and Habibur Rahman.

The leader of the 15-party alliance said that the Government would not be neutral in the elections as the head of the Government was found to be addressing meetings of a political party Sheikh Hasina urged the people to compel the Government to accept the demands of the Opposition.

The Awami League chief cautioned the people to remain alert about the anti-liberation forces and urged them to launch a united mass movement against these elements.

The Bangladesh Observer
February 8, 1985
No polls without caretaker govt : AL

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League reiterated her party's stand for holding the Parliament elections under a neutral caretaker government for ensuring a free and fair polls. She said that the movement would continue for achieving this.

Addressing the two-day extended meeting of the party at the Institute of Engineers on Thursday morning Sheikh Hasina said the Government wants elections to implement its blueprint and Awami League wants the elections for establishing people's government. She emphasised the need for ending the Martial Law for all from the country and to establish the permanent democratic constitutional process. Giving the full picture of the political syndrome Sheikh Hasina called upon her party-men to analyse the situation and to take decision about the elections. "We shall go to power with the mandate of the people", she added.

Sheikh Hasina alleged that President Ershad wanted to hold the election as per his blueprint and the results of the election were ready right now. She also alleged that he will announce the election results through holding farcical elections. Sheikh Hasina regretted that some members of the Armed Forces had been allegedly engaged in nominating Janadal candidates. She urged the members of the Armed Forces to remain neutral and to help transition to democracy. This will enhance the prestige of the Armed Forces both at home and abroad, she added. She said an Armed Forces without people's support cannot face external

aggression. She said that the prestige of the Armed Forces had been undermined by using them for ascending to power.

Sheikh Hasina said that the movement for realisation of 5-point demand and to ensure free and fair elections will continue for forcing an elections which will really reflect the hopes and aspiration of the people. She said that the movement for democracy had not been over.

Sheikh Hasina said that with the killing of Sheikh Mujibur Rahman the politics of conspiracy began in the country. After that the elections were held to legalise the illegal power. Elections were held parliament was convened but there was change of power through coup.

She posed a question to President Ershad: Can you guarantee that there would be no more coup even after the elections? Sheikh Hasina alleged that the country's politics was being propelled to a path devoid of four State principles and no party except Awami League raises the slogan 'Jai Bangla' which she claimed was the source of inspiration for the liberation struggle. She said that since no other party except Awami League raises 'Jai Bangla' slogan only Awami League can claim to be the vanguard of liberation struggle.

Sheikh Hasina claimed that her party initiated the movement against Martial Law and said when the media in the country could not write anything against Martial Law her views against the Martial Law government were projected in the foreign media.

Sheikh Hasina said that the imperialist forces were active in the third world countries to deprive the people of their democratic and fundamental rights through promulgation of martial law. She was happy to note that in Bangladesh people had built up a strong movement against the Martial Law. She hoped that through this movement Martial Law would be ended in Bangladesh and a permanent democratic set up would emerge.

The extended meeting of the executive committee will discuss threadbare the political situation vis-a-vis party position and will take decision on the elections Sheikh Hasina in her speech did not give any specific directions. But in her speech she made it clear that elections under the prevailing situation cannot be free and fair and the movement for ensuring a free and fair elections would continue.

The Bangladesh Observer
February 15, 1985
Govt trying to hold farcical polls : Hasina

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina leader of the 15-party alliance addressing a rally at Shaheed Minar on Thursday said that President Ershad was trying to hold a farcical election. The government's blueprint is to hold the election with a predetermined result in favour of the government. The Awami League chief added that the 15-party alliance would not participate in such farcical election.

She further said that the objective of the present movement was to establish an elected government and to end the military rule forever in the country.

Sheikh Hasina called upon the people to unite against the military rulers and to take the movement to its goal. She also urged the people to maintain peace and not to be misled by provocations to frustrate the movement.

The Awami League chief also called for resisting the forces who were responsible for killing of Roufun Basunia on Wednesday night. She said that these forces were creating terror on campus aimed at disturbing the political process.

The Bangladesh Observer
February 21, 1985
Mass protest day Feb 24
15 parties will not go to polls

By A Staff Correspondent

The 15-party alliance on Wednesday declared that it would resist attempt by the Martial Law regime to hold any farcical election without the participation of the alliances and other democratic forces.

In a declaration given at a big public meeting at the Stadium gate the alliance asked the supporters and well-wishers of the component parties of the alliance not to file nomination papers on February 24. It also requested all responsible democratic, minded

and patriotic citizens and parties not to participate in the farcical election. The alliance warned that whoever will file nomination paper, against the will people would be considered as "collaborators of autocracy".

The alliance announced programme for “mass demonstration and protest” throughout the country on February 24. In will Dhaka city a procession will be brought out at 4 p.m from the Stadium gate on the day.

The meeting was presided over by Awami League chief Sheikh Hasina. It was addressed by Moulana Abdur Rashid Tarkabagish chief of Gano Azadi League, Begum Sajeda Chowdhury Acting General Secretary Awami League, Mr. Shahjahan Siraj General Secretary of JSD, Mr. Rashed Khan Menon Workers Party, Mr. Md. Farhad General Secretary of CPB, Syed Altaf Hossain Chief of Ekota Party, Mr. Md. Toaha Chairman of Samyabadi Dal, Mr. Pankaj Bhattacharya General Secretary of NAP, Mr. Khalequzzaman Bhuiyan convener of BSD, Mr. Kamal Haider of NAP (Muzaffar), Mr. Shah Alam of Mazdoor Party, Mr. Mahmudur Rahman Manna of BSD (Mahboob), Mr. Dilip Barua of Samyabadi Dal (M-L), Syed Ahmed Organising Secretary of BAKSAL and Mr. Nirmal Sen of Sramik Krishak Samnajbadi Dal.

In her presidential speech Awami League chief Sheikh Hasina declared that parliamentary elections could be held only after the fulfillment of the five-point demand. She observed that a congenial atmosphere for a free and fair elections had not been created. The Martial Law government could not yet prove its neutrality though it had set February 24 as the date for filing nomination papers she added.

President's claim refuted

Sheikh Hasina refuted President Ershad’s claim that he had fulfilled the five-point demand. She said that the demand for withdrawal of Martial Law the foremost issue in the five-point demand had not been fulfilled. "We shall continue our movement to free people’s democracy from the cantonment and stop for ever the recurrence of Martial Law in the country" she announced amidst cheers from the crowd.

Awami League chief demanded immediate halt to the rattling of weapons by the supporters of the Martial Law regime in the University campus. She said that a new conspiracy was being hatched by the Government to tarnish the image of the student’s community who had played a pioneer role in the War of Liberation and all democratic movements. She urged the teachers and students to boldly face the armed hooligans of the Martial Law regime and she assured them of all support from Awami League and the fifteen-party alliance.

The Bangladesh Observer
February 26, 1985
Hasina’s call to combat politics of conspiracy

From Our Correspondent

NARAYANGANJ, Feb. 25:–The 15-party alliance leader Sheikh Hasina said that a conspiracy is being hatched in the country to foil people's right.

Speaking at a discussion meeting held at local DIT Square on Monday afternoon in observance of the first death anniversary of Mr. Ali Ahmad (Chunka) a former Chairman of Narayanganj Municipality and President, Narayanganj District Awami League she said "we do not want that the people's right to be repeatedly captive in the hands of a few people".

Presided over by Mr. Ansar Ali President Narayanganj Dist. Awami League the discussion meeting was addressed among others by Mr. Abdus Samad Azad, Mr. Tofael Ahined, Mr. Amir Hossain Amu, Dr. Mustafa Jalal Mohluddin, Mr Obaidul Kader, Mr. Mobbarak Hossain, Mr. Mofizul Islam, Prof. Nazma Rahman, Mrs. Sabiqun Nahar Hasmat, Mr. S.M Mullick, Ivy Ahmed, Jahangir Alam, Anwar Hossain and Asrafur Rahman Bhuiyan Arju.

Sheikh Hasina said that the people of Bangladesh have been now made victims of conspiracy. She said that after 1975 the Armed Forces usurped power through arms. She remarked that the Martial Law Government had engaged some opportunists and had announced farcical elections to legalise an illegal government.

She asserted that the politics of killing and conspiracy should be wiped out from the soil of Bangladesh for ever and added that we should launch a vigorous struggle for the restoration of people's right.

Demanding non-parson and neutral elections Sheikh Hasina said that the Armed Forces should be sent back to barracks. She said that Government and the head of government should remain non-partisan and neutral for holding fair polls.

The Bangladesh Observer
October 11, 1985
AL fight for democracy to continue: Hasina

By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Hasina said that foreign assistance received by the country had not benefited the millions of people in the rural areas. It had only helped a handful of people in the urban areas to fatten their coffer, she added.

She, however said that she was not against foreign assistance but would accept no assistance at the cost of national sovereignty.

She feels that disinvestment of nationalised industries, banks and insurance companies at throw away prices had opened the way for plundering the national wealth in the name of strengthening private sector.

She made these observations in her inaugural speech at seminar organised by the party on Thursday at the Institute of Engineers. She made critical reference to Bangladesh foreign policy and observed that the present Government was pursuing a policy of appeasement.

She said that there has been a total degeneration of the moral values and the anti-liberation forces have been made the vanguard of national sovereignty for protecting the power base of the rulers. The Awami League chief further said that Bangladesh is now known as the lackey of the capitalist, monopolist and imperialist countries.

She said that a socialist economy was the only answer to the present economic woes of the country.

The Awami League chief favoured a strong public sector. She felt the necessity of a neutral assessment of the economic activities of the last ten years which include the BNP rule.

The Awami League chief also said that price of commodities increased by more than two and a half times the price index of 1974-75, country's industry is on the verge of ruination, Bangladesh is going to lose the jute market due to wrong economic policy pursued by the Government.

She felt the need for a public statement supported by statistics to prove that introduction of free capitalist economy and disinvestment of nationalised industry, banks and insurance companies has made the country's economy dynamic and to prove that the socialist economy pursued by Awami League Government has retarded development.

In her seven-page cyclostyled speech the Awami League chief concluded by saying that they want to free people from the present chaotic situation and to establish democracy.

The Bangladesh Observer
January 8, 1986
Hasina calls for united movement

By Our Varsity Correspondent

Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League on Tuesday said that present political movement for establishing a people's government will succeed. She stressed the united movement for restoration of the people's rights.

She was addressing as chief guest at a students' rally held at the Dhaka University Battala on the day organised by Bangladesh Chhatra League (Mannan-Nanak) on the occasion of its 38th founding anniversary.

Reiterating her party's stand on national election the Awami League chief said that her party would not participate in any election to legalise the present regime and its wrong doings. She said that Awami League repeatedly made it clear that it would go to polls only after the implementation of the five point demand.

Criticising the economic policy of the present government Sheikh Hasina said that most of the public spendings were now being done in unproductive sectors.

She said that the economic policy of the government has made the country dependent on foreign aids.

Regarding the present situation prevailing on the Dhaka University campus she said that a reign of terror was prevailing there. She alleged that the pro-government elements are moving

freely on the campus where the authorities has repeatedly assured of making the campus free from armed hooligans.

Presided over by Mr. Abdul Mannan, President of Chhatra League the function was also addressed, among others by Mr. Tofayel Ahmed Organising Secretary of Awami League, Mr. Obaidul Kader former President of Chhatra League, Mr. Mustafa Jalal Mohiuddin former President of Chhatra League, Mr. K.M. Zahangir General Secretary of Chhatra League and Mr. Zahangir Kabir Nanak General Secretary of Chhatra League.

The Bangladesh Observer
January 11, 1986
AL demands polls
under neutral govt

By A Staff Correspondent

Awami League President Sheikh Hasina stressed the need for united movement to establish democracy in the country. She called upon the freedom fighters to unite with same spirit of Liberation War for achieving this goal.

Awami League Chief also called for an intensified movement for the five-point demand including holding of election to Parliament under a neutral nonpolitical government immediately.

She was addressing a public meeting on Friday at Baitul Mukarram organised by Awami League in observance of the anniversary of the return of late Sheikh Mujibur Rahman in 1972 from Pakistan. The meeting was also addressed by members of the party's Presidium Syeda Zohra Tajuddin, Mr. Abdul Mannan, Mr. Zillur Rahman, Acting General Secretary Mrs. Sajeda Choudhury, Joint Secretary Mr. Amir Hossain Amu, Organising Secretary Mr. Tofael Ahmed and Acting President of City Unit Mr. Omar Ali.

Sheikh Hasina said that on a number of occasions the Government deferred holding of the Parliament election. The countrymen are now aware of the Government motive of perpetuating power. As such the people will not allow holding of farcical election any more.

The AL President said that the country was under Martial Law for the last 10 years since August 15, 1975, in various manners. Whenever the people came to street to protest against dictatorship

of to demand the restoration of democracy the administration curbed their rights. However the people did never stop.

She added that corruption has become rampant, peace in Dhaka University is disturbed professionals and other workers were struggling for realisation of their demands. But the rulers were not paying heed to the demands. People are without their rights. The opposition launched movement for five-point demand which includes holding of free and fair election to a sovereign Parliament. She further said that the Government has so long ignored these demands. She also said that the present Government is not capable of resolving the crisis now faced by the country. She added that as such the Government has no right to stay in power.

Awami League President Sheikh Hasina further said that it is now clear that the ballot is more powerful than the bullet. She wanted to know why the present rulers want the sanction of the people by ballot if bullet is powerful. She also said that only politics can provide stability not 'bullet power'. She said that the referendum was held in the country restricting political activities and keeping the leaders under house arrest. Sheikh Hasina called upon the Government to step down from power and seek the mandate of the people.

Syeda Zohra Tajuddin called upon the people to unitedly launch movement to bring an end to the present rule in the country Mr. Abdul Mannan said that the people want back democratic administration in the country. He called for holding election to the Parliament ensuring free and fair mandate of the people to resolve the present crisis. He however said that atleast two months time must be allowed to hold the election after the announcement of the date.

The Bangladesh Observer
February 2, 1986
Hasina seeks
strong unity
for democracy

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, President of Bangladesh Awami League, on Saturday called upon all to forge strong unity for further intensifying the movement for democracy.

She was addressing the workers of the Bangladesh Awami League at the Dhanmondi residence of Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of the return of 575 political workers and leaders to the party from BAKSAL led by Col (Retd) Shaukat Ali. Cerntral leaders of the Bangladesh Awami League and a large number of workers attended the welcoming ceremony.

Welcoming the leaders and workers back to the Awami League fold Sheikh Hasina said that their return to the party at this moment had strengthened the party. She called upon the remaining deserters to come and rejoin the Awami League. The Bangladesh Awami League she said would always welcome them. The deserters she said, were misled due to the personal ambition of a person. The parts are more important than a person, she added.

AL workers urged not to create confusion

Sheikh Hasina cautioned the workers of the Bangladesh Awami League not to create misunderstanding and confusion in the party any more.

Sheikh Hasina said that the anti-independence forces were hatching conspiracy to foil the hard-earned freedom. These forces she said are raising controversies over the settled issues.

Sheikh Hasina called upon the people to make the programme on February 3 (Monday) a success.

The ceremony was also addressed by Begum Sajeda Chowdhury, Acting General Secretary of the Bangladesh Awami League and Begum Zohra Tajuddin a member of the Presidium of the party.

The Bangladesh Observer

February 25, 1986

15-party alliance won't join polls under present govt

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina, chief of Bangladesh Awami League and leader of the 15-party alliance on Monday restated the alliance's firm determination to intensify the movement for the revival of the now dormant Jatiya Sangsad through an election under a neutral government.

She made it clear the alliance under no circumstances would join the elections under the present Government.

She called upon the donor countries to help restoration of an unalloyed and unfettered democracy in the country by stopping the flow of aid.

The 15-party alliance announced a month-long programme of action culminating in a country wide bundh, a political terminology used for the first time in the country, on March 24 next in order to press its demand for the withdrawal of Martial Law and holding of parliamentary polls under a non-party neutral government.

Sheikh Hasina said that on the Bundh Day, March 24 the day on which Martial Law was imposed in 1982 there would be total stoppage of work in all sectors including river and road transports, banks, and industries.

She called upon the people to carry out the programme even if there were attempt by the Government to reimpose restrictions by defying its orders.

Sheikh Hasina said that the fruits of Liberation War were yet to reach the people. Criticising huge investment in the unproductive sectors since the change over of government in 1975, she said that the country had received foreign aid to the tune of Taka 35,000 crore between 1975-1985.

Presided over by Sheikh Hasina the 15-party's rally was addressed by alliance leaders Syed Altaf Hossain, Abdur Razzak, Shahjahan Siraj, Saifuddin Ahmed Manik, Professor Muzaffar Ahmed, Dilip Barua, A.F.M Mahbubul Huq, Nazrul Islam and Nurul Alam.

Khalequzzqaman Bhuiyan conducted the meeting and Nirmal Sen read out the resolutions.

Sheikh Hasina demanded commutation of death sentence of Chhattra League worker Mohiuddin.

Sheikh Hasina said that there was no trial of the killers of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, rather they were rewarded with diplomatic assignments.

Referring to the Philippines she said that the Army have sided with the people there against the unpopular government of Marcos Whenever the movement is intensified the government by engaging their agents become active to create disunity among the oppositions, she said.

She called upon the people to punish the ministers who betrayed people's causes.

Criticising the government she said that the prices of agricultural inputs have been raised but the farmers wee deprived of fair prices for their produce.

Anybody going to power through bullet cannot remain for long, she said. The country's economic condition has shattered and the law and order situation has deteriorated, she said.

She said that a state of anarchy had been created in the educational institutions.

The Bangladesh Observer
February 26, 1986
Hasina's call to build up united movement

By A Staff Correspondent

Awami League chief Sheikh Hasina instructed all the leaders and workers of her party to build up united resistance against the Martial Law Government at thana, union and village levels.

Addressing the extended meeting of the Central Executive Committee of Awami League held at Bangabandhu's residence on Tuesday Sheikh Hasina urged her party leaders and workers to reach the programmes of the movement announced by the 15-party alliance to bring a permanent end to Martial Law and restore democratic rights of the people. She suggested that teachers, journalists, social workers and professional people of all walks of life must be involved in the present movement of putting up resistance against the military government. She advised her party leaders and workers to highlight the local problems side by side with the national problems.

Awami League Chief urged the people to observe total "Bandh" on March 24 all over the country at the call of the 15-party alliance.

Giving her reaction to the statement by President Ershad about the spending of money in organising the grand rally of the 15-party alliance on February 24 Sheikh Hasina said that lakhs of people attended the rally spontaneously to express their no-confidence against the government. She said that the nation knew that the meetings addressed by President Ershad were being organised at the cost of lakhs of taka.

Awami League Chief Sheikh Hasina reiterated her party's demand for a free and fair parliament election under a neutral Government on the basis of the five-point demand.

Sheikh Hasina criticised the government for censoring the news of opposition parties. She asked why no news of the opposition was covered by radio and television.

Sheikh Hasina reminded Awami League leaders and workers about their role in carrying forward the present movement as the members of the largest political party in the country. She said that Awami League wrested the freedom of the country under the leadership of Bangabandhu and it was the moral obligation of the Awami League Leaders and workers to free the nation from the autocratic rule.

Central leaders of the party Mr. Abdus Samad Azad. Mr. Abdul Mannan, Dr Kamal Hossain, Begum Sajeda Chowdhury and Mr. Amir Hossain Amu and district leaders participated in the discussion. The meetings discussed about the existing political economic and social situation in the country.

The Bangladesh Observer
March 20, 1986
Hasina for fresh election date

From Our Staff Correspondent

CHITTAGONG Mar. 19:– Awami League chief Sheikh Hasina called upon the Government to announce a fresh election date fulfilling the demand of the Opposition for holding a free and fair election.

She warned the candidates intending to take part in the April 26 election ignoring the appeal of the Opposition and said the forthcoming election will be resisted at any cost.

Addressing a huge public meeting at the Laldighi Maidan here today the Awami League chief said that the entire nation wanted to see an end to Martial Law rule for ever.

She said that people would make it abundantly clear to the Government by their spontaneous participation in the Opposition programmes aimed at resisting the April 26 election that there was no alternative to an elected Government.

The meeting, presided over by Mr. Akhtaruzzaman, President Chittagong South District Awami League was also addressed by Begum

Sajeda Chowdhury, Abdul Mannan, Amir Hossain, Prof. Upen Chowdhury, Moslemuddin Ahmed and Rahmatullah Chowdhury.

Sheikh Hasina said that the Government's attempt at imposing an election on the unwilling people under threat and intimidation would be met by force. She also appealed to the administration and the police to remain absolute neutral to help hold an election free from fraud and rigging.

The Bangladesh Observer
April 8, 1986
Hasina stresses
people's victory
through ballot

By A Staff Correspondent

Awami League chief Sheikh Hasina has called upon the party workers to make any sacrifice needed to achieve the victory of the people throughout ballot to end the rule of Martial Law for good.

She made the call while addressing a joint meeting of the office-bearers of the party workers of the metropolitan city and President and Secretaries of all union committees at the residence of Sheikh Mujibur Rahman on Monday.

Explaining the reason for participating in the forthcoming Parliamentary election, she said that the Awami League has accepted the election as a challenge and it must win in the polls.

Sheikh Hasina was critical of those who had earlier agreed in principle to participate in the election and are now talking in different tone. The reason of such behaviour of these forces is not unknown to the people, she observed. She said that her party believed in constitutional movement and was opposed to any kind of autocratic rule.

The Bangladesh Observer
April 12, 1986
Hartals failed to
change govt, says Hasina

Awami League chief Sheikh Hasina on Friday called upon the people to participate in the coming election to keep up the present tempo of the five-point movement, reports BSS.

Addressing an election campaign meeting at Maghbazar she said her party was contesting the polls as a strategy to carry forward the movement for realisation of the people's demand.

Presided over by Mr. Qamrul Huda, President of Maghbazar Union Awami League, the meeting was also addressed by other party leaders, Mr. Amir Hossain Amu, Mrs Matia Chowdhury and a new entrant Mr. Arshaduzzaman, a former Assistant Secretary General of OIC.

Referring to those staying off the election Sheikh Hasina said these people had formed the party while in power and they were not participating in the present election as they had no experience of contesting polls being in the Opposition platform.

The Awami League chief told her audience that during the last three years' movement the Opposition had given strike call several times but even after spontaneous response the change of government did not come.

Therefore, she said, election had been taken as a challenge to put an end to Martial Law. In this context Sheikh Hasina recalled that the government was changed through a fair election in 1970 through which the nation had earned its independence.

The Awami League chief said if the people were united no force could foil their victory.

She asked the people to be on guard against any rigging in the polls.

The Bangladesh Observer
April 22, 1986
Hasina urges
anti-polls parties
not to help
prolong ML

From Our Correspondent

FARIDPUR Apr. 21:– Sheikh Hasina addressing an election rally at the local high school maidan called upon the political parties who have taken anti-election posture not to do anything that would enable the present regime to prolong Martial Law rule in the country.

Addressing a largely attended meeting the Awami League chief said people have lost all confidence in President Ershad as he

had wilfully viofated his commitment to remain neutral in the coming election. She accused President Ershad of taking part in electioneering in favour of Jatiya Party candidates. Sheikh Hasina said President Ershad's words and deeds are contradictory.

She further said large attendance of people in the election rallies of the eight-party alliance is a clear demonstration of people's desire to go to polls to free the nation from Martial Law. She said ballot is mightier than bullet and this would be proved in the coming elections.

She appealed to people to elect the boat in the coming election to end Martial Law rule for all time to come.

Before arriving at Fridpur Sheikh Hasina addressed a number of wayside meetings.

The Bangladesh Observer
April 24, 1986
Election can establish people's rule : Hasina
By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League and a leader of Eight Party Alliance on Wednesday said that the components of the alliance were participating in the election to bring an end to Martial Law in the country once for all.

Addressing a big public meeting at Baitul Mukarram organised by the Eight Party Alliance Sheikh Hasina said that they were running the election race as a strategy to take ahead the movement of five point demand and not to grab power the meeting was also addressed by Mr. Nasim Ali of Workers Party Saifuddin of CPB and Amina Ahmed of NAP(M).

Sheikh Hasina said that the alliance took up the election as challenge as it did not want to allow the government party to get an walk-over.

She said that President Ershad declared election dates several time and shifted the dates every time putting the blame on the Opposition political parties. She said that the Government wanted to keep the Opposition parties away from the election on some pretext only to stage a walkover to the power.

Terming election as a means to establish the people rule and their fundamental rights Sheikh Hasina said that it was only through democracy that the emancipation of people could be achieved.

Referring to the change of power in Bangladesh, Sheikh Hasina said that the process of changing power in the country started through bullets. She said that change of power through democracy must be established.

Referring to those now opposing the election including the Seven-Party Alliance Sheikh Hasina made an oblique comment and said they were waiting for some one to stage a military coup in their favour to ascend them to the power. She was critical of Begum Khaleda Zia for her propaganda against the Eight-Party Alliance and said Begum Zia was speaking in the same term as President Ershad was speaking.

Sheikh Hasina blamed Ershad for violating his commitment of maintaining neutrality. She said that President Ershad was making speeches from the dais of Jatiya Party candidates. She also alleged that President Ershad was using the administration in favour of the Jatiya Party candidates. She further alleged that the Jatiya Party candidates were resorting to terror tactics and harassing the alliance candidates. She warned that the Government would have to bear the blame for any inevitability in this regard.

Demanding equal coverage in the state media including radio and television for the Opposition candidates, Sheikh Hasina alleged that they were not given coverage in the state media.

The dais of the meeting at one stage crumbled. But none of the leaders sitting on the dais was hurt. A cracker blast disrupted the proceedings of the meeting for a few minutes.

The Bangladesh Observer
April 28, 1986
AL fighting polls to end ML : Hasina

BARISAL Apr 27:–The Awami League chief Sheikh Hasina said here today that her party and 15-party alliance were participating in the coming elections because they believed in constitutional movements, reports BSS.

Addressing four election meetings at Banaripara Swarupkati, Kawkhali, Bhandaria and Motbaria she described the coming election as a part of the movement and for not to capture power but to end the Martial Law in the country.

Sheikh Hasina said she enjoyed the people's support and as such none could prevent this surge of people in favour of her party and its alliance partners.

Sheikh Hasina demanded complete neutrality on part of the administration. She alleged that there had been harassment on the 15-party candidates in Chittagong and Gopalganj.

The Awami League chief expressed concerned at the sparlings prices of daily essentials and demanded supply of agricultural inputs at fair price.

Sheikh Hasina said that her party would implement the "promises made by the Bangabandhu".

The Bangladesh Observer
May 4, 1986
Polls to step up
5-pt movement,
says Hasina

MAIJDI COURT, May 3:– Awami League chief Sheikh Hasina tonight called upon the people to intensify the movement for establishment of unfettered democracy through the May 7 election, says BSS.

Addressing a big public meeting at the local Shaheed Minar maidan the Awami League leader said the forthcoming election would step up the five-point movement.

The meeting was also addressed by member of the Awami League Presidium Mr. Abdul Malek Ukil.

Earlier, Sheikh Hasina on her way to Maijdi Court from Dhaka by Upakul Express train addressed over two dozens of way-side meetings at different places which include Tongi, Raipura, Bhairab, Akhaura, Daulatganj and Sonaimuri.

At Daulatganj 12 people were injured when a tin roof with the people on the top of it collapsed.

Sheikh Hasina said Awami League does not believe in politics of conspiracy. She said her party favoured change of Government through ballots.

Our Correspondent adds:–Sheikh Hasina said that they are participating in the polls only to restore democracy in the country. Addressing a huge public meeting today at Barahmanbaria Railway Station on her way to Noakhali the Awami League chief urged upon all to give their verdict against the Martial Law regime through ballot.

The Bangladesh Observer
May 5, 1986
Hasina's call to
keep account
of Votes cast

COMILLA May 4:–Awami League Chief Sheikh Hasina today gave a call to the people to protect their votes unitedly in the May 7 general election, reports BSS.

Addressing a public meetings at the local Town Hall maidan she reminded her audience that right to vote is a fundamental right of the people and that there should be a peaceful atmosphere in the polls so that one could exercise such right freely.

Presided over by Mr. Abdul Aziz Khan President of Comilla District Awami League the meeting was also addressed by Mr. Zahirul Qayyum and Mr Bahauddin Bahar.

Sheikh Hasina said her party is contesting the polls to step up the movement of five-point demand with a view to putting an end to Martial Law from the country for ever. She asked the people to keep account of the votes cast at each centre.

Sheikh Hasina appealed to all concerned to maintain neutrality in the polls. The Awami League leader said that her party did not believe in terrorism but would not also tolerate any terrorism. Sheikh Hasina said that the Awami League had led the Liberation War in 1971 and now it had engaged in a struggle to establish the rights of the people.

The Bangladesh Observer
May 6, 1986
Politics of killings condemned
Hasina wants
end to ML

By A Staff Correspondent

Awami League Chief Sheikh Hasina reiterated her call to the nation to cast their vote in favour of her party and 8-party alliance to bring an end to Martial Law, politics of killing and implement the five-point demand.

Addressing the nation over radio and television on Monday evening the Awami League chief said that her party always fought

for democracy and rights of the people. She said that Awami League always believed that ballot–not bullet–was the only way to restore democracy. She reiterated that Awami League and its partners in the alliance were contesting the election as a part of its movement to implement five-point demand.

Her party took the election as a challenge against the Martial Law regime she asserted. She expressed her full confidence that her party and the alliance would win the election as the people reposed full confidence in the struggle and the movement of Awami League. The wind is now in favour of 'boat', the election symbol of Awanu League she observed.

The Awami League chief warned the Government against any move to rig the election results. She urged the people to remain alert to foil such designs.

Elaborating the policies of her party Sheikh Hasina said that Awami League would restore unalloyed democracy fundamental rights of the people rule of law, ensure freedom of the judiciary and the Press rehabilitate the spirit of Liberation War and preserve the four state principles.

She reiterated her party's stand for non-aligned foreign policy. She said that Awami League would fight for the economic welfare of the peasants and the working class in the country.

Plea for strong Armed forces

The Awami League chief said that her party would try to build up a well-disciplined well-trained and a strong Armed forces to defend the national independence and sovereignty. She asserted that her party would end the processes of Martial Law forever. She said that Awami League never believed to go to power through bullet or any back door. She said that Awami League was not formed in the pocket of any general rather it was formed by the people to fight for the cause of the people.

Awami League demanded the trial of killers of Bangabandhu and the four leaders inside the Dhaka Central Jail. She resented the rehabilitation of the killers of Bangabandhu in Government services. Referring to Bangabandhu's second revolution Sheikh Hasina said that the system aimed at ensuring participations of peasants workers armed forces, police, bureaucrats, intellectuals and people from all walks of life in the administration to establish and exploitation free society.

Awami League believed in making the national economy to be strong through cooperative system land reforms and agricultural revolution, she added.

The Bangladesh Observer
May 25, 1986
Hasina ignores JS boycott demand
By A Staff Correspondent

Awami League Chief Sheikh Hasina said on Saturday that there was no scope of any debate or controversy over joining the parliament as President Ershad has not yet summoned it.

She ignored the demand for boycotting the parliament by party stalwarts including Dr. Kamal Hossain. Dr. Hossain played a key role in bringing Awami League in the elections. He however, lost the elections in both the constituencies he contested from. Since then he has been leading a group of Awami League nominees who lost the elections.

The prominent Awami League leaders who lost the polls are party acting General Secretary Begum Sajeda Chowdhury, party presidium members Mr. Abdus Samad Azad, Mr. M. A. Mannan, joint-secretary Mr. Amir Hossain Amu and Sheikh Abdul Aziz.

This meeting was convened in view of pressure from within the party by those who lost the elections and alleged massive ballot 'dacoity' and widespread violence.

The Awami League chief was delivering inaugural address at the two-day extended meeting of the working committee at Dhaka Districts Sports Association auditorium on the day. The meeting scheduled to begin at 9 a.m. started almost one-and a-half hours behind the schedule.

She said, "Our movement will continue till we can remove Martial Law from the country. People who have been under Martial Law for 11 years need emancipation. Whatever success we have achieved, has to be utilised in future for the restoration of people's rights". Turning to the participants of the meeting she said that no controversial issues should be raised at the meeting. The discussion should centre round the ways and means to achieve 'our desired goal', she said.

Sheikh Hasina said that issues which can create confusions among people should not be dragged and Awami League leaders

and workers have to remain prepared for any sacrifices, Referring to what she described massive 'ballot dacoity' in favour of Jatiya Party candidates she said that even herself was announced defeated in one constituency through "media coup."

Giving consolation to those defeated in the May 7 parliamentary polls she said that her party has got people's mandate despite terrorism.

The Awami League chief said the Polls has proved that Awami League alone can give democracy and restore people's rights in the country.

Defending her party's decision of joining the polls she said that it has removed the confusions created by the government of President Ershad that Awami League has no base among people. The papers which have depicted the real picture of the election are not allowed to enter the country, she claimed.

Sheikh Hasina said that the government was now bargaining with the independent candidates who have won the election but if they succumb to such tactics that would mean betrayal with the people. She called upon the elected independent candidates and other oppositions to forge unity against the government to remove martial law.

She claimed that had there been fair polls her party could bag 230-240 seats.

Sheikh Hasina said that the day is not far when the country will be free from martial law and rights of the people restored. Who has won and who is defeated is not a big issue today. We have to move forward forgetting our individual differences to reach the fruits of independence to the people and to build 'Sonar Bangla', she told the meeting.

Advising the Press she said that reports which could create confusions among the people national interest.

Finally she sought blessings of her party leaders who have brought her to the country. She also demanded withdrawal of ban on publication of three papers.

Mr. Mohammad Nasim conducted the meeting which continued till 'maghreb' and was participated by about five dozens of leaders from Khulna and Chittagong divisions.

Prominent among those who addressed the meeting were Sheikh A. Aziz, Mr Asaduzzaman, Mr Mosharraf Hossain, Mr. Jahirul Islam and Mr Elias.

The Bangladesh Observer
June 17, 1986
Polls victory to be consolidated, says Hasina

Awami League Chief Sheikh Hasina Monday called upon the workers and leaders of her party and the political alliance to strengthen their organisation to fight with renewed vigour in the struggle for restoration of democracy, says BSS.

She told a rally organised to mark the 20th anniversary of June 7 to commemorate the six-point movement that the fight for realising the people's demands and establishing their rights still continued.

The Awami League chief said that the opposition movement would continue till the goal of achieving the five-point demands is reached.

Sheikh Hasina however said, "Whatever gains we have achieved through the election it should be consolidated towards our final victory".

The Awami League chief said her party and alliance had always aspired to establish a democratic Government and build democratic institutions in the country. She said they would continue their struggle for realisation of these objectives.

The rally held in front of the Awami League office was addressed, among others by the leaders of the alliance and members of the presidium of the Awami League including Dr. Kamal Hossain and Begum Sajeda Choudhury.

The Bangladesh Observer
November 4, 1986
AL to join JS if debate on Bill allowed

By A Staff Correspondent

Awami League chief Sheikh Hasina addressing a party rally on Monday at Baitul Mukarram Square in remembrance of four leaders who were killed inside Dhaka Central Jail in 1975 said her party would not sit in the parliament unless Martial Law was lifted from the country.

She said her party cannot sit in a chained Parliament. She however, said that her party decision regarding joining the Parliament could be changed provided there was a firm commitment from the government that it would allow a detailed discussion on the 7th Amendment Bill.

Awami League chief felt that government would hurry through the 7th Amendment Bill to legalise all illegal actions of the present Martial Law Government.

She made a dispassionate appeal to all Members of Parliament to thwart the passage the 7th Amendment Bill.

She made a similar appeal to the people to launch a country wide movement to foil government's attempt at passing the Bill.

She announced a number of programme starting from November 8 to November 10 for registering party's protest against the 7th Amendment Bill. Programme includes rallies and demonstrations all over the country to enlist public support torch procession on November 9 and rally at Baitul Mukarram on November 10.

She said famine was stalking the northern parts of the country and government has failed to take necessary measure to arrest the situation.

She said Opposition demand for opening gruel kitchens in the northern parts of the country had been ignored by the government.

She alleged corruption has become fashion of the day and government functionaries were accumulating ill-gotten wealth in foreign banks.

She alleged government by asking the farmers to repay the loans has created unnecessary pressure on the poor farmers. But regreded that no pressure has been applied to recover bank loans from the rich industrialists.

She also alleged that the Ministers were engaged in the flight of capitals.

She said the law and order situation has deteriorated and government was encouraging the killers instead of punishing them.

The Bangladesh Observer
December 7, 1986
Hasina for unity
of democratic forces

By A Staff Correspondent

Sheikh Hasina President of Bangladesh Awami League and Leader of the opposition on Saturday called upon all the pro-liberation and democratic forces of the country to forge a strong unity and launch movement to establish the people's rights.

Addressing the inaugural session of the third congress of Bangladesh Awami Jubo League (AJL) at the Institute of Engineers the Awami League chief said that rights enjoyed by the people during the three and half years of Awami League rule were snatched away by the two consecutive Martial Law regimes. Peoples rights were now confined in the army cantonments, she said.

The inaugural session of the congress was presided over by Mr. Amir Hossain Amu, Chairman of the presidium of the Bangladesh Awami Jubo League. It was addressed by Mr. Mostafa Mohsin Montu MP, Syed Rezaur Rahman and Mohammed Nasim M. P and General Secretary of AJL.

Sheikh Hasina said that the conspiracy against the sovereignty began from August 15, 1975 the day Bangabandhu along with the members of his family were killed by a group of imperialist agents. The objective of the killing of Bangabandhu was to destroy his ideals and cripple the nation.

She said Sheikh Mujibur Rahman fought against the martial rule for long 23 years to establish the people's rights.

Sheikh Hasina blamed the post 1975 government of giving protection to the killers of Sheikh Mujib by giving the jobs in the Bangladesh Missions abroad. She simultaneously blamed President Ershad for rehabilitating those killers in Bangladesh politics.

Referring to the present regime Sheikh Hasina said that the political parties born from the pocket of the particular brand of people never believed in democracy. In this connection she said that though Martial Law was withdrawn the martialmen were in the power. These elements also did not believe in ballots and as

such they got themselves elected without people's vote. She said that if there was a real election the 15-party Alliance would have swept it.

She said that the present government had shifted the huge burden of foreign debts on the shoulder of the commonmen and peasants of the country. This foreign debts without benifiting the people was rather inflating foreign bank accounts of few fortunate people in the country.

She blamed the present government for nurturing the anti-liberation forces in the country. She warned against distorting the history of the creation of Bangladesh.

Sheikh Hasina alleged that the government did not want opposition parties in the country. The government wants the opposition to compromise with it. She alleged that the government was harassing the opposition parties in the many ways. She also blamed President Ershad for his propaganda to undermine the mage of the political parties and the politicians.

Referring to the move to ban student politics Sheikh Hasina said that students of the country were always a conscious section of the society and they voiced their protest against any injustice. This is basic right of the students and none could take away their rights. She alleged that some Ministers were trying to bribe the student's community.

Referring to the 7th Amendment to the Constitution Sheikh Hasina said that by passing the 7th Amendment this government had taken away the rights of the people.

She called upon the members of the Awami Jubo League to work for implementing the ideals of Bangabandhu's dream of establishing an exploitation free society.

■■■